













# বহু বিবাহ

রহিত হওয়া উচিত কিনা

এতদ্বিষয়ক বিচার

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরপ্রণীত।

ব.স. গ. ১  
সং ১৩৩৬

চতুর্থ সংস্করণ।

সংস্কৃত যন্ত্র।

CALCUTTA :

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

NO. 148, BAHADUR GHOSH'S STREET, CALCUTTA.

1885.



## বিজ্ঞাপন

এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির  
 যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও সমাজে অশেষবিধ অনিষ্ট  
 ঘটিতেছে। রাজশাসন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও  
 সেই অনিষ্টের নিবারণের সম্ভাবনা নাই। ঐজন্য,  
 দেশস্থ লোকে, সময়ে সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবা-  
 রণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করিয়া থাকেন।  
 প্রথমতঃ, ১৬-বৎসর পূর্বে, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ  
 মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বন্ধুবর্গসমবায় নামক সমাজ  
 হইতে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন-  
 পত্র প্রদত্ত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা  
 রহিত হইলে, হিন্দুদিগের ধর্ম্মলোপ হইবেক; অত-  
 এব, এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে,  
 এই মর্মে, প্রতিকূল পক্ষ হইতেও, এক আবেদনপত্র  
 প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে, এই দুই আবেদনপত্রের  
 প্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য কোনও অনুষ্ঠান, দেখিতে  
 পাওয়া যায় নাই।

২। দুই বৎসর অতীত হইলে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ,  
 দিনাজপুর, নাটোর, দিঘাপতি প্রভৃতি স্থানের রাজারা  
 ও দেশস্থ প্রায় যাবতীয় প্রধান লোকে, বহু বিবাহের

নিবারণ প্রার্থনায়, ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদনপত্র প্রদান করেন। এই সময়ে, দেশস্থ লোকে এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে; কারণ, নিবারণ প্রার্থনায় প্রায় সকল স্থান হইতেই আবেদনপত্র আসিয়াছিল; প্রতিকূল কথা কোনও পক্ষ হইতে উচ্চারিত হয় নাই। লোকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে, যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন, এবং, নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে, অশেষ প্রকারে, যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মহত্ সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। ব্যবস্থাপক সমাজ বহু-বিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে, সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা, বিদ্রোহের নিবারণ বিষয়ে, সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন; বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে, আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না।

৩। এইরূপে এই মহোদ্দোষ বিকল হইয়া যায়। তৎপরে, বারাণসীনিবাসী, অধুনা লোকান্তরবাসী, রাজা দেবনারায়ণ সিংহ মহোদয়, বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে, সাতিশয় উৎসাহী ও সবিশেষ উদ্দ্যোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে, উদারচিত্ত রাজা বাহাদুর তারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য ছিলেন। তিনি

নিজে সমাজে এ বিষয়ের উত্থাপন করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন । তদনুসারে তদ্বিষয়ক উদ্যোগও হইতেছিল । কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার ব্যবস্থাপক সমাজে উপবেশন করিবার সময় অতীত হইয়া গেল ; সুতরাং, তথায় তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের উত্থাপন করিবার সুযোগ রহিল না ।

৪ । পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুনরায় বহু বিবাহ নিবারণের উদ্যোগ হয় । ঐ সময়ে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ প্রভৃতির রাজারা, দেশের অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ, তদ্যতিরিক্ত অনেকানেক প্রধান ব্যক্তি, এবং বহুসংখ্যক লোক, একমতাবলম্বী হইয়া, এ দেশের তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর শ্রীযুক্ত সর সিমিল বীডন মহোদয়ের নিকট আবেদনপত্র প্রদান করেন । মহামতি সর সিমিল বীডন, আবেদনপত্র পাইয়া, এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগপ্রকাশ ও অনুকূল বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের অনভিপ্রায় বশতঃ, অথবা কি হেতু বশতঃ বলিতে পারা যায় না, তিনি এতদ্বিষয়ক উদ্যোগ হইতে বিরত হইলেন ।

৫ । শেষ বার আবেদনপত্র প্রদত্ত হইলে, কোশনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল । সেই সকল আপত্তির যীমাংসা করা উচিত ও আবশ্যক, বোধ হওয়াতে, এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয় । কিন্তু, এ বিষয় আপাততঃ স্থগিত রহিল, এবং



আমিও, ঐ সময়ে অতিশয় পীড়িত হইয়া, কিছু কালের জন্য শয্যাগত হইলাম; সুতরাং, তৎকালে পুস্তক মুদ্রিত করিবার আর তাদৃশ আবশ্যকতাও ছিল না, আর, তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠি, আমার তাদৃশ ক্ষমতাও ছিল না। এই দুই কারণ বশতঃ, পুস্তক এত দিন অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল।

৩। সম্প্রতি শুনিতেছি, কলিকাতাস্থ সনাতনধর্ম-রক্ষিণী সভার সভ্য মহোদয়েরা বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতিজঘন্য, অতিনৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটবেক কি না, এই আশঙ্কার অপনয়ন জন্য, সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, এবং রাজ-দ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। তাঁহারা, সম্ভতিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া, যে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয় ত, সে বিক্রেত্রে তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

৭। শেষ বারের উদ্যোগের সময়, কেহ কেহ কহিয়াছিলেন, রাজপুরুষেরা পরামর্শ দিয়া, কোনও

ব্যক্তিকে এ বিষয়ে প্ররম্ভ করিয়াছেন, তাহাতেই, বহু  
 বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, আবেদনপত্র প্রদত্ত হই-  
 য়াছে । (কেহ কেহ কহিয়াছিলেন, যাহাদের উদ্দেশ্যে  
 আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা হিন্দুধর্মদ্বেষী,  
 হিন্দুধর্মের লোপ করিবার অভিপ্রায়ে, এই উদ্দেশ্যে  
 করিয়াছে । কিন্তু, সনাতনধর্মরক্ষিণী সভার এই  
 উদ্দেশ্যে তাদৃশ অপবাদপ্রবর্তনের অণু মাত্র সম্ভাবনা  
 নাই । যাহাতে এ দেশে হিন্দুধর্মের রক্ষা হয়, সেই  
 উদ্দেশ্যে, সনাতনধর্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে ।  
 ঐদৃশ সভার অধ্যক্ষেরা, রাজপুরুষদিগের উপদেশের  
 বশবর্তী হইয়া, হিন্দুধর্মলোপের জন্য, এই উদ্দেশ্যে  
 করিয়াছেন, নিতান্ত নিরোধ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ না  
 হইলে, কেহ এরূপ কহিতে পারিবেন না) । তবে,  
 প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয় মাত্র প্রতিপক্ষতা করা  
 যাহাদের অভিপ্রেত ও ব্যবসায়, তাহারা কোনও মতে  
 ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না । তাহারা, এরূপ সময়ে,  
 উন্নতির ন্যায়, বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া উঠেন ; এবং,  
 যাহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে, স্বতঃ পরতঃ,  
 সে চেষ্টার ক্রটি করেন না । ঐদৃশ ব্যক্তির সামাজিক  
 দোষ সংশোধনের বিষয় বিপক্ষ । তাহাদের অদ্ভুত  
 প্রকৃতি ও অদ্ভুত চরিত্র ; নিজেও কিছু করিবেন  
 না, অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন না । তাহারা  
 চিরজীবী হউন ।

৮। পরিশেষে, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার নিকট প্রার্থনা এই, যখন তাঁহারা এ বিষয়ে ইস্তফেপ করিয়াছেন, সবিশেষ যত্ন ও যথোচিত চেষ্টা না করিয়া, যেন ক্ষান্ত না হয়েন। তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিলে, দেশের ও সমাজের যে, যার পর নাই, হিতসাধন হইবেক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; সেরূপ সংস্কার না জন্মিলে, তাঁহারা কদাচ এ বিষয়ে প্ররত হইতেন না। বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, তদর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে, বহু বিবাহ বিষয়ে, ঘৃণা ও ঘৃষ জন্মিয়াছে; সেই ঘৃণা প্রযুক্ত, সেই ঘৃষ বশতঃ, তাঁহারা এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার সংশয় নাই।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কাশীপুর

১লা শ্রাবণ। সংবৎ ১৯২৮।





# বহুবিবাহ

স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ও সামাজিক নিয়ম দোষে, পুরুষ-জাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা, পুরুষজাতির নিকট, অবনত ও অপদস্থ হইয়া, কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই, স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিম্বশ্চকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্য বশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।) অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিমহিত প্রথার অনুবর্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজা-তিকে, অশেষ প্রকারে, যাতনাপ্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে, বহুবিবাহপ্রথা, এক্ষণে, সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুঃখবিস্মার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতা প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, সে সমুদয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ, এতমূলক অত্যাচার

এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহাদের, কিস্তিঃ মাত্র হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে, তাদৃশ ব্যক্তি মাজেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন । তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা, এই দণ্ডে, রহিত হইয়া যায় । অধুনা, এ দেশের যেকোন অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজশাসন ব্যতিরেকে, ঈদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই । এজন্য, অনেকে উদ্যুক্ত হইয়া, অশেষ-দোষাম্পদ বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের নিমিত্ত, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন । এ বিষয়ে, কোনও কোনও পক্ষ হইতে, আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে । যথাশক্তি সেই সকল আপত্তির উত্তরপ্রদানে প্ররম্ভ হইতেছি ।

---

## প্রথম আপত্তি ।



(এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, বহুবিবাহপ্রথার দোষ-কীর্তন বা নিবারণকথার উত্থাপন হইলে, তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন । তাঁহাদের এরূপ সংস্কার আছে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধৰ্ম্মানুগত ব্যবহার ।) যাঁহারা এ বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তি সকল, তাঁহাদের মতে, শাস্ত্রদ্রোহী, ধৰ্ম্মদ্রোহী, নাস্তিক ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত ।) তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধৰ্ম্মলোপ ঘটিবেক । তাঁহারা, শাস্ত্রের ও ধৰ্ম্মের দোহাই দিয়া, বিবাদ ও বাদান্তুগত করিয়া থাকেন, কিন্তু, এ বিষয়ে শাস্ত্রেই বা, কত দূর পর্য্যন্ত, বিধি বা অনুমোদন আছে, এবং পুরুষ-জাতির উচ্ছ্রাবল ব্যবহার দ্বারাই বা, কত দূর পর্য্যন্ত অনার্য্য আচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত নহেন । এ দেশে সকল ধৰ্ম্মই শাস্ত্রমূলক ; শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে, তাহাই ধৰ্ম্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত ; আর, শাস্ত্রে যাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ধৰ্ম্মবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । সুতরাং, বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের যে সমস্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে, সে সমুদয় পরীক্ষিত হইলেই, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধৰ্ম্মানুগত ব্যবহার কি না, এবং, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধৰ্ম্মলোপের আশঙ্কা আছে কি না, অবधारিত হইতে পারিবেক ।



দক্ষ কহিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥ (১)

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকগ্রস্ত হয় ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা, দ্বিজের পক্ষে, নিষিদ্ধ ও পাতকজনক । দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা ।

বামনপুরাণে নির্দিষ্ট আছে,

চত্বারি আশ্রমাস্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্তিতাঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ তিষ্ণুকম্ ।

ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্তয় এব হি ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ ।

গার্হস্থ্যমুচিতত্ত্বৈকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ ॥ (২)

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন; বৈশ্যের প্রথম দুই; শূদ্রের গার্হস্থ্য মাত্র এক আশ্রম; সে, ছষ্ট চিত্তে, তারারই অস্থগান করিবেক ।

এই ব্যবস্থা অনুসারে, সমুদয়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রম । কালভেদে ও অধিকারিভেদে, অনুব্রতের পক্ষে, এই আশ্রমচতুষ্টয়ের অন্যতম অবলম্বন আবশ্যিক ;

নতুবা, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন, পাতকগ্রস্ত হইতে হয় । ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই অধিকারী ; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, এই তিন আশ্রমে ; বৈশ্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, এই দুই আশ্রমে ; শূদ্র একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমে অধিকারী । উপনয়ন সংস্কারের পর, গুরুকূলে অবস্থিতি পূর্ব্বক, বিজ্ঞাত্যাস ও সদাচার-শিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে ; ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, বিবাহ করিয়া, সংসারযাত্রা সম্পাদনকে গার্হস্থ্য বলে ; গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনের পর, যোগাত্যাসের নিমিত্ত, বনবাস আশ্রয়কে বানপ্রস্থ বলে ; বানপ্রস্থধর্ম্ম সমাধানের পর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগকে সম্মাস বলে ।

মনু কহিয়াছেন,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমারভো যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সর্বগাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ৩।৪

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞা লাভের পর, যথা বিধানে স্নান ও সমারভন(৩) করিয়া, সজাতীয়া স্ত্রীলক্ষণা ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিবেক ।

বিবাহের এই প্রথম বিধি । এই বিধি অনুসারে, বিজ্ঞাত্যাস ও সদাচার শিক্ষার পর, দারপরিগ্রহ করিয়া, মনুষ্য গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবিষ্ট হয় ।

ভার্য্যারৈ পূর্ব্বমারিতৈর্ন্য দস্ত্রাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি ।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥ ৫।১৬৮। (৪)

(৩) বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, গৃহস্থআশ্রম প্রবেশের পূর্ব্ব, অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়াবিশেষ ।

(৪) অনুসংহিতা ।

পূৰ্বমুতা স্ত্রীৰ বৃথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিৰ্বাহ কৰিয়া, পুনৰায় দারপরিগ্রহ ও পুনৰায় অগ্ন্যাধান কৰিবেক ।

বিবাহেৰ এই দ্বিতীয় বিধি । এই বিধি অনুসারে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তিৰ পুনৰায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক ।

মৃতপাসাধুরতা চ প্রতিকুলা চ যা ভবেৎ ।

ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যং হিংস্রার্থস্বী চ সৰ্বদা ॥৯।৮০।(৫)

যদি স্ত্রী পুরাপায়িনী, ব্যভিচারিনী, সতত স্বামীৰ অভিপ্ৰায়েৰ বিপৰীতকারিনী, চিররোগিনী, অতি ক্লেশ্ৰভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তাহা হইলে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনৰায় দারপরিগ্রহ, কৰিবেক ।

বন্ধ্যাক্ষমেধিবেত্তাদে দশমে তু মৃতপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী সন্তপ্তপ্রিয়বাদিনী ॥৯।৮১।(৫)

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্ডামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, ও অপ্ৰিয়বাদিনী(৬) হইলে, কালাতিপাত ব্যুতিরেকে, অধিবেদন কৰিবেক ।

বিবাহেৰ এই তৃতীয় বিধি । এই বিধি অনুসারে, স্ত্রী বন্ধ্যা প্রভৃতি অবধাৰিত হইলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনৰায় বিবাহ করা আবশ্যক ।

সবর্ণাণ্ণে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো হবরাঃ ॥৩।১২।

(৫) মনুসংহিতা ।

(৬) যে সতত স্বামীৰ প্রতি দুঃখৰ কটুক্তি প্রয়োগ করে ।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজতশ্চ তাশ্চ স্বা চাঐজম্বনঃ ॥৩।১৩।(৭)

দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সর্বণ্যবিবাহই বিহিত । কিন্তু, যাহারা, যদৃচ্ছা ক্রমে, বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অল্পলোম ক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেন । ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রা ; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য, শূদ্রা ; বৈশ্যের বৈশ্যা, শূদ্রা ; শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইতে পারে ।

বিবাহের এই চতুর্থ বিধি । এই বিধি অনুসারে, সর্বণ্যবিবাহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত সম্প । কিন্তু, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, স্বথাবিধি সর্বণ্য বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে ।

যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য । প্রথম বিধি অনুসারে, যে বিবাহ করিতে হয়, তাহা নিত্য বিবাহ ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না । দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা না করিলে, আশ্রম-ভ্রংশ ঐবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় ( ৮ ) । তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ ; কারণ, তাহা, স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, করিতে হয় । চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ । এই বিবাহ, নিত্য ও নৈমি-

(৭) মনুসংহিতা ।

( ৮ ) স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এমন্য এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্বও আছে ।

স্ত্রিক বিবাহের স্তায়, অবশ্যকর্তব্য নহে ; উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ; অর্থাৎ, ইচ্ছা হইলে, তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই মাত্র । কাম্য বিবাহে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের অধিকার প্রদর্শিত হওয়াতে, শূদ্রের তাদৃশ বিবাহে অধিকার নাই ।

পুল্লাভ ও ধর্মকার্য্যসামান্য গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য । দার-পরিগ্রহ ব্যতিরেকে, এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না ; এ নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের দ্বার স্বরূপ, গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায় স্বরূপ, নির্দিষ্ট হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয় ; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন । স্ত্রীর বক্ষ্যাহ, চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্র লাভের ও ধর্মকার্য্য সমাধানের ব্যাঘাত ঘটে ; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রী মৃত্তে, পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সর্বণাপরিণয়নের পর, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, বদৃচ্ছা ক্রমে, বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পক্ষে, অনবর্ণ বিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন । বিবাহ বিষয়ে, এতদ্ব্যতিরিক্ত, আর বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না । সুতরাং, স্ত্রী বিত্তমাম থাকিতে, নির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, বদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায় সর্বণ বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে ।

কলতঃ, সৰ্বণা বিবাহের পর, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্ররত্ত ব্যক্তির পক্ষে, অসৰ্বণা বিবাহের বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সৰ্বণাবিবাহ নিষিদ্ধ কল্প হইতেছে ।

এরূপ বিধিকে পরিসংখ্যা বলে । পরিসংখ্যা বিধির নিয়ম এই, যে স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়া যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয় । বিধি ত্রিবিধ অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি । বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্ররত্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপূর্ববিধি কহে ; যেমন, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত,” স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক । এই বিধি না থাকিলে, লোকে, স্বর্গলাভবাননায়, কদাচ, যাগে প্ররত্ত হইত না ; কারণ, যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত নহে । যে বিধি দ্বারা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে, যেমন, “সায় যাজ্ঞেত,” সায় দেশে যাগ করিবেক । লোকের পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে ; সেই যাগ, কোনও স্থানে অবস্থিত হইয়া, করিতে হইবেক ; লোকে, ইচ্ছা অনুসারে, সমান, অসমান, উভয়বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত ; কিন্তু, “সামে যজ্ঞেত,” এই বিধি দ্বারা, সমান স্থানে যাগ করিবেক, ইহা নিয়মবদ্ধ হইল । যে বিধি দ্বারা, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে, নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কার্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যা বিধি বলে ; যেমন, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ”, পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয় । লোকে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যাবতীয় পঞ্চনখ জন্ত ভক্ষণ করিতে পারিত ; কিন্তু, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ”, এই বিধি দ্বারা, বিহিত শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত, কুকুর প্রভৃতি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তর ভক্ষণনিষেধ

সিদ্ধ হইতেছে ; অর্থাৎ, লোকের পঞ্চনখ জন্তর মাংস ভক্ষণে প্ররুত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তর মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবেক না ; শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ জন্তর মাংস ভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ; ইচ্ছা হয়, ভক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা না হয়, ভক্ষণ করিবেক না । সেইরূপ, যদৃচ্ছা ক্রমে অধিক বিবাহে উত্তত পুরুষ সবার্ণা, অসবার্ণা, উভয়বিধ স্ত্রীরই পানিগ্রহণ করিতে পারিত ; কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্ররুত্ত হইলে, অসবার্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছাস্থলে অসবার্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে । অসবার্ণাবিবাহও লোকের ইচ্ছাধীন ; ইচ্ছা হয়, তাদৃশ বিবাহ করিবেক ; ইচ্ছা না হয়, করিবেক না ; কিন্তু, যদৃচ্ছাপ্ররুত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, অসবার্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধির উদ্দেশ্য । এই বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধি বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ঈদৃশ বিবাহ সাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ লোকের ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে ; বাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিধিকেই অপূর্ববিধি বলে । এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ইহা দ্বারা অসবার্ণাবিবাহ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে না । সুতরাং, এই বিবাহবিধিকে, অগত্যা, পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক (৯) ।

---

(৯) নিনিষোগবিধিরপূর্ববিধিনিয়মবিধিপরিসংখ্যাবিধিতেষা-  
 ত্রিবিধঃ বিধিঃ দিনা কথমপি স্বার্থগোচরপ্রতিভিন্নোপপদ্যতে অসাব-  
 পূর্ববিধিঃ নিয়তপ্রভৃতিকলংকা বিধিনিয়মবিধিঃ অবিসমাদান্যত্র প্রভৃতি-

বিবাহবিষয়ক বিধিচতুষ্টয়ের স্থল তাৎপর্য্য এই, প্রথম বিধি অনুসারে, গৃহস্থ ব্যক্তির সৰ্বণবিবাহ অবশ্যকর্তব্য ; গৃহস্থ অবস্থায় স্ত্রীবিয়োগ হইলে, দ্বিতীয় বিধি অনুসারে, সৰ্বণবিবাহ অবশ্যকর্তব্য ; স্ত্রী বক্ষ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে, তৃতীয় বিধি অনুসারে, সৰ্বণবিবাহ অবশ্যকর্তব্য ; সৰ্বণ বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রৱত্তি হইলে, ইচ্ছা হয়, চতুর্থ বিধি অনুসারে, অসৰ্বণ বিবাহ করিবেক, অসৰ্বণ ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না । কুলিবুগে অসৰ্বণ বিবাহের ব্যবহার রহিত হইয়াছে ; সুতরাং যদৃচ্ছা-প্রৱত্ত বিবাহের আর স্থল নাই । .

এক্ষণে, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, ইদানীন্তন যদৃচ্ছা-প্রৱত্ত বহুবিবাহকাণ্ড কেবল শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নয়, এরূপ নহে, উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে । সুতরাং, ঐহারা যদৃচ্ছা ক্রমে বহু বিবাহ করিতেছেন, তাঁহারা, নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান জন্য, পাতকগ্রস্ত হইতেছেন । যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,

কিহিতস্থানমুষ্ঠানান্নিষিদ্ধিতস্ত চ সেবনাৎ ।

অনিগ্রহাচ্ছেন্দ্రిয়াণাং নরঃ পতনমুচ্ছতি ॥ ৩।২১৯।

বিহিত বিষয়ের অবহেলন ও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে, এবং ইন্দ্রিয়বশীকরণ করিতে না পারিলে, মনুষ্য পাতকগ্রস্ত হয় ।

কোনও কোনও মূনিবচনে, এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিজ্ঞ-

বিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ তদুক্তঃ বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ  
পাক্ষিকে সতি । তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীৰ্যতে ।  
বিধিস্বরূপ ।



মান থাকা নির্দিষ্ট আছে, তদ্বশনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিद्यমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য নহে, ইহা কি রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে । তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। সবর্ণ্যাসু বহুভার্য্যাসু বিद्यমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কারয়েৎ (১০) ।

সজাতীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ।

২। সর্কাসামেকপত্নীনার্মেকা চেৎ পুল্লিণী ভবেৎ ।

সর্কাস্তান্তেন পুল্লেন গ্রাহ পুল্লবতীর্মমুঃ ॥১৮৩।(১১)

মমু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুল্লবতী হয়, সেই

সপত্নীপুত্র ধারা তাহারা সকলেই পুল্লবতী গণ্য হইবেক ।

৩। ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্ ।

কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত জ্ঞহত্যাভ্রতং চরেৎ ॥ (১২)

যে ব্যক্তি, তিন বিবাহ করিয়া, চতুর্থ বিবাহ না করে, সে সাত

কুল পতিত করে, তাহার জ্ঞহত্যাপ্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যিক ।

এই সকল বচনে এরূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে, তদ্বারা, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পুরুষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে । প্রথম বচনে এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে ; কিন্তু ঐ বহু ভার্য্যা বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন নহে, তাহার

কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না । দ্বিতীয় বচনে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা যে কেবল পূর্ব পূর্ব স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ম নিবন্ধন ঘটয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ; কারণ, ঐ বচনে পুত্রহীনা সপত্নীদের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । তৃতীয় বচনে, তিন বিবাহের পর বিবাহান্তরের অবশ্যকর্তব্যতানির্দেশ আছে । কিন্তু, এই বচন বহুবিবাহবিষয়ক নহে । ইহার স্থল এই,—যে ব্যক্তির ক্রমে দুই স্ত্রী গত হইয়াছে, সে পুনরায় বিবাহ করিলে, তাহার তিন বিবাহ হয় ; চতুর্থ বিবাহ না করিলে, তাহার প্রত্যবায় ঘটে । এই প্রত্যবায়ের পরিহারার্থে, বিবাহাশী ব্যক্তি, প্রথমতঃ, এক ফুল গাছকে স্ত্রী কল্পনা করিয়া, উহার সহিত তৃতীয় বিবাহ সম্পন্ন করে; তৎপরে যে বিবাহ হয়, তাহা চতুর্থ বিবাহের স্থলে পরিগৃহীত হইয়া থাকে । এইরূপ তিন বিবাহ ও চারি বিবাহই এই বচনের উদ্দেশ্য । কেহ কেহ এই ব্যবস্থা করেন, যেখানে তিন স্ত্রী বর্তমান থাকে, সেই স্থলে এই বচন খাটিবেক ( ১৩ ) । যদি এই ব্যবস্থা আদরণীয় হয়, তাহা হইলে, বর্তমান তিন স্ত্রীর বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, আর চতুর্থ বিবাহ এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিহাররূপ নিমিত্ত নিবন্ধন বলিতে হইবেক । অর্থাৎ, প্রথমতঃ, স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ম প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, ক্রমে তিন বিবাহ ঘটয়াছে ; পরে, তিন স্ত্রী বর্তমান থাকিলে, এই বচনে যে চতুর্থ বিবাহের অবশ্যকর্তব্যতার নির্দেশ আছে, তদনুসারে পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক হইতেছে । অনুবচনে

অধিবেদনের যে সমস্ত নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে, এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিহার তদতিরিক্ত নিমিত্তান্তর বলিয়া পরিগণিত হইবক। ফলকথা এই, যখন শাস্ত্রকারেরা, কাম্যবিবাহস্থলে, কেবল অসবর্ণবিবাহের বিধি দিয়াছেন, যখন ঐ বিধি দ্বারা, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণবিবাহ সৰ্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহু বিবাহ সকল অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন যদৃচ্ছা ক্রমে ঐ বহু বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন, পুরাণে ও ইতিহাসে, কোনও কোনও রাজার যুগপৎ বহু স্ত্রী বিজ্ঞান থাকার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন পুরুষের বহু বিবাহ শাস্ত্রানুমত কৰ্ম্ম নহে, ইহা কিরূপে অঙ্গীকৃত হইতে পারে। ইহা বার্থ বটে, পূর্বকালীন কোনও কোনও রাজার বহু বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু, সে সকল বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রসূত বিবাহ নহে। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, রাজা দশরথের অনেক মহিলা ছিলেন। কিন্তু, তিনি যে যদৃচ্ছা ক্রমে সেই সমস্ত বিবাহ করিয়াছিলেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি জন্মে না। রামায়ণে যেৰূপ নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে তিনি, যুদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হয়েন নাই। ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তাঁহার প্রথম পরিণীতা স্ত্রী বন্যা বলিয়া পরিগণিত হইলে, তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন; এবং, সে স্ত্রীও পুত্রবতী না হওয়াতে, তাঁহারও বন্যাত্ম বোধে, রাজা পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে,

ক্রমে ক্রমে, তাঁহার অনেক বিবাহ ঘটে । অবশেষে, চরম  
বয়সে, কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, এই তিন মহিষীর গর্ভে  
তাঁহার চারি সন্তান জন্মে । সুতরাং, রাজা দশরথের বহু  
বিবাহ পূর্ব পূর্ব স্ত্রীর বক্ষ্যাদ্বশক্কা নিবন্ধন ঘটয়াছিল, স্পষ্ট  
প্রতীয়মান হইতেছে । দশরথ যে কারণে বহু বিবাহ করিয়া-  
ছিলেন, অন্তান্ত রাজারাও, সেই কারণে, অথবা শাস্ত্রোক্ত  
অন্য কোনও নিমিত্ত বশতঃ, একাধিক বিবাহ করেন, তাহার  
সংশয় নাই । তবে, ইহাও লক্ষিত হইতে পারে, কোনও  
কোনও রাজা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন ।  
কিন্তু, তাদৃশ দৃষ্টান্ত দর্শনে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যাপার  
বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না । রাজার আচার, সর্বসাধারণ  
লোকের পক্ষে, আদর্শস্বরূপ পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে ।  
ভারতবর্ষীয় রাজারা, স্ব স্ব অধিকারে, এক প্রকার সর্বশক্তিমান  
ছিলেন । প্রজারা ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া  
চলিলে, রাজা, দণ্ড বিধান পূর্বক, তাহাদিগকে স্থায়পথে  
অবস্থাপিত করিতেন । কিন্তু, রাজারা উৎপথপ্রতিপন্ন হইলে,  
তাঁহাদিগকে স্থায়পথে প্রবর্তিত করিবার লোক ছিল না ।  
বস্তুতঃ, রাজারা সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন ।  
সুতরাং, যদি কোনও রাজা, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, শাস্ত্রোক্ত  
নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে, বহু বিবাহ করিয়া থাকেন,  
সর্বসাধারণ লোকে, সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া, বহু বিবাহ  
করিলে, তাহা কোনও ক্রমে বৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে  
পারে না । মনু কহিয়াছেন,—

সৌহৃদ্বির্ভবতি বায়ুশ্চ সৌহর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্ ।

স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৭ ॥ ৭ ॥

কালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ ।

মহতী দেবতা হোষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৭ । ৮ ।

রাজা প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, বসু, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র । রাজা বালক হইলেও, তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে । তিনি নিঃসন্দেহ মহতী দেবতা, নররূপে বিরাজ করিতেছেন ।

রাজা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন । শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে মহতী দেবতা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । অতএব, যেমন দেবতার চরিত্র মনুষ্যের অনুকরণীয় নহে ; সেইরূপ, রাজার চরিত্রও, মনুষ্যের পক্ষে, অনুকরণীয় হইতে পারে না । এই নিমিত্ত, যাহা সৰ্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে সৰ্ব্বথা অবৈধ, তেজীয়ানের পক্ষে, তাহা দোষাবহ নয় বলিয়া, শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

ফলতঃ, যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহকাণ্ড যদৃচ্ছাপ্রযুক্তব্যবহারমূলক হ্রাদ্র । এই অতিজঘন্য, অতিনৃশংস ব্যাপার শাস্ত্রানুমত বা ধৰ্ম্মানুগত ব্যবহার নহে ; এবং, ইহা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা বা ধৰ্ম্মলোপের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই ।

---

## দ্বিতীয় আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হইলে, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটিবেক । এই আপত্তি স্থায়োপেত হইলে, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ-চেষ্টা, কোনও মতে, উচিত কর্ম হইত না । কৌলীন্তপ্রথার পূর্বাপর পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উহা স্থায়োপেত কি না, তাহা প্রতীয়মান হইতে পারিবেক ; এজন্য, কৌলীন্ত-মর্যাদার প্রথম ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে ।

রাজ্য আদিসুর, পুন্ড্রোড়িষ্যগের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, অধিকারস্থ ব্রাহ্মণদিগকে, যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত, আহ্বান করেন । এ দেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা আচার-দ্রষ্ট ও বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন ; সুতরাং, তাঁহারা আদিসুরের অভিপ্রেত যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না । রাজা, নিরুপায় হইয়া, ১১৯ শাকে ( ১ ) কান্তকুজরাজের নিকট, শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারপূত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ প্রার্থনায়, দূত প্রেরণ করিলেন । কান্তকুজরাজ, তদনু-সারে, পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন—

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| ১ শাণ্ডিল্যগোত্র | ভট্টনারায়ণ । |
| ২ কাশ্যপগোত্র    | দক্ষ ।        |
| ৩ বাৎস্তগোত্র    | ছান্ড ।       |

(১) আদিসুরো নবনবত্যাধিকনবশত্বেশিহাশকে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়মানস ।  
বৃহৎসংহিতা ।

৪ ভরদ্বাজগোত্র

ঐহর্ব

৫ সাবর্ণগোত্র

বেদগর্ভ । (২)

ব্রাহ্মণেরা, সস্ত্রীক, সভৃত্য, অশ্বারোহণে, গৌড়দেশে আগমন করেন । চরণে চর্মপাদুকা, সর্কাজ সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত ; এইরূপ বেশে, তাহুল চর্কণ করিতে করিতে, রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা দ্বারবানকে কহিলেন, ত্রায় রাজার নিকট আমাদের আগমনসংবাদ দাও । দ্বারী, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের আগমনসংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমতঃ জুতিশয় আত্মাদিত হইলেন ; পরে, দৌবারিকের মুখে, তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ দেশের ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দূর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম । কিন্তু, যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে উঁহাদিগকে আচারপূত বা ক্রিয়ানিপুণ বলিয়া বোধ হইতেছে না । যাহা হউক, আপাততঃ সাক্ষাৎ না করিয়া, উঁহাদের আচার প্রভৃতির বিষয় সবিশেষ অবগত হই, পরে যেরূপ হয় করিব । এই স্থির করিয়া, রাজা দ্বারবানকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগকে বল, আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপ্ত আছি,

(২) ভট্টনারায়ণে দক্ষো বেদগর্ভোহথ ছান্দকঃ ।

অথ ঐহর্বনামা চ কান্যকুজাং সমাগতাঃ ।

শান্তিল্যগোত্রজশ্চেতৌ ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ ।

দক্ষোহথ কাশ্যপশ্চেতৌ বাৎস্যশ্চেতৌহথ ছান্দকঃ ।

ভরদ্বাজকুলশ্চেতঃ ঐহর্বোহর্ববর্জনঃ ।

বেদগর্ভোহথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ । কুলরাম ।

এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না ; তাঁহার, বাসস্থানে গিয়া, শ্রান্তিদূর করুন ; অবকাশ পাইলেই, সাক্ষাৎ করিতেছি ।

এই কথা শুনিয়া, দ্বারবান, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া, সমস্ত নিবেদন করিল । রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিবেন, এই স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণেরা, আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত, জলগণ্ডুষ হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন ; এক্ষণে, তাঁহার অনাগমনবার্তা শ্রবণে, করস্থিত আশীর্বাদবারি নিকটবর্তী মল্লকার্ঠে নিক্ষিপ্ত করিলেন । ব্রাহ্মণদিগের এমনই প্রভাব, আশীর্বাদবারির স্পর্শ মাত্র, চিরশুষ্ক মল্লকার্ঠ সজীবিত, পল্লবিত, ও পুষ্পফলে সুশোভিত, হইয়া উঠিল (৩) । এই অদ্ভুত ঘটনা তৎক্ষণাৎ নরপতিনমীপে নিবেদিত হইল । রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন । তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ, তাঁহার মনে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল ; এক্ষণে, বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল । তখন তিনি, গলবস্ত্র ও কুতাজ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং, দৃঢ়তর ভুক্তিযোগ সহকারে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন (৪) ।

অনন্তর, রাজা, নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে, সেই পক্ষ ব্রাহ্মণ

(৩) বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বঙ্গালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দিঘি আছে, তাহার উত্তর পাড়ে, পাকা ঘাটের উপর, ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে । বৃক্ষ অতি বৃহৎ ; নাম গজারিবৃক্ষ । এত-জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আর কোথাও নাই । ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কোথাপি লক্ষিত হয় না । মল্লকার্ঠ হলে অনেকে গজের আলানতুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ।

(৪) এই উপাখ্যান সচরাচর\* ঘেরুগ উল্লিখিত হইয়া থাকে, অবিকল সেইরূপ নির্দিষ্ট হইল ।



ঘারা, পুত্রেষ্ট্রিবাগ রুহাইলেন । বাগপ্রভাবে, রাজমহিষী গর্ভ-  
বতী ও বধাকালে পুত্রবতী হইলেন । রাজা, যৎপরোনাস্তি  
প্রীত হইয়া, নিজ রাজ্যে বাস করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণদিগকে,  
সবিশেষ নির্বন্ধ সহকারে, অনুরোধ করিতে লাগিলেন ।  
ব্রাহ্মণেরা, রাজার নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, তদীয়  
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং পঞ্চকোটী, কামকোটী, হরি-  
কোটী, ককগ্রাম, বটগ্রাম এই রাজদত্ত এক এক গ্রামে, (৫) এক  
এক জন বসতি করিলেন ।

কাদ ক্রমে, এই পাঁচ জনের বটপঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল ।  
ভট্টনারায়ণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ, ত্রিহর্ষের চারি, বেদ-  
গর্ভের দ্বাদশ, ছান্দড়ের আট (৬) । এই প্রত্যেক সন্তানকে  
রাজা বানার্ধে এক এক গ্রাম প্রদান করিলেন । সেই সেই  
গ্রামের নাম অনুসারে, তাঁহাদের সন্তানপরম্পরা অমুক-  
গ্রামীণ, অর্থাৎ অমুকগাঁই, বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন । শাণ্ডিল্য-  
গোত্রে, ভট্টনারায়ণবংশে, বন্দ্য, কুম্ভুম, দীর্ঘাকী, ঘোষলী, বট-  
ব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, মেয়ক, গড়গড়ি,  
আকাশ, কেশরী, মাঘচটক, বসুয়ারি, করাল, এই ষোল গাঁই  
(৭) । কাশ্যপগোত্রে, দক্ষবংশে, চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাটী,

(৫) পঞ্চকোটীঃ কামকোটীঃ হরিকোটীঃ ।

ককগ্রামো বটগ্রামেন্তেহাং স্থানানি পঞ্চ চ । কুলরাম ।

(৬) ভট্টতঃ ষড়শোক্তা দক্ষতচ্চাপি ষড়শ ।

চত্বারঃ ত্রিহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ ।

অষ্টাবধঃ পরিক্রিয়া উক্ত্যশ্চান্দ্রান্মনঃ । কুলরাম ।

(৭) বন্দ্যঃ কুম্ভুমো দীর্ঘাকী ঘোষলী বটব্যালকঃ ।

পারী কুলী কুশারিচ্চ কুলভিঃ মেয়কো গড়ঃ ।

পোড়ারি, হড়, গুড়, ভুরিঠাল, পালদি, পাকড়ানী, পুষলী, মূল-  
গ্রামী, কোয়ারী, পলসায়ী, পীতমুণ্ডী, নিমলায়ী, ভট্ট, এই ষোল  
গাঁই(৮) । ভরদ্বাজগোত্রে, শ্রীহর্ষবংশে, মুখুণ্ডী, ডিংসাই, সাহরী,  
রাই, এই চারি গাঁই (৯) । সাবর্ণগোত্রে, বেদগর্ভবংশে, গাঙ্গুলি,  
পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ঘণ্টেশ্বরী, কুন্দগ্রামী, নিয়ারি, সাটে-  
শ্বরী, দায়ী, নামেরী, পারিহাল, বালিয়া, সিদ্ধল, এই বার  
গাঁই (১০) । বাৎস্রগোত্রে, ছান্দভবংশে, কাজিলাল, মহিস্তা,  
পুতিভুণ্ড, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাজারী, নিমলাল, এই  
আট গাঁই (১১) ।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের পূর্বে, এ দেশে সাত শত  
ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহারা, তুদবধি, হের ও অশ্রদ্ধের হইয়া  
রহিলেন, এবং নপুংসতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া, পৃথক্ নম্প্রদায়  
রূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন । তাঁহাদের মধ্যে জগাই,  
ভাগাই, নাগাই, নানসী, আরখ, বালখবি, পিথুরী, মুলুকজুরী,

আকাশঃ কেশরী মাষা বসুয়ারিঃ করালকঃ ।

ভট্টবংশোদ্ভবা এতৌ শান্তিল্যে ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ কুলরাম ।

(৮) চট্টোহমুলী তৈলবাঙ্গী পোড়ারিহড়গুড়কৌ ।

ভুরিচ পালদিশৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা ।

মূলগ্রামী কোয়ারী চ পলসায়ী চ পীতকঃ ।

নিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ ॥ কুলরাম ।

(৯) আদৌ মুখুণ্ডী ডিঙী চ সাহরী রাইকসুখা ॥

ভারদ্বাজ ইমে জাভাঃ শ্রীহর্ষস্য তনুভবাঃ ॥ কুলরাম ।

(১০) গাঙ্গুলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘণ্টাকুন্দনিয়ারিকাঃ ।

সাটো দায়ী তথা দায়ী পারী বালী চ সিদ্ধলঃ ।

বেদগর্ভোদ্ভবা এতৌ সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ কুলরাম ।

(১১) কাজিবিজী মহিস্তা চ পুতিভুণ্ড চ পিপলা ।

ঘোষালো বাপুলিশৈব কাজারী চ ভট্টেব চ ।

নিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ ॥ কুলরাম ।

প্রভৃতি গাঁই ছিল। সপ্তশতী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত ;" এজন্য কান্ধকুজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা, ইহাদের সহিত, আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান করিতেন না; যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও, সপ্তশতীর স্ত্রায়, হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন।

কাল ক্রমে, আদিসূরের বংশধরস্বয়ং হইল। সেনবংশীয় রাজারা গৌড়দেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন (১২)। এই বংশে উদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেনের অধিকারকালে, কৌলীন্তমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। কান্ধকুজ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগের সন্তানপরম্পরার মধ্যে, ক্রমে ক্রমে, বিদ্যালোপ ও আচারভ্রংশ ঘটিয়া আসিতেছিল; উহার নিবারণই কৌলীন্তমর্যাদাস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা বল্লালসেন বিবেচনা করিলেন, আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সদগুণের যথোপযুক্ত প্রস্ফার করিলে, ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই, সেই সকল গুণের রক্ষা বিষয়ে, সবিশেষ যত্নবান হইবেন। তদনুসারে, তিনি, পরীক্ষা দ্বারা, যাঁহাদিগকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিলেন, তাঁহাদিগকে কৌলীন্তমর্যাদা প্রদান করিলেন। কৌলীন্তপ্রবর্তক নয় গুণ এই—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আয়ত্তি, তপস্ব্যা, দান (১৩)। আয়ত্তিশব্দের

(১২) আদিসূরের বংশধরস্বয়ং সেনবংশ রাজা।

বিষয়সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা। ঘটককারিকা।

(১৩) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।

নিষ্ঠারুত্তিস্তপো দানং নবম্বা কুললক্ষণম্। কুলরাম।

এরূপ প্রবাদ আছে, পূর্বে, নিষ্ঠা শাস্ত্রিস্তপো দানম্, এইরূপ পাঠ ছিল; পরে, বল্লালকালীন ঘটকেরা শাস্ত্রিভ্রমস্থলে আয়ত্তিশব্দ নিবোধিত করিয়াছেন।

অর্থ পরিবর্ত । পরিবর্ত চারিপ্রকার, আদান, প্রদান, কুশ-  
ত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা ( ১৪ ) । আদান, অর্থাৎ, সমান  
বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে কন্যাগ্রহণ ; প্রদান, অর্থাৎ, সমান অথবা  
উৎকৃষ্ট গৃহে কন্যাদান ; কুশত্যাগ, অর্থাৎ, কন্যার অভাবে কুশময়ী  
কন্যার দান ; ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ, উভয় পক্ষে কন্যার  
অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে, বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর  
কন্যাদান । সংকুলে কন্যাদান ও সংকুল হইতে কন্যাগ্রহণ  
কুলের প্রধান লক্ষণ ; কিন্তু, কন্যার অভাব ঘটিলে, আদান-  
প্রদান সম্পন্ন হয় না ; সুতরাং, কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুল-  
লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না । এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত,  
কুশময়ী কন্যার দান ও ঘটক সমক্ষে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর  
কন্যাদানের ব্যবস্থা হয় ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কান্যকুল হইতে আগত পঞ্চ  
ব্রাহ্মণের ঘটপঞ্চাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে কাম করেন । সেই  
সেই গ্রামের নাম অনুসারে, এক এক গাঁই হয় । তাঁহাদের সন্তান-  
পরম্পরা সেই সেই গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ হন । সমুদয়ে ৫৬  
গাঁই ; তন্মধ্যে, বন্দ্য, চট্ট, মুখুণ্ডী, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি,  
কাজিলাল, কুন্দগ্রামী, এই আট গাঁই সর্বতোভাবে নবগুণবিশিষ্ট  
ছিলেন ( ১৫ ), এজন্য কৌলীন্দ্ৰমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন । এই  
আট গাঁইর মধ্যে, চট্টোপাধ্যায়বংশে, বলরূপ, সূচ, অরবিন্দ,  
হলায়ুধ, বাল্লল, এই পাঁচ ; পুতিতুণ্ডবংশে, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ;

( ১৪ ) আদানক প্রদানক কুশত্যাগস্তইধং চ ।

প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেণ পরিবর্তস্যভূবিধঃ ॥ কুলরাম ।

( ১৫ ) বন্দ্যচট্টোহখ মুখুণ্ডী ঘোষালৈশ্চ ততঃ পরঃ ।

পুতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাজিলঃ কুন্দেন চাউনঃ ॥ কুলরাম ।

ঘোষালবংশে, শির; গঙ্গোপাধ্যায়বংশে, শিশ; কুন্দগ্রামিবংশে, রোষাকর; বন্দ্যোপাধ্যায়বংশে, জাঙ্জন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান, মর্করন্দ, এই ছয়; মুখোপাধ্যায়বংশে, উৎসাহ, গরুড়, এই দুই; কাঞ্জিলালবংশে, কানু, কুতুহল, এই দুই; সমুদয়ে এই উনিশ জন কুলীন হইলেন (১৬)। পালধি, পাকডালী, সিমলায়ী, বাপুলি, ভুরিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেয়ক, কুসুম, ঘোষলী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, অম্বুলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পুষলী, আকাশ, পলসায়ী, কোয়ারী, সাহরি, ভট্টাচার্য, নাট্টেশ্বরী, নায়েরী, দায়ী, পারিহাল, সিয়ারী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, কাঞ্জারী, সিমলাল, বালী, এই ৩৫ গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট ছিলেন; এজন্য, শ্রোত্রিয়সংজ্ঞা-ভাজন হইলেন (১৭)। পূর্নোক্ত নয় গুণের মধ্যে, ইহারা

(১৬) বহুরূপঃ সূচ্যো নান্না অরবিন্দো হলান্নধঃ ।

বাক্সালশচ সমাখ্যাতাঃ পঠিতো চট্টবংশজাঃ ॥

পুতির্গোবর্কনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসত্ত্ববঃ ।

গাজুলীয়ঃ শিশো নান্না কুন্দো রোষাকরোহপিচ ॥

জাঙ্জনাপ্যন্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ ।

দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মর্করন্দকঃ ॥

উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ ।

কানুকুতুহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ ।

উনিবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেন পুজিতাঃ ॥ কুলরাম ।

(১৭) পালধিঃ পর্কটীশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ ।

ভুরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা ।

কুসুনো ঘোষলী নাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ ।

অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পুষলী ।

আকাশঃ পলসায়ী চ কোয়ারী সাহরিস্তথা ।

ভট্টঃ নাট্টো নায়েরী দায়ী পারী সিয়ারকঃ ॥

সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারী সিমলালকঃ ।

বালী চেতি চতুষ্কিংশদ্বলালমূপপুজিতাঃ ॥ কুলরাম ।

জারিতগুণে বিহীন ছিলেন ; অর্থাৎ, বন্দ্য প্রভৃতি আট গাঁই, আদান প্রদান বিষয়ে, যেমন সাবধান ছিলেন ; পালধি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই, সে বিষয়ে, তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না ; এজন্য, তাঁহারা কৌলীন্তমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না । আর, দীর্ঘাকী, পারিহা, কুলভী, পোড়ারী, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিস্তা, গুড়, পিপলাই, হড়, গড়গড়ি, এই চৌদ্দ গাঁই সদাচারপরিভ্রষ্ট ছিলেন ; এজন্য, গৌণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন ( ১৮ ) ।

এরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বজ্রালসেন, কৌলীন্তমর্যাদা স্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে, নিত্যক্রিয়ায় সমাপনান্তে, রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন । তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন । যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্তমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন ; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর, যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণ কুলীন, হইলেন । ইহার তাৎপৰ্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে ; সুতরাং, যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন ; তদ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপুত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ; এজন্য, তাঁহাদিগকে প্রধান মর্যাদা প্রদান করিলেন । দেড়

(১৮) দীর্ঘাকী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী ।

ঘণ্টা ডিঙী পীতমুণ্ডী মহিস্তা গুড় পিপলাই ।

হড় গড়গড়িষ্টের ইমে গৌণঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ কুলরাম ।

গ্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন; এজন্য, ন্যূন মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর, এক গ্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন; এজন্য, রাজ্য তাঁহাদিগকে, হেয়জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন ।

এই রূপে, কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল । নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদান প্রদান সম্পন্ন করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন; কিন্তু, শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না; করিলে, কুলভ্রষ্ট ও বংশজ্ঞতাবাপন্ন হইবেন ( ১৯ ) ; আর, গোণ কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় হইবেক; এই নিমিত্ত, গোণ কুলীনেরা 'অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু, বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন ( ২০ ) ।

কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, বল্লালসেনের আদেশ অনুসারে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন । ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীনদিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলীকীৰ্ত্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ, দোষ ও কৌলীন্যমর্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে লবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ( ২১ ) ।

(১৯) শ্রোত্রিয়ায় সূতাঃ দত্ত্বা কুলীনো বংশজ্ঞো ভবেৎ । কুলরাম ।

(২০) অরয়ঃ কুলনাশকাঃ ।

যৎকন্যালাভমাত্রৈণ সমূলন্ত বিনশ্যতি ॥ কুলরাম ।

(২১) বল্লালবিষয়ে নুনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ং ।

শ্রোত্রিয়া মেব বো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ ।

অশং বংশং তথা দোষং যে জ্ঞানন্তি মহাজনাঃ ।

ত এব ঘটকা জেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম্ । কুলরাম ।

১. কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীন ব্যতিরিক্ত, আর একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের নাম বংশজ । এরূপ নির্দিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বঙ্গালের মুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র ; বাস্তবিক, তিনি কোনও ব্রাহ্মণদিগকে বংশজ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করেন নাই ; উত্তর কালে বংশজব্যবস্থা হইয়াছে । যে সকল কুলীনের কন্যা, ঘটনা ক্রমে, শ্রোত্রিয়গৃহে বিবাহিতা হইল, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইলেন । এই রূপে ষাঁহাদের কুল-ভ্রংশ ঘটিল, তাঁহারা বংশজসংজ্ঞাতাজন ও মর্যাদা বিষয়ে গৌণ কুলীনের সমকক্ষ হইলেন ; অর্থাৎ, গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে, যেমন কুলক্ষয় হইয়া যায়, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলেও, কুলীনের সেইরূপ কুলক্ষয় ঘটে । তদনুসারে, বংশজ ত্রিবিধ,—প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রের কন্যাদাতা কুলীন বংশজ ; দ্বিতীয়, গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ ; তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ । স্থল কথা এই, কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই, কুলীন বংশজতাবাপন্ন হইয়া থাকেন ( ২২ ) ।

(২২) বঙ্গালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র, তিনি বংশজব্যবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দেশ সম্যক সংলগ্ন বোধ হয় না । ৫৬ গাঁইর মধ্যে, ৩৪ গাঁই শ্রোত্রিয়, ও ১৪ গাঁই গৌণ কুলীন, বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন ; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১১ জন কুলীন হন । এই ১১ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না । বোধ হইতেছে, বঙ্গাল এই সকল লোকদিগকে বংশজশ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন । বোধ হয়, ইহারাই আদিবংশজ । তৎপরে, আদানপ্রদান দোষে, যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজসংজ্ঞাতাজন হইয়াছেন । ইহাও সম্পূর্ণ সত্তর বোধ হয়, এই আদিবংশজেরাই বঙ্গালের নিকট ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।



কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন—প্রথম, কুলীন ; দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয় ; তৃতীয়, বংশজ ; চতুর্থ, গোণ কুলীন ; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায় ।

কাল ক্রমে, গোণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন, কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না । প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গোণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয়, বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন । গোণ কুলীন এই সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যেরূপ হয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্ট শ্রোত্রিয় এই সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন ।

কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, ১০ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর ষটকবিশারদ কুলীনদিগকে মেলবন্ধ করেন । যে আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণ দেখিয়া, বল্লাল ব্রাহ্মণদিগকে কৌলীন্যমর্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকাংশই লোপাপত্তি পায় ; কেবল আরতিগুণ মাত্র কুলীনদিগের যত্ন ও আস্থা থাকে । কিন্তু, দেবীবরের সময়ে, কুলীনেরা এই গুণেও জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন । আদানপ্রদানের বিশুদ্ধি বল্লালদত্ত কুলমর্যাদার এক মাত্র অবলম্বন ছিল, তাহাও লয়প্রাপ্ত হয় । যে সকল দোষে এককালে কুল নির্মূল হয়, কুলীন মাত্রেই সেই সমস্ত দোষে দূষিত হইয়াছিলেন । যে যে কুলীন একবিধ দোষে দূষিত, দেবীবর তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করেন । সেই সম্প্রদায়ের নাম মেল । মেলশব্দের অর্থ দোষমেলন, অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায়বন্ধন (২৩) । দেবীবর ব্যবস্থা করেন, দোষ

মায়, কুল তায় (২৪) । বল্লাল, গুণ দেখিয়া, কুলমৰ্য্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; দেবীবর, দোষ দেখিয়া, কুলমৰ্য্যাদার ব্যবস্থা করিলেন । পৃথক্ পৃথক্ দোষ অনুসারে, দেবীবর তৎকালীন কুলীনদিগকে ৩৬ মেলে (২৫) বদ্ধ করেন । তন্মধ্যে ফুলিয়া ও ঋড়দহ মেলের প্রাদুর্ভাব অধিক । এই দুই মেলের লোকেরাই প্রধান কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন ; এবং, এই দুই মেলের লোকেরাই, যার পর নাই, অত্যাচারকারী হইয়া উঠিয়াছেন । যে যে দোষে এই দুই মেল বদ্ধ হয়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে ।

গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন ; এজন্য, দেবীবর এই দুয়ে ফুলিয়া মেল বদ্ধ করেন । নাধা, ধন্ধ, বাকুইহাটি, মুলুকজুরী, এই দোষচতুষ্টয়ে ফুলিয়া মেল বদ্ধ হয় । নাধানামকস্থানবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ ছিলেন ; গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর তাঁহাদের বাটিতে বিবাহ করেন । এই বংশজকন্যাবিবাহ দ্বারা, তাঁহার কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে । মনোহরের কুলরক্ষার নিমিত্ত, ঘটকেরা, পরামর্শ করিয়া, নাধার বন্দ্যো-

(২৪) দোষো যত্র কুলং তত্র ।

(২৫) ১ ফুলিয়া, ২ ঋড়দহ, ৩ সর্কানন্দী, ৪ বল্লভী, ৫ সুরাই, ৬ আচার্য্যশেখরী, ৭ পণ্ডিতরত্নী, ৮ বাক্কাল, ৯ গোপালঘটকী, ১০ ছায়ানরেজী, ১১ বিজয়পত্তিতী, ১২ চাঁদাই, ১৩ মাধাই, ১৪ বিদ্যাধরী, ১৫ পারিহাল, ১৬ জীরকতট্টী, ১৭ মালাধরখানী, ১৮ কাকুহী, ১৯ বরিনজুমদারী, ২০ জীবর্জনী, ২১ প্রমোদনী, ২২ দশরথঘটকী, ২৩ শুভরাজখানী, ২৪ নড়িয়া, ২৫ রায়মৈল, ২৬ চট্টয়াঘরী, ২৭ দেহাটী, ২৮ ছয়ী, ২৯ ভৈরবঘটকী, ৩০ আটদ্বিতী, ৩১ ধরাধরী, ৩২ হালী, ৩৩ রাঘবঘোষলী, ৩৪ শুক্লোসর্কানন্দী, ৩৫ সদানন্দখানী, ৩৬ চন্দ্রবতী ।

পাধ্যায়দিগকে শ্রোত্রিয় করিয়া দিলেন । তদবধি, নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, বাস্তবিক বংশজ হইয়াও, মাষচটক নামে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন । বস্তুতঃ, এই বিবাহ দ্বারা মনোহরের কুলক্ষয় ঘটিয়াছিল, কেবল ঘটকদিগের অনুগ্রহে কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা হইল । ইহার নাম নাধাদোষ ।

শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিতা দুহিতা ছিল । হানাইনামক মুললমান, ধন্ধনামক স্থানে, বলপূর্বক, ঐ দুই কন্যার জাতিপাত করে । পরে, এক কন্যা কংসারিতনয় পরমানন্দ পুত্রিতুও, আশ্রয় এক কন্যা গঙ্গাবর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন । এই গঙ্গাবরের সহিত নীলকণ্ঠ গঙ্গোর আদানপ্রদান হয় । নীলকণ্ঠ গঙ্গোর সহিত আদানপ্রদান দ্বারা, গঙ্গানন্দও যবনদোমে দূষিত হইলেন । ইহার নাম ধন্ধদোষ (২৬) ।

বারুইহাটিগ্রামে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের জাতিভ্রংশ ঘটিত । কাঁচনার মুখটি অর্জুন মিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়াছিলেন । ত্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদানপ্রদান করেন । এই ত্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আদানপ্রদান দ্বারা, গঙ্গানন্দও সেই দোমে দূষিত হইলেন । ইহার নাম বারুইহাটিদোষ । গঙ্গানন্দের ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য, মুলকজুরীকন্যা বিবাহ করিয়া, কুলভ্রষ্ট ও নগ্নশতীভাবাপন্ন

(২৬) অবস্থা ত্রীনাথস্বতা ধন্ধঘাটস্থলে গতা ।

হানাইনামদারের যবনেন বলাৎকৃত ।

ধন্ধহানগতা কন্যা ত্রীনাথচট্টোপাধ্যায় ।

যবনেন চন্দ্রশ্রুতী সোমী কংসহুভেন বৈ ॥ দোষমালা ॥

নাধাইচট্টের কন্যা হানাইনামদারে ।

সেই কন্যা বিতা ঠেকল বন্দ্য গঙ্গাবরে ॥ ঘটককারিকা ॥

হয়েন ; পরে, ত্রীপতি বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন । ইহার নাম মুলুকজুরীদোষ ।

যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধু চট্টোপাধ্যায়, উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন ; এজন্য এই দুয়ে খড়দহ মেল বন্ধ হয় । যোগেশ্বরের পিতা হরি মুখোপাধ্যায় গঙ্গাড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন্যা, বিবাহ করেন । মধু চট্টোপাধ্যায় ডিংসাই রায় পরমানন্দের কন্যা বিবাহ করেন । যোগেশ্বর এই মধু চট্টোকে কন্যাদান করিয়াছিলেন ।

বংশজ, গোণ কুলীন ও সপ্তশতী সম্প্রদায়ের কন্যা বিবাহ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে । ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর বংশজকন্যা বিবাহ করেন ; গঙ্গানন্দভাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলুকজুরীকন্যা বিবাহ করেন । খড়দহ মেলের প্রকৃতি যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরি মুখোপাধ্যায় গঙ্গাড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন্যা, আর মধু চট্টোপাধ্যায় ডিংসাইকন্যা, বিবাহ করেন । মুলুকজুরী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতীসম্প্রদায়ের অন্তর্বর্তী ; গড়গড়ি, পিপলাই ও ডিংসাই গোণ কুলীন । ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের লোকেরা কুলীন বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক ; কারণ, বংশজ, গোণ কুলীন ও সপ্তশতী কন্যা বিবাহ দ্বারা, বহু কাল, তাঁহাদের কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটিয়াছে । অধিকন্তু, যবনদোষস্পৃশ বশতঃ, ফুলিয়া মেলের লোকদিগের জাতিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে । এইরূপ, সকল মেলের লোকে-রাই, কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে, কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন । ফলতঃ, মেলবন্ধনের পূর্বেই, বঙ্গালপ্রাতি-

ষ্ঠিত কুলমর্যাদার লোপাপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে বাঁহারা কুলীন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাস্তবিক বহু কালের বংশজ। বাঁহারা বংশজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কৌলীন্যপ্রথার নিয়ম অনুসারে, তাঁহাদের সহিত ইদানীন্তন কুলাভিমानी বংশজদিগের কোনও অংশে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই (২৭)।

যে রূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বহু কাল, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্যমর্যাদা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কৌলীন্যের নিয়ম অনুসারে, কুলীন বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন, ইদানীং ঈদৃশ ব্যক্তির অপ্রাপ্য ও অপ্রসিদ্ধ। অতএব, যখন কুলীনের একান্ত অনন্তাব ঘটিয়াছে, তখন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কুলীনদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটবেক, এ আপত্তি, কোনও মতে, ন্যায্যোপেত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না।

দেবীবর যে যে ঘর লইয়া মেল বন্ধ করেন, সেই সেই ঘরে আদানপ্রদান ব্যবস্থাপিত হয়। মেলবন্ধনের পূর্বে, কুলীনদিগের আট ঘরে পরস্পর আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে সর্কদ্বারী বিবাহ কহিত। তৎকালে, আদানপ্রদানের কিছু মাত্র অসুবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না, এবং কোনও কুলীনকন্তাকেই, যাবজ্জীবন, অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন

---

(২৭) কি কি দোষে কোন কোন মেল বন্ধ হয়, দোষমালাগ্রহে তাঁহার সবিস্তর বিবরণ আছে, বাঁহাল্যভয়ে এস্থলে সে সকল উল্লিখিত হইল না। বাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে দোষমালাগ্রহ দেখা আবশ্যক।

করিতে হইত না । এক্ষণে, অম্পা ঘরে মেল বন্ধ হওয়াতে, কাম্পানিক কুল রক্ষার জন্য, এক পাত্রে অনেক কন্ডার দান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল । এই রূপে, দেবীবরীর কুলীন-দিগের মধ্যে বহু বিবাহের সূত্রপাত হইল ।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্ডার ঋতুদর্শন, শাস্ত্র অনুসারে, ঘোরতর পাতকজনক । কাশ্যপ কহিয়াছেন,

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্চাত্যসংস্কৃতা ।

জ্ঞানহত্যা পিতৃস্তুষ্ঠাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা ॥

যন্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ ।

অশ্রাদ্ধেয়মপাংস্তেয়ং তং বিজ্ঞাদৃষলীপতিম্ ॥(২৮)

যে অবিবাহিত কন্যা পিত্রালয়ে রজস্বলা হয়, তাহার পিতা

জ্ঞানহত্যাপাপে লিপ্ত হন । সেই কন্যাকে বৃষলী বলে । যে

জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ সেই কন্ডার পাণিগ্রহণ করে, সে অশ্রাদ্ধেয়(২৯)

অপাংস্তেয় (৩০) ও বৃষলীপতি ।

যম কহিয়াছেন,

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ ।

ত্রয়ন্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২৩ ॥

যন্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ ।

অসম্ভাষ্যো হ্যপাংস্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥২৪॥(৩১)

(২৮) উদাহৃতকৃত ।

(২৯) যাহাকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলে, শ্রাদ্ধ পণ্ড হয় ।

(৩০) যাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে, পাপ হয় ।

(৩১) যমসংহিতা ।

কন্তাকে অবিক্রহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এই তিন জন নরকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কন্তাকে বিবাহ করে, সে অসন্তান্য, (৩২) অপাংক্তেয় ও বৃথলীপতি ।

পৈষ্ঠীনসি কহিয়াছেন,

যাবনোদ্ভিচ্ছেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া অথ ঋতুমতী  
ভবতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃ-  
পিত্রমহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে । তস্মাৎ  
নগ্নিকা দাতব্যা ॥ (৩৩)

স্তনপ্রকাশের পূর্বেই কন্তাদান করিবেক । যদি কন্তা বিবাহের  
পূর্বে ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরকগামী হয়, এবং  
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করে । অতএব,  
ঋতুদর্শনের পূর্বেই, কন্তাদান করিবেক ।

ব্যাস কহিয়াছেন,

যদি সা দাতৃত্বৈকল্যাদ্ভজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা ।

ক্রণহত্যাশ্চ তাবত্যঃ পতিতঃ স্মাত্তদপ্রদঃ ॥ (৩৪)

যে ব্যক্তি দানাদিকারী, যদি তাহার দোষে কুমারী ঋতুদর্শন  
করে ; তবে, ঐ কুমারী, অবিক্রহিত অবস্থায়, যত বার ঋতুমতী  
হয়, সে তত বার ক্রণহত্যাপাপে লিপ্ত, এবং যথাকালে তাহার  
বিবাহ না দেওয়াতে, পতিত হয় ।

(৩২) যাহার সহিত সম্ভাবণ করিলে, পাতক জন্মে ।

(৩৩) জীমূতবাহনপ্রণীতদায়ভাগধৃত ।

(৩৪) ব্যাসসংহিতা । দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ এক্ষণকার কুলীনদিগের গৃহে সচরাচর ঘটনা । কুলীনেরা, দেবীবরের কপোলকল্লিত প্রথার অনুবর্তী হইয়া, ঘোরতর পাতকগ্রস্ত হইতেছেন । ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, তাঁহারা বহু কাল পতিত ও ধর্মচ্যুত হইয়াছেন ( ৩৫ ) ।

কুলীনমহাশয়েরা যে কুলের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন, তাহা বিধাতার সৃষ্টি নহে । বিধাতার সৃষ্টি হইলে, সে বিষয়ে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতে হইত । এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাহীন ও আচারভ্রষ্ট হইতেছিলেন । বাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি গুণের আদর থাকে, এক

(৩৫) অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ, শাস্ত্র অনুসারে, ঘোরতর পাতকজনক হইলেও, কুলাভিমানী মহাপুরুষেরা উহাকে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না । দোষ বোধ করিলে, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানের বশবর্তী হইয়া চলিতেন না, এবং কন্যাদিগকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়া, নিজে নরকগামী হইতেন না, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এই তিন পুরুষপুরুষকে পরলোকে বিষ্টাকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতেন না । হয়ত, তাঁহার,

কামমামরগাভিভেদদৃষ্টি কন্যার্কমত্যাপি ।

নটচৈবনাং প্রযজ্ঞেতু গুণহীনায় কর্চিচিৎ ॥ ১। ৮১ ॥

কন্যা ঋতুমতী হইয়া সূতৃকাল পর্য্যন্ত বরং গৃহে থাকিবেক, তথাপি তাহাকে কদাচ নির্গণ পাত্রে প্রদান করিবেক না ।

এই মানবীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন । মনু নির্গণ পাত্রে কন্যাদান অবিধেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু, ইদানীন্তন কুলাভিমানী মহাশয়েরা সর্বাপেক্ষা নির্গণ ; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণে তাঁহারা একবারে বর্জিত হইয়াছেন । সুতরাং, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, এক্ষণকার কুলীন পাত্রে কন্যাদান করাই সর্বতোভাবে অবিধেয় বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবেক ।



রাজা তাহার উপায় স্বরূপ কুলমর্যাদা ব্যবস্থা, এবং কুলমর্যাদা রক্ষার উপায় স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করেন । সেই রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে, বহু কাল, কুলীন মাত্রেয় কুলক্ষয় হইয়া গিয়াছে । যখন, রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, রাজদত্ত কুলমর্যাদার উচ্ছেদ হইয়াছে, তখন কুলীনস্বম্ভ্য মহাপুরুষদিগের ইদানীন্তন কুলাভিমান নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান্ধি নাত্র । অনন্তর, দেবীবর, যে অবস্থায়, যে রূপে, কুলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুলীনগণের অহঙ্কার করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না । কুলীনেরা সুবোধ হইলে, অহঙ্কার না করিয়া, বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন । লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই কুলের অভিমানে, শাস্ত্রের মন্তকে পদার্পণ করিয়া, স্বয়ং নরকগামী হইতেছেন, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তিন পুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠাহুদে বাস করাইতেছেন । ধন্য রে অভিমান ! তোর প্রভাব ও মহিমার ইয়ত্তা নাই । তুই মনুষ্যজাতির অতি বিষম শত্রু । তোর কুহকে পড়িলে, সম্পূর্ণ মতিচ্ছন্ন ঘটে ; হিতাহিতবোধ, ধর্মান্ধম্ভবিবেচনা একবারে অন্তর্হিত হয় ।

কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, দশ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, মেলবন্ধন দ্বারা নূতন প্রণালী সংস্থাপন করেন । এক্ষণে, মেলবন্ধনের সময় হইতে দশ পুরুষ অতীত হইয়াছে (৩৬) ;

(৩৬) ১ জীহর্ষ, ২ জীগর্ভ, ৩ জিনিবাস, ৪ আরব, ৫ ত্রিবিক্রম, ৬ কাক, ৭ সাধু, ৮ জলাশয়, ৯ বাণেশ্বর, ১০ গুহ, ১১ মাধব, ১২ কোলাহল । জীহর্ষ প্রথম দৌড়দেশে আগমন করেন ।

এবং, কুলীনদিগের মধ্যে, নানা বিশৃঙ্খলাও ঘটিয়াছে। সুতরাং, পুনরায় কোনও নূতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, বল্লালসেন, উহার নিবারণের অভিপ্রায়ে, কৌলীন্য-মর্যাদা সংস্থাপন করেন। তৎপরে, কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর, উহার নিবারণের আশয়ে, মেলবন্ধন করেন। এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে, যে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, অমূলক কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন, উহার নিবারণের আর উপায় নাই। যদি তাঁহারা স্রবোধ, ধর্মভীরু, ও আত্মশুদ্ধিকাক্ষী হন, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিमानে বিসর্জন দিয়া, কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন করুন। আর, যদি তাঁহারা কুলাভিমান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিধেয় বোধ করেন; তবে, তাঁহাদের পক্ষে, কোনও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যিক। এ অবস্থায়, বোধ হয়, পুনরায় সর্ষদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পবিত্রাণের আর পথ নাই। এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের, অকারণে, একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না; কোনও কুলীনকন্যাকে, যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ কাল, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না; এবং রাজনিয়ম

১ উৎসাহ, ২ আহিত, ৩ উজ্জ্বল, ৪ শিব, ৫ সুসিংহ, ৬ গর্ভেশ্বর, ৭ যুরারি, ৮ অনিরুদ্ধ, ৯ লক্ষ্মীধর, ১০ সনোহর। সুখুটিবংশে উৎসাহ প্রথম কুলীন হন।

১ গজানন্দ, ২ রামাচার্য্য, ৩ রত্নবেঙ্গ, ৪ নীলকণ্ঠ, ৫ বিষ্ণু, ৬ রামদেব, ৭ সীতারাম, ৮ সদাশিব, ৯ গোবিন্দাচাঁদ, ১০ উজ্জ্বল। গজানন্দ কুলিয়ামেলের প্রকৃতি। ঈশ্বরকৃষ্ণোপাধ্যায় ষড়দকগ্রামবাসী।

দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হইলে, কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটবেক না । এ বিষয়ে কুলীনদিগের ও কুলীন-পক্ষপাতী মহাশয়দিগের যত্ন ও মনোযোগ করা কর্তব্য । অনর্থকর, অধর্মকর কুলাভিমানের রক্ষা বিষয়ে, অন্ধ ও অবোধের ন্যায়, সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষ বশতঃ, কুলীনদিগের ধর্মলোপ ও যার পর নাই অনর্থসংঘটন হইতেছে, সেই সমস্ত দোষের সংশোধন পক্ষে যত্নবান হইলে, কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের বুদ্ধি, বিবেচনা, ও ধর্ম অনু-যায়ী কর্ম করা হইবেক ।

ইদানীন্তন কুলাভিমানী মহাপুরুষেরা কুলীন বলিয়া অভিমান করিতেছেন, এবং দেশস্থ লোকের পূজনীয় হইতে-ছেন । যদি তদীয় চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধর্মমार्গের অনুযায়ী হইত, তবে তাহাতে কেহ কোনও ক্ষতিবোধ বা আপত্তি উত্থাপন করিতেন না । কিন্তু, তাঁহাদের আচরণ, যার পর নাই, জঘন্য ও ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে । তাঁহাদের আচরণ বিষয়ে লোকসমাজে শত শত উপাখ্যান প্রচলিত আছে ; এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন । ফলকথা এই, দয়া, ধর্মভয়, লোকলজ্জা প্রভৃতি একবারে তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে । কন্যাসন্তানের সুখ দুঃখ গণনা বা হিত অহিত বিবেচনা তদীয় চিত্তে কদাচ স্থান পায় না । কন্যা বাহাতে করণীয় ঘরে অর্পিতা হয়, কেবল সেই বিষয়ে দৃষ্টি থাকে । অঘরে অর্পিতা হইলে, কন্যা কুলক্ষয়কারিণী হয় ; এজন্য, কন্যার কি দশা ঘটবেক, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেন তেন প্রকারেণ, কন্যাকে পাত্রনাৎ করিতে পারিলেই, তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন ।

অবিবাহিত অবস্থায়, কন্যা বাণী হইতে বহির্গত হইয়া গেলে, তাঁহাদের কুলক্ষয় ঘটে ; বাণীতে থাকিয়া, ব্যভিচারদোষে আক্রান্ত ও জ্ঞানহত্যাপাপে বারংবার লিপ্ত হইলে, কোনও দোষ ও হানি নাই। কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নামমাত্রে বিবাহিতা হইয়া, কন্যা বারাদ্ধনারূপে অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষোভ, লজ্জা, বা ক্ষতিবোধ হয় না। তাহার কারণ এই যে, এ সকল ঘটনায় কুললক্ষ্মী বিচলিতা হয়েন না। যদি কুললক্ষ্মী বিচলিতা না হইলেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সকল দিক রক্ষা হইল। কুললক্ষ্মীরও তাঁহাদের উপর নিরতিশয় স্নেহ ও অপরিণীম দয়া। তিনি, কোনও ক্রমে, সে স্নেহ ও সে দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এ স্থলে কুললক্ষ্মীর স্নেহ ও দয়ার একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অনুক গ্রামে, অনুক নামে, একটি প্রধান কুলীন ছিলেন। তিনি তিন চারিটি বিবাহ করেন। অনুক গ্রামে যে বিবাহ হয়, তাহাতে তাঁহার দুই কন্যা জন্মে। কন্যারা, জন্মাবধি, মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল। মাতুলেরা ভাগিনেয়ীদের প্রতিপালন করিতেছেন ও যথাকালে বিবাহ দিবেন, এই স্থির করিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কোনও কালে, তাহাদের কোনও তত্ত্বাবধান করিতেন না। দুর্ভাগ্য ক্রমে, মাতুলদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে, তাঁহারা ভাগিনেয়ীদের বিবাহকার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন নাই। প্রথম কন্যাটির বয়ঃক্রম ১৮, ১৯ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৫, ১৬ বৎসর, এই সময়ে, কোনও ব্যক্তি ভুলাইয়া তাহাদিগকে বাণী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

প্রায় এক পক্ষ অতীত হইলে, তাহাদের পিতা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন ; এবং, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন । আত্মীয়ের নিকট এই দুর্ঘটনার রক্তান্ত বর্ণন করিয়া, তিনি, গলদগ্রস্ত হইয়া, আকুল বচনে, কহিতে লাগিলেন, ভাই, এত কালের পর, আমার কুললক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেন ; আর আমার জীবনধারণ রূধা ; আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা কুললক্ষ্মী বাম হইবেন কেন । আত্মীয় কহিলেন, তুমি যে কখনও কন্যাদের কোনও সংবাদ লও নাই, এ তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে কন্যাপহারীর শরণাগত হইলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন, আপনি দয়া করিয়া, তিন মাসের জন্য, কন্যা দুটি দেন ; আমি, তিন মাসের মধ্যে, উহাদিগকে আপনকার নিকট পঁছছাইয়া দিব । কন্যাপহারী ঠাকুরের অনুরোধ রক্ষা করেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীন ঠাকুরের কাতরতা দর্শনে ও আত্মবাক্য শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, তিন মাসের জন্য, সেই দুই কন্যাকে পিতৃহস্তে সমর্পণ করাইলেন । তিনি, চরিতার্থ হইয়া, তাহাদের দুই ভগিনীকে আপন বসতিস্থানে লইয়া গেলেন, এবং এক ব্যক্তি, অধরে বিবাহ দিবার জন্য, চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল ; অনেক বড্লে, অনেক কৌশলে, ইহাদের উদ্ধার করিয়াছি, ইহা প্রচার করিয়া দিলেন । কন্যারা না পলায়ন করিতে পারে, এজন্য, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন । সেই রক্ষক, সর্বক্ষণ, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল ।

• এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কুলীন ঠাকুর, অর্থের সংগ্রহ ও বরের অশ্বেষণ করিবার নিমিত্ত, নির্গত হইলেন ; এবং, এক মাস পরে, ভাদ্র মাসের শেষে, বিবাহের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, এক ষষ্টিবর্ষীয় বর সমভিব্যাহারে, বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন । বর, কন্যাদের চরিত্র বিষয়ে, সমস্তই সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু, অগ্রে কোনও অংশে আপত্তি উত্থাপন বা অনস্মৃতি প্রদর্শন না করিয়া, বিবাহের সময়, উপস্থিত নরক জন সমক্ষে, অস্মান মুখে কহিলেন, আমি শুনলাম, এই দুই কন্যা অতি দুশ্চরিত্রা ; আমি ইহাদের পাণিগ্রহণ করিব না । কন্যাকর্তাকে ভয় দেখাইয়া, নিয়মিত দক্ষিণা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রাপ্তিই এই অনস্মৃতি প্রদর্শনের এক মাত্র উদ্দেশ্য । সামান্তরূপ বাদানুবাদ ও উপরোধ অনুরোধের পর, বর, আর বার টাকা পাইলে বিবাহ করিতে পারেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । কন্যাকর্তা, এক বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি বন্ধক রাখিয়া, বার টাকা আনিয়া, বরের হস্তে সমর্পণ করিলে, শেষ রাত্রিতে, নির্বিবাদে, কন্যা দ্বয়ের সম্প্রদানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল । কুলীন ঠাকুরের কুলবৃদ্ধা হইল । যাঁহারা বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুললক্ষী বিচলিতা হইলেন না, এই আনন্দে ব্রাহ্মণের নয়নযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল ।

পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলপালিকারাও অন্তর্হিতা হইলেন । তদবধি, আর কেহ তাঁহাদের কোনও সংবাদ লইলেন না ; এবং, সংবাদ লইবার আবশ্যকতাও ছিল না । তাঁহারা পিতার কুলবৃদ্ধা করিয়া

ছেন ; অতঃপর, তাঁহারা যথেষ্টচারিণী বলিয়া সৰ্ব্বত্র পরিচিত হইলেও, ইদানীন্তন কুলীনদিগের কুলধৰ্ম অনুসারে, আর তাঁহাদের পিতার কুলোচ্ছেদের বা কলঙ্কঘটনার আশঙ্কা ছিল না । বিশেষতঃ, তিনি কন্যাপহারীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিন মাসের মধ্যে, কন্যাদিগকে তাঁহার নিকট পহুছাইয়া দিবেন । বিবাহের অব্যবহিত পরেই, প্রতিশ্রুত সময় উত্তীর্ণ প্রায় হয় । এজন্য, সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদারচরিত কুলীন ঠাকুর, সেই দুই কন্যা লইয়া, কন্যাপহারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং, সেই কুলপালিকাগিদকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ পূর্বক, তদীয় দয়া ও সৌন্দর্যের প্রশংসাকীৰ্ত্তন, ও ক্লতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক, প্রতিশ্রুত সময় মধ্যে, কন্যা-প্রত্যর্পণপ্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ, ও আনুষঙ্গিক কিঞ্চিৎ অর্থ-লাভ করিয়া, প্রসন্ন ও প্রফুল্লচিত্তে, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ।

সেইদিনেই হউক, কুলীন ঠাকুর কুললক্ষ্মীর স্নেহে ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় । চঞ্চলা বলিয়া, লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে ; কিন্তু, কুলীনের কুললক্ষ্মী সে অপবাদের আশ্রয় নহেন ।

অনেকেই এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন ; কিন্তু, তজ্জন্য, কেহ, কখনও, কোনও অংশে, কুলীন ঠাকুরের প্রতি অগুমাঁত্র অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করেন নাই ।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, তাঁহারা পূজনীয় কুলীন ঠাকুর-দিগের ও তদীয় অলৌকিক কুলমর্যাদার প্রশংসাকীৰ্ত্তন না করিবেন, এবং এতদেশীয় প্রশংসনীয় সাধুসমাজের শিরোরত্ন মহাপুরুষদিগকে, মুক্তকণ্ঠে, ধন্যবাদ না দিবেন, তাঁহারা নিতান্ত পামর ।

## তৃতীয় আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বলবিবাহপ্রথা রহিত হইলে, ভঙ্গকুলীনদের সর্জনশ । এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, তাঁহাদের কৌলীন্যমর্যাদার সম্মূলে উচ্ছেদ ঘটিবেক । এই আপত্তির ক্লাবল বিবেচনা করিতে হইলে, ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বংশজকন্যা বিবাহ করিলে, কুলীনের কুলক্ষয় হয় ; এজন্য, কুলীনেরা বংশজকন্যার পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকেন । এ দিকে, বংশজদিগের নিতান্ত বাসনা, কুলীনে কন্যাদান করিয়া, বংশের গৌরববর্দ্ধন করেন । কিন্তু, সে বাসনা অনায়াসে সম্পন্ন হইবার নহে । যাঁহারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, তাঁদৃশ বংশজেরাই সেই গৌভাগ্যলাভে অধিকারী । যে কুলীনের অনেক সম্ভান থাকে, এবং অর্থলোভ সাতিশয় প্রবল হয় ; তিনি, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, বংশজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন । এই বিবাহ দ্বারা, কেবল ঐ পুত্রের কুলক্ষয় হয় ; তাঁহার নিজের বা অন্যান্য পুত্রের কুলমর্যাদার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না ।

এইরূপে, যে সকল কুলীনসম্ভান, বংশজকন্যা বিবাহ করিয়া, কুলভ্রষ্ট হয়েন, তাঁহারা স্বকৃতভঙ্গ কুলীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন । ঈদৃশ ব্যক্তির, অতঃপর, বংশজকন্যা



বিবাহে আর আপত্তি থাকে না । কুলভঙ্গ করিয়া, কুলীনকে কন্যাদান করা বহুবায়নাধ্য ; এজন্ত, সকল বংশজের ভাগ্যে সে নৌভাগ্য ঘটয়া উঠে না । কিন্তু, স্বকৃতভঙ্গ কুলীনেরা, কিঞ্চিৎ পাইলেই, তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত আছেন । এই সুযোগ দেখিয়া, বংশজেরা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিতে ব্যগ্র হয়েন ; এবং, বিবাহিতা স্ত্রীর কোনও ভার লইতে হইবেক না, অথচ আপাততঃ কিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে, এই ভাবিয়া, স্বকৃতভঙ্গেরাও বংশজদিগকে চরিতার্থ করিতে বিমুখ হয়েন না । এইরূপে, কিঞ্চিৎ লাভের লোভে, বংশজকন্যা বিবাহ করা স্বকৃতভঙ্গের প্রকৃত ব্যবসায় হইয়া উঠে ।

এতদ্ভিন্ন, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছে, অন্ততঃ স্বপ্নমান পর্যায়ের ব্যক্তিদিগকে কন্যাদান করিতে হইবেক ; অর্থাৎ, স্বকৃতভঙ্গের কন্যা স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে দান করা আবশ্যক । তদনুসারে, যে সকল স্বকৃতভঙ্গের অবিবাহিতা কন্যা থাকে, তাঁহারাও, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করেন । স্বকৃতভঙ্গের পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির পক্ষেও, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করা শ্লাঘার বিষয় ; এজন্ত, তাঁহারাও, সবিশেষ যত্ন করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন ।

স্বকৃতভঙ্গ কুলীন, এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, অনেক বিবাহ, করেন । স্বকৃতভঙ্গের পুত্রেরা, এ বিষয়ে, স্বকৃতভঙ্গ অপেক্ষা নিতান্ত নিরুপস্থ নহেন । তৃতীয় পুরুষ অবধি বিবাহের সংখ্যা ন্যূন হইতে আরম্ভ হয় । পূর্বে, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে, কুলীন, এককালে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া, হয় ও

অশ্রদ্ধেয় হইতেন ; ইদানীং, পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত, কুলীন বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া থাকেন ।

যে সকল হতভাগা কন্যা স্বকৃতভঙ্গ অথবা দুপুরুষিয়া পাত্রে অর্পিতা হয়েন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন । বিবাহকর্ত্তা মহাপুরুষেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্ত্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গৌরববর্দ্ধন করেন, এই মাত্র । সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহকর্ত্তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের, অথবা ভরণপোষণের, ভার বহন করিতে হইবেক না । সুতরাং, কুলীনমহিলারা, নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, যাবজ্জীবন, পিত্রালয়ে কালযাপন করেন । স্বামিসহবাসসৌভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই ; এবং, তাঁহারাও সে প্রত্যাশা রাখেন না । কন্যাপক্ষীয়েরা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে, কুলীন জামাতা, স্বশুরালয়ে আসিয়া, দুই চারি দিন অবস্থিতি করেন ; কিন্তু, সেবা ও বিদায়ের ক্রটি হইলে, এ ক্ষণে আর স্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না । ..

কোনও কারণে কুলীনমহিলার গর্ভসংস্কার হইলে, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত, কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয় । প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, জামাতার আনয়ন । তিনি আসিয়া, দুই এক দিন স্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন । ঐ গর্ভ, তাঁহার সহযোগে সন্তৃত বলিয়া, প্রচারিত ও পরিগণিত হয় । দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচারসহচরী জগহত্যা দেবীর আরাধনা । ঐ অবস্থায়, এ ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই । তৃতীয় উপায় অতি সহজ, ও

নাতিশয় কৌতুকজনক । তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং জগৎহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না । কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান ; এবং, একে একে, প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর, কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন ; হঠাৎ আনিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব ; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই ; অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও ; তিনি কিছুতেই রহিলেন না ; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না ; সন্ধ্যার পরেই, অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটীতে একটি বিবাহ করিতে হইবেক ; পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে ; সেখানেও যাইতে হইবেক ; যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময়, এই দিক হইয়া যাইব । এই বলিয়া, ভোর ভোর চলিয়া গেলেন । স্বর্ণকে বলিয়া-ছিলাম, ত্রিপুরা ও কার্মিনীকে ডাকিয়া আন ; তারা, জামাইর সঙ্গে, খানিক আমোদ আশ্বাদ করিবেক । একলা যেতে পারিব না বলিয়া, ছুঁড়ী কিছুতেই এল না । এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া, বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা তোরা ঘাস, ইত্যাদি । এইরূপে, পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া, জামাতার আগমনবার্তা কীৰ্ত্তন করেন । পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতুকৃত বলিয়া পরিপাক পায় ।

এই সকল কুলীনমহিলার পুত্র হইলে, তাহারা দুপুরুষিয়া

কুলীন বলিয়া গণনীয় ও পূজনীয় হয় । তাহাদের প্রতিপালন ও উপনয়নান্ত সংস্কার সকল মাতুলদিগকে করিতে হয় । কুলীন পিতা কখনও তাহাদের কোনও সংবাদ লয়েন না ও তত্ত্বাবধান করেন না ; তবে, অন্নপ্রাশন আদি সংস্কারের সময়, নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইলে, এবং কিছু লাভের আশ্বাস থাকিলে, আসিয়া আভ্যুদয়িক করিয়া যান । উপনয়নের পর, পিতার নিকট পুত্রের বড় আদর । তিনি সঙ্গতিপন্ন বংশজদিগের বাৰ্গিতে তাহার বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন ; এবং পণ, গণ প্রভৃতি দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিতে থাকেন । বিবাহের সময়, মাতুলদিগের কোনও কথা চলে না, ও কোনও অধিকার থাকে না । পুত্র যত দিন অল্পবয়স্ক থাকে, তত দিনই পিতার এই লাভজনক ব্যবসায় চলে । তাহার চক্ষু কুটিলে, তাহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায় । তখন সে, আপন ইচ্ছায়, বিবাহ করিতে আরম্ভ করে ; এবং, এই সকল বিবাহে পণ, গণ প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তাহা তাহারই লাভ, পিতা তাগাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না । কন্যাসন্তান জন্মিলে, তাহার নাড়ীচ্ছেদ অবধি অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত, ব্যবসায়ী ক্রিয়া মাতুলদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয় । কুলীন-কন্যার বিবাহ ব্যয়সাধ্য ; এজন্য, পিতা এ বিবাহের সময় সে দিক দিয়া চলেন না । কুলীনভাগিনেয়ী বখাষোগ্য পাত্রের অর্পিতা না হইলে, বংশের গৌরবহানি হয় ; এজন্য, মাতুলেরা, ভগ্নকুলীনের কুলমর্য্যাদার নিয়ম অনুসারে, ভাগিনেয়ীদের বিবাহকার্য্য নির্বাহ করেন । এই সকল কন্যারা, স্ব স্ব জন-নীর ন্যায়, নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, মাতুলালয়ে কাল-যাপন করেন ।

কুলীনভগিনী ও কুলীনভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি । তাঁহা-  
 দিগকে, পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও  
 পরিচারিকা উভয়ের কৰ্ম্ম নিৰ্ব্বাহ করিতে হয় । পিতা মৃত  
 দিন জীবিত থাকেন, তত দিন কুলীনমহিলার নিতান্ত দুঃবস্থা  
 ঘটে না । পিতার দেহাত্যয়ের পর, জাতারা সংসারের কৰ্ত্তা  
 হইলে, তাঁহারা অতিশয় অপদস্থ হন । প্রথরা ও মুখরা  
 ভাতৃভাৰ্য্যাৱা তাঁহাদের উপর, যার পর নাই, অত্যাচার  
 করেন । প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্ৰিতে নিদ্রাগমন, এ  
 উভয়ের অন্তর্বর্তী দীর্ঘ কাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে, সংসা-  
 রের সমস্ত কার্য্য করিয়াও, তাঁহারা, স্মৃশীলা ভাতৃভাৰ্য্যাৱদের  
 নিকট, প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না । ভাতৃভাৰ্য্যাৱা,  
 মৰ্কদাই, তাঁহাদের উপর খড়াহস্ত । তাঁহাদের অশ্রুপাতের  
 বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যাভিদোষে দূষিত হইতে  
 হয় না । অনেক সময়, লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া,  
 প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, অশ্রুবিসৰ্জন করিতে করিতে,  
 তাঁহারা আপন অদৃষ্টের দোষকীৰ্ত্তন ও কৌলীন্যপ্রথার গুণ-  
 কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন ; এবং, পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান  
 থাকিলে চলিয়া যাইতাম, আর ও বাড়ীতে মাথা গলাইতাম না,  
 এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, মনের আক্ষেপ  
 মিটান । উত্তরনাথকের সংযোগ ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্হা  
 কুলীনমহিলা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ  
 করিয়া, বারাক্ষরস্থি অবলম্বন করেন ।

কলকথা এই, কুলীনমহিলাদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা  
 নাই । ঐহারা, কখনও, তাঁহাদের অবস্থার বিষয়ে দৃষ্টিপাত  
 করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, ঐ হতভাগা

নারীদিগকে কত ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়। তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় ; এবং, যে হেতুতে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। এক পক্ষের অমূলক অকিঞ্চিৎকর গৌরবলাভলোভ, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ অর্থলাভলোভ, সমস্ত অনর্থের মূল কারণ ; আর, এ উভয় পক্ষ ভিন্ন, দেশস্থ ব্যবসায়ী লোকের এ বিষয়ে ঐদাম্য অবলম্বন উহার সহকারী কারণ। বাঁহাদের দোষে কুলীনকন্তাদের এই দুঃবস্থা, যদি তাঁহাদের উপর সকলে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে, ক্রমে এই অসহ্য অত্যাচারের নিবারণ হইতে পারিত। অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, অত্যাচারকারীরা দেশস্থ লোকের নিকট, যার পর নাই, মাননীয় ও পূজনীয়। এমন স্থলে, রাজ্যধারে আবেদন ভিন্ন কুলীনকামিনীদিগের দুঃবস্থাবিমোচনের কি উপায় হইতে পারে। পৃথিবীর কোনও প্রদেশে, স্ত্রীজাতির ঈর্ষী দুঃবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকবিশারদ, নিঃসন্দেহ, নরকগামী হইয়াছেন। ভারত-বর্ষের অত্যাচার অংশে, এবং পৃথিবীর অপরাপর প্রদেশেও, বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু, তথায় বিবাহিতা নারীদিগকে, এতদেশীয় কুলীনকামিনীদের মত, দুর্দশায় কালযাপন করিতে হয় না। তাহারা স্বামীর গৃহে বাস করিতে পার ; স্বামীর অবস্থানরূপ গ্রাসাচ্ছাদন পার ; এবং, পর্য্যায় ক্রমে, স্বামীর সহবাসও লাভ করিয়া থাকে।

স্বামিগৃহবাস, স্বামিসহবাস, স্বামিদত্ত গ্রামাচ্ছাদন • কুলীন-  
কন্যাদের স্বপ্নের অগোচর ।

এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত, পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে  
নাই । তাঁহারা দয়া, ধর্ম, চক্ষুলাজ্ঞা, ও লোকলজ্জায় একবারে  
বর্জিত । তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র । চরিত্র বিষয়ে  
তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই । তাঁহারাই তাঁহাদের  
এক মাত্র উপমাস্থল ।—কোনও প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয় ! আপনি অনেক  
বিবাহ করিয়াছেন, সর্কল স্থানে যাওয়া হয় কি । তিনি  
অগ্নান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট ( ১ ) পাই, সেই  
খানে বাই ।—গত দুর্ভিক্ষের সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেক-  
গুলি বিবাহ করেন । তিনি লোকের নিকট আশ্ফালন করিয়া-  
ছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নভাবে মারা পড়িয়াছে ;  
কিন্তু, আমি কিছুই টের পাই নাই ; বিবাহ করিয়া সচ্ছন্দে  
দিনপাত করিয়াছি ।—গ্রামে বারোয়ারিপূজার উদ্যোগ  
হইতেছে । পূজার উদ্যোগীরা, ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্ত,  
কোনও ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে, তিনি, চাঁদার  
টাকা সংগ্রহের জন্ত, একটি বিবাহ করিলেন ।—বিবাহিতা  
স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ  
লইয়া গেলে, কোনও ভঙ্গকুলীন, দয়া করিয়া, তাঁহাকে  
আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন ;  
কিন্তু, সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত  
করিয়া দেন ।—পুত্রবধূর ঋতুদর্শন হইয়াছে । সে বাঁহার

( ১ ) ডাক্তরেরা চিকিৎসা করিতে গেলে, তাঁহাদিগকে যাহা দিতে  
হয়, এ দেশের সাধারণ লোকে তাহাকে ভিজিট ( Visit ) বলে ।

কন্যা, তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, জামাতাকে আনাইয়া, কন্যার পুনর্বিবাহসংস্কার নির্বাহ করেন। পত্র দ্বারা বৈবাহিককে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বৈবাহিক, তদীয় পত্রের উত্তরে, অধিক টাকার দাওয়া করিলেন। কন্যার পিতা-তত টাকা দিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হওয়াতে, তিনি পুত্রকে স্বশ্রুতালয়ে যাইতে দিলেন না ; সুতরাং পুত্রবধূর পুনর্বিবাহসংস্কার এ জন্মের মত স্থগিত রহিল।—বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই ; তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্যা, ভাগ্যক্রমে, গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যতিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত হইতে হয় ; এজন্য, তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে, তাহার হিতৈষী আত্মীয়, এই সর্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্ব সমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।

ভঙ্গকুলীনের চরিত্র বিষয়ে, এ স্থলে, একটি অপূর্ব উপাখ্যান কীর্তিত হইতেছে। কোনও ব্যক্তি, মধ্যাহ্ন কালে, বাগীর মধ্যে আহার করিতে গেলেন ; দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় দুটি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর, দ্বিতীয়টির বয়ঃক্রম ১৮, ১৯ বৎসর। তাঁহাদের আকার ও পরিচ্ছদ চুরবস্ত্রের একশেষ প্রদর্শন করিতেছে ; তাঁহাদের মুখে বিষাদ ও হতাশতার সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে ডিজ্ঞাসা করিলেন, মা ইহারা কে, কি



জন্মে এখানে বসিয়া আছেন । তিনি রুদ্ধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি চট্টরাজের স্ত্রী, এবং অল্প-বয়স্কাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এটি তাঁহার কন্যা । ইঁহারা, তোমার কাছে, আপনাদের দুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়া, বসিয়া আছেন ।

চট্টরাজ দুপুরাষিয়া ভঙ্গকুলীন ; ৫, ৬ টি বিবাহ করিয়া-ছেন । তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক রত্তি পান ; এজন্য, তাঁহার যথেষ্ট খাতির রাখেন । তাঁহার ভগিনী, ভাগিনেয়, ও ভাগিনেয়ীরা তাঁহার বাটীতে থাকেন ; তাঁহার কোনও স্ত্রীকে কেহ কখনও তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই ।

সেই দুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল । তিনি, আহাঁর বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের উপাখ্যান শুনিত্তে বসিলেন । রুদ্ধা কহিলেন, আমি চট্টরাজের ভাৰ্য্যা ; এটি তাঁহার কন্যা, আমার গর্ভে জন্মিয়াছে । আমি পিত্রালয়ে থাকিতাম । কিছু দিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা, আমি তোমাদের দুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না । আমি বলিলাম, বাছা বল কি ; আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী ; তুমি অন্ন না দিলে, আমরা কার কাছে যাইব । তুমি এক জনকে অন্ন দিবে, আর এক জন কোথায় যাইবেক ; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে । এই কথা শুনিয়া, পুত্র কহিলেন, তুমি মা, তোমায় অন্ন বস্ত্র, যেরূপে পারি, দিবে ; উহার ভার আমি আর লইতে পারিব না । আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে বেশ্যা হইতে বল । পুত্র কহিলেন, আমি

তাহা জানি না; তুমি উহার বন্দোবস্ত কর ।\* এই বিষয় লইয়া, পুঞ্জের সহিত আমার বিষম মনান্তর ঘটিয়া উঠিল ; এবং, অবশেষে, আমায় কন্যা সহিত বাণী হইতে বহির্গত হইতে হইল ।

কিছু দিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মাস্তত ভগিনীর বাণীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে । আমরা উভয়ে ঐ পাচিকার কর্ম করিব, মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম । কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, ২, ৪ দিন পূর্বে, তাঁহারা পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তখন, নিতান্ত হতাশ্বান হইয়া, কি করি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম । অমুক গ্রামে আমার স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান, চট্টের কারবার করিয়া, বিলক্ষণ সঞ্চতিপন্ন হইয়াছেন ; তাঁহার দয়া ধর্মও আছে । ভাবিলাম, যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয় ভগিনী ; কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইয়া দুঃখ জানাইলে, অকস্মৎ দয়া করিতে পারেন । এই ভাবিয়া, অবশেষে, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সমস্ত কহিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, তাঁহার হস্তে ধরিয়া বলিলাম, বাবা, তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই ।

আমার কাতরতা দর্শনে, নপত্নীপুঞ্জ হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলেন, এবং কহিলেন, যত দিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণপোষণ করিব । এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে, আমি আত্মদে গদগদ হইলাম । আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল । তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন । কিন্তু, তাঁহার বাণীর স্ত্রীলোকেরা স্বেল্প নহেন । এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল, এই

বলিয়া, তাঁহারার পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে লাগিলেন । সপত্নীপুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন ; কিন্তু, তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না । এক দিন, আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সমুদয় বলিলাম । তিনি কহিলেন, মা, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু, কোনও উপায় দেখিতেছি না । আপনারা কোনও স্থানে গিয়া থাকুন ; মাদ মাদ, আমার নিকটে লোক পাঠাইবেন ; আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব ।

এই রূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কত্যা লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলাম । পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল । অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্তমান আছেন, তাঁহার নিকটে নাই, এবং ছুরবস্তা জানাই, যদি তাঁহার দয়া হয় । এই স্থির করিয়া, পাঁচ মাত দিন হইল, এখানে আনিয়াছিলাম । আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে, বা অন্ন বস্ত্র দিতে, পারিব না । অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে, কোনও উপায় হইতে পারে ; এজন্য, এখানে আনিয়া বসিয়া আছি ।

ঐ ব্যক্তি শুনিয়া কোদে ও ভাখে অতিশয় অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন । কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি, চট্টরাজের বাগীতে গিয়া, বথোচিত ভৎসনা করিয়া বলিলেন, আপনকার আচরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইয়াছি । আপনি, কোন বিবেচনায়, তাঁহাদিগকে বাগী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন । আপনি তাঁহাদিগকে বাগীতে রাখিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন । ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া, ব্রহ্মভোগী চট্টরাজ ভয় পাইলেন, এবং কহিলেন,

তুমি বাটীতে যাও, আমি ঘরে বুঝিয়া পরে তোমার নিকটে যাইতেছি । •

অপরাক্ষ কালে, চট্টরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিনাবে, মান মাস, কিছু দিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিতে পারি । ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং তিন মাসের দেয় তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এই রূপে তিন তিন মাসের টাকা আগামী দিব ; এতদ্ভিন্ন, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভার আমার উপর রহিল । আর কোনও ওজর করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া, চট্টরাজ, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া, গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন । তিনি নিজে দুঃশীল লোক নহেন ; কিন্তু, তাঁহার ভগিনীর দুর্দান্ত দম্ভ্য ; তাঁহাদের ভয়ে ও তাঁহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পূর্বোক্ত নির্ধাত জবাব দিয়াছিলেন । রত্নিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, ভগিনীরও অগত্যা সম্মত হইলেন । চট্টরাজ কখনও, কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরা খজাহস্ত হইয়া উঠিতেন । সেই কারণে, তিনি, কস্মিন্ কালেও, আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই । ভঙ্গকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয়, ও ভাগিনেয়ীরা পরিবারস্থানে পরিগণিত ; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব থাকে না ।

যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি, পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন, এবং যথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন । কিছু দিন পরে, বাটীতে গিয়া, তিনি,

সেই দুই হতভাগা নারীর বিষয়ে, অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টরাজ ও তাঁহার ভগিনীরা স্থির করিয়াছিলেন, রুত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নূতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক রুত্তির অন্তর্গত হইয়াছে; আর তাহা কোনও কারণে রহিত হইবার নহে; তদনুসারে, চট্টরাজ, ভগিনীদের উপদেশের অনুবর্তী হইয়া, স্ত্রী ও কন্যাকে বাঢ়ী হইতে বহিকৃত করিয়া দিয়াছেন; তাঁহারাও, গত্যন্তরবিহীন হইয়া, স্থানান্তরে গিয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। কন্যাটি সুস্ত্রী ও বয়স্হা, বেশ্যারুত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; এবং, জননীর সহিত, সমুদ্রদে দিনপাত করিতেছেন।

এই উপাখ্যানে ভঙ্গকুলীনের আচরণের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অতি ইতর জাতিতেও সেরূপ লক্ষিত হয় না। প্রথমতঃ, এক মহাপুরুষ বৃদ্ধ মাতা ও বয়স্হা ভগিনীকে বাঢ়ী হইতে বহিকৃত করিয়া দিলেন। পরে, তাঁহারা স্বামী ও পিতার শরণাগত হইলে, সে মহাপুরুষও তাঁহাদিগকে বাঢ়ী হইতে বহিকৃত করিলেন। এক ব্যক্তি, দয়া করিয়া, সেই দুই দুর্ভাগার গ্রাসাচ্ছাদনের ভারবহনে অঙ্গীকৃত হইলেন, তাহাতেও স্ত্রী ও কন্যাকে বাঢ়ীতে রাখা পরামর্শনিদ্ধ হইল না। স্বামী ও উপযুক্ত পুত্র নহে, কোনও ভদ্রগৃহে, বৃদ্ধা স্ত্রীর কদাচ এরূপ দুর্গতি ঘটে না। পিতা ও উপযুক্ত ভ্রাতা বিত্তামান থাকিতে, কোনও ভদ্রগৃহের কন্যাকে, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত, বেশ্যারুত্তি অবলম্বন করিতে হয় না। ঐ কন্যার স্বামীও বিদ্যমান আছেন। কিন্তু, তাঁহাকে এ বিষয়ে অপরাধী করিতে পারা যায় না। তিনি স্বকৃতভঙ্গ কুলীন। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই,

ঈদৃশ দোষে দূষিত হইয়াও, চট্টরাজ ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র লোকসমাজে হয় বা অশ্রদ্ধেয় হইলেন না ।

ভক্তকুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইল । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, ঈদৃশ কুলীনের অপকার বা মানহানি ঘটিবেক, এই অনুরোধে, বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকা উচিত ও আবশ্যিক কি না । প্রথমতঃ, মেলবন্ধনের পূর্বে, তাঁহাদের পুরাতন কুল এককালে নিৰ্ম্মূল হইয়া গিয়াছে ; তৎপরে, বংশজকন্যাপরিণয় দ্বারা, পুনরায়, তদীয় কপোলকম্পিত নূতন কুলের লোপাপত্তি হইয়াছে । এইরূপে, দুই বার, তাঁহাদের কুলোচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া গণ্য করিবার, এবং তদীয় শশবিমাণসদৃশ কুলমৰ্য্যাদার আদর করিবার, কোনও কারণ বা প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না । তাঁহাদের অবৈধ, নৃশংস, লজ্জারুর আচরণ দ্বারা, সংসারে ষেক্ষপ গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করা উচিত নয় । বোধ হয়, এক উত্তমে, তাঁহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিলে, অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয় না । সে বিবেচনায়, তদীয় অকিঞ্চিৎকর কপোলকম্পিত কুলমৰ্য্যাদার হানি অতি সামান্য কথা । যাহা হউক, তাঁহাদের কুলক্ষয় হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কুলীন নহেন ; তাঁহারা কুলীন নহেন, সুতরাং তাঁহাদের কৌলীন্যমৰ্য্যাদা নাই ; তাঁহাদের কৌলীন্যমৰ্য্যাদা নাই, সুতরাং, বহুবিবাহপ্রথা নিষারণ দ্বারা, কৌলীন্যমৰ্য্যাদার উচ্ছেদসম্ভাবনাও নাই ।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যিক, এরূপ কতকগুলি

ভঙ্গকুলীন আছেন, যে বিবাহব্যবসায় তঁাহাদের যৎপরোনাস্তি  
 দেখে। তঁাহারা বিবাহব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় হেয় জ্ঞান  
 করেন। নিজে, প্রাণান্তেও, একাধিক বিবাহ করিতে সম্মত  
 নহেন; এবং, যাহাতে এই কুৎসিত প্রথা রহিত হইয়া যায়,  
 সে বিষয়েও চেষ্টা করিয়া থাকেন। উভয়বিধ ভঙ্গকুলীনের  
 আচরণ পরস্পর এত বিভিন্ন, যে তঁাহাদিগকে এক জাতি  
 বা এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া, কোনও ক্রমে, প্রতীতি  
 জন্মে না। দুর্ভাগ্য ক্রমে, উক্তরূপ ভঙ্গকুলীনের সংখ্যা অধিক  
 নয়। 'যাহা হউক, তঁাহাদের ব্যবহার দ্বারা, বিলক্ষণ প্রতিপন্ন  
 হইতেছে, বিবাহব্যবসায়, পরিত্যাগ, ভঙ্গকুলীনের পক্ষে,  
 নিতান্ত দুর্লভ বা অসাধ্য ব্যাপার নহে।

---

## চতুর্থ আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, কিছু কাল পূর্বে, এ দেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার ছিল। তখন, অনেকে অনেক বিবাহ করিতেন। এখন, এ দেশে সে অত্যাচারের প্রায় নিরুত্তি হইয়াছে; যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অল্প দিনের মধ্যেই, তাহার সম্পূর্ণ নিরুত্তি হইবেক। এমন স্থলে, বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে রাজশাসন নিতান্ত নিস্প্রয়োজন।

এক্ষণে কুলীনদিগের পূর্ববৎ অত্যাচার নাই, এই নির্দেশ সম্পূর্ণ প্রতারণাবাক্য; অথবা, যাহারা সেরূপ নির্দেশ করেন, কুলীনদিগের জ্ঞাচার ও ব্যবহার বিষয়ে, তাঁহাদের কিছু ~~স্বার্থ~~ অভিজ্ঞতা নাই। পূর্বে, বিবাহ বিষয়ে, কুলীনদিগের বেরূপ অত্যাচার ছিল, এক্ষণেও তাঁহাদের তদ্বিষয়ক অত্যাচার সর্বতোভাবে তদবস্থাই আছে; কোনও অংশে, তাহার নিরুত্তি হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। এ বিষয়ে ব্রথা বিতণ্ডা না করিয়া, কতকগুলি বর্তমান কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান, ও বিবাহসংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

### ভূগলী জিলা ।

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বলো
ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিঙ্গখালি



নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	চিত্রশালি
তিতুরাম গাঙ্গুলি	৫৫	৭০	ঐ
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুর
বৈষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০	৬০	ভুঁইপাড়া
শ্রীমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়িীরামপুর
বহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রশালি
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্ণা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোননগর
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দণ্ডিপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গৌরহাটি
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাছী
শশিশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	ঐ
তারচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটি
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৪০	গুড়প
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাক্কাই
রুঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৪০	খামারগাছী
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩	৪০	জাঁইপাড়া
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৫	খামারগাছী
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুগিয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১	৩৫	কাপসীট
পার্কীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০	৪০	ভৈটে
বহুনাথ মুখোপাধ্যায়	২০	৩৭	মাহেশ

• নাম	বিবাহ বয়স	বাসস্থান	
কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২০	৪৫	বনস্তুপুর
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০	৪০	রক্তিমবাগি
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০	৫০	গয়নগাহা
অন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০	৪৫	ভৈটে
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯	২৮	বনস্তুপুর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭	৪৮	জয়রামপুর
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৩২	মাহেশ
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	২০	চিহ্নশালি
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬	৩৫	মহেশ্বরপুর
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৩০	মালিপাড়া
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	গোয়াড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	সোঁতিয়া
জগদীশ মুখোপাধ্যায়	১৫	৪০	খামারগাছী
অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৬	ডুইপাড়া
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩২	মোগলপুর
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৪	পাতা
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২২	ঐ
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৫	বেলেসিকরে
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫	২০	ভৈটে
কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলি	১৫	৪৫	পশপুর
স্বর্ধ্যাকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	ভৈটে
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	৩২	কীরপাই
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪	৪৫	মধুখণ্ড
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	২৬	সিরাখালা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
শ্রীমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৫০	চুঁচুড়া
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩	৫০	বৈটী
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	৪০	গরলগাছা
কার্তিকেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	দেওড়া
বদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	তাঁতিসাল
মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	মালিপাড়া
নাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৪০	ঐ
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায়	১২	২৫	চন্দ্রকোনা
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩২	কৃষ্ণনগর
রামভারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	২৮	জয়রামপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	ভুঁইপাড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	বলাগড়
তিতুরাম মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	নতিবপুর
প্রসন্নকুমার গাঙ্গুলি	১২	৩৬	গঙ্গা
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১	৬৫	ভগ্নপুর
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১	১৮	তাঁতিসাল
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১১	৩০	গরলগাছা
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০	২৫	বিজীবতীপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০	৩০	ভৈটে
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	নিত্যানন্দপুর
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৮	বৈটী
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১০	২৫	ঐ
মতিসাল মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ

• নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	ধলা
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৫০	শ্রামবাগী
বজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	আনুভ
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	৩৫	বেকাই
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩০	বৈতল
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	বসন্তপুর
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০	৪০	সিয়াখালা
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৯	৩৬	যতুপুর
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	৩৪	নপাড়া
সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	বৈচী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	ঐ
চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩২	ঐ
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	মোজাই
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	২০	দেওড়া
দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩৫	গুড়পা
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮	৪০	মালিপাড়া
যাদবচন্দ্র গাঙ্গুলি	৮	৩৫	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	২৫	সিকরে
কেন্দারনাথ মুখোপাধ্যায়	৮	৩২	বরিকহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	পাতুল
শ্রামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	জয়রামপুর
হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৬০	শ্রামবাগী
রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	৮	৪০	ভক্তপুর
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭	৩২	ঐ

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
দিগন্তর মুখোপাধ্যায়	৭	৩৬	রত্নপুর
কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়	৭	৩২	নতিবপুর
ছুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৬২	মধুরা
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৪	বসন্তপুর
শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৫	ভুরমুবা
রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়	৭	৫০	আঁটপুর
বেণীমাধব গাজুলি	৭	৫০	চিত্রশালি
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	মোগলপুর
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬	২২	চন্দ্রকোনা
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬	৩০	বাধরচক
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	বসন্তপুর
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬	৪০	রঞ্জিতবাগি
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬	২৬	নন্দনপুর
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	গৌরহাঙ্গী
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পশুপুর
কালার্টাদ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০	সুলতানপুর
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	৫	৪৫	তারকেশ্বর
গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২২	আমড়াপাট
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	বালিগোড়
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	৩৭	তারকেশ্বর
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	ভালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫	২৬	টেকরা
হরশঙ্কু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০	মাছু
নীলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	নক্ষিপুর

নাম	বিবাহ বয়স	বাসস্থান
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫ ৩০	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫ ৩৬	গৌরান্দপুর
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫ ৩০	কুম্ভনগর
সীতারাম মুখোপাধ্যায়	৫ ৩৫	চন্দ্রকোনা
রামধন মুখোপাধ্যায়	৫ ৪০	চন্দ্রকোনা
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫ ৪৩	বরদা
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	৫ ৩৫	নারীট
সুখকুমার মুখোপাধ্যায়	৫ ২৬	বরদা
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫ ১৯	নপাড়া
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫ ১৮	দণ্ডিপুর

অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর ও বেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল । সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে । ৪, ৩, ২ বিবাহ করিয়াছেন, একরূপ ব্যক্তি অনেক ; বাহুল্যভয়ে, এ স্থলে তাঁহাদের নাম নির্দিষ্ট হইল না । জগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের বত সংখ্যা, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, যশর, বরিসাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে ; বরং, কোনও জিলায় তাহা কুলীনের সংখ্যা অধিক । কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা । যাঁহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না । সুতরাং, অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে । বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যাকি

কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহাতে কোনও কথা নাই ; যদি ন্যূন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়েরা অনায়াসে বলিবেন, আমি ইচ্ছা পূর্বক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নির্দেশ করিয়াছি । কিন্তু, আমি সেরূপ করি নাই ; অনুসন্ধান দ্বারা বাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিয়াছি ; জ্ঞান পূর্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই ।

প্রসিদ্ধ জনাই গ্রামকলিকাতার ৫, ৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে অবস্থিত । এই গ্রামের, যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে ।

নাম	বিবাহ	বয়স
মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০	৩৫
মহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২২
আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলি	৭	৫৫
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	৫	৩২
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০
চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	৫	৩৪
শ্রীমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	১৮
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	৪	২৬
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	৪৫
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	২৭
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	৫০
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	২৩
ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
কালিদাস গাঙ্গুলি	৩	২৬

নাম	বিবাহ	বয়স
দীননাথ গাঙ্গুলি	৩	১৯
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	৪০
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৩	৪০
কালীপদ মুখোপাধ্যায়	৩	৪০
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৩৩
নীলমণি গাঙ্গুলি	৩	৪৮
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৫৫
চন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি	৩	৫০
জীনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩	৪৩
হারানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩	৬০
প্যারী মোহন চট্টোপাধ্যায়	২	৪০
স্বর্ধকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৪০
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
দীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৩০
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৫
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৫
হরিনাথ মুখোপাধ্যায়	২	৩২
রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৭
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	২	৪০
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	৫০
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫০



নাম	বিবাহ	বয়স
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
কালীকুমার গাঙ্গুলি	২	২৫
আশুতোষ গাঙ্গুলি	২	২০
বহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩১
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩৩
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	৩২
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	২	৩০
কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
হরিহর গাঙ্গুলি	২	৩৫
কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
প্যারীমোহন গাঙ্গুলি	২	৩৩
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৮
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	২৪
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৮
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৩০
বহুনাথ গাঙ্গুলি	২	২৭
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২	২৭
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৭
চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি	২	২১
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২১

নাম	বিবাহ	বয়স
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২২
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২০

একণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের অত্যাচারের নিরুদ্ভি হইয়াছে কি না। এখন যে রূপ অত্যাচার হইতেছে, পূর্বে ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল, এরূপ বোধ হয় না; বরং, পূর্বে অপেক্ষা একণে অধিক অত্যাচার হইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব। পূর্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনেরা কুলভঙ্গ সম্মত ও প্রস্তুত হইতেন না। অধিক টাকা দিয়া, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে, স্বকৃতভঙ্গের সংখ্যা তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। কিন্তু, অধুনাতন কুলীনেরা, অল্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলভঙ্গ করিয়া থাকেন। আর, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও একণে অনেক অধিক হইয়াছে। পূর্বে, কোনও গ্রামে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন। পরে তাঁহার পাঁচ পুত্র হইল। তাঁহারা সকলে, কস্তার বিবাহ বিষয়ে, পিতৃদৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিয়াছেন। একণে, সেই পাঁচ পুত্রের পুত্রদিগকে, কুলভঙ্গ করিয়া, কস্তার বিবাহ দিতে হইতেছে। সুতরাং, যে স্থানে, কেবল এক ব্যক্তি, কুলভঙ্গ করিয়া, কস্তার বিবাহ দিতেন; সেই স্থানে, একণে, সেই গ্রামে অবলম্বন করিয়া চলিবার লোকের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে। মূল্যও অল্প, গ্রামের সংখ্যাও অধিক; এক্ষণে, কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর প্রীতিই হইতেছে। সুতরাং, স্বকৃতভঙ্গের সংখ্যা

এখন অনেক অধিক ; এবং, উত্তরোত্তর, অধিক বই নুহন হওয়া সম্ভব নহে । স্বকৃতভঙ্গেরা অধিক বিবাহ করিতেছেন ; এবং, স্থানে স্থানে, তাঁহাদের যে কস্তার পাল জন্মিতেছে, তাহাদিগকে স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে অর্পণ করিতে হইতেছে । এমন স্থলে, বিবাহবিষয়ক অত্যাচারের, হুজি ব্যতীত, হ্রাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না । যাহা হউক, কুলীনদিগের বিবাহবিষয়ক অত্যাচারের প্রায় নিরুত্তি হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অল্প দিনেই, তাহার সম্পূর্ণ নিরুত্তি হইবেক, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক ।

কলিকাতাবাসী' নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি পঞ্জী-গ্রামের কোনও সংবাদ রাখেন না ; সুতরাং, তত্ত্বতঃ যাবতী্য বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; কিন্তু, তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের স্মার, অনকুচিত চিত্তে, তাহা করিয়া থাকেন । তাঁহারা, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পঞ্জী-গ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন । ঐ সকল মহোদয়েরা বলেন, এ দেশে বিজ্ঞার সবিশেষ চর্চা হওয়াতে, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার প্রায় নিরুত্তি হইয়াছে ।

এ কথা যথার্থ বটে, বহু কাল ইঙ্গরেজী বিজ্ঞার সবিশেষ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাতায়, ও কলিকাতার অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের, অনেক অংশে, নিরুত্তি হইয়াছে ; কিন্তু, তদ্যতিরিক্ত, সমস্ত স্থানে, ইঙ্গরেজী বিজ্ঞার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না, ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত তদ্রূপ ঘনিষ্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না ; সুতরাং, সেই সেই স্থানে, কুপ্রথা ও

কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব তদবস্থাই রহিয়াছে । 'ফলতঃ, পল্লী-গ্রামের অবস্থা, কোনও অংশে, কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত । কার্য্যকারণভাবব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, এরূপ সংস্কার কদাচ উদ্ভূত হইতে পারে না । কলিকাতায়, যে কারণে, যত কালে, যে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে ; যে সকল স্থানে যাবৎ সেই কারণের তত কাল সংযোগ না ঘটিতেছে ; তাবৎ তথায় সেই কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না । কলিকাতায় যত কাল ইংরেজী বিচারের বৈরূপ অনুশীলন ও ইংরেজজাতির সহিত বৈরূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ হইয়াছে ; পল্লীগ্রামে যাবৎ সর্ব্বতোভাবে, এরূপ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় কলিকাতার অনুরূপ ফল লাভ, কোনও মতে, সম্ভবিত্তে পারে না । যাহা হউক, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত অব্যবস্থা ।

ফলকথা এই, কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ না হইয়া, তাহা করা পরামর্শ-সিদ্ধ নহে । সর্বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে, কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না । বহুবিবাহপ্রথা বিষয়ে সর্বিশেষ অনুসন্ধান করিলে, ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথার অনেক নিরুত্তি হইয়াছে, উহা আর পূর্ব্বের মত প্রবল নাই, পরপ্রতারণা বাঁহ্য উদ্দেশ্য নহে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ ঈদৃশ নির্দেশ করিতে পারেন না । ঈর্ষ্যার পরভঙ্গ, বা বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন, অথবা কুসংস্কারবিশেষের বশবর্তী হইয়া, প্রস্তাবিত কোনও বিষয়ের প্রতিপক্ষতা করা মাত্র বাঁহ্য মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞই হউন, আর

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞই হউন, যাহা স্বপক্ষ সমর্থনের, বা পরপক্ষ  
 খণ্ডনের, উপযোগী জ্ঞান করিবেন, তাহাই সচ্ছন্দে নির্দেশ  
 করিবেন : যাহা নির্দেশ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব  
 হইলেও, তাহাকেই সে বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া কীর্তন  
 করিতে, কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না । কোনও ব্যক্তি,  
 সদভিপ্রায়প্রবর্তিত হইয়া, কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিলে,  
 উক্তবিধ ব্যক্তির ঐ অনুষ্ঠানকে, অসদভিপ্রায়প্রণোদিত  
 বলিয়া, অগ্নার মুখে নির্দেশ করেন : কিন্তু, আপনারা যে,  
 ঈর্ষ্যা অথবা জিগীষার বশবর্তী হইয়া, অতথ্য নির্দেশ দ্বারা,  
 অস্ত্রের চক্ষুে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিতেছেন, তাহা একবারও  
 ভাবিয়া দেখেন না ।

---

## পঞ্চম আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কায়স্থজাতির আত্মরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক । এই আপত্তি অতি দুর্বল ও অকিঞ্চিৎকর । আত্মরস না হইলে, কায়স্থদিগের জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ হয় না ; এবং, বিবাহ-বিষয়েও, কোনও অশুবিধা ঘটে না ।

কায়স্থজাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ;\* প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মৌলিক । ঘোষ, বসু, মিত্র, এই তিন ঘর কুলীন কায়স্থ । মৌলিক ঝিরিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য । দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, এই আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক ; আর, মোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জন, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা, কুণ্ড, সুর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ প্রভৃতি যে বায়ত্তর ঘর কায়স্থ আছেন, তাঁহারা সাধ্য মৌলিক । সাধ্য মৌলিকেরা, মধ্যমা বিষয়ে, সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা, নিকৃষ্ট । সিদ্ধ মৌলিকেরা সম্মৌলিক, সাধ্য মৌলিকেরা, বায়ত্তরিতা বলিয়া, সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন ।

কায়স্থজাতির বিবাহের সুল ব্যবস্থা এই ;—কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীনকন্তা বিবাহ করিতে হয় ; মৌলিককন্তা বিবাহ করিলে, তাঁহার কুলজংশ ঘটে ; কিন্তু, প্রথম কুলীনকন্তা বিবাহ করিয়া, মৌলিককন্তা বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না । কুলীনের সপার পুত্রেরা মৌলিককন্তা বিবাহ করিতে পারেন ; এবং, সচরাচর, তাহাই করিয়া

থাকেন। মৌলিক মাত্রেয় কুলীন পাত্রে কন্যাদান, ও কুলীন-কন্যা বিবাহ, করা আবশ্যিক। মৌলিকে মৌলিকে আদান-প্রদান হইলে, জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু, তাদৃশ আদানপ্রদানকারীদিগকে কায়স্থসমাজে কিছু হেয় হইতে হয়। ৬০, ৭০ বৎসর পূর্বে, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না; এবং, নিতান্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না।

মৌলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু, কতিপয় মৌলিক পরিবারের সঙ্কল্প এই, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিতে হইবেক। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রথমে, মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। কুলীনকন্যা বিবাহ দ্বারা বাঁহার কুলরক্ষা হইয়াছে, মৌলিক কায়স্থ, অনেক যত্ন ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া, তাঁহাকে কন্যা দান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এই রূপে, মৌলিকগৃহে যে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন, তাহার নাম আত্মরস; আর, যে সকল মৌলিকের গৃহে এইরূপ বিবাহ হয়, তাঁহাদিগকে আত্মরসের ঘর বলে।

মৌলিকেরা, আত্মরস করিয়া, অনেক যত্নে, জামাতাকে গৃহে রাখেন। তাহার কারণ এই বোধ হয়, কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতৃমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। আত্মরসপ্রিয় মৌলিকদিগের উদ্দেশ্য এই, তাঁহাদের দৌহিত্র সেই মর্যাদার ভাজন হইবেক। কিন্তু, যে ব্যক্তি, দুই বিবাহ, তাহার কোন স্ত্রী প্রথম পুত্রবতী হইবেক, তাহার স্থিরতা নাই। পূর্বপরিণীতা কুলীনকন্যার অগ্রে পুত্র জন্মিলে, আত্মরসের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। জামাতাকে পূর্বপরিণীতা কুলীনকন্যার নিকটে

বাইতে না দেওয়া, সেই উদ্দেশ্যসাধনের এক মাত্র উপায় ।  
এজন্য, জামাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া গৃহে রাখা নিতান্ত আবশ্যক  
হইয়া উঠে । তাদৃশ স্থলে, পূর্বপরিণীতা কুলীনকন্যা স্বামীর  
মুখ দেখিতে পান না । বস্তুতঃ, তাদৃশী কুলীনকন্যাকে, নাম  
মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, বিধবা, কন্যার ন্যায়, পিত্রালয়ে  
কালযাপন করিতে হয় । কুলীন জামাতাকে বশে রাখা  
বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য ; এজন্য, যে সকল আত্মরসপ্রিয় মৌলিকের  
অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাঁহারা সে বিষয়ে কৃতকার্য হইতে  
পারেন না ; সুতরাং, আত্মরনের মুখ্য ফল লাভ তাঁহাদের  
তাগ্যে ঘটিয়া উঠে না । ঐদৃশ স্থলে, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র,  
কুলীনকন্যা ও মৌলিককন্যা উভয়কে লইয়া, সংসারযাত্রা  
নির্বাহ করেন ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আত্মরস না করিলে, মৌলিকের  
জাতিপাত বা ধর্মলোপ হয় না ; এবং, বিবাহ বিষয়েও, কিছু  
মাত্র অমুবিধা ঘটে না । কুলীনের মধ্যম প্রভৃতি পুত্রকে  
কন্যাদান করিলেই, মৌলিকের সকল দিক রক্ষা হয় । এজন্য,  
প্রায় সকল মৌলিকেই তাদৃশ পাত্র কন্যাদান করিয়া  
থাকেন । আমি কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিয়াছি,  
নিরবচ্ছিন্ন এই অভিমানসুখলোভের বশবর্তী হইয়া, কেবল  
কতিপয় মৌলিকপরিবার আত্মরস করেন । কিন্তু, তুচ্ছ  
অভিমানসুখের জন্য, পূর্বপরিণীতা নিরপরাধা কুলীনকন্যার  
সর্বনাশ করিতেছেন, ক্ষণ কালের জন্যেও, সে বিবেচনা  
করেন না । যে দেশে, আপন কন্যার হিতাহিত বিবেচনার  
পদ্ধতি নাই ; সে দেশে, পনের কন্যার হিতাহিত বিবেচনা  
সুদূরপরাহত ।



যে সকল আন্তরঙ্গপ্রিয় পরিবার নিঃস্ব হইয়াছেন, এবং, অর্থ ব্যয় করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে, আন্তরঙ্গ করিতে সমর্থ নহেন ; তাঁহাদের পক্ষে, আন্তরঙ্গ, অশেষ প্রকারে, বিলক্ষণ বিপদের স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে । তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই, আন্তরঙ্গপ্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যান । রাজশাসন দ্বারা এই কুৎসিত প্রথার উচ্ছেদ হইলে, তাঁহারা পরিভ্রাণ বোধ করেন ; কিন্তু, স্বয়ং সাহস করিয়া পথপ্রদর্শনে প্ররম্ব হইতে পারেন না । যদি তাঁহারা, আদ্যরসে বিসর্জন দিয়া, কুসীনের দ্বিতীয় প্রভৃতি পুস্ত্রে কস্তাদান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের জাতিপাত বা ধর্মলোপ হইবেক না ; তবে, আদ্যরঙ্গ করিল না, অথবা করিতে পারিল না, এই বলিয়া, প্রতিবেশীরা, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, নিন্দা ও উপহাস করিবেন ; কেবল, এই নিন্দার ও এই উপহাসের ভয়ে, তাঁহারা আদ্যরঙ্গ হইতে বিরত হইতে পারিতেছেন না । স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে, আমাদের দেশের লোক বড় নির্দোষ, বড় কাপুরুষ ।

রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, আদ্যরঙ্গের ব্যাঘাত ঘটিবেক, সন্দেহ নাই ; কিন্তু, কতিপয় মৌলিকপরিবারের তুচ্ছ অভিমানস্বত্বের ব্যাঘাত জিন্ন, কায়স্থজাতির, কোনও অংশে, কোনও অনুবিধা বা অপকার ঘটিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত বা অনুমেয় হইতেছে না । আদ্যরঙ্গ, কায়স্থজাতির পক্ষে, অপরিহার্য ব্যবহার নহে । এই ব্যবহার, অশেষ প্রকারে, অনিষ্টকর ও অধর্মকর, তাহার সন্দেহ নাই । যখন, এই ব্যবহার রহিত হইলে, কোনও অংশে, কায়স্থজাতির অহিত, অধর্ম, বা

অনুবিধা অনুবিধা বা অপকার ঘটতেছে না ; তখন, উহা বহুবিবাহ নিবারণের আপত্তিভঙ্গরূপে উত্থাপিত বা পরিগৃহীত হওয়া, কোনও মতে, উচিত বা ন্যায্যানুগত নহে । আর, যদি রাজনিয়ম দ্বারা, বা অনুবিধ কারণে, অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও, আন্তরসের এককালে উচ্ছেদ হইতেছে না । কুলীনের যে সকল জ্যেষ্ঠ সন্তানের ত্রীবিয়োগ ঘটবেক, তাঁহারা আন্তরসের স্বরে দ্বারপরিগ্রহ করিতে পুসিবেন । যাহা হউক, এই আন্তরসের ব্যাঘাত ঘটবেক । অতএব, বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ হওয়া উচিত নহে ; ঈদৃশ আপত্তি উত্থাপন করা কেবল আপনাকে উপহাসান্বিত করা মাত্র ।

---

## ষষ্ঠ আপত্তি ।



কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাত্তে, অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, সন্দেহ নাই । যাহাতে তাহার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে, সাধ্যানুসারে, সকলের যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা করা নিতান্ত উচিত ও আবশ্যক । কিন্তু, বহুবিবাহ সামাজিক দোষ ; সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য ; সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া, কোনও ক্রমে, বিধেয় নহে ।

এই আপত্তি শুনিয়া, আমি, কিয়ৎ ক্ষণ, হাস্ত সংবরণ করিতে পারি নাট । সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য, এ কথা শুনিতে, আপাততঃ, অত্যন্ত কৰ্ণমুখকর । যদি এ দেশের লোক সামাজিক দোষের সংশোধনে প্ররম্ব ও যত্নবান হয়, এবং অবশেষে কৃতকার্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের, আশ্রাদের, সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না । কিন্তু, দেশস্থ লোকের প্রকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির, অশেষ প্রকারে, যত্নপরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং অত্যাপি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন ; এবং, সেই যত্নে, সেই চেষ্টায়, ইষ্টসিদ্ধি হইবেক ; সহজে সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না । ফলতঃ, কেবল আমাদের যত্ন ও চেষ্টায়, সমাজের সংশোধনকার্য সম্পন্ন

হইবেক; এখনও, এ দেশের সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হয় নাই; এবং, কত কালে উপস্থিত হইবেক, দেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা, কল্পিন কালেও, উপস্থিত হইবেক না।

যাঁহারা এই আপত্তি করেন, তাঁহারা নব্য সম্প্রদায়ের লোক। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ও বহুদর্শী হইয়াছেন; তাঁহারা, জুর্জাটীনের স্থায়, সহসা, এরূপ অসার কথা মুখ হইতে বিনির্গত করেন না। ইহা স্বার্থ বটে; তাঁহারাও, এক কালে, অনেক বিষয়ে, অনেক আশ্চর্যান করিতেন; সমাজের দোষসংশোধন ও সমাজের শ্রীর্দ্ধিসাধন তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, এ কথা, সর্ব সঙ্গ, তাঁহাদের মুখে নৃত্য করিত। কিন্তু, এ সকল পঠদশার ভাব। তাঁহারা, পঠদশা সমাশন করিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, পঠদশার ভাবের, তিরোভাব হইতে লাগিল। অবশেষে, সামাজিক দোষের সংশোধন দূরে থাকুক, স্বয়ং, সেই সমস্ত দোষে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া, সচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। এখন তাঁহারা বহুদর্শী হইয়াছেন; সমাজের দোষসংশোধন, সমাজের শ্রীর্দ্ধিসাধন, এ সকল কথা, জাস্তি ক্রমেও, আর তাঁহাদের মুখ হইতে বহির্গত হয় না; বরং, ঐ সকল কথা শুনিলে, বা কাহাকেও ঐ সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইতে দেখিলে, তাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের অল্পবয়স্কদিগের এক্ষণে পঠদশার ভাব চলিতেছে। অল্পবয়স্ক দলের মধ্যে, যাঁহারা অল্প বয়সে

বিজ্ঞানায় পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদেরই আশ্ফালন বড়। তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, অনার্যাসে, লোকের এই প্রতীতি জন্মিতে পারে, তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে ও জীৱনিক-সম্পাদনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারা যে মুখমাত্রার, অন্তরে সম্পূর্ণ অন্তর, অনার্যাসে, সকলে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তিরাই, উন্নত ও উন্নত থাকে, কহিয়া থাকেন, সমাজের দোষসংশোধন সমাজের লোকের কার্য; সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু, সমাজের দোষসংশোধন কিরূপ কার্য; এবং, কিরূপ সমাজের লোক, অস্বাভাবিক সাহায্য নিরপেক্ষ হইরা, সমাজের দোষ সংশোধনে সমর্থ; তাঁহাদের সে বোধ ও সে বিবেচনা আছে, তাঁহারা, এ দেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, কখনই, সাহস করিয়া, বলিতে পারেন না, আমরা কোনও কালে, কেবল আত্মহত্নে ও আত্মচেষ্টায়, সামাজিক দোষের সংশোধনে কৃতকার্য হইতে পারিব। আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অপদার্থ; আমাদের হতভাগা সমাজ অতিকুৎসিত দোষপরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ। এ দিকের চন্দ্র ও দিকে উঠিলেও, একপ লোকের ক্ষমতা, একপ সমাজের দোষসংশোধন, কল্পিত কালেও, সম্পন্ন হইবার নহে। উল্লিখিত বহু প্রামাণিকেরা কথায় বিলম্ব প্রবীণ; তাঁহাদের বেরূপ বুদ্ধি, বেরূপ বিজ্ঞা, বেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন। কথা বলা বত সহজ, কাজ করা তত সহজ নহে।

সামাজিক দোষের সংশোধনে অত্যন্ত লোকের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিষয়ে, দুটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম,

ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয় ; দ্বিতীয়, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয় । ব্রাহ্মণজাতির অধিকাংশ শ্রোত্রিয় ও অনেক বংশজ কন্যা বিক্রয় করেন ; আর, সমুদায় শ্রোত্রিয় ও অধিকাংশ বংশজ, কন্যা ক্রয় করিয়া, বিবাহ করেন । এই ক্রয় বিক্রয়, শাস্ত্র অনুসারে, অতি গর্হিত কর্ম ; এবং, প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অতি জঘন্য ব্যবহার । শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন,

ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে ।

তস্যাং জাতাঃ সূতান্তেষাং পিতৃপিওং ন বিজ্ঞতে ॥ (১)

ক্রয় করিয়া যে কন্যাকে বিবাহ করে, সে পত্নী নহে ; তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহারা পিতার পিওদানে অধিকারী নয় ।

ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে ।

ন সা দৈবৈ ন সা পৈত্রেয়্য দাসীং তাং কুবয়ো বিদুঃ ॥ (২)

ক্রয় করিয়া যে নারীকে বিবাহ করে, তাহাকে পত্নী বলে না ; সে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে বিবাহকর্ত্তার সহধর্ম্মচারিণী হইতে পারে না ; পণ্ডিতেরা তাহাকে দাসী বলিয়া গণনা করেন ।

স্তুম্বেকন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসূতাং লোভমোহিতাঃ ।

আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিকারিণঃ ।

পতন্তি নরকে ঘোরে যন্তি চাসপ্তমং কুলম্ ॥ (৩)

যাহারা, লোভ বশতঃ, পণ মইয়া কন্যাদান করে, সেই আত্ম-বিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাতককারীরা ঘোর নরকে পতিত হয়, এবং উর্দ্ধতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষেপ করে ।

( ১ ) অত্রিসংহিতা ।

( ২ ) মতকরীবাংসোক্ত ।

( ৩ ) ঔষাহতত্ত্বগ্রন্থ কাশ্যলবচন ।

বৈকুণ্ঠবাসী হরিশর্ম্মার প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন,

যঃ কন্যাবিক্রয়ং মুঢ়ো লোভাদ কুরুতে দ্বিজ ।

স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহৃদসংজ্ঞকম্ ॥

বিক্রীতায়ান্ধ কন্যায় যঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজ ।

স চাণ্ডাল ইতি জেয়ঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ (৪)

হে দ্বিজ, যে মুঢ়, লোভ বশতঃ, কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষহৃদ নামক ঘোর নরকে যায়। হে দ্বিজ, বিক্রীত কন্যার যে পুত্র জন্মে, সে চাণ্ডাল, তাহার কোনও ধৰ্ম্মে অধিকার নাই।

দেখ ! কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহ করা, শাস্ত্র অনুসারে, কত দৃশ্য। শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্ত্রীকে পত্নী বলিয়া, ও তাদৃশ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে পুত্র বলিয়া, অঙ্গীকার করেন না ; তাঁহাদের মতে, তাদৃশ স্ত্রী দানী, তাদৃশ পুত্র সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিষ্কৃত চাণ্ডাল। সস্ত্রীক হইয়া ধৰ্ম্মকার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় ; কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ স্ত্রী, ধৰ্ম্মকার্যে, স্বামীর সহচারিণী হইতে পারে না। লোকে, পিণ্ডপ্রত্যাশায়, পুত্র প্রার্থনা করে ; কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ পুত্র পিতাব পিণ্ডদানে অধিকারী নহে। আর, যে ব্যক্তি অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় করে, সে চিরকালের জন্য নরকগামী হয়, এবং পিতা, পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় ও কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করা অতি অধম ও ঘোরতর অধৰ্ম্মকর ব্যবহার, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহারা কন্যা বিক্রয় করেন, এবং যাহারা, কন্যা ক্রয় করিয়া, বিবাহ করেন, তাঁহারাও,

সময়ে সময়ে, এই ক্রয়বিক্রয় ব্যবসায়কে অতি ঘৃণিত, অতি জঘন্য, ব্যবহার বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । এই ব্যবহার, যার পর নাই, অদ্বন্দ্বকর ও অনিষ্টকর, তাহাও সকলের বিলক্ষণ হৃদয়কম হইয়া আছে । যদি, সামাজিক দোষের সংশোধনে, আমাদের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, এই নিরতিশয় কুৎসিত কাণ্ড, এত দিন, এ প্রদেশে প্রচলিত থাকিত না ।

ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয় ব্যবসায় অপেক্ষা, কায়স্থ-জাতির পুত্রবিক্রয় ব্যবসায় আরও ভয়ানক ব্যাপার । মধ্যবিধ ও হীনাবস্থা কায়স্থজাতির কন্যা হইলেই সর্কনাশ । কন্যার যত বয়োরুদ্ধি হয়, পিতার সর্ক শরীরের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে । যার কন্যা, তাঁর সর্কনাশ ; যার পুত্র, তাঁর পৌষ মাস । বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, পুত্রবান ব্যক্তি, অলঙ্কার, দাননামগ্রী প্রভৃতি উপলক্ষে, পুত্রের এত মূল্য প্রার্থনা করেন, যে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থা কায়স্থের পক্ষে, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট হয় । এ বিষয়ে, বরপক্ষ একরূপ নিরলঙ্কার ও নৃশংস ব্যবহার করেন, যে তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে । কৌতূকের বিষয় এই, কন্যার বিবাহ দিবার সময়, যাঁহারা শশব্যস্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়েন ; পুত্রের বিবাহ দিবার সময়, তাঁহাদেরই আর একপ্রকার ভাবভঙ্গী হয় । এইরূপে, কায়স্থেরা, কন্যার বিবাহের সময়, মহাবিপদ, ও পুত্রের বিবাহের সময়, মহোৎসব, জ্ঞান করেন । পুত্রবিক্রয় ব্যবসায় যে অতি কুৎসিত কর্ম, তাহা কায়স্থ মাত্রে স্বীকার করিয়া থাকেন ; কিন্তু, আপন পুত্রের বিবাহের সময়, সে বোধও থাকে না, সে বিবেচনাও থাকে না ।



আশ্চর্যের বিষয় এই, বাহারা নিজে মুশিক্ষিত ও পুস্তকে মুশিক্ষিত করিতেছেন, এ ব্যবসারে তাঁহারা নিতান্ত নির্দয় ও নিতান্ত নির্লজ্জ । যে বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য অনেক ; যে তদপেক্ষা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ; বাহারা তদপেক্ষাও অধিকবিদ্য হইয়াছে, তাহাদের সহিত কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করা, অনেকের পক্ষে, অসংসাহসিক ব্যাপার । আর, যদি তদুপরি ইষ্টকনির্মিত বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদনের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে, সর্বনাশের ব্যাপার । বিলক্ষণ সজ্জিতপন্ন না হইলে, তাহা স্থলে বিবাহের কথা উত্থাপনে অধিকারই নাই । অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই, এই ব্যবসারের, পত্নীগ্রাম অপেক্ষা, কলিকাতায় অত্যন্ত অধিক প্রাদুর্ভাব । সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণ-জাতির কন্যার মূল্য ক্রমে অল্প হইয়া আসিতেছে ; কায়স্থ-জাতির পুত্রের মূল্য, উত্তরোত্তর, অধিক হইয়া উঠিতেছে । যদি বাজার এইরূপ থাকে, অথবা আরও গরম হইয়া উঠে ; তাহা হইলে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থপরিবারের, অনেক কন্যাকে, ব্রাহ্মণজাতীর কুলীনকন্যার ন্যায়, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবেক ।

যে রূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কায়স্থ মাঝে এ বিষয়ে বিলক্ষণ জালাতন হইয়াছেন । ইহা যে অতি লজ্জাকর ও ঘৃণাকর ব্যবহার, সে বিষয়ে সতর্কতা দেখিতে পাওয়া যায় না । কায়স্থজাতি, একবাক্য হইয়া, যে বিষয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন ; তাহা অজ্ঞানি প্রচলিত আছে, কেন । যদি এ দেশের লোকের, সামাজিক দোষের

সংশোধনে, প্ররুতি ও ক্ষমতা থাকিত ; তাহা হইলে, কায়স্থ-  
জাতির পুত্রবিক্রয় ব্যবহার, বহু দিন পূর্বে, রহিত হইয়া  
যাইত।

এ দেশের হিন্দুসমাজ ঈদৃশ দোষপরম্পরায় পরিপূর্ণ।  
পূর্বোক্ত নব্য প্রামাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এ' পর্য্যন্ত,  
তঁাহারা, তন্মধ্যে, কোন কোন দোষের সংশোধনে, কত দিন,  
কিরূপ যত্ন ও কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং, তঁাহাদের তাদৃশ  
বস্ত্রে ও তাদৃশ চেষ্টায়, কোন কোন দোষের কত দূর সংশোধন  
হইয়াছে ; আর, এক্ষণেই বা, তঁাহারা কোন কোন দোষের  
সংশোধনে কিরূপ যত্ন ও কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন।

(বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকিতে, অশেষ প্রকারে, হিন্দু-  
সমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহস্র সহস্র বিবাহিতা নারী,  
যার পর নাই, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ব্যভিচারদোষের  
ও অগ্নহত্যাপাপের স্রোত, প্রবল বেগে, প্রবাহিত হইতেছে।  
দেশের লোকের যত্ন ও চেষ্টায়, ইহার প্রতিকার হওয়া,  
কোনও মতে, সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবনা থাকিলে, তদর্থে  
রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন থাকিত  
না। এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক; এই  
বিবেচনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা উচিত ; অথবা, এরূপ  
বিষয়ে, রাজদ্বারে আবেদন করা ভাল নয় ; অতএব, তাহা  
চিরকাল প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায়, ক্রান্ত থাকা উচিত।  
এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা, প্রচলতি থাকিতে,  
সমাজে যে গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, বাহারা তাহা,  
অহরহঃ, প্রত্যক্ষ করিতেছেন ; এবং, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া,  
বাহাদের অন্তঃকরণ, সর্ব্ব ক্ষণ, দুঃসহ দুঃখদহনে দগ্ধ হইতেছে ;

তঁাহাদের বিবেচনায়, যে কোনও উপায়ে হউক, এই প্রথা রহিত হইলেই, সমাজের মঙ্গল । বস্তুতঃ, রাজশাসন দ্বারা, এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিছুকি, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না । আর, বাঁহারা তদর্থে, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, তঁাহাদের যে, কোনও প্রকারে, জায়বিরুদ্ধ বা বিবেচনা-বহির্মুখ কৰ্ম্ম করা হইয়াছে, তর্ক দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করাও নিতান্ত সহজ বোধ হয় না । আমাদের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এরূপ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র । আমাদের ক্ষমতা কোথায় । ক্ষমতা থাকিলে, ঈদৃশ বিষয়ে, গবর্ণমেন্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যিক হইত না ; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম । ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই ; সুতরাং, সমাজের দোষসংশোধন করিতে পারিবেন না ; কিন্তু, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে, অপমানবোধ বা সর্বনাশজ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে ; এবং, অধিক না হইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল ।

---

## সপ্তম আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই, হিন্দু, মুসলমান, উভয়বিধ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে, বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে । তন্মধ্যে, কেবল বাঙ্গালাদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের লোক, ঐ প্রথা রুহিত করিবার নিমিত্ত, আবেদন করিয়াছেন । বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের এক অংশ মাত্র । এক অংশের এক সম্প্রদায়ের লোকের অনুরোধে, ভারতবর্ষীয় যাবতীয় প্রজাকে অসন্তুষ্ট করা গবর্ণমেন্টের কদাচ উচিত নহে ।

এই আপত্তি, কোনও ক্রমে, যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না । বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিতে, বাঙ্গালাদেশে, হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে, যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে ; বোধ হয়, ভারতবর্ষের অন্য কোনও অংশে তদ্রূপ নহে ; এবং, বাঙ্গালাদেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরূপ দোষ বা সেরূপ অনিষ্ট দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় না । সে যাহা হউক, তাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, বাঙ্গালাদেশে, হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে, বহুবিবাহনিবন্ধন যে অশেষবিধ উৎকট অনিষ্টসংঘটন হইতেছে, তাহার নিবারণ হয়, এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এই তাঁহাদের প্রার্থনা । এ দেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের লোক বহু বিবাহ করিয়া থাকেন ; তাঁহারা চিরকাল সেরূপ করুন ; তাহাতে আবেদনকারীদিগের কোনও আপত্তি নাই ; এবং, তাঁহাদের একপ ইচ্ছাও

নহে, এবং প্রার্থনাও নহে, যে গবর্ণমেন্ট, এই উপলক্ষে, মুসলমানদিগেরও বহু বিবাহের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন ; অথবা, গবর্ণমেন্ট, এক উদ্ভমে, ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশীয় সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে, বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা করুন, ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে । বহুবিবাহসূত্রে, স্বসম্প্রদায়ের যে অতি মহতী দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তদুদ্বার্তে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছেন ; এবং, সেই দুরবস্থা বিমোচনের উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন । স্বসম্প্রদায়ের তাদৃশী দুরবস্থার বিমোচন মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশ্য । যদি গবর্ণমেন্ট, স্বেদয় হইয়া, তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, এ প্রদেশের কেবল হিন্দুসম্প্রদায়ের জন্ত, বিবাহ বিষয়ে, কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তাহাতে এ প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়, অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়, অসন্তুষ্ট হইবেন কেন । এ দেশের হিন্দুসম্প্রদায় গবর্ণমেন্টের প্রজা । তাঁহাদের সমাজে, কোনও বিষয় নিরীতিশয় ক্রেশকর হইয়া উঠিয়াছে । তাঁহাদের স্বীয় যত্নে ও স্বীয় ক্ষমতায়, সে ক্রেশের নিবারণ হইতে পারে না ; অতএ, সে ক্রেশের নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক । প্রজারা, নিরুপায় হইয়া, রাজার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক, সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন । এমন স্থলে, প্রজার প্রার্থনা পরিপূরণ করা রাজার অবশ্যকর্তব্য । এক প্রদেশের প্রজাবর্গের প্রার্থনা অনুসারে, তাঁহাদের হিতার্থে, কেবল সেই প্রদেশের জন্ত, কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, হয় ত প্রদেশান্তরী প্রজারা অসন্তুষ্ট হইবেন, এই অমূলক, অকিঞ্চিৎকর আশঙ্কা করিয়া, সে বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন রাজধর্ম নহে ।

এরূপ প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনেরেল, মহাত্মা লর্ড বেন্টিক, অতি নৃশংস সহায়মপ্রধা রহিত করিবার নিমিত্ত, কৃতসঙ্কল্প হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তাঁহারা সকলেই স্পষ্ট বাক্যে কহিয়াছিলেন, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, যাবতীয় লোক ষৎপরোনাস্তি অনন্ত হইবেক, এবং, নিঃসন্দেহ, রাজবিরোধে অভ্যুত্থান করিবেক । মহামতি, মহাসঙ্ঘ গবর্ণর জেনেরেল, এই সকল কথা শুনিয়া, ভীত বা হতোৎসাহ না হইয়া কহিলেন, যদি, এই প্রথা রহিত করিয়া, এক দিন আমাদের রাজ্য থাকে, তাহা হইলেও, ইঙ্গরেজজাতির নামের বখার্ব গৌরব ও রাজ্যাধিকারের সম্পূর্ণ নার্থকতা হইবেক । তিনি, প্রজার দুঃখদর্শনে, দয়ার্জচিত্ত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । এক্ষণে আমরা সেই ইঙ্গরেজজাতির অধিকারে বাস করিতেছি । কিন্তু, অবস্থার কত পরিবর্ত হইয়াছে । যে ইঙ্গরেজজাতি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যভ্রংশভয় অগ্রাহ করিয়া, প্রজার দুঃখবিমোচন করিয়াছেন ; এক্ষণে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা, বারংবার প্রার্থনা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না । হায় !

“তে কেহপি দিবস। গতঃ” ।

সে এক দিন গিয়াছে ।

যাহা হউক, আবেদনকারীদের অতিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশের মুসলমান, বা অতীত প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, উভয়বিধ প্রজাবর্গের নিকট অপ-

রাধী হইবেন ; অথবা, প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট হইবেন, এই ভয়ে অভিভূত হইয়া, আবেদিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করিবেন, এ কথা, কোনও মতে, শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না । ইন্দ্রেজজাতি তত নিকৌধ, তত অপদার্থ, তত কাপুরুষ নহেন । যেরূপ শুনিতে পাই, তাঁহারা, রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই ; সর্ব্বাংশে এ দেশের শ্রীরক্ষিসাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ।

এ স্থলে, একটি কুলীনমহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া, ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না । ঐ কুলীনমহিলা ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীস্ব নহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার না কি বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে । আমি কহিলাম, কেবল চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এ বারে ক্লতকার্য্য হইতে পারিব । তিনি কহিলেন, যদি আর কোনও জোর না থাকে, তবে তোমরা ক্লতকার্য্য হইতে পারিবে না ; কুলীনের মেয়ের নিতান্ত পোড়া কপাল ; সেই পোড়া কপালের জোরে, যত হবে, তা আমরা বিলক্ষণ জানি । এই বলিয়া, মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক, কিয়ৎ ক্ষণ, ক্রোড়স্থিত শিশু কন্যাটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন ; অনন্তর, সজল নয়নে, আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ হইলে, আমাদের আর কোনও লাভ নাই ; আমরা এখনও যে সুখ ভোগ করিতেছি, তখনও সেই সুখ ভোগ করিব ; তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে ; যদি তাহারা, আমাদের মত, চিরজুঃখিনী না হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেক দুঃখ নিবারণ হয় । এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই কুলীনমহিলা

কহিলেন, সকলে বলে, এক জ্বীলোক আমাদের দেশের রাজা ; কিন্তু, আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না ; জ্বীলোকের রাজ্যে, জ্বীজাতির এত দুরবস্থা হইবেক কেন । এই কথা বলিবার সময়, তদীয় স্নান বদনে বিষাদ ও নৈরাশ্র্য এরূপ স্পষ্ট ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, আমি দেখিয়া, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলাম ।

হা বিধাতঃ ! তুমি কি কুলীনকন্যাদের কপালে, নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশভোগ ভিন্ন, আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই । উল্লিখিত কুলীনমহিলার হৃদয়বিদারণ আক্ষেপবাক্য আমাদের অধীশ্বরী করুণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি নাতিশয় লজ্জিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হন, সন্দেহ নাই ।

এই দুই কুলীনমহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ;—ইঁহারা দুপুরুষিয়া ভঙ্গকুলীনের কন্যা এবং স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের বনিতা । জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম ২০, ২১ বৎসর ; কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম ১৬, ১৭ বৎসর । জ্যেষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর ; তিনি, এ পর্য্যন্ত, ১২ টি মাত্র বিবাহ করিয়াছেন । কনিষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫, ২৬ বৎসর ; তিনি, এ পর্য্যন্ত, ২৫ টির অধিক বিবাহ করিতে পারেন নাই ।



## উপসংহার।

রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহ প্রথার নিবারণচেষ্টা বিষয়ে, আমি যে সকল আপত্তি শুনিতে পাইয়াছি, উহাদের নিরাকরণে যথাশক্তি যত্ন করিলাম। আমার যত্ন কতদূর সকল হইয়াছে, বলিতে পারি না। বাঁহারা, দয়া করিয়া, এই পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাঁহারা তাহদের বিবেচনা করিতে পারিবেন। 'এ বিষয়ে, এতব্যতিরিক্ত, আরও কতিপয় আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে; সে সকলেরও উল্লেখ করা আবশ্যক।

প্রথম;—কতকগুলি লোক বিবাহ বিষয়ে যথেষ্টচারী; ইচ্ছা হইলেই বিবাহ করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি সকল নিজে সংসারের কর্তা; সুতরাং, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে, অন্যায় ইচ্ছার বশবর্তী নহেন। ইঁহারা, স্বেচ্ছা অনুসারে, ২, ৩, ৪, ৫ বিবাহ করিয়া থাকেন। ইঁহারা আপত্তি করিতে পারেন, সাংসারিক বিষয়ে, মনুষ্য মাত্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছা অনুসারে, চলিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে; প্রতিবেশিবর্গের সে বিষয়ে কথা কহিবার, বা প্রতিবন্ধক

হইবার; অধিকার নাই। একাধিক বিবাহ করিতে, বাঁহাদের ইচ্ছা বা প্ররুতি নাই; তাঁহারা, এক বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করুন; আমরা তাঁহাদিগকে অধিক বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব না। আমাদের অধিক বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, আমরা তাহা করিব; সে বিষয়ে, তাঁহারা দোষপ্রদর্শন বা আপত্তি উত্থাপন করিবেন কেন।

দ্বিতীয়;—পিতা মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। বিবাহের পর, কন্যাপক্ষীয়দিগকে, বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী দিয়া, মধ্যে মধ্যে, জামাতার তত্ত্ব করিতে হয়। তত্ত্বের সামগ্রী মনোমত না হইলে, জামাতৃপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকেন। কোনও কোনও স্থলে, এই অসন্তোষ এত প্রবল ও দুর্নিবার হইয়া উঠে যে, ঐ উপলক্ষে, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয়।

তৃতীয়;—কখনও কখনও, কোনও কারণে, বৈবাহিক-দিগের পরস্পর বিলক্ষণ অস্বরস ঘটিয়া উঠে। তথাপি স্থলেও, পিতা মাতা, বৈবাহিককুলের উপর আক্রোশ করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন।

চতুর্থ;—কোনও কোনও স্থলে, অকারণে, বা অতি সামান্য কারণে, পুত্রবধূর উপর শাশুড়ীর উৎকট বিদ্বেষ জন্মে। তিনি, সেই বিদ্বেষের বশবর্তিনী হইয়া, স্বামীকে সম্বাদ করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেন।

পঞ্চম;—অধিক অলঙ্কার দানসামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, এই লোভে পড়িয়া, কোনও কোনও পিতা মাতা, কদাকার কথার সহিত, পুত্রের বিবাহ দেন। সেই কদা-

কারা স্ত্রীর উপর পুত্রের অনুরাগ না জন্মিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে হয় ।

যষ্ঠ ;—অন্য কোনও লোভ নাই, কেবল কুটুম্বিতার বড় মুখ হইবেক ; এ অনুরোধেও, পিতা মাতা, পুত্রের হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, তাহার বিবাহ দিয়া থাকেন । অনেক সময়ে, তাদৃশ স্থলেও, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার আবশ্যকতা ঘটে ।

যদি, রাজশাসন দ্বারা, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হইয়া যায় ; তাহা হইলে, পুত্রের বিবাহ বিষয়ে, পিতা মাতার যে যথেষ্টচারিতা আছে, তাহার উচ্ছেদ হইবেক । সুতরাং, তাঁহাদেরও, এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে, আপত্তি করিবার অধিকার ও আবশ্যকতা আছে । কিন্তু, এ পর্য্যন্ত, কোনও পক্ষ হইতে, তাদৃশ আপত্তি, স্পষ্ট বাক্যে, উচ্চারিত হয় নাই । সুতরাং, ঐরূপ আপত্তির নিরাকরণে প্ররত্ত হইবার প্রয়োজন নাই ।

বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ জন্ত, আবেদনপত্র প্রদান বিষয়ে, তাঁহারা প্রধান উদ্যোগী ; কোনও কোনও পক্ষ হইতে, তাঁহাদের উপর এই অপবাদ প্রবর্তিত হইতেছে যে, তাঁহারা, নাম কিনিবার জন্ত, দেশের অনিষ্ট সাধনে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন । এ বিষয়ে যুক্তব্য এই যে, বিংশতি সহস্রের অধিক লোক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন । ইহারা সকলে, এত নির্দোষ ও এত অপদার্থ নহেন, যে এককালে সদস্যবিবেচনাশূন্য হইয়া, কতিপয় ব্যক্তির নামকল্পবাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিবেন । নিম্নে কতিপয় স্বাক্ষরকারীর নাম নির্দিষ্ট হইতেছে ;—

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর  
 নবদ্বীপাধিপতি শ্রীযুত মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর  
 শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (পাইকপাড়া)  
 শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর (ভূকৈলাদ)  
 শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)  
 শ্রীযুত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী (বারিপুর)  
 শ্রীযুত রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় (মাওড়াপুলী)  
 শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসাদ রায় (চকদিঘী)  
 শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ (ভাস্তাড়া)  
 শ্রীযুত রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী (টাকী)  
 শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া)  
 শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত
শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ	শ্রীযুত বাবু হুসিংহ দত্ত
শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল	শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন
শ্রীযুত বাবু শ্রামচরণ মল্লিক	শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক	শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র সেন
শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল	শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল	শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক	শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ	শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দেব
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র	শ্রীযুত বাবু শ্রামাচরণ সরকার
শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র	শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণদাস পাল

এক্ষণে, অনেকে বিবেচনা করিতে পারিবেন, এই সকল ব্যক্তিকে তত নির্দোষ ও তত অপদার্থ জ্ঞান করা সম্ভব কি

না । বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ হওয়া উচিত ও আবশ্যিক, এরূপ সংস্কার না জন্মিলে, এবং তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ না হইলে, ইঁহারা, কেবল অন্তের অনুরোধে, বা অসুবিধা কারণ বশতঃ, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার লোক নহেন । আর, বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হইলে, দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, এ কথাই অর্থগ্রহ করিতে পারা যায় না । বহুবিবাহপ্রথা যে, যার পর নাই, অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা, বোধ হয়, চক্ষু কণ স্বদয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না । সেই নিরতিশয় অনিষ্টকর বিষয়ের নিবারণ হইলে, দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, আপত্তিকারী মহাপুরুষদের মত সূক্ষ্মদর্শী না হইলে, তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করা দুঃসহ । যাহা হউক, ইহা নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে নির্দেশ করা যাইতে পারে, বাঁহারা, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের জন্ত, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির দুর্বস্থা বিমোচন ও সমাজের দোষ সংশোধন ভিন্ন, তাঁহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই ।

---

## পরিশিষ্ট

পুস্তকের চতুর্থ প্রকরণে, বিবাহব্যবসায়ী ভঙ্গকুলীন-  
দিগের বাস, বয়স, বিবাহসংখ্যার যে পরিচয় প্রদত্ত  
হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যিক। তাদৃশ  
ভঙ্গকুলীনদিগের পৈতৃক বাসস্থান নাই; কতকগুলি  
পিতার মাতুলালয়ে, কতকগুলি মিজের মাতুলালয়ে,  
কতকগুলি পুত্রের মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া  
থাকেন; আর কতকগুলি কখন কোন আলয়ে  
অবস্থিতি করেন, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং,  
তঁাহাদের যে বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, কোনও  
কোনও স্থলে, তাহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতে পারে।  
তঁাহাদের বয়ঃক্রম বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই বিষয়  
পাঁচ বৎসর পূর্বে সংগৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং,  
একণে তঁাহাদের পাঁচ বৎসর অধিক বয়স হইয়াছে;  
এবং, হয় ত, কেহ কেহ পঞ্চত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।  
আর, বিবাহসংখ্যা দৃষ্টি করিয়া, কেহ কেহ বলিতে  
পারেন, অধিকবয়স্কদিগের বিবাহের সংখ্যা যেরূপ  
অধিক, অল্পবয়স্কদিগের সেরূপ অধিক দৃষ্ট হই-  
তেছে না; ইহাতে বোধ হইতেছে, একণে বিবাহ-  
ব্যবসায়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে। এ বিষয়ে বক্তব্য

এই যে, ষাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা অধিক; এক দিনে, এক মাসে, বা এক বৎসরে, তাঁহারা তত বিবাহ করেন নাই ; তাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অজ্ঞাপি হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে । ভক্তকুলীনেরা, জীবনের অন্তিম কণ পর্যন্ত, বিবাহ করিয়া থাকেন । এই পাঁচ বৎসরে, অস্প-বয়স্ক দলের মধ্যে, অনেকের বিবাহসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে ; এবং, ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, অধিক বয়সে, একজনকার বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের সমান হইবেক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । অতএব, উভয় পক্ষের বিবাহসংখ্যাগত বর্তমান বৈলক্ষণ্য দর্শনে, ভক্তকুলীনদিগের বিবাহব্যবসায় আর পূর্বের যত প্রবল নাই, - এরূপ সিদ্ধান্ত করা, কোনও মতে, ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না । ”

---

## প্রথম ক্রোড়পত্র

অতি অল্প দিন হইল, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুত নারায়ণ বেদরত্ন প্রভৃতি ত্রয়োদশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত, বহু-বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচার নামে, এক পত্র প্রচারিত হইয়াছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তক প্রচারিত হইবার পরে, ঐ বিচারপত্র আমার হস্তগত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, তাহা রহিত হওয়া কদাচ উচিত নহে; সর্বসাধারণের নিকট, ইহা প্রতি-পন্ন করাই এই বিচারপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য। স্বাক্ষরকারী মহাশয়েরা, স্বপক্ষ সমর্থনের অভিপ্রায়ে, স্মৃতি ও পুরাণের কতিপয় বচন প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ এই;—

১। একামুঢ়া তু কামার্পমত্যাং বোঢ়ুং ন ইচ্ছতি ।  
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থঃ পূর্বোঢ়ামপরাং বহেৎ ॥

মদনপারিজাতধৃতস্মৃতিঃ ।

যে ব্যক্তি, এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সমর্থ হইলে, পূর্বপরিণীতাকে অর্থ দ্বারা ভূষ্টা করিয়া, অপর স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

২। একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্মকর্মোপযোগিনা ।  
প্রার্থনে চাতিরাগে চ গ্রাহ্যৈনেকা অপি দ্বিজ ॥

দত্তকগার্হস্থ্যধর্মপ্রস্তাবে ব্রহ্মসুপুত্রাণাম্ ।



ধর্মকর্মোপযোগী ব্যক্তিদিগের এক ভাৰ্য্যা স্বীকার করা কর্তব্য, কিন্তু উপযাচিত হইয়া কেহ কল্পা প্রদানেচ্ছ হইলে, অথবা রুতিবিষয়ক সান্ত্বনয় অনুরাগ থাকিলে, তাঁহারা অনেক ভাৰ্য্যাও গ্রহণ করিবেন (১) ।

এই দুই প্রমাণ দর্শনে, অনেকের অন্তঃকরণে, বহুবিবাহ শাস্ত্রানুগত ব্যবহার বলিয়া, প্রতীতি জন্মিতে পারে ; এজন্য, এ বিষয়ে, কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে । বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে দর্শিত হইয়াছে<sup>(২)</sup>, শাস্ত্রকারেরা, বিবাহ বিষয়ে, চারি বিধি দিয়াছেন ; সেই চারি বিধি অনুসারে, বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য । প্রথম বিধির অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাপ্রশমে অধিকারী হইতে পারে না । দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় । তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ ; কারণ, তাহা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত, চিররোগিত্ত, প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ কনিতে হয় । চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ ; এই বিবাহ, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ন্যায়, অবশ্যকর্তব্য

(১) স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়েরা যেরূপ পাঠ করিয়াছেন, ও যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই পরিগৃহীত হইল ; আমাদের বিবেচনায়, দ্বিতীয় প্রমাণের প্রথমার্কে, পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে ; সুতরাং, ব্যাখ্যারও বৈলক্ষণ্য ঘটয়াছে । বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ এই,—

একৈব ভাৰ্য্যা স্বীকার্য্য ধর্মকর্মোপযোগিনী ।

ধর্মকর্মের উপযোগিনী এক ভাৰ্য্যা বিবাহ করা কর্তব্য ।

(২) ৫ পৃষ্ঠ হইতে ১২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ।

নহে ; উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ; অর্থাৎ, ইচ্ছা হইলে, তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই মাত্র ।

পুত্রলাভ ও ধর্মকার্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য । দার-পরিগ্রহ ব্যতিরেকে, এ উভয় সম্পন্ন হয় না ; এ নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে, দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ, ও গৃহস্থা-শ্রমসমাধানের অপরিহার্য্য উপায়স্বরূপ, নির্দিষ্ট হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রম সম্পাদনকালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে ; তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয় ; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন । স্ত্রীর বুদ্ধ্যাহ্ন, চিররোগিহ্ন প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য-সাধনের ব্যাঘাত ঘটে ; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রীনত্বে, পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সর্বণা পরিণয়ের পর, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, বদৃচ্ছা ক্রমে, বিবাহে প্রবৃত্ত হয় ; তাহার পক্ষে অনবর্ণাবিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়া-ছেন ; এবং, এই বিধি দ্বারা, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সর্বণাবিবাহ এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণে, যে বিবাহের বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা কাম্য বিবাহ ; কারণ, প্রথম প্রমাণে, “যে ব্যক্তি এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন” ; এবং, দ্বিতীয় প্রমাণে, “রতিবিষয়ক নাতিশয়

অনুরাগ থাকিলে, তাঁহারা অনেক ভাৰ্ষ্য্যও গ্রহণ করিবেন ; এইরূপে, কাম্য বিবাহের স্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । রতিকামনা ও রতিবিষয়ক নাতিশয় অনুরাগ বশতঃ, যে বিবাহ করা হইবেক, তাহা কাম্য বিবাহ ব্যতিরিক্ত নামান্তর দ্বারা উল্লিখিত হইতে পারে না । মনু, কাম্য বিবাহের স্থলে, অসবর্ণবিবাহের বিধি দিয়াছেন ; এবং, সেই বিধি দ্বারা, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণবিবাহ এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বারা, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, সবর্ণ বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে উত্তম হয়, সে অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারে ; নতুবা, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্ররত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূৰ্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাহ করিবেক, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না । ‘মদনপারিজাতপ্লত স্মৃতিবাক্যে ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণবচনে, সামান্য আকারে, কাম্য বিবাহের বিধি আছে ; তাদৃশবিবাহাকাজ্ঞী ব্যক্তি সবর্ণ বা অসবর্ণ বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও নির্দেশ নাই । মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশবিবাহাকাজ্ঞী ব্যক্তি অসবর্ণ বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন । এমন স্থলে, মনুবাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, উল্লিখিত স্মৃতিবাক্য ও পুরাণবাক্যকে অসবর্ণবিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, যে বিষয়ে, কোনও অংশে, কিছু মাত্র, সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না । অতএব, এই দুই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বহুবিবাহ কাণ্ড

শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র ।

স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, নবম, ও দশম প্রমাণ অসবর্ণবিবাহ-বিষয়ক বচন । অসবর্ণবিবাহ ব্যবহার বহু কাল রহিত হইয়াছে ; সুতরাং, এ স্থলে, সে বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । তাঁহাদের অবলম্বিত অবশিষ্ট প্রমাণে, এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে ; কিন্তু, উহা দ্বারা, বৃদ্ধপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না । ঐ সকল প্রমাণ সর্বাংশে পরস্পর এত অনুরূপ যে, একটি প্রদর্শিত হইলেই, সকলগুলি প্রদর্শিত করা হইবেক ; এজন্য, এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে ;—

৭ । সর্বাণ্যামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ ।

সর্বাস্তান্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীৰ্মনুঃ ॥ (৩)।

সজাতীয়া বহু স্ত্রীর মধ্যে, যদি একটি স্ত্রী পুত্রবতী হয় ; তবে, সেই পুত্র দ্বারা, সকল স্ত্রীকেই মনু পুত্রবতী कहিয়াছেন ।

এই মনুবচনে, অথবা এতদনুরূপ অন্যান্য মনুবচনে, এরূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে, তদ্বারা, শাস্ত্রোক্ত নির্মিত ব্যতিরেকে, লোকের ইচ্ছাধীন বহুভার্য্যাবিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে । উল্লিখিত বচনদ্বয়ে, যে বহুভার্য্যাবিবাহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা অধিবেদনের নির্দিষ্ট নির্মিত নিবন্ধন, তাহার সন্দেহ নাই (৪) ।

(৩) মনুসংহিতা । ৯।৮৩ ।

(৪) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতবিষয়ক বিচার পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠ অবধি ১৬ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ ।

কলকথা এই, যখন শাস্ত্রকারেরা, কাম্য বিবাহের স্থলে, কেবল অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন ; যখন ঐ বিধি দ্বারা, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, বদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাহ সৰ্ব্বতো-  
ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; যখন উল্লিখিত বিবাহ সকল অধিবেদ-  
নের নির্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘট্য সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে ; তখন,  
বদৃচ্ছা ক্রমে, বত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত  
কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না । বস্তুতঃ,  
বদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যবহার নহে । আর,  
তাদৃশ বহুবিবাহকাণ্ড ন্যায়ানুগত ব্যবহার কি না, সে বিষয়ে  
কিছু বলা নিতান্ত নিম্প্রয়োজন । বহু বিবাহ যে অতিজঘন্য,  
অতিনৃশংস ব্যবহার, কোনও মতে ন্যায়ানুগত নহে, তাহা,  
হাঁহাদের সামান্যরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, তাঁহারাও  
অনায়াসে বুঝিতে পারেন । ফলতঃ, যে মহাপুরুষেরা স্বয়ং  
বহুবিবাহপাপে লিপ্ত, তদ্ব্যতিরিক্ত কোনও ব্যক্তি, বহুবিবাহ  
ব্যবহারের রক্ষা বিষয়ে, চেষ্টা করিতে পারেন ; অথবা, অন্য  
কেহ বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের উদ্যোগ করিলে, দুঃখিত হইতে  
পারেন ; কিংবা, তাহা নিবারিত হইলে, লোকের ধর্ম্মলোপ  
বা দেশের সর্বনাশ হইল, মনে ভাবিতে পারেন ; এত দিন,  
আমার সেরূপ বোধ ছিল না । বলিতে কি, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন  
প্রভৃতি মহাশাস্ত্রদিগের অধ্যবসায় দর্শনে, আমি বিস্ময়াপন্ন  
হইয়াছি । বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া,  
তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিত ও বিলক্ষণ ক্রোধান্বিত হইয়াছেন ; এবং,  
ধর্ম্মরক্ষণী সভার অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন  
বলিয়া, তাঁহাদের প্রতি স্বেচ্ছাচারী, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, কুটিলমতি,  
অপরিণামদর্শী প্রভৃতি কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন । আমার

বোধে, এভাবে এ বিচারপত্র প্রচারিত করা, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের পক্ষে, সুবোধের কার্য হয় নাই।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা, কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক ত্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়-তায়, ও উদ্ভেজনায়ে, বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু, সহসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অনভিজ্ঞ নহেন যে, এরূপ অসমীচীন আচরণে দূষিত হইবেন। পাঁচ বৎসর পূর্বে, যখন, বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা হয়; সে সময়ে, তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন; এবং, স্বতঃপ্রসূত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া-ছেন। এক্ষণে, তিনিই আবার, বহু বিবাহের রক্ষাশক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্ম্মকর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না।

ত্রীকেশ্বরচন্দ্র শর্মা ।

কাশীপুর ।

২৪এ শ্রাবণ । সংবৎ ১৯২৮ ।

## দ্বিতীয় ক্রোড়পত্র ।

আমার দৃঢ় সংস্কার এই, ঐ দেশে যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহা বদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক, শাস্ত্রানুমত ব্যবহার নহে। তদনুসারে, বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপূর্ব্বক, তাদৃশ বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিবদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু, কলিকাতাস্থ সংস্কৃতকালেজে, ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের, ও কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিজ্ঞাভূষণ মহাশয়ের মতে, তাদৃশ বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রানুমত কার্য্য। ইহারা এ বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রচারিত করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় ও বিজ্ঞাভূষণ মহাশয়, উভয়েই, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ঐদৃশ পণ্ডিতদ্বয়ের বিপরীত ব্যবস্থা দর্শনে, লোকের অন্তঃকরণে, বদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যবহার বলিয়া, প্রতীতি জন্মিতে পারে; এজন্য, এ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহবিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে—

“সম্ভ্রান্তি কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহোদয় বহুবিবাহবিষয়ক যে একখানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপসংহারে লিখিত আছে “অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে,

সহায়তায়, ও উদ্ভেজনায়, বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু, সহসা, এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।” বিভাসাগর ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার যে প্রকার চিরপ্রণয়, আত্মীয়তা ও সম্বন্ধ আছে তাহাতে পরমুখে শ্রবণ মাত্রেই উহা প্রচার না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এককালে শোনা কথা প্রচার করা বিভাসাগরসদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত ও কর্তব্য হয় না। তিনি কি জানেন না যে তাঁহার কথার মূল্য কত? যাহা হউক বিভাসাগরের হঠকারিতাদর্শনে আমি বিস্মিত ও আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ফলতঃ বিভাসাগর মিথ্যাবাদী লোক দ্বারা বৃদ্ধিত ও মোহিত হইয়াছেন। আমি উক্ত বিষয়ে পরামর্শ, সহায়তা ও উদ্ভেজনা কিছুই করি নাই। তবে প্রায় একমাস গত হইল, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করিবার কয়েকটি কারণ মধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ইহার প্রামাণ্যার্থে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম, যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণ বিষয়ে ধর্ম্মসভার হস্তক্ষেপ করা অন্তায়, তাহাতেই যদি বিভাসাগরের নিকটে কেহ সহায়তা করা কহিয়া থাকে বলিতে পারি না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে এবং বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে, বহু বিবাহ সর্ব্বদেশপ্রচলিত, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত, তদ্বিষয়ে বিভাসাগরের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য না হওয়ায় দুঃখিত হইলাম। তিনি বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভক্তকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং কতক পরিমাণে এপর্য্যন্ত প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত স্থণাকর লজ্জাকর ও বৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে কাগরক আছে এবং উহার



নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে । অধিক কি এই জন্ত ৫। ৬ বৎসর গত হইল “তৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও” নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তত করিবার জন্ত রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিজ্ঞাচর্চার প্রভাবে বা যে কারণে ইউক ঐ কুংসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে নূন হইয়াছে । আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে অতএব তৎক্ষণ আর আইনের আবশ্যকতা নাই । সকল সময়ে, সকল আইন আবশ্যক হয় না । এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্তিত হয় ।

শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি । (১)”

এস্থলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বহু বিবাহ শাস্ত্রদৃশ্যত ব্যবহার বলিয়া, তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত আছে, ঐহী মাত্র নির্দেশ করিয়াছেন ; সেই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন নাই । গত ১৬ই শ্রাবণ, তিনি ধর্মরক্ষিণী সভায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । উল্লিখিত পত্রের তৎসংক্রান্ত অংশ এই,—

“একামুদ্রা তু কামার্থমতাং বোদুং য ইচ্ছতি ।

সমর্থস্তোষরিদার্থৈঃ পূর্বোচ্যামপরাং বহুং ॥

এই মদনপারিজাতদ্বয় স্বতিবাক্য দ্বারা নির্ণীত আছে যে, যে ব্যক্তি এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া কামার্থে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ঐ ব্যক্তি সমর্থ হইলে অর্থ দ্বারা পূর্বপরিণীতাকে তুষ্ট করিয়া অপরা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে । এইমত শাস্ত্র থাকায় এবং দক্ষপ্রজাপতির কস্তাগণ ধর্ম প্রভৃতি মহাস্বাগণ এককালে বিবাহ করা, যাজ্ঞবল্ক্য

প্রভৃতি স্থানিগণ এবং দশরথ যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ এমত আচার করিয়াছিলেন তাহা বেদ ও পুরাণে সুপ্রসিদ্ধ আছে ঐ মত অবিলম্বে শিষ্টাচারপরম্পরারূপমোদিত বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত তাহা অবশ্য হইয়াছে এবং এতদেশীয় কুলীন বা অস্ত্র মহাশয়গণ এবং অস্ত্র বহুদেশীয় হিন্দুসমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে তাহা নিবারণার্থে একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, মদনপারিজাতস্বত স্মৃতিবাক্যে যে বিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কাম্য বিবাহ । মনু, কাম্য বিবাহ স্থলে, অনবর্ণা-বিবাহের বিধি দিয়াছেন ; ঐ বিধি দ্বারা, তথাবিধি স্থলে, সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং, মদনপারিজাতস্বত স্মৃতিবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, যথাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায়, বিবাহ করিতে উদ্ভূত হয়, সে অনবর্ণা বিবাহ করিতে পারে ; নতুবা, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রসূত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্বপরিণীতা নজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায়, নজাতীয়া বিবাহ করিবেক \* ইহা, কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতে পারে না । মদনপারিজাতস্বত স্মৃতিবাক্যে, সামান্য আকারে, কাম্য বিবাহের বিধি আছে ; তাৎপৰ্য্য বিবাহাকাজী ব্যক্তি সবর্ণা বা অনবর্ণা বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও উল্লেখ নাই । মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন ; এবং, তাৎপৰ্য্য বিবাহাকাজী ব্যক্তি অনবর্ণা বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন । এমন স্থলে, মনুস্মৃতির সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, মদনপারিজাতস্বত স্মৃতিবাক্যকে অনবর্ণাবিবাহবিষয়ক বলিয়া, ব্যবস্থা

করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ বা আপত্তি হইতে পারে না । সুতরাং, মদনপারিজাতদ্বিত  
স্বতিবাক্য দ্বারা, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিমত, বহুছা-  
প্রবৃত্ত বহুসবর্ণবিবাহ ব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা, কোনও মতে,  
প্রতিপন্ন হইতেছে না ।

বহুছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহের কর্তব্যতা বিষয়ে, শাস্ত্ররূপ  
প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, অবিগীত শিষ্টাচার রূপ প্রমাণ দ্বারা,  
তাহার পোষকতা করিবার জন্য, তর্কবাচস্পতি মহাশয়  
দেবগণ, ঋষিগণ, ও পূর্বকালীন রাজগণের আচারের উল্লেখ  
করিয়াছেন । অতএব, কিরূপ আচার প্রমাণ বলিয়া পরি-  
গৃহীত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক ।

মনু কহিয়াছেন,

অন্যচারঃ পরমো ধর্মঃ প্রত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ ১।১০৯।  
বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম ।

শাস্ত্রকারদ্বিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার বেদ ও স্মৃতির  
বিধি অনুযায়ী, তাহাই পরম ধর্ম ; লোকে তাদৃশ আচারেরই  
অনুষ্ঠান করিবেক ; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ বা স্মৃতি-  
বিরুদ্ধ আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে । ঐদৃশ আচারের  
অনুসরণ করিলে, প্রত্যবায়প্রস্তুত হইতে হয় । অনেকে,  
শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ  
আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন । এ কালে যে রূপ দেখিতে  
পাওয়া যায়, পূর্ব কালেও সেইরূপ ছিল ; অর্থাৎ, পূর্ব কালেও  
অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া,  
অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন । তবে, পূর্বকালীন লোকেরা

তেজীয়ান্ ছিলেন ; এজন্য, অবৈধ আচরণ নিমিত্ত, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না । তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের আচার সর্বাংশে নির্দোষ ; তাহার অনুসরণে দ্বোষস্পর্শ হইতে পারে না ; এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ, পূর্বকালীন লোকের আচার মুাত্রই নদীচার, এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নয় । তাঁহাদের যে আচার শাস্ত্রনির্দিষ্ট, তাহা অনুসরণীয় নহে ; তাহার অনুসরণ করিলে, সাধারণ লোকের অধঃপাত অবধারিত ।

আপনস্তম্ভ কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ পূর্বেষাম্ । ৮ ।

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্ভতে । ৯ ।

তদন্বীক্য প্রযুক্তানঃ সীদত্যবরঃ । ১০ । (১)

\* পূর্বকালীন লোকদিগের ধর্মলজ্জা ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহারা তেজীয়ান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই । সাধারণ লোকে, তদীয় আচরণ দর্শনে, তদন্বীক্য হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয় ।

অতএব ইহা অবধারিত হইতেছে, বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়; বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ আচার অনুসরণীয় নহে । বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিবয়ক বিচারপুস্তকে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, বহুচ্ছা ক্রমে বিবাহ করা স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার । অতএব, যদিও ধর্ম প্রভৃতি দেবগণ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ,

যদুচ্ছা ক্রমে, একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন ; সাধারণ লোকের সেই বিষয়ে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলা কদাচ উচিত মনে। এমন স্থলে, দেবগণ, ঋষিগণ, ও পূর্বকালীন রাজগণের যদুচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহ ব্যবহার, সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শ স্বরূপে প্রবর্তিত করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্তব্য নয়। বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্য, শিষ্টাচারের প্রামাণ্য বিষয়ে, যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্টাচারঃ সমানবা ।

ইতরাচারবন্মাত্মমাত্মং স্মার্তবাধনাৎ ॥ ১৭ ॥

স্মৃতিস্থলো হি সৰ্বত্র শিষ্টাচারস্ততোহত্র চ ।

অনুময়ো স্মৃতিঃ স্মৃত্য বাধ্য প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥ ১৮ ॥ (২)

মাতুলকন্যাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না। অতীত শিষ্টাচারের জ্ঞায়, ঐ সকল শিষ্টাচারের প্রামাণ্য থাকা সম্ভব ; কিন্তু, স্মৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া, উহাদের প্রামাণ্য নাই। শিষ্টাচার মাত্রই স্মৃতিমূলক ; এজন্য, প্রকৃষ্টে, শিষ্টাচার দ্বারা, স্মৃতির অনুমান করিতে হইবেক ; কিন্তু, অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি, প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা, বাধিত হইয়া থাকে।

তদ্রসমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, উহাকে শিষ্টাচার বলে। শাস্ত্রকারেরা সেই শিষ্টাচারকে, বেদ ও স্মৃতির জ্ঞায়, ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন। সমুদয় শিষ্টাচার স্মৃতিমূলক ; অর্থাৎ, শিষ্টাচার দেখিলেই বোধ করিতে

ইহাবেক, 'উহা' স্মৃতির বিধি অনুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে । শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক, ও অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক । যেখানে, দেশবিশেষে, কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার মূলীভূত স্মৃতিও দেখিতে পাওয়া যায় ; সেখানে, ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক । আর, যেখানে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না ; তথায়, ঐ শিষ্টাচার দর্শনে, এই অনুমান করিতে হয়, ঐ শিষ্টাচারের মূলীভূত স্মৃতি ছিল, কাল ক্রমে তাহা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে ; এইরূপ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক । প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি অনুমানসিদ্ধ স্মৃতির বাধক ; অর্থাৎ, যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে ; তথায়, প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া, ঐ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই । দক্ষিণ দেশের কোনও কোনও স্থলে, ভদ্রসমাজে মাতুলকন্যাপরিণয়ের ব্যবহার আছে ; সুতরাং, মাতুলকন্যাপরিণয় সেই সেই স্থলের শিষ্টাচার । কিন্তু, স্মৃতিশাস্ত্রে মাতুলকন্যাপরিণয় সৰ্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এজন্য, ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ । প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ শিষ্টাচার, অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা, প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন, ও পরিগৃহীত হইতে পারে না । অতএব, মাতুলকন্যাপরিণয়রূপ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই । সেইরূপ, এতদেশীয় যদুচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহ ব্যবহার শিষ্টাচার বটে ; কিন্তু, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ ; সুতরাং, উহা অবিগীত-শিষ্টাচারশব্দবাচ্য, অথবা ধর্ম বিধয়ে প্রমাণ বলিয়া প্রবর্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে । দেবগণের ও পুরুষোত্তম

রাজগণের আচার মাত্রই অবিগীত শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত ও ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, কন্যাগমন, গুরুপত্নীহরণ, মাতুলকন্যাপরিণয়, পাঁচ জনের একস্ত্রীবিবাহ প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবেক ।

অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত স্মৃতিবাক্য ও উল্লিখিত শিষ্টাচার দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া, কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতেছে না । যদি ইহা অপেক্ষা বলবত্তর 'প্রমাণান্তর না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত অশ্রুত হইতেছে না । ফলকথা এই, “বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে,” এই মাত্র নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ক্ষান্ত হওয়া ভাল হয় নাই ; প্রবল প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা, স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করা সর্বতোভাবে উচিত ছিল ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিয়াছেন,

“বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে বহুবিবাহ সর্বদেশপ্রচলিত, সর্বশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত ।”

এ বিষয়ে বক্তব্য এই, তিনি বরাবর কহিয়া আসিতেছেন এবং এক্ষণেও কহিতেছেন ; এতদ্ভিন্ন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ সর্বশাস্ত্রসম্মত, এ বিষয়ের আর কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না । বহুবিবাহ যে সর্বশাস্ত্রসম্মত নহে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন । যদি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্বশাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, নিঃসংশয়, সর্ব শাস্ত্র হইতেই, ভুরি ভুরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন ; অনেক কষ্টে, অনেক অশ্লীলতার পর, অপ্রচলিত সামান্য সংগ্রহগ্রন্থ হইতে, এক

মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া, নিশ্চিত ও সঙ্গত হইতেন না ।  
কলকথা এই, মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, গোতম, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব,  
পরশর, বেদব্যাস প্রভৃতির প্রণীত ধর্ম্মনংহিতাগ্ৰন্থে স্বমতের  
প্রতিপোষক প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাকে অগত্যা  
মদনপারিজাতের শরণাগত হইতে হইয়াছে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন,

“ তিনি (বিদ্যানাগর) বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে  
যে রূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য  
যুক্তির প্রশংসা করিতে হয় ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ  
ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না । ”

এ স্থলে বক্তব্য এই, বহুবিবাহবিষয়ক বিচারপুস্তকে, বিবাহ  
সংক্রান্ত ছয়টি মাত্র মনুবচন উদ্ধৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে, কোন  
বচনের অর্থ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিনব বোধ হইয়াছে;  
বুঝিতে পারিলাম না । যে সকল শব্দে ঐ সকল বচন রচিত  
হইয়াছে, সে সকল শব্দ দ্বারা অন্যবিধ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে  
পারে, সম্ভব বোধ হয় না । তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিতেছেন,  
আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত নহে ।  
কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার মতে, কিরূপ অর্থ ও  
কিরূপ যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত, তাহার কোনও উল্লেখ  
করেন নাই । এরূপ শিষ্টাচার আছে, বাঁহারা অন্যরূপ অর্থ  
ও যুক্তির উপর দোষারোপ করেন, তাঁহারা স্বাভিমত প্রকৃত  
অর্থ ও প্রকৃত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন । তর্কবাচস্পতি  
মহাশয়, যখন, আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ  
করিতেছেন, তখন, শিষ্টাচারের অনুবর্তী হইয়া, স্বাভিমত  
প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত যুক্তির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল । তাহা



হইলে, উভয় পক্ষের অর্থ ও যুক্তি দেখিয়া, কোন পক্ষের অর্থ ও যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুগত, লোকে তাহা বিবেচনা করিতে পারিতেন। নতুবা, কেবল তাঁহার মুখের কথায়, সকলে আমার 'লিখিত অর্থ ও যুক্তি অগ্রাহ্য করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় নোমপ্রকাশে প্রচার করিয়াছেন,

“বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, এবং কতক পরিমাণে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস, ইহা বিলম্ব আমার অন্তরে জাগরুক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে।”

ধর্ম্মরক্ষিণীসভায় লিখিয়াছেন,

“এতদেশীয় কুলীন বা অশ্রু মহাভাগুণ এবং অন্যান্যদেশীয় হিন্দু-সমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে।”

এক স্থলে, কুলীনদিগের বহুবিবাহব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর, ও নৃশংস, বলিয়া নিদ্বিষ্ট হইয়াছে; অপর স্থলে, কুলীনেরা মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন; তাঁহাদের বহুবিবাহব্যবহার শিষ্টাচাররূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভায়, যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বহুবিবাহকারী কুলীনমাত্রই মহাত্মা ও পূজনীয়, এই বোধ হয়; ভঙ্গকুলীনদিগের উপর তাঁহার ঘৃণা ও ঘের আছে; কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রতীতি জন্মে না।  
যথা—

“৫, ৬ বৎসর গত হইল উৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে

স্বতঃ প্ররুত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জন্য রাজস্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম । এক্ষণে দেখিতেছি বিতাচর্য্যার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে । আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবেক অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই ।”

“প্রায় একমাস গত হইল সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করিবার কয়েকটি কারণমধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয় ইহার প্রামাণ্যার্থে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণবিষয়ে ধর্ম্মসভার হস্তক্ষেপ করা অত্যাচার ।”

এস্থলে বক্তব্য এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে কারণে, যে অভিপ্রায়ে, যে বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সনাতন-ধর্ম্মরক্ষিণী সভাও, নিঃসংশয়, সেই কারণে, সেই অভিপ্রায়ে, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন । তবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছেন, কুলীনদিগের বিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচার, অল্প কাল মধ্যে, একবারে অন্তর্হিত হইবেক ; অতএব, আইনের আর আবশ্যকতা নাই ; ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অনভিজ্ঞ অধ্যক্ষ-দিগের অজ্ঞাপি সে বোধ জন্মে নাই । আর, ইহাও বিবেচনা করা উচিত, ষৎকালে তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বতঃপ্ররুত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, বহুবিবাহ-ব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে সময়ে উহা নৃশংস, স্বর্ণাকর, লজ্জাকর ব্যাপার ছিল ; এক্ষণে, সময়গুহণ, উহা “সর্বশাস্ত্রসম্মত” “অবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরানুমোদিত” ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে । সুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয় নৃশংস, স্বর্ণাকর,

সম্রাজ্যের বিষয়ের নিবারণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন ; সনাতন-ধর্ম্মরক্ষিণী সভা সর্বশাস্ত্রসম্মত, অবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরানু-মোদিত ব্যবহারের উচ্ছেদে উদ্যত হইয়াছেন । ঐদৃশ অন্ত্যাব্য-অনুষ্ঠান দর্শনে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে, অবশ্য বিরাগ জন্মিতে পারে । সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, বিজ্ঞাচর্চার প্রভাবে, অথবা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কৃত উদ্যোগের ও নামস্বাক্ষরের প্রভাবে, যখন, পাঁচ বৎসরে, বহুবিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচারের, অনেক পরিমাণে, নিরুত্তি হইয়াছে ; তখন, অল্প পরিমাণে যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আর আড়াই বৎসরে, নিতান্ত না হয়, আর পাঁচ বৎসরে, তাহার সম্পূর্ণ নিরুত্তি হইবেক, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই । এমন স্থলে, এই আড়াই বৎসর অথবা পাঁচ বৎসর কাল অপেক্ষা করা ধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয় ছিল ; তাহা হইলে, অকারণে, তাঁহাদিগকে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কোপে পতিত হইতে হইত না ।

এক্ষণে, শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক অতিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে,—

“বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ । শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচলিত হইত না । যুক্তিও এই কথা কহিয়া দিতেছে । এ দেশের পুরুষেরা চিরকাল স্ত্রীরব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন । আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিধার অন্বেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন, স্ত্রীজাতির সুখস্বচ্ছন্দ প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই । এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা সহজে শাস্ত্রকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ বন্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে । বেদ, পুরাণ, ঋগ্বেদ, কাব্যাদি ইহার প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে । যথা—

যদেকন্নিম্ যুগে যে রশনে পরিব্যয়তি, তন্মাদেকো যে জায়ে বিস্কোত । যন্নৈকাং রশনাং যয়োৰ্ধূপয়োঃ পরিব্যয়তি, তন্মাদ্নৈকা যৌ পতী বিস্কোত । বেদ ।

কামতন্ত প্রবৃত্তানামিতি দোবান্নত্যাপনার্থং নতু দোবাভাব এব । তদাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ । ভাৰ্ঘ্যাঃ কাৰ্ঘ্যাঃ সজাতীয়াঃ শ্রেয়ন্তঃ সর্কেবাৎ স্মারিতি পূৰ্ব্বঃ কল্পঃ, ততোহনুকল্পঃ চতশ্রো ব্রাহ্মণস্তান্নপূৰ্কেণ, তিশ্রো রাজতন্ত, যে বৈশ্বন্ত, একা শূদ্রন্ত । জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদিসংখ্যা সম্বধ্যতে । ইতি দায়ভাগঃ ।

জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণাদেঃ পঞ্চ বড়্ বা সজাতীয়া ন বিক্ৰদ্ধা ইত্যশয়ঃ । অচ্যুতানন্দকৃততট্টীকা ।

রোহিণী বসুদেবস্ত ভাৰ্ঘ্যাস্তে নন্দগোকূলে । অতাস্ত কংসসংবিগ্না বিবরেবু বসন্তি হি । ভাগবত ।

বেত্রবতি ! বহুধনত্যাং বহুপত্নীকেন তত্রভবতা ( ধনমিত্রেণ বণিজা ) ভবিতব্যং । বিচার্যতাং যদি কাচিৎপন্নস্বা স্তাং তন্ত ভাৰ্ঘ্যাস্থ । শকুন্তলা ।

শাশুড়ী রাগিনী, ননদী বাঘিনী, সতিনী মাগিনী বিবের ভরা । ভারতচন্দ্র । ( ১ )

( অজ্ঞ বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় কহিতেছেন, “বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ ; ) শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচররূপ থাকিত না” । তদীয় ব্যবহার অনুবর্তী হইয়া, কল্যা, অন্ত এক মহাশয় কহিবেন, কল্যাণবিক্রয় যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচররূপ থাকিত না । তৎপর দিন, দ্বিতীয় এক মহাশয় কহিবেন, জগৎহত্যা যে এ দেশের

শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচরুপ থাকিত না । তৎপর দিন, তৃতীয় এক মহাশয় কহিবেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচরুপ থাকিত না । তৎপর দিন, চতুর্থ এক মহাশয় কহিবেন, কপটলেখ্য প্রস্তুত করা যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচরুপ থাকিত না । তৎপর দিন, পঞ্চম এক মহাশয় কহিবেন, বিষয়কৰ্ম্মস্থলে উৎকোচগ্রহণ বা ক্ষয়্য উপায়ে অর্থোপার্জন যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচরুপ থাকিত না । এইরূপে, যে নকল ছদ্মিরা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিবেক । বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের এই ব্যবস্থা, অনেকের নিকট, নিরতিশয় আদরভাজন হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই ।

বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত, উক্ত ও অবিশ্বস্তকারী নহেন । তিনি, তাহার স্মায়, স্বীয় সিদ্ধান্তকে নিরবলম্বন রাখেন নাই ; অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা উহার বিলক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন । সেই অদ্ভুত যুক্তি এই,—

“এ দেশের পুরুষেরা চিরকাল সৈরব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিহার অধেষণেই চিবকাল ব্যস্ত ছিলেন, সীম্যতির সুখস্বচ্ছন্দাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই । এতদ্ব্যতীত সার্বপরি পুরুষেরা বহুতে শাস্ত্রকর্তৃকতার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি

প্রধান ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত  
নহে ।”

বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়, সুপক্ষ সমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া,  
উচিত অনুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন ।  
যদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য,  
ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে ;  
এবং তদর্থে এই অদ্ভুত যুক্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন যে,  
ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর, যথেষ্টচারী, ও ইন্দ্রিয়সুখ-  
পরায়ণ ছিলেন ; জ্ঞীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত  
করেন নাই । বিবাহ বিষয়ে যথেষ্টচার অস্বীকৃত না থাকিলে,  
ইন্দ্রিয়সুখাসক্তি চরিতার্থ হইতে পারে না ; সুতরাং, তাঁহারা,  
বিবাহ বিষয়ে যথেষ্টচার নিষিদ্ধ করিয়া, পুরুষজাতির প্রধান  
ভোগসুখের পথ রুদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নয় ;  
অতএব, বিবাহবিষয়ক যথেষ্টচার শাস্ত্রকারদিগের অনভিমত  
কার্য, ইহা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে ।

পণ্ডিতের মুখে কেহু কখনও এরূপ বিচিত্র মীমাংসা শ্রবণ  
করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না । বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়, সুশি-  
ক্ষিত ও সুপণ্ডিত হইয়া, নিতান্ত নিরীহ, নিতান্ত নিরপরাধ  
শাস্ত্রকারদিগের বিষয়ে, যেৰূপ নৃশংস অভিপ্রায় প্রকাশ  
করিয়াছেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ।

শাস্ত্রে, জ্ঞীলোকদিগের প্রতি, যেৰূপ ব্যবহার করিবার  
ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে :—

অনু কহিয়াছেন,

পিভূতির্জাতৃতিশ্চৈত্যাঃ পতির্ভির্দৈবরৈস্তথা ।

পূজ্য ভূষয়িতব্যাস্ত বহু কল্যাণদীপমুতিঃ ॥ ৩ ॥

যত্র নার্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।

যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যন্তে সৰ্ব্বাস্তত্রাকলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩ । ৫৬ ॥

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাপ্ত তৎ কুলম্ ।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সৰ্বদা ॥ ৩ । ৫৭ ॥

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ ।

তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ৩ । ৫৮ ॥

আত্মমঙ্গলাকাজী পিতৃ, ভ্রাতৃ, পতি, ও দেবর জীলোকদিগকে সমাদরে রাখিবেক ও বজ্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেক ॥ ৫৫ ॥ যে পরিবারে জীলোকদিগকে সমাদরে রাখে, দেবতার। সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন । আর, যে পরিবারে জীলোকদিগের সমাদর নাই, তথায় যজ্ঞ দান আদি সকল ক্রিয়া বিফল হয় ॥ ৫৬ ॥ যে পরিবারে জীলোকেরা মনোহুঃখ পায়, সে পরিবার ভরায় উৎসন্ন হয় ; আর, যে পরিবারে জীলোকেরা মনোহুঃখ না পায়, সে পরিবারের সতত স্মৃথ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ॥ ৫৭ ॥ জীলোক, অনাদৃত হইয়া, যে সমস্ত পরিবারকে অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার, অভিচারগ্রস্তের স্থায়, সৰ্ব্ব প্রকারে উৎসন্ন হয় ॥ ৫৮ ॥

পরশর কহিয়াছেন,

ভোজ্যালঙ্কারবাসোতিঃ পূজ্যাঃ স্ত্র্যাঃ সৰ্বদা ত্রিয়ঃ ।

যথা কিঞ্চিন্ন শোচন্তি নিত্যং কার্য্যং তথা নৃতিঃ ॥ ৪১ ॥

আয়ুর্বিভক্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্ৰীত্যা স্যুর্নৃণাং সদা ।

নশ্যন্তি তে তদপ্ৰীতৌ তাসাং শাপাদসংশয়ম্ ॥ ৪২ ॥

ত্রিয়ো যত্র তু পূজ্যন্তে সৰ্বদা ভূষণাদিভিঃ ।

পিতৃদেবমনুষ্যাশ্চ যোদন্তে তত্র বেষ্মনি ॥ ৪ । ৪৩ ॥

ত্রিয়শ্চক্ৰাঃ ত্রিয়ঃ সাক্ষাদ্রক্ৰাশ্চেদুদেবতাঃ ।

বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তুষ্ঠা নাশয়ন্ত্যবমানিতাঃ ॥ ৪ । ৪৪ ॥

নাবমান্যাঃ ত্রিয়ঃ সন্তিঃ পতিশ্চশুরদেবরৈঃ ।

পিত্রা মাত্রা চ ভ্রাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ ॥ ৪।৪৫॥(১)

আহার, অলঙ্কার, ও পরিচ্ছদ দ্বারা জীলোকদিগের সর্বদা সমাদর করিবেক । বাহাতে তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র মনোদুঃখ না পায়, পুরুষদিগের সর্বদা সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত ॥ ৪১ ॥

জীলোকেরা সন্তুষ্ট থাকিলে, পুরুষদিগের অবিচ্ছেদে আয়ু, স্বাস্থ্য, যশ, পুত্র লাভ হয় ; তাহারা অসন্তুষ্ট হইলে, তাহাদের শাপে, তৎসমুদয় নিঃসংশয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪২ ॥ যে পরিবারে

জীলোকেরা ভূষণাদি দ্বারা সর্বদা সুমাদৃত হয়, দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন ॥ ৪৩ ॥ জীলোক ভূষ্ট থাকিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, কৃষ্ট হইলে ভূষ্টদেবতা স্বরূপ ; ভূষ্ট থাকিলে, কুলের জীবুদ্ধি হয় ; অবমানিত হইলে, কুলের ধ্বংস হয় ॥ ৪৪ ॥ সচ্চরিত্র স্বামী, শ্বশুর, দেবর, পিতা, মাতা, ভ্রাতা,

ও বন্ধুবর্গ কদাচ জীলোকদিগের অবমাননা করিবেক না ॥ ৪৫ ॥

যদি এই ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া, পুরুষজাতি জীজাতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন, তাহাতে শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না ।

শাস্ত্রে, বিবাহ বিবরে, যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছে, সে সমুদয় প্রদর্শিত হইতেছে—

১ । গুরুণামৃতঃ স্নাত্তা সমারভো যথাবিধি ।

উদ্বহেতু দ্বিজো ভার্য্যাং সবাণীং লক্ষণাঙ্ঘিতাম্ ॥ ৩।৪॥(২)



দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞাভাঙে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্তন(৩)  
করিয়া, সজাতীয়া মূলক্ষণা ভাৰ্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

২ । ভাৰ্য্যায়ৈ পূৰ্ব্বমারিণ্যৈ দস্ত্রাণ্মীনস্ত্যকৰ্ম্মণি ।

পুনর্দারক্রিয়াং কুৰ্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥৫।১৬৮॥(৪)

পূৰ্ব্বমৃত্যু জীৱ যথাবিধি অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিৰ্ব্বাহ করিয়া, পুনরায়  
দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক ।

৩ । যন্তপাসাদুৰুতা চ প্রতিকুলা চ যা ভবেৎ ।

ব্যাম্বিতা বাধিবেত্তব্যং হিংস্রার্থঘ্নী চ সৰ্ব্বদা ॥১।৮০॥(৪)

যদি স্ত্রী স্রবাপারিণী, ব্যভিচাবিনী, সতত স্বামীৰ্ অতিপ্রায়েৰ  
বিপৰীতকারিণী, চিরবোগিনী, অতিক্রুবস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী  
হয়, তৎসঙ্গে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনৰায় দারপরিগ্রহ কৰিবেক ।

৪ । বন্ধ্যাক্ষমেধিবেত্ত্বাদে দশমে তু মৃতপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী সন্তানুপ্রিয়বাদিনী ॥ ১।৮১ ॥ (৪)

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্ডামাত্র  
প্রসবিনী হইলে একদশ বর্ষে, অনুপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতি-  
পাত ব্যতিবেকে, অধিবেদন কৰিবেক ।

৫ । ধর্মপ্রজাসম্পন্নৈ দারে নাচ্যং কুর্কীত । ১২ । (৫)

যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্মকার্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসঙ্গে  
অন্ত স্ত্রী বিবাহ করিবেক না ।

(৩) ব্রহ্মচর্য্য সমাপনাতে পুনর্দারক্রিয়া বিশেষ ।

(৪) মনুসংহিতা ।

(৫) আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র, দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম পটল ।

৩ । সৰ্গাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকৰ্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥৩।১২॥ (৬)

দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সৰ্গাবিবাহই বিহিত । কিন্তু, যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে বর্ণান্তবে বিবাহ করিবেক ।

৭ । একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি ।

সমর্থস্তোষয়িত্বার্থেঃ পূৰ্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ ॥ (৭)

যে ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে সমর্থ হইলে, অর্থ দ্বারা পূৰ্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া, অগ্ন স্ত্রী বিবাহ করিবেক ।

দেখ, প্রথম বচন দ্বারা, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ কালে, প্রথম বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় বচন দ্বারা, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহের বিধি দর্শিত হইয়াছে ; তৃতীয় ও চতুর্থ বচন দ্বারা, স্ত্রীর বক্ষ্যাহ প্রভৃতি দৌষ ঘটিলে, তাহার জীবদশায়, বিবাহান্তর বিহিত হইয়াছে ; পঞ্চম বচন দ্বারা, ধর্মুকার্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ষষ্ঠ বচন দ্বারা, যে ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে অসজাতীয়া বিবাহের বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে ; সপ্তম বচন দ্বারা, রতিকামনায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর নশ্মতি গ্রহণ পূর্বক, অসজাতীয়া বিবাহ করিবেক, এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । বিবাহ বিষয়ে এই সমস্ত বিধি ও নিষেধ জাঙ্ঘল্য-

মান রহিয়াছে। সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, লোকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ লঙ্ঘন পূর্বক, বিবাহ বিষয়ে যে যথেষ্টচার করিতেছে, তদর্শনে, শাস্ত্রকারেরা, স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতার অনুবর্তী হইয়া, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অগ্নান মুখে এ উল্লেখ করা ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও নিরতিশয় প্রগল্ভতা প্রদর্শন মাত্র ।

উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয়, স্বীয় সিদ্ধান্তের অধিকতর সুমর্থনার্থ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য, ও বাঙ্গালা কাব্য হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাঁহার উদ্ধৃত বেদবাক্যের অর্থ এই, যেমন যজ্ঞকালে এক যুগে দুই রজ্জু বেষ্ঠন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে ; যেমন এক রজ্জু দুই যুগে বেষ্ঠন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না । এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আবশ্যক হইলে, এক ব্যক্তি, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে পারে । ইহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতা, কত দূর সপ্রমাণ হইল, বলিতে পারি না । দায়ভাগদ্বিত শঙ্ক-লিখিতবচন, সর্কাংশে, অসবর্ণবিবাহপ্রতিপাদক মনুবচনের তুল্য ; সুতরাং, যদৃচ্ছাস্থলে, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, সজাতীরাপরিণয়নিষেধবোধক ; অতএব, উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতা, সপ্রমাণ হওয়া সম্ভব নহে । দায়ভাগের টীকাকার অহুতানন্দ কহিয়াছেন, “জাত্যব-  
হুতেন” এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাঁচ কিংবা ছয়

সজাতীয়া বিবাহ দৃশ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে । শঙ্খলিখিতবচনে লিখিত আছে, অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শূদ্রের এক ভাৰ্য্যা হইতে পারে । দায়ভাগকার লিখিয়াছেন, এই বচনে যে চারি, তিন, দুই, এক শব্দ আছে, তদ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, দুই জাতি, এক জাতি, এই বোধ হইতেছে ; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে, বিবাহ করিতে পারে । অচ্যুতানন্দ দায়ভাগের এই লিখনের ভাবব্যাক্যস্থলে লিখিয়াছেন, পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দৃশ্য নয় । মনুর বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধি দ্বারা, যদৃচ্ছাস্থলে, সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অচ্যুতানন্দ পূর্বোক্ত প্রকারে ভাবব্যাক্য করিতেন, এরূপ বোধ হয় না । যাহা \*হউক, ঋষিবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক সংগ্রহকার বা টীকাকারের কপোলকল্পিত ব্যবস্থায় আস্থা প্রদর্শন করা বুদ্ধিরক্তি ও ধর্মপ্রয়ত্তির দুরবস্থা \*প্রদর্শন মাত্র । ভাগবতপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই, বসুদেবের ভাৰ্য্যা রোহিণী নন্দালয়ে আছেন, তাঁহার অন্য ভাৰ্য্যারা কংসভয়ে অলক্ষ্য প্রদেশে কালহরণ করিতেছেন । বসুদেবের বহুবিবাহ যদৃচ্ছানিবন্ধন হইতে পারে । বিবাহ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না । পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, শাস্ত্রকারদিগের মতে, পূর্বকালীন লোকের দৈদৃশ বধেচ্ছ ব্যবহার সর্ববৈধ ও সাধারণ লোকের অনুকরণীয় নহে । পাছে কেহ তদীয় তাদৃশ অর্বেচন

অনুলরণ করে, এজন্য তাঁহারা সৰ্বসাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন । সুতরাং, ইহা দ্বারাও যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বহু-বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর ও যথেষ্টচারী বলিয়া পরিগণিত, হইতে পারেন না । অতিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সত্যযুগে ধনমিত্র নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিক অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন ; আর, বিজ্ঞানসুন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ইদানীন্তন স্ত্রীলোকের সতিন থাকে । যদি এরূপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইত, এ দেশে কেহ কখনও, কোনও কারণে, পূৰ্ব পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, বিবাহ করেন নাই, তাহা হইলে, শকুন্তলা ও বিজ্ঞানসুন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা, ফলসিদ্ধ হইতে পারিত । লোকে, শাস্ত্রীয় নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা অহরহঃ প্রতাপ্ত হইতেছে । সেই অশাস্ত্রীয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বহুবিবাহ এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, অথবা শাস্ত্রকারেরা, স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতার অনুবর্তী হইয়া, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে না । এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে, শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন না ; তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত ; যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এ দেশের লোকের ব্যবহার দর্শনে, হয় ত যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে, নিতান্ত অস্থায় হইত না । কিন্তু, যখন বাস্তবিক বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রকার-নির্দেশ মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন তাদৃশ ব্যবহার

দর্শনে, উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না । তবে, এ দেশের লোক, অনেক বিষয়ে, শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া থাকেন ; সুতরাং, বিবাহ বিষয়েও তাঁহারা তাহা করিতেছেন, এজন্য, তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না ; এরূপ নির্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত অায়ানুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত ।

—

## উপসংহার



পরিশেষে আমার বক্তব্য এই,

সবর্ণাঞ্জে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥৩।১২॥

দ্বিজাতির পক্ষে, অঞ্জে সবর্ণাবিবাহই বিহিত। কিন্তু, বাহারা  
রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা, অল্পলোম  
ক্রমে, বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনে যে বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা পরিসংখ্যা  
বিধি। এই পরিসংখ্যা বিধি দ্বারা, পূর্বপরিণীতা সজাতীয়া  
স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায় সজাতীয়াবিবাহ  
সদ্ব্তোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বিধি পরিসংখ্যা বিধি  
নহে, যাবৎ ইহা প্রতিপন্ন না হইতেছে; তাবৎ বহুবিবাহ  
“সর্কশাস্ত্রসম্মত” অথবা “শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়,” ইহা প্রতিপন্ন হওয়া  
অসম্ভব। অতএব, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার সর্কশাস্ত্র-  
সম্মত, অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করা বাঁহাদের  
উদ্দেশ্য, তাঁহাদের ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা  
আবশ্যক। তাহা না করিয়া, যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন,  
যিনি যত ইচ্ছা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, শকুন্তলা, বিতাম্বন্দর  
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করুন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু-

বিবাহকাণ্ডে সৰ্ব্বশাস্ত্রসম্মত, অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না । রূথা বিবাদে ও বাদানুবাদে, নিজের ও কৌতুহলাক্রান্ত পাঠকগণের সময়-নাশ ব্যতিরিক্ত আর কোনও ফল নাই ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কাশীপুর ।

১লা আশ্বিন । সংবৎ ১৯২৮ ।





# বহু বিবাহ.

রহিত হওয়া উচিত কি না

ঐতিহাসিক বিচার।

দ্বিতীয় পুস্তক.

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।



চতুর্থ সংস্করণ।

সংস্কৃত যন্ত্র।



CALCUTTA :.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY.

No. 148, BARANASI GHOSH'S STREET, JORASANKO.

1885.



# বহু বিবাহ

## দ্বিতীয় পুস্তক

যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহকাণ্ডে যে শাস্ত্রবাহিত ও সাধুবিগাহিত ব্যবহার, ইহা, বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে, আলোচিত হইয়াছে। তদ্বশতঃ, কতিপয় ব্যক্তি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ; . এবং, তাহঁদের বিবাহব্যবহার সৰ্ব্বতোভাবে শাস্ত্রানুমোদিত কর্তব্য কর্ম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই, প্রতিবাদী মহাশয়েরা তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে তাহঁদের যত্নবান্ হইলেন নাই, জিগীষার বা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বাসনার বশবর্তী হইয়া, বিচারকার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন। কোনও বিষয় প্রস্তাবিত হইলে, যে কোনও প্রকারে প্রতিবাদ করা আবশ্যক, অনেকেই, আন্তোপাস্ত, এই বুদ্ধির অধীন হইয়া চলিয়াছেন। ঐদৃশ ব্যক্তিবর্গের তাহঁদের বিচার দ্বারা, কীদৃশ ফললাভ হওয়া সম্ভব, তাহা সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। আমার দৃঢ় সংকল্প এই, যে সকল মহাশয়েরা, প্রকৃত প্রস্তাবে, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় বা ~~অনুশীলন~~

করিয়াছেন, যদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার, ইহা কদাচ তাঁহাদের মুখ বা লেখনী হইতে বহির্গত হইতে পারে না ।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যা অধিক নহে ; সমুদয়ে পাঁচ ব্যক্তি প্রতিবাদে প্রসূত হইয়াছেন । পুস্তকপ্রচারের পৌরীপথ্য অনুসারে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে । প্রথম, মুর্শিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরত্ন । কবিরত্ন মহাশয় ব্যাকরণে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায় তাঁহার জাতিধর্ম নহে ; এবং, তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি ধর্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই । সুতরাং, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারে প্রসূত হওয়া, কবিরত্ন মহাশয়ের পক্ষে, এক প্রকার অনধিকারচর্চা হইয়াছে ; এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ করি, নিতান্ত অসঙ্গত বলা হয় না । দ্বিতীয়, বরিশালনিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার স্মায়রত্ন । শুনিয়াছি, স্মায়রত্ন মহাশয় 'স্মায়শাস্ত্রে' বিলক্ষণ নিপুণ ; তন্মিন্ন, অল্প অল্প শাস্ত্রেও তাঁহার সর্বিশেষ দৃষ্টি আছে । কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই, তিনি, এক মাত্র জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন । তৃতীয়, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মতিরত্ন । স্মতিরত্ন মহাশয় অতিশয় ধীরস্বভাব, অস্বাস্থ্য প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মত, উদ্ধৃত ও অহমিকাপূর্ণ নহেন । তাঁহার পুস্তকের কোনও স্থলে, উদ্ধৃত্য প্রদর্শন বা গর্ভিত বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না । তিনি, শিষ্টাচারের অনুবর্তী হইয়া, 'শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে' যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন ।

চতুর্থ, শ্রীযুত সত্যব্রত নামশ্রমী । নামশ্রমী মহাশয় অম্পবয়স্ক ব্যক্তি ; অম্প কাল হইল, বারাণসী হইতে, এ দেশে আসিয়াছেন । নব্য ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং সমুদয়ের অধ্যাপনা করিতে পারেন, এই বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন । কিন্তু, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তদীয় পুস্তক পাঠে, কোনও ক্রমে, তদ্রূপ প্রতীতি জন্মে না । তাঁহার বয়সে যত দূর শোভা পায়, তদীয় ঔদ্ধত্য তদপেক্ষা অনেক অধিক । সর্বশেষ শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি । তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে, ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু, সর্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া, সর্বত্র পরিচিত হইয়াছেন । তিনি যে কখনও রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সমুদয়ই অপসিদ্ধান্ত । অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই ; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই ; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু সীমাংসা করিবার তাদৃশী শক্তি নাই । বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তদীয় বহুবিবাহবাদ পুস্তক এই কয়টি কথা, অনেক অংশে, সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে ।

যাহা হউক, বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন সংক্রান্ত তদীয় আচরণের পূর্বাপর পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, চমৎকৃত হইতে হয় । ছয় বৎসর পূর্বে, যখন, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজবারে আবেদনপত্র প্রদত্ত হয় ; ~~সংবাদে,~~

তর্কবাচস্পতি মহাশয় নিবারণপক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন ; এবং, স্বতঃপ্রসূত হইয়া, সাতিশয় আগ্রহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন । সেই আবেদন-পত্রের স্থূল মর্ম্ম এই ; “নয় বৎসর অতীত হইল, যদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহ ব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, পূর্বতন ব্যবস্থাপক সমাজে ৩২ খানি আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল । এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস ব্যবহার হইতে যে অশেষবিধ অনর্থ-সংঘটন হইতেছে, সে সমুদয় ঐ সকল আবেদনপত্রে সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে ; এজন্য, আমরা আর সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি না । “আমাদের মধ্যে অনেকে ঐ সকল আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং, ঐ সকল আবেদনপত্রে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, সে সমুদয় আমরা সকলে অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি” । নাম স্বাক্ষর করিবার সময়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, এই আপত্তি করিয়াছিলেন, পূর্বতন আবেদন-পত্রে কি কি কথা লিখিত আছে, তাহা অবগত না হইলে, আমি স্বাক্ষর করিতে পারিব না ; পরে, ঐ আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, নাম স্বাক্ষর করেন । “এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে, পুরুষ একমাত্র বিবাহে অধিকারী ; কিন্তু, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ঘটিলে, একাধিক বিবাহ করিতে পারেন ; এই শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা এক্ষণে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে” । ঐ সকল আবেদনপত্রে এই সকল কথা লিখিত আছে ; এবং, এই সকল কথা বিশিষ্ট রূপে লবগত হইয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন । এই সময়েই আমি, বহু

বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকের প্রথম ভাগ রচনা করিয়া, তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম । শুনিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; এবং, শাস্ত্রের যথার্থ মীমাংসা হইয়াছে, এই বলিয়া, মুক্ত কণ্ঠে, সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন । এক্ষণে, সেই তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহু বিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন ; এবং, বহু বিবাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম বলিয়া, প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ।

তদীয় এতাদৃশ চরিতবৈচিত্র্যের মূল এই । আমার পুস্তক প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই,\* খ্রীষুত ক্ষেত্রপালস্বামিতত্ত্ব প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এক ব্যবস্থাপত্র প্রচারিত করেন । ঐ সময়ে অনেকে কহিয়াছিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তায়, ঐ ব্যবস্থাপত্র প্রচারিত হইয়াছে । কিন্তু, আমি তাঁহাকে যদুচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের বিষম বিদ্বেষী বলিয়া জানিতাম ; এক্ষণে, তিনি বহু বিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এ কথায় আমার বিশ্বাস জন্মে নাই ; বরং, তাদৃশ নির্দেশ দ্বারা, অকারণে, তাঁহার উপর উৎকট দোষারোপ হইতেছে, এই বিবেচনা করিয়াছিলাম । ঐ আরোপিত দোষের পরিহার বাসনায়, উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রের আলোচনা করিয়া, উপসংহার কালে লিখিয়াছিলাম,—

“অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা, কলিকাতার রাজ-  
কীয় সংস্কৃতবিভাগে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক খ্রীষুত ভাটনামাখ  
তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তায়,



বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচারিত করিয়াছেন । কিন্তু, সহসা, এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অনভিজ্ঞ নহেন, যে এরূপ অসমীচীন আচরণে দূষিত হইবেন । পাঁচ বৎসর পূর্বে, যখন, বহু বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা হয়, সে সময়ে, তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অজ্ঞানাগ্নী ছিলেন ; এবং, স্বতঃপ্রসূত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন । এক্ষণে, তিনিই আবার, বহু বিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, স্থণাকর, অনর্থকর, অধর্মকর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সত্ত্বব্দ বোধ হয় না\* ।

আমার আলোচনাপত্রের এই অংশ পাঠ করিয়া, তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, এই কথা শুনিতে পাইলাম ; কিন্তু, তুষ্ট না হইয়া, ক্রুষ্ট হইলেন কেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না । অবশেষে, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম, বদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহকাণ্ড রহিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, কুলিকাতাস্থ ধর্মরক্ষিণী সভা উহার নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট ও সে বিষয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের মতসংগ্ৰহে প্রস্তুত হয়েন, এবং, রাজশাসন ব্যতিরেকে, এই জঘন্য ব্যবহার রহিত হওয়া সম্ভাবিত নহে, ইহা স্থির করিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিবার অভিপ্রায় করেন । তর্কবাচস্পতি মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, এবং, ধর্মরক্ষিণী সভা অধর্মাচরণে প্রস্তুত হইতেছেন, আর তাঁহাদের সংগ্রহে, ষাঁকা বিধের নহে, এই বিবেচনা করিয়া, ক্রোধভরে সভার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

“আমার আলোচনাপত্র প্রচারিত হইলে, ধর্মরক্ষিণী সভার

অধ্যক্ষেরা, জানিতে পারিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিছু দিন পূর্বে, বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহী ও উদযোগী ছিলেন, এবং, বহু বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, আবেদন-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন । ইতঃপূর্বে, তিনি নিজে যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে, তাঁহারা তাহাই করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু, এই অপরাধে, অধার্মিকবোধে, তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করা আশ্চর্যের বিষয় জ্ঞান করিয়া, তাঁহারা উপহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । আমার লিখন দ্বারা পূর্ব কথা ব্যক্ত না হইলে, ধর্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্বতন আচরণ বিষয়ে, বিন্দুবিদগ্ধ জানিতে পারিতেন না, এবং, এ পর্যন্ত তাহা অপ্রকাশ থাকিলে, তাঁহারা তাঁহাকে উপহাস করিবারও পথ পাইতেন না । সুতরাং, আমিই তাঁহাকে অপ্রতিভ করিয়াছি ; এবং, আমার দোষেই, তাঁহাকে উপহাসাম্পদ হইতে হইয়াছে, এই অপরাধ ধরিয়া, যার পর নাই কুপিত হইয়াছেন ; এবং, আমার প্রচারিত বহুবিবাহ-বিষয়িণী ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়া, আমায় অপদস্থ করিবার নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদ প্রস্তুত প্রচারিত করিয়াছেন । ধর্মবুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্ররুত হইলে, লোক যেরূপ আদর-গৌরব ও অশ্রদ্ধাভাজন হইয়েন ; রোষ বশে বিদেহবুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ বিপ্লাবনে প্ররুত হইলে, লোককে তদনুরূপ অনাদরগৌরব ও অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয় । ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিজ্ঞানকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহবাদ সংক্রান্ত ভাষ্য

সঙ্কলিত হইয়াছে ; এজন্য, সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তদীয় গ্রন্থ পাঠে অধিকারী হইতে পারেন নাই । যদি বঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইত, তাহা হইলে, তিনি, এই গ্রন্থের সঙ্কলন বিষয়ে, যে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, দেশস্থ সমস্ত লোকে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে পারিতেন । আমার পুস্তকে বহু-বিবাহবাদের যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইবেক, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া, তাঁহারা তদীয় পাণ্ডিত্যপ্রকাশের আংশিক পরিচয় পাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু, উহা দ্বারা, পর্যাপ্ত পরিমাণে, পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে । শুনিয়াছিলাম, সর্ক-সাধারণের হিতার্থে, বহুবিবাহবাদ, অবিলম্বে, বঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হইবেক । দুর্ভাগ্য ক্রমে, এ পর্যন্ত তাহা না হওয়াতে, বোধ হইতেছে, তাঁহারা তদীয় বহুবিবাহ-বিচারবিষয়ক পাণ্ডিত্যপ্রকাশের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভে বঞ্চিত রহিলেন । তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “বাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানলাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন”(১) ! কিন্তু, তদীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াতে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই । এ দেশের অধিকাংশ লোক সংস্কৃতজ্ঞ নহেন ; সুতরাং, তাদৃশ ব্যক্তিবর্গ, ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষী হইলেও, তদীয় গ্রন্থ দ্বারা, কোনও উপকার লাভ করিতে পারিবেন না । বিশেষতঃ, তিনি উপসংহারকালে নির্দেশ করিয়াছেন, “যে সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যালোগরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ভাবিত পদবী বহুদোষপূর্ণ, তাঁহা-

(১) ~~বহুবিবাহ~~ বহুবিবাহ বোধনায়ের সংক্ৰতিঃ ।

দের এই বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই যত্ন করিলাম” (২) । অত-  
এব, তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, ষাঁহারা আমা দ্বারা প্রচারিত  
হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের নিমিত্ত, তর্ক-  
বাচস্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ বাদলা ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াই,  
সর্বতোভাবে, উচিত ও আবশ্যক ছিল । তাহা না করিয়া,  
সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে পারা  
যায় না । এক উদ্দেশ্যে, মীমাংসাশক্তি ও সংস্কৃতরচনাশক্তি,  
এ উভয়ের পরিচয় প্রদান ব্যতীত, গ্রন্থকর্তার অন্য কোনও  
উদ্দেশ্য আছে কি না, অনুমানবলে, তাহার নিরূপণ করা  
কোনও মতে সম্ভাবিত নহে ।

যাহা হউক, যদুচ্ছাপ্রসূত বহু বিবাহ ব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা  
প্রতিপাদনে প্রসূত হইয়া, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়,  
অশেষ প্রকারে, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন । পাণ্ডিত্য  
প্রকাশ বিষয়ে, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়েরা তাঁহার সমকক্ষ  
নহেন । পুস্তক প্রকাশের পৌরূপার্থ্য অনুসারে, সর্বশেষে  
পরিগণিত হইলেও, পাণ্ডিত্য প্রকাশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে,  
তিনি সর্বগ্রগণ্য । এরূপ সর্বগ্রগণ্য ব্যক্তির সর্বগ্রাে সম্মান  
হওয়া উচিত ও আবশ্যক ; এজন্য, তাঁহার উত্থাপিত আপত্তি  
সকল সর্বগ্রাে সমালোচিত হইতেছে ।

---

(২) তদাক্যে বিখ্যাসবতাং সংস্কৃতপরিজ্ঞানশূন্যানাং তদুচ্ছাপিত-  
পদব্যা বহুলদোষপ্রসূতাবেদনায়ৈব প্রবৃত্তঃ কৃতঃ ।

## তর্কবাচস্পতিপ্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মনুবচন অনুসারে, রতিকাযনাস্থলে, সনর্ণা বিবাহের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে; আমি, ঐ বচনের প্রকৃত অর্থের গোপন, ও অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন, পূর্বক, লোককে প্রতাবণা করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন,

“অহো বৈদগ্ধী প্রজ্ঞাবতো বিদ্যাসাগরস্য যদকিঞ্চিৎ-  
করাভিনবার্থপ্রকাশনেন বহবো লোকা ব্যামোহিতা  
ইতি (১)।”

প্রজ্ঞাবান্ বিদ্যাসাগরের কি চাতুরী ! অকিঞ্চিৎকর অভিনব  
অর্থের উদ্ভাবন দ্বারা অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এখন পর্য্যন্ত আমার এই  
দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি মনুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছি,  
উহাই ঐ বচনের প্রকৃত ও চিরপ্রচলিত অর্থ; লোক  
বিমোহনের নিমিত্ত, আমি, বুদ্ধিবলে, অভিনব অর্থের উদ্ভাবন  
করি নাই। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রস্তুত হইয়া, অভিপ্রেত

সাধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়া, ছল বা কৌশল অবলম্বন পূর্বক, লোকসমাজে কপোলকল্পিত অপ্রকৃত অর্থ প্রচারিত করা নিতান্ত মূঢ়মতি, নিতান্ত নীচ-প্রকৃতির কর্ম্ম । আমি, জ্ঞান পূর্বক, কখনও, সেরূপ গর্হিত আচরণে দূষিত হই নাই ; এবং যত দিন জীবিত থাকিব, জ্ঞান পূর্বক, কখনও, সেরূপ গর্হিত আচরণে দূষিত হইব না । সে যাহা হউক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আরোপিত অপবাদ বিমোচনের নিমিত্ত, বিবাদাস্পদীভূত মনুবচন, সবিস্তর অর্থ সমেত, প্রদর্শিত হইতেছে ।

সবর্ণাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ।

কামতন্তু প্রযতানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমজ্ঞোহবরাঃ ॥ ৩। ১২।

দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণকলিত্র্যবৈজ্ঞানাম্ অণ্ডে প্রথমে ধর্ম্মার্থে ইতি যাবৎ দারকর্ম্মণি পরিণয়বিধৌ সবর্ণা সজাতীয়া কন্তা প্রশস্তা বিহিতা ; তু কিন্তু কামতঃ কামবশাৎ প্রযতানাং দারান্তর-পরিগ্রহে উচ্চাশানাং দ্বিজাতীনাম্ ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ অনন্তর-বচনোক্তা ইতি যাবৎ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ কলিত্র্যাবৈজ্ঞান্দ্রাঃ ক্রমেণ আনুলোম্যেন স্যুঃ ভার্য্যাঃ ভবেয়ুঃ ।

দ্বিজাতিনিগের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কলিত্র্য, বৈজ্ঞান্য, প্রথম অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ বিবাহে, সবর্ণা অর্থাৎ বরের সজাতীয়া কন্যা প্রশস্তা, অর্থাৎ বিহিতা ; কিন্তু, যাহারা, কামতঃ, অর্থাৎ কাম বশতঃ, বিবাহ করিতে প্রযত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা, অর্থাৎ পরবচনোক্ত হীনবর্ণা কলিত্র্য, বৈজ্ঞান্য, সূত্রা, আনুলোম্যেন ক্রমে, তাহাদের ভার্য্যা হইবেক ।

প্রথম পুস্তকে, এই বচনের অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল ; কিন্তু, সংক্ষেপ নিবন্ধন, কলের কোনও বৈসঙ্গ্য ঘটে নাই ; ইহা প্রদর্শিত করিবার নিমিত্ত, এই অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে । বলা,

“বিজ্ঞাতির পক্ষে, অগ্রে সৰ্বণা বিবাহই বিহিত । কিন্তু, বাহারা, রতিকাশনায, বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা, অনুলোম ক্রমে, বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক ।”

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, উভয় ভাষায় মনুবচনের অর্থ প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি শাস্ত্রের অর্থ গোপন অথবা শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি কি না । আমার স্থির সংস্কার এই, যে সকল শব্দে ঐ বচন সঙ্কলিত হইয়াছে; প্রদর্শিত ব্যাখ্যায়, তন্মধ্যে কোনও শব্দের অর্থ গোপিত বা অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না । কীলতঃ, এই ব্যাখ্যা যে এই বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, অথবা ধর্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী, কোনও ব্যক্তি তাহার অপলাপ বা তদ্বিষয়ে বিতণ্ডা করিতে পারেন, এক্রপ বোধ হয় না ।

এক্ষণে, আমার অবলম্বিত অর্থ প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত অর্থ; অথবা, লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ; এ বিষয়ে সংশয় নিরসনের নিমিত্ত, বেদ-ব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্যের লিখিত অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে;—

“অগ্রে দ্বাতকন্ত প্রথমবিবাহে দারকর্ম্মণি অগ্নিহোত্রাদৌ ধর্মে সৰ্বণা বরেণ সমানো বর্ণো ব্রাহ্মণাদির্ধন্যঃ সা যথা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণী কল্লিয়স্ত কল্লিয়া বৈশ্যস্ত বৈশ্যা প্রশস্তা । ধর্ম্মার্থমাদৌ সৰ্বণাসুত্ৰা পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদা তেভ্যাম্ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ ইমাঃ কল্লিয়াস্তাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্তু্যঃ (‘২’) ।”

অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, দ্বাতকের প্রথম বিবাহে, সৰ্বণা, অর্থাৎ বরের নজাতীয়া কন্যা, প্রশস্তা, যেমন,

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ী, বৈশ্যের বৈশ্যী ।  
বিজ্ঞাতিরা, ধর্মকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, অগ্রে সর্বাধিবাহ  
করিয়া, পশ্চাৎ যদি রিরংজ হয়, অর্থাৎ রূতকামনা পূর্ণ  
করিতে চায়, তবে অবরো, অর্থাৎ হীনবর্ণী, বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়ী,  
বৈশ্যী ও শূদ্রী, অনুলোম ক্রমে, তাহাদের ভার্য্যা হইবেক ।

দেখ, মাধবাচার্য্য মনুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন, আমার  
লিখিত অর্থ, তাহার ছায়াস্বরূপ ; সুতরাং, আমার লিখিত অর্থ,  
লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অর্থ বলিয়া উল্লি-  
খিত হইতে পারে না । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন,

“বিজ্ঞাসাগরের কি চাতুরী ! অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের  
উদ্ভাবন দ্বারা, অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন ।”

এই নির্দেশ সঙ্গত হইতেছে কি না । পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য  
মনুবচনের এবংবিধ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, ইহা অবগত  
থাকিলে, সর্কশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অল্লানমুখে,,  
আমার উপর ঈদৃশ অসঙ্গত দোষারোপ করিতে অগ্রসর  
হইতেন, এরূপ বোধ হয় না । যাহা হউক, আমি, প্রকৃত  
অর্থের গোপন ও অপ্রকৃত অভিনব অর্থের উদ্ভাবন পূর্বক,  
লোককে প্রতারণা করিয়াছি, তিনি এই যে বিষয় অপবাদ  
দিয়াছেন, এক্ষণে, বোধ করি, সে অপবাদ হইতে অব্যা-  
হতি পাইতে পারিব ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অন্তর্দীয় মীমাংসার দোষারোপ  
করিয়া, বধার্থ শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্ররত্ত হইয়াছেন ; কিন্তু,  
ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, তদ্বিনির্গত নিমিত্ত,  
যে রূপ বদ্ৰ ও যে রূপ পরিশ্রম করা আবশ্যিক, তাহা করেন  
নাই ; সুতরাং, অভিপ্রেত সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন  
নাই । আমি, মনুবচন অবলম্বন করিয়া, বহুছাণ্ডবৃত্ত বহুবিবাহ



ব্যবহারের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছি ; এজন্য, আমার লিখিত অর্থ যথার্থ কি না, তাহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, মনুসংহিতা দেখা আবশ্যক বোধ হইয়াছে ; তদনুসারে, তিনি মনুসংহিতা বহিষ্কৃত করিয়াছেন, এবং পুস্তক উদ্ধাটিত করিয়া, আপাততঃ, মূলে বেরূপ পাঠ ও টীকায় বেরূপ অর্থ দেখিয়াছেন, অসন্দিহান চিন্তে, তাহাকেই প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ স্থির করিয়া, তদনুসারে মীমাংসা করিয়াছেন ; এই বচন অন্যান্য গ্রন্থকর্তারা উদ্ধৃত করিয়াছেন কি নী, এবং যদি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন এবং কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই । প্রথমতঃ, তাঁহার অবলম্বিত মূলের পাঠ সমালোচিত হইতেছে ।

মূল

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্তুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥

ভর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিকিং পরিশ্রম ও কিকিং বুদ্ধি চালনা করিলেই, অনায়াসে প্রকৃত পাঠের ও প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে, অকারণে আমার উপর খজাহস্ত হইয়া, রুখা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন না । তিনি যে, রোষে ও অবিবেকদোষে, সামান্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, বিচারকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা দর্শাইবার নিমিত্ত, পদবিগ্লেষ সহকারে, মনুবচন উদ্ধৃত হইতেছে ।

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥

কামতঃ তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ অবরাঃ ॥

‘ক্রমশঃ অবরাঃ’ এই দুই পদে সন্ধি হওয়াতে, পদের অন্তস্থিত ওকারের পরবর্তী অকারের লোপ হইয়া, “ক্রমশো বরাঃ” ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এরূপ সন্ধি স্থলে, পাঠকদিগের বোধ-সৌকর্যের নিমিত্ত, লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখিবার ব্যবহার আছে। কিন্তু, সকল স্থলে, সকলকে সে ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখা যায় না। যদি এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখা যায়, তাহা হইলে “ক্রমশোঃ অবরাঃ” এইরূপ আকৃতি হয়। লুপ্ত অকারের চিহ্ন পরিত্যক্ত হইলে, “ক্রমশো বরাঃ” এইরূপ আকৃতি হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, মনুসংহিতার মুদ্রিত পুস্তকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকাতে, সর্কশাস্ত্রবেত্তা, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, “অবরাঃ” এই স্থলে, “বরাঃ” এই পাঠ স্থির করিয়া, তদনুসারে মনুবচনের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন; সুতরাং, তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচনের প্রকৃত অর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত, এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, “অবরাঃ” এই পাঠ আমার কপোলকম্পিত, অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব পাঠ নহে। পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে, “অবরাঃ” এই পাঠ ধরিয়া, মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠকদিগের সুবিধার জন্ত, এ স্থলে তদীয় ব্যাখ্যার ঐ অংশ পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে;—

“ধর্ম্মার্থমার্গো সর্বগামুচ্চা পশ্চাৎ স্মিরংসবশ্চেৎ তদা ভেদাম্

“অবরাঃ” ধীনবর্ণাঃ ইমাঃ কজিয়াভাঃ ক্রমেণ ভাধ্যাঃ স্যুঃ ।”

মিত্রমিশ্রও, “অবরাঃ” এই পাঠ ধরিয়া, মনুর অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা,

“অতএব মনুনা

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকৰ্ম্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরা ইতি ॥

কামতঃ ইতি “অবরাঃ” ইতি চ বদতা সবর্ণাপরিণয়নমেব  
স্থ্যামিত্যুক্তম্ (৩) । ”

বিবেকচরিতও এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা,

“অথ দারাকৰ্ম্মঃ ৭ তত্ত্ব মনুঃ ।

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকৰ্ম্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥

“অবরাঃ” অর্থতাঃ (৪) । ”

জীমূতবাহন, স্বপ্রণীত দারভাগগ্রন্থে, “অবরাঃ” এই পাঠ ধরিয়া-  
ছেন । যথা,

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকৰ্ম্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো “হবরাঃ” ॥

ফলতঃ, “ক্রমশো বরাঃ” এ স্থলে “অবরাঃ” এই পাঠই যে  
প্রকৃত পাঠ, সে বিষয়ে, কোনও অংশে, সংশয় করা যাইতে  
পায়ে না । বাহারা, “ক্রমশঃ বরাঃ” এই পাঠ প্রকৃত পাঠ  
ধরিয়া, বিতণ্ডা করিতে উদ্বৃত্ত হইবেন, পুস্তকে লুপ্ত অকারের

(৩) বীরমিত্রোদয়, ব্যবহৃতপ্রকাশ, দারভাগপ্রকরণ ।

(৪) মহানপারিজাত, বিবাহপ্রকরণ ।

চিহ্ন নাই, ইহাই তাঁহাদের এক মাত্র প্রমাণ। কিন্তু, লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকা সচরাচর ঘটয়া থাকে; সুতরাং, উহা প্রবল প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না (৫)। এ দিকে, জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগে, “অবরাঃ” এই পাঠ পূর্ক্সাপর চলিয়া আসিতেছে (৬); আর, মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র, ও বিষ্ণেশ্বরভট্ট, স্পষ্টীকরে, “অবরাঃ” এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমন স্থলে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, “বরাঃ” “অবরাঃ”, এ উভয়ের মধ্যে, কোন পাঠ প্রকৃত পাঠ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত পাঠ মনুবচনেব প্রকৃত পাঠ নহে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, তাঁহার আশ্রয়ভূত টীকার বলাবল পরীক্ষিত হইতেছে।

### টীকা

“ব্রাহ্মণকল্পিতবৈশ্বানারঃ প্রথমে বিবাহে কর্তব্যে সর্বণা শ্রেষ্ঠা ভবতি কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানাম্ এতাঃ বক্ষ্যমাণাঃ আত্মলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ।”

(৫) সংস্কৃতবিদ্যালয়ে পরাশরভাষ্য, বীঃমিত্রোদয়, ও মদনপারি-জাতের যে পুস্তক আছে, তাহাতে ‘ক্রমশো বরাঃ’ এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন নাই; অথচ প্রস্বকর্তার। “অবরাঃ” এই পাঠ ধরিয়া, ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৬) দায়ভাগ, এ পর্য্যন্ত, চারি বার মুদ্রিত হইয়াছে; সর্বপ্রথম, ১৭৩৫ শাকে, বাবুরাম পণ্ডিত; দ্বিতীয়, ১৭৫০ শাকে, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার; তৃতীয়, ১৭৭২ শাকে, জীমূত ভরতচন্দ্র শিরোমণি; চতুর্থ, ১৭৮৫ শাকে, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুদ্রিত করেন। এই চারি মুদ্রিত পুস্তকেই, “অবরাঃ” এই পাঠ আছে। আর, যতগুলি হস্তলিখিত পুস্তক দেখিয়াছি, সে সমুদয়েই “অবরাঃ” এই পাঠ দৃষ্ট হইতেছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সৰ্বণা শ্রেষ্ঠা ; কিন্তু, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দিগের পক্ষে, বক্ষ্যমাণ কন্যারা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক ।

মূলে লুপ্ত অকারের অন্ত্যাব বশতঃ, “অবরাঃ” এই স্থলে “বরাঃ” এই পাঠকে প্রকৃত পাঠ স্থির করিয়া, প্রথমতঃ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের যে ভ্রম জন্মিয়াছিল, কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা দর্শনে, তাহার সেই ভ্রম সৰ্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয় । বেক্লপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে, আমার সামান্য বিবেচনায়, লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ, কুল্লুকভট্টের টীকায় পাঠের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ; নতুবা, তিনি এরূপ অনংলগ্ন ব্যাখ্যা লিখিবেন, সম্ভব বোধ হয় না । “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সৰ্বণা শ্রেষ্ঠা,” এ স্থলে প্রশস্তা শব্দের শ্রেষ্ঠা এই অর্থ লিখিত দৃষ্ট হইতেছে ; কিন্তু প্রশস্ত শব্দ শ্রেষ্ঠ এই অর্থের বাচক নহে । শ্রেষ্ঠ শব্দ তারতম্যবোধক শব্দ, প্রশস্ত শব্দ তারতম্যবোধক শব্দ নহে । শ্রেষ্ঠ শব্দে, সৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এই অর্থ বুঝায় ; প্রশস্ত শব্দে, উৎকৃষ্ট, উচিত, বিহিত, প্রশিক্ষিত, অতিমত, ইত্যাদি অর্থ বুঝায় ; সুতরাং, শ্রেষ্ঠ শব্দ ও প্রশস্ত শব্দ এক পর্যায়ের শব্দ নহে । অতএব, প্রশস্ত শব্দের অর্থ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ অপপ্রয়োগ । আর, “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সৰ্বণা শ্রেষ্ঠা,” এ লিখনের অর্থও, কোনও মতে, সংলগ্ন হয় না । বিবাহযোগ্য কন্যা দ্বিবিধা, সৰ্বণা ও অসৰ্বণা (৭) । প্রথম বিবাহে সৰ্বণা শ্রেষ্ঠা,

(৭) উৎকলীয়া কন্যা দ্বিবিধা সৰ্বণা চাসৰ্বণা চ ।

বিবাহযোগ্য কন্যা দ্বিবিধা সৰ্বণা ও অসৰ্বণা । পরাশরসম্বাদ, দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অর্থাৎ সর্বাংগপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এ কথা বলিলে, অসবর্ণাও প্রথম বিবাহে পরিগৃহীতা হইতে পারে । কিন্তু, অগ্রে সবর্ণা বিবাহ না করিয়া, অসবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে । যথা,

কল্পবিট্শূদ্রকন্যাস্ত ন বিবাহ্য বিজাতিভিঃ ।

বিবাহ্য ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যঃ কচিদেব তু (৮) ॥

বিজাতিরা কল্লিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিবেক না ; তাহারা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সবর্ণা বিবাহ করিবেক ; পশ্চাৎ, অর্থাৎ অগ্রে ব্রাহ্মণী বিবাহ করিয়া, হলবিশেষে, কল্লিয়াদি-কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক ।

তবে সবর্ণার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এরূপ বিধি আছে । যথা,

অলাভে কন্যাস্থাঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপিবা  
কল্লিয়াস্বাং পুত্রমুৎপাদয়েৎ, বৈশ্যাস্বাং বা  
শূদ্রাস্বাং ত্যেকৈ (৯) ।

স্নাতকীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, স্নাতকব্রতের অনুষ্ঠান অথবা কল্লিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক । কেহ কেহ শূদ্রকন্যা বিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন ।

এ অনুসারে, প্রথম বিবাহে কথঞ্চিৎ অসবর্ণার প্রাপ্তি সম্পন্ন করিলেও, প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা সংলগ্ন হইতে পারে না । প্রশস্ত শব্দের উত্তর ইষ্টপ্রত্যয়

(৮) বীৰসিংহোদয়দ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বশূর্য্য ।

(৯) পরাশরভাষ্য ও বীৰসিংহোদয়দ্বয় দ্বয় বৈদ্যনিবন্ধন ।

হইয়া, শ্রেষ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধন স্থলেই, ইষ্ঠ প্রত্যয় হইয়া থাকে । এস্থলে সর্বণা ও অসর্বণা এই দুই মাত্র পক্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, বহু পক্ষের প্রাপ্তি ঘটিতেছে না ; সুতরাং, প্রথম বিবাহে সর্বণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা বলিলে, সর্বণা ও অসর্বণা এ দুয়ের মধ্যে সর্বণার উৎকর্ষাতিশয়ের প্রতীতি জন্মে ; বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয়ের বোধন সম্ভবে না । কিন্তু, বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয়বোধনের স্থল ভিন্ন, শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না । আর, যদিই কথঞ্চিৎ ঐ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের গতি লাগে ; কিন্তু, “রতিকামনার বিবাহই প্রবৃত্তিদিগের পক্ষে, বক্ষ্যমাণ কন্তারা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক,” এ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত অপপ্রয়োগ ; কারণ, এখানে, বহুর বা দুয়ের মধ্যে, একের উৎকর্ষাতিশয়বোধনের কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না । পর বচনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের কন্তার উল্লেখ আছে ; সুতরাং, পূর্ব বচনে, সামান্ত্য-কারে, “বক্ষ্যমাণ কন্তারা” এরূপ নির্দেশ করিলে, কামার্ব বিবাহে, সর্বণা, অসর্বণা, উভয়বিধ কন্তাই অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীয়মান হইবেক । কামার্ব বিবাহে বক্ষ্যমাণ কন্তা অর্থাৎ সর্বণা ও অসর্বণা শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্ক্যাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এরূপ বলিলে, সর্বণা ও অসর্বণা ভিন্ন কামার্ব বিবাহের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্থল অনেক আছে, ইহা অবশ্য বোধ হইবেক । কিন্তু, সর্বণা ও অসর্বণা ভিন্ন অন্যবিধ বিবাহযোগ্য কন্তার অসম্ভাব বশতঃ, কামার্ব বিবাহের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্থল ঘটিতে পারে না ; এবং, তাদৃশ স্থল না ঘটিলেও, কামার্ব বিবাহে সর্বণা ও অসর্বণা সর্ক্যাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এরূপ নির্দেশ হইতে

পারে না । সুতরাং, বক্ষ্যমাণ কন্তারা, অর্থাৎ পর বচনে উল্লিখিত সর্বণা ও অসর্বণা, অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা, অর্থাৎ সর্ক্যাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এই ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রামাদিক হইয়া উঠে । “ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ”, এ স্থলে “বরাঃ” এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ সর্বণা ও অসর্বণা কন্তারা, অনুলোম ক্রমে, শ্রেষ্ঠা হইবেক, এতদ্ভিন্ন অল্প ব্যাখ্যা সম্ভবে না । কিন্তু, যেকল্প দর্শিত হইল, তদনুসারে তাদৃশী ব্যাখ্যা, কোনও ক্রমে, সংলগ্ন হইতে পারে না । আর, “অবরাঃ” এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ হীনবর্ণা কন্তারা অর্থাৎ পর বচনে উল্লিখিত ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, অনুলোম ক্রমে, ভাৰ্যা হইবেক, এই ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হয় ; এবং, এই ব্যাখ্যা যে সর্ক্যংশে নির্দোষ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না ।

কুল্লুকভট্টের উল্লিখিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া, তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ;—

“অগ্রে যোক্তবর্ষবতিপুঞ্জরূপবিবাহকলত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠে ধর্মে ইত্যর্থঃ নিমিত্তার্থে সপ্তমী তথাচ ধর্মনিমিত্তে দারকর্মণি দারত্ব-সম্পাদকে সংস্কাররূপে ক্রিয়াকলাপে দ্বিজাতীনাং সর্বণা প্রশস্তা মুনিভির্বিহিতা তু পুনঃ কামতঃ রতিকামতঃ বহুপুত্রকামতশ্চ প্রবৃত্তানাং তদুপায়সাধনার্থং যত্নবতাং দারকর্মণীতাল্লবজ্যতে ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ সর্বণাদয়ঃ ক্রমশঃ বর্ণক্রমেণ বরাঃ বিহিতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ( ১০ ) ।”

দ্বিজাতিদিগের ধর্মার্থ বিবাহে সর্বণা বিহিতা, কিন্তু যাহারা রতিকামনা ও বহুপুত্রকামনা বলতঃ বিবাহে যত্নবান হন, তাহাদের পক্ষে বক্ষ্যমাণ সর্বণা প্রকৃতি করিয়া বর্ণ ক্রমে শ্রেষ্ঠা ।



দৈববশাৎ, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের লেখনী হইতে, বচনের পূর্বাঙ্কের প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্গত হইয়াছে ; যথা, “বিজাতি-  
 ত্রিণের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সর্বণা বিহিতা” ; কিন্তু, অবশিষ্ট  
 ব্যাখ্যা কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যার ছায়াস্বরূপ ; সুতরাং, কুল্লুক-  
 ভট্টের ব্যাখ্যার ঐ অংশে যে দোষ দর্শিত হইয়াছে, তদীয়  
 ব্যাখ্যাতে সেই দোষ সর্কসতোভাবে বর্ত্তিতেছে । তর্কবাচস্পতি  
 মহাশয়, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ হইয়া, শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রকৃত অর্থ  
 অবগত নহেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় । তিনি বলিতে  
 পারেন, আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমনই লিখিয়াছি ; কিন্তু,  
 শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া, “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতম্,”  
 এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলি, তাঁহার স্থায় প্রসিদ্ধ  
 পণ্ডিতের পক্ষে, প্রশংসার বিষয় নহে । যাহা হউক, পূর্বে  
 ‘যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, “ক্রমশো বরাঃ” এ স্থলে  
 “অবরাঃ” এই পাঠ প্রকৃত পাঠ, সে বিষয়ে আর সংশয় করা  
 যাইতে পারে না । “অবরাঃ” এই পাঠ সত্ত্বে, রাতিকামনার  
 বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, সর্বণা ও অনবণা উভয়বিধ  
 কন্যা বিবাহ করিবেক, এ অর্থ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে  
 পারে না । অবর শব্দের অর্থ হীন, নিকৃষ্ট ; বক্ষ্যমাণ অবরা  
 কন্যা বিবাহ করিবেক, এরূপ বলিলে, আপন অপেক্ষা  
 নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রতীয়মান হয় ।  
 পর কচনে সর্বণা ও অসর্বণা উভয়বিধ কন্যার নির্দেশ আছে,  
 যথার্থ বটে । কিন্তু, পূর্বে বচনে, বক্ষ্যমাণ কন্যা বিবাহ  
 করিবেক, যদি এরূপ সামান্ত্যাকারে নির্দেশ থাকিত, তাহা  
 হইলে, কথঞ্চিৎ, সর্বণা ও অসর্বণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ  
 অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিত । কিন্তু, যখন,

ব্যক্যমাণ জ্বর কন্তা বিবাহ করিবেক, এরূপ বিশেষ নির্দেশ  
আছে ; তখন, আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণের কন্তা, অর্থাৎ  
অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা, বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রতিপন্ন হয়,  
এতদ্বির অন্য কোনও অর্থ, কোনও ক্রমে, প্রতিপন্ন হইতে  
পারে না । অতএব, রতিকামনায় বিবাহপ্ররত্ত ব্যক্তি সবর্ণা  
ও অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই  
সিদ্ধান্ত নিতান্ত আন্তিমূলক । তিনি পাঠে ভুল করিয়াছেন ;  
সুতরাং, অর্থে ভুল অপরিহার্য ।

কিঞ্চ,

শূদ্রেব ভার্য্যা শূদ্রেস্থ সা চ স্বাশ্চ বিশঃ স্মৃতে ।  
তে চ স্বাচৈব রাজতঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাঃ প্রজন্মনঃ ॥৩।১৩।(১১)

শূত্রের এক মাত্র শূত্রা ভার্য্যা হইবেক ; বৈশ্যের শূত্রা,  
বৈশ্যা ; ক্ষত্রিয়ের শূত্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ; ব্রাহ্মণের শূত্রা,  
বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণী ।

স্থিরচিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, আলোচনা  
করিয়া দেখিলে, সর্কশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়,  
অনায়াসেই, বুঝিতে পারিতেন, এই মনুবচন পূর্ব বচনে  
উল্লিখিত কামার্থ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক  
হইতে পারে না । পূর্ব বচনের পূর্বার্কে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,  
বৈশ্য, ত্রিবিধ দ্বিজাতির প্রথম বিবাহের উপযোগিনী কন্যার  
বিষয়ে ব্যবস্থা আছে ; উত্তরার্কে, রতিকামনায় বিবাহপ্ররত্ত  
ঐ ত্রিবিধ দ্বিজাতির তাদৃশ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার  
বিষয়ে বিধি দেওয়া হইয়াছে । সুতরাং, সম্পূর্ণ বচন কেবল

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ত্রিবিধ দ্বিজাতির বিবাহবিষয়ক হইতেছে । পূৰ্ণ বচনের উত্তরার্কে, যে বিবাহের বিধি আছে, যদি পর বচনকে ঐ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক বল, তাহা হইলে, পর বচনে, “শূদ্রের এক মাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক,” এরূপ নির্দেশ থাকু। কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ; কারণ, যে বচনে কেবল দ্বিজাতির বিবাহের উপযোগিনী কন্যার নির্বচন হইতেছে, তাহাতে শূদ্রের বিবাহের উল্লেখ, কোনও মতে, সম্ভবিত্তে পারে না । অতএব, পর বচন পূৰ্ণ বচনে উল্লিখিত কামাৰ্থ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক নহে ।

চারি বর্ণের বিবাহসমষ্টির নিরূপণ এই বচনের উদ্দেশ্য । ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ; বৈশ্য বৈশ্যা, শূদ্রা ; শূদ্র এক মাত্র শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে ; ইহাই এই বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কোন অবস্থায়, যথাক্রমে, চারি, তিন, দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে, তাহা পূৰ্ণ বচনে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সর্বণী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্যা, বিবাহ করিবেক ; পরে, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসর্বণী, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি কন্যা, বিবাহ করিতে পারিবেক । ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সর্বণী, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-কন্যা, বিবাহ করিবেক ; পরে, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসর্বণী, অর্থাৎ বৈশ্যাদি কন্যা, বিবাহ করিতে পারিবেক । বৈশ্য, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সর্বণী, অর্থাৎ বৈশ্যকন্যা, বিবাহ করিবেক ; পরে,

রতিকামন্যায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা, অর্থাৎ শূদ্রকন্যা, বিবাহ করিতে পারিবেক । অতএব, ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ, কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ, শাস্ত্রকারদিগের অভি-  
প্রেত, তাহার কোনও সংশয় নাই ।

এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, কিংবা আমার কপোলকল্পিত অথবা, লোকবিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত, এই সংশয়ের নিরসন-  
বাসনায়, পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মীমাংসা উদ্ধৃত হইতেছে ;—

মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

“লক্ষণাঃ ক্ষিরমুদ্রহেদিভ্যুক্তং তত্রোদ্বহনায়া কস্তা । দ্বাবধা সবর্ণা  
চাসবর্ণা চ তয়োরাভ্যা প্রশস্তা তসাহ মনুঃ

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ।

কামতন্ত্ৰে প্ররত্তানামিমাঃ সূ্যঃ ক্রমশোঃ বরাঃ ॥

অগ্রে স্নাতকস্ত প্রথমবিবাহে দারকর্ম্মণি অগ্নিহোত্রাদৌ ধর্ম্মে  
সবর্ণা বরেণ সমানো বর্ণে ব্রাহ্মণাদির্ভিত্তাঃ সা যথা ব্রাহ্মণস্ত  
ব্রাহ্মণী কত্রিয়স্ত কত্রিয়া বৈশ্তস্ত বৈশ্যা প্রশস্তা ধর্ম্মার্থমাদৌ  
সবর্ণাসূতা পশ্চাৎ রিরং সবশ্চেৎ তদা তেষাম্ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ  
ইমাঃ কত্রিয়াগাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ সূ্যঃ” ( ১২ ) ।

সুতলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবেক, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ।  
বিবাহযোগ্য কন্যা দ্বিবিধা, সবর্ণা ও অসবর্ণা ; তাহার মধ্যে,  
সবর্ণা প্রশস্তা ; যথা, মনু কহিয়াছেন, “অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম  
সম্পাদনের নিমিত্ত, ঋত্বকের প্রথম বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ  
বরের সজাতীয়া কন্যা প্রশস্তা, যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী,  
কত্রিয়ের কত্রিয়া, বৈশ্যের বৈশ্যা । দ্বিজাতিরা, ধর্ম্মার্থ-  
.

সম্পাদনের দ্বিমিত, অগ্রে সৰ্গা বিবাহ করিয়া, পক্ষাৎ যদি রিৱংজ হয়, অর্থাৎ রতিকামনা পূর্ণ করিতে চাহে, তবে অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যা, শূদ্রা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভাৰ্য্যা হইবেক ।

মিত্রমিশ্র কহিয়াছেন,

“অতএব মনুনা

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রৱত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরা ইতি ॥

কামতঃ ইতি অবরাঃ ইতি চ বদতা সবর্ণাপরিণয়নামব মুখ্যমিত্যুক্তম্ ( ১৩ ) ।”

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সৰ্গা বিহিতা ; কিন্তু যাহারা কামতঃ, অর্থাৎ কামবশতঃ, বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা, অনুলোম ক্রমে, তাহাদের ভাৰ্য্যা হইবেক । এ স্থলে মনু “কামতঃ” ও “অবরাঃ” এই দুই কথা বলাতে, অর্থাৎ কামনিবন্ধন বিবাহস্থলে অসবর্ণা বিবাহের বিধিৎসুয়াতে, সবর্ণাপরিণয় মুখ্য-বিবাহ, ইহাই উক্ত হইয়াছে ।

বিশ্বেশ্বরভট্ট কহিয়াছেন,

“অনুলোমক্রমেণ , দ্বিজাতীনাং সবর্ণাপানিগ্রহণসমনস্তরং ক্ষত্রিয়াদিকন্তাপরিণয়ো বিহিতঃ তত্র চ সবর্ণাবিবাহো মুখ্যঃ ইতরস্তনুকল্পঃ ( ১৪ ) ।”

দ্বিজাতিদিগের সবর্ণাপানিগ্রহণের পর, অনুলোম ক্রমে, ক্ষত্রিয়াদিকন্তাপরিণয় বিহিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে, সবর্ণা-বিবাহ মুখ্য কল্প, অসবর্ণাবিবাহ অনুকল্প ।

এইরূপে, সবর্ণাপরিণয় বিবাহের মুখ্য কল্প, অসবর্ণাপরিণয় বিবাহের অনুকল্প, এই ব্যবস্থা করিয়া, বিশ্বেশ্বরভট্ট অনু-কল্পের স্থল দেখাইতেছেন,

“অথ দরাসুকল্পঃ । উক্ত মনুঃ

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥

অবরাঃ জঘতাঃ ( ১৫ ) ।”

অতঃপর বিবাহের অনুকল্পপক্ষ কথিত হইতেছে । সে বিষয়ে মনু কহিয়াছেন, দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থে বিবাহে সবর্ণা বিহিতা ; কিন্তু, যাহারা কামতঃ, অর্থাৎ কাম বশতঃ, বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা, অনুক্রমে ক্রমে, তাহাদের ভার্য্যা হইবেক । অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা ক্ষত্রিয়াদিকন্যা ।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ধর্ম্মার্থে সবর্ণা-বিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণা-বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত, মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র, ও বিশ্বেশ্বরভট্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না । অধুনা, বোধ করি, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও অঙ্গীকার করিতে পারেন, এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক-বিমোহনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব সিদ্ধান্ত নহে ।

ধর্ম্মার্থে সবর্ণা-বিবাহ বিহিত, আর কামার্থে অসবর্ণা-বিবাহ অনুমোদিত, শাস্ত্রান্তরেও তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । যথা,

সবর্ণা যন্ত বা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী হি সা স্মৃতা ।

অসবর্ণা তু বা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা (১৬) ॥

বাহার যে সবর্ণা ভার্য্যা, তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলে ; আর, বাহার যে অসবর্ণা ভার্য্যা, তাহাকে কামপত্নী বলে ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, ধর্মকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, বিবাহিতা  
সবর্ণা স্ত্রী ধর্মপত্নী ; আর, কামোপশমনের নিমিত্ত, বিবাহিতা  
অসবর্ণা স্ত্রী কামপত্নী । অতঃপর, ধর্মার্থে সবর্ণাবিবাহ ও  
কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের সম্পূর্ণ অভিমত, এ  
বিষয়ে আর সংশয় থাকা উচিত নহে ।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসবর্ণাবিবাহবিধায়ক মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ আলোচিত হইল ; এক্ষণে, অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত সম্ভব ও সম্ভব কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে । প্রথম পুস্তকে বিধিত্রয়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ;—

“বিধি ত্রিবিধ অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি, ও পরিসংখ্যাবিধি ।  
বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না,  
তাহাকে অপূর্ববিধি কহে ; যেমন, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত,” স্বর্গ-  
কামনায় যাগ করিবেক । এই বিধি না থাকিলে, লোকে, স্বর্গ-  
লাভবাসনায়, কদাচ যাগে প্রবৃত্ত হইত না ; কারণ, যাগ  
করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত নহে । যে  
বিধি দ্বারা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়ম-  
বিধি বলে ; যেমন, “সমে যজ্ঞেত,” সম দেশে যাগ করিবেক ।  
লোকের পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে ; সেই যাগ, কোনও  
স্থানে অবস্থিত হইয়া, করিতে হইবেক ; লোকে, ইচ্ছানুসারে,  
সমান, অসমান, উভয়বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত ; কিন্তু,  
“সমে যজ্ঞেত,” এই বিধি দ্বারা, সমান স্থানে যাগ, করিবেক,  
ইহা নিয়মবদ্ধ হইল । যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত  
স্থলে নিবেদন সিদ্ধ হয়, এবং, বিহিত স্থলে, বিধি অনুযায়ী কার্য  
করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে ;  
যেমন, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ”, পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয় । লোকে,



যদৃচ্ছাক্রমে, স্বাভাবিক পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত ; কিন্তু, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ,” এই বিধি দ্বারা, বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত, কুকুরাদি স্বাভাবিক পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ, লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংস-ভক্ষণ কবিত্তে পারিবেক না ; শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ জন্তুর মাংস-ভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ; ইচ্ছা হয়, ভক্ষণ করিবেক ; ইচ্ছা না হয়, ভক্ষণ করিবেক না। সেইরূপ, যদৃচ্ছাক্রমে অধিক বিবাহে উক্ত পুরুষ সর্বণা অসবর্ণা উভয়বিধ স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ করিতে পারিত ; কিন্তু, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছাক্রমে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। অসবর্ণাবিবাহও লোকেব ইচ্ছাধীন ; ইচ্ছা হয়, তাদৃশ বিবাহ করিবেক ; ইচ্ছা না হয়, করিবেক না ; কিন্তু, যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না ; ইহাই বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধির উদ্দেশ্য। এই বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধি বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ঈদৃশ বিবাহ বাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ লোকের ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে ; যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিধিকেই অপূর্ববিধি বলে। এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ইহা দ্বারা অসবর্ণা-বিবাহ, অবশ্যকর্তব্য বলিয়া, নিয়মবদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং, এই বিবাহবিধিকে, অগত্যা, পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক (১৭)।”

(১৭) বিনির্দেশ্যবিধিরপ্যপূর্ববিধিনিয়মবিধিপারিসংখ্যাবিধিতেমা-  
জিবিধঃ বিবিধঃ স্ত্রীনাং কথংমপি বসবর্ণনোক্তপ্রবৃত্তিমৌলপদ্যতে অসবর্ণ-  
পূর্ববিধিঃ নিয়মভূতভিহিতকো বিধিনিয়মবিধিঃ অবিবাহন্যত্র প্রযুক্ত-

যে কারণে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা উপরি উদ্ধৃত অংশে বিশদ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; এজন্য, এস্থলে এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিস্প্রয়োজন । এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার আকোচনা করা আবশ্যিক ।

তাহার প্রথম আপত্তি এই ;—

“মানববচনস্ত যৎ পরিসংখ্যাপরঃ কল্পাতে তৎ কস্ত হেতোঃ ? ন তবৎ তস্ত পরিসংখ্যাকল্পকং কিঞ্চিৎ বচনান্তরমস্তি, নাপি যুক্তিঃ, নবা প্রাচীনসন্দর্ভসম্মতিঃ । তস্মাচ অসতি পরিসংখ্যাকল্পকযুক্ত্যাদৌ দোষত্রয়গ্রস্তাঃ পরিসংখ্যা স্বীকৃত্য মানববচনস্ত যৎ দোষত্রয়কলঙ্কপক্ষে নিক্ষেপণং কৃতং তৎ কেবলং স্বাতীষ্ট-সিক্কিমনীষ্যৈব । পরিসংখ্যায়াং হি

ঋতার্থস্ত পরিত্যাগাদঋতার্থস্ত কল্পনাৎ ।

প্রাপ্তস্ত বাধাদিতোবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা ইতি ॥

ঋতার্থত্যাগাঋতার্থকল্পনপ্রাপ্তবাধরূপঃ মীমাংসাসাধনসিদ্ধঃ দোষ-  
ত্রয়ং স্বীকার্যং তস্ত চ সতি গত্যন্তরে নৈবাসীকার্যতা (১৮) ।”

মনুবচনে যে বিবাহবিধি আছে, উহার যে পরিসংখ্যাত্ত্ব কল্পিত হইতেছে, তাহার হেতু কি । ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত্বকল্পনার প্রমাণস্বরূপ বচনান্তর নাই, যুক্তিও নাই, এবং প্রাচীন গ্রন্থের সম্মতিও নাই । এইরূপ প্রমাণবিরহে, ত্রিদোষগ্রস্তা পরিসংখ্যা স্বীকার করিয়া, মনুবচনকে যে দোষ-

বিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ তদুৎকং বিবিরত্যন্তরপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ  
পাক্ষিকে সতি । • তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যোতি নীয়তে ॥

বিধিস্বরূপ ।

(১৮) বহুবিবাহবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠা ।

ঐয়রূপ কলহগন্ধে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, কেবল স্বীয় অভীষ্ট-  
নিষিদ্ধেই তাহার স্থল । পরিসংখ্যাতে ঐক্য অর্থের  
ত্যাগ, অকৃত অর্থের কল্পনা, প্রাপ্ত বিষয়ের বাধ,  
মীমাংসাসাধনসিদ্ধ এই দোষত্রয় স্বীকার করিতে হয় ; এজন্য,  
গতান্তরনস্বে, পরিসংখ্যা, কোনও মতে, স্বীকার করা যায় না ।

মীমাংসকেরা পরিসংখ্যাবিধির যে লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া-  
ছেন, যে বিধি সেই লক্ষণে আক্রান্ত হয়, তাহা পরিসংখ্যা  
বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে । প্রথম পুস্তকে দর্শিত  
হইয়াছে, মনুর অসবর্ণবিবাহবিধি পরিসংখ্যাবিধির সম্পূর্ণ  
লক্ষণাক্রান্ত । কামাৰ্ধে, অসবর্ণবিবাহ রাগপ্রাপ্ত বিবাহ ।  
রাগপ্রাপ্ত বিষয়ে বিধি থাকিলে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত  
স্থলে নিষেধ বোধনের নিমিত্ত, ঐ বিধির পরিসংখ্যায় অঙ্গী-  
কৃত হইয়া থাকে । সূতরাং, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণবিবাহ বিষয়ক  
বিধির পরিসংখ্যায় অপরিহার্য ও অবশ্যস্বীকার্য হইতেছে ;  
তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য, অন্যবিধ প্রমাণের অণুমাত্র আব-  
শ্যকতা নাই । “পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষ্যাঃ” পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়,  
এই বাক্যে পঞ্চনখ ভক্ষণ কৃত হইতেছে ; কিন্তু, পঞ্চনখের  
ভক্ষণবিধান এই বাক্যের অভিপ্রেত না হওয়াতে, কৃত  
অর্থের পরিত্যাগ ঘটিতেছে । এই বাক্য দ্বারা, শশ প্রভৃতি  
পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণনিষেধ প্রতিপাদিত হওয়াতে,  
অকৃত অর্থের কল্পনা হইতেছে । আর, রাগপ্রাপ্ত শশ  
প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণের বাধ জন্মিতেছে ।  
অর্থাৎ, পঞ্চনখভক্ষণরূপ, যে অর্থ বিধিবাক্যের অন্তর্গত শব্দ  
দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে ; শশ প্রভৃতি  
পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভক্ষণের নিষেধরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যের

অন্তর্গত শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, তাহা কল্পিত হইতেছে ; আর, ইচ্ছা বশতঃ, শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ন্যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের তক্ষণরূপ যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার বাধ ঘটিতেছে । এই রূপে, পরিসংখ্যাবিধিতে দোষত্রয়স্পর্শ অপরিহার্য্য ; এজন্য, গতান্তর সম্ভবিলে, পরিসংখ্যা স্বীকার করা যায় না । প্রথম পুস্তকে প্রতিপাদিত হইয়াছে, গতান্তর না থাকাতেই, অর্থাৎ অপূর্ববিধি ও নিয়মবিধির স্থল না হওয়াতেই, অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । ফলতঃ, পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ হওয়াতেই, আমি এই বিধির পরিসংখ্যাত্ত স্বীকার করিয়াছি ; স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, কষ্টকল্পনা বা কৌশল অবলম্বন পূর্বক, পরিসংখ্যাত্ত কল্পনা করিয়া, মনুবচনকে অকারণে দোষত্রয়রূপ কলঙ্কপক্ষে নিষ্কিণ্ড করি নাই ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

“কিঞ্চ, বিবাহস্ত রাগপ্রাপ্তত্বাঙ্গীকারে প্রথমবিবাহস্তাপি রাগপ্রাপ্তত্বা সর্বগাং দ্বিয়মুদ্বহেদিত্যাदिমহুচনস্তাপি পরিসংখ্যাপরত্বাপত্তির্কটোরিব । স্বীকৃতঞ্চ বিভাসাগরেণাপ্যন্ত বাক্যস্তোৎপত্তিবিধিভ্ণ অতঃ স্বেজবিকৃতত্বা প্রত্যবস্থানে তন্ত্ণ বিমুগ্ধকারিতা কথঙ্কারং তিষ্ঠেৎ । যথাচ বিবাহস্ত অলৌকিকসংস্কারাপাদকত্বেন ন রাগপ্রাপ্তত্বং তথা প্রতিপাদিতং পুরস্তাৎ (১১) ।”

কিঞ্চ, বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব অঙ্গীকার করিলে, প্রথম বিবাহেরও রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটে ; এবং, তাহা হইলে, সর্বগা জীর পাণিগ্রহণ করিলেক, ইত্যাদি মনুবচনেরও পরি-

সংখ্যাপরদ্বয়টীয়া দুর্নিবার হইয়া উঠে। বিদ্যাভাগবৎ, এই মনুবাক্য অপরূপবিধির স্থল বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছেন ; এক্ষণে যোক্তবিশেষ নির্দেশ করিলে, কিরূপে তাহার বিদ্যাকারিত্তা প্রকটিত পাবে। বিবাহ অলৌকিকসংস্কারসম্পাদক ; এজন্য, তাহার রাগপ্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

বিবাহের রাগপ্রাপ্ত স্বীকার করিলে,

গুরুণামৃতঃ স্নাত্ব সমারুত্তো যথাবিধি ।

ঔদ্বহেত দ্বিজো ভার্ঘ্যাং সৰ্বণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥৩৮।

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমারুতন করিয়া, সজ্জাতীয়া স্নলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

এই মনুবচনে প্রথম ভার্ঘ্যং ধর্মার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহারও পরিসংখ্যাত্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ; এমন স্থলে,

সৰ্বণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥৩৯।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সৰ্বণা কন্যা বিহিতা ; কিন্তু, তাহার। কাম বশতঃ, বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহার।, অবলোকন ক্রমে, অসৰ্বণা বিবাহ করিবেক ।

এই মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহার পরিসংখ্যাত্তপরিহার সুদূরপর্য্যন্ত । অতএব, বিবাহের রাগপ্রাপ্ত স্বীকার করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। তাদৃশ স্বীকারে একবার আবদ্ধ হইলে, আর কোনও মতে অসৰ্বণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত নিবারণ করিতে পারিবেন না ; এই ভয়ে, পূর্বাপরপর্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্ত অলাপ করাই প্রেরণকল্প বিবে-

চনা করিয়াছেন । কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, অপলাপে প্রবৃত্ত হইয়া, কৃতকার্য হইতে পারিবেন, তাহার পথ রাখেন নাই । তিনি কহিতেছেন, “বিবাহ অমৌকিকলংকারমস্পাদক, একন্য, উহার রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না, তাহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে” । পূর্বে ক্রুরূপে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎপ্রদর্শনার্থ তদীয় পূর্ব লিখন উদ্ধৃত হইতেছে,—

“কিঞ্চ, অবিন্নতব্রজচর্যো বমিচ্ছেত্তু তমাবসেৎ । ইতি মিতাকরাধৃতবাক্য্যং ব্রজচর্যাতিবিক্রমশ্রমাত্তেষু বাগপ্রযুক্ত-  
ত্বাং গৃহস্থাপ্রমদ্যাপি বাগপ্রযুক্তত্বা তদধীনপ্রবৃত্তিকবিবাহ-  
ন্যাপি বাগপ্রযুক্তত্বেন কাম্যত্বন্যৈবোচ্চিহত্বাৎ” (২০) ।”

কিঞ্চ যথাবিধানে ব্রজচর্য্য নির্বাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক ; মিতাকরাধৃত এই বচন অনুসারে, ব্রজচর্য্য ব্যতিরিক্ত আশ্রমসমূহই রাগপ্রাপ্ত ; স্তুতরাং, গৃহস্থাপ্রমও রাগপ্রাপ্ত ; গৃহস্থাপ্রমের রাগপ্রাপ্ততা বশতঃ, গৃহস্থাপ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও রাগপ্রাপ্ত, স্তুতরাং, উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত ।

ইচ্ছাময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই বলেন । তদীয় পূর্ব লিখন দ্বারা, “বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব” প্রতিপাদিত হইতেছে, অথবা “বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না,” তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । সে যাহা হউক, আমি তদীয় যথেষ্টচার দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়াছি । তিনি পূর্বে, দৃঢ় বাক্যে, “বিবাহ রাগপ্রাপ্ত,” ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছেন ; এক্ষণে

অনায়াসে, তুল্যরূপ দৃঢ় বাক্যে, “বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে,” ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ।

বিতণ্ডাপিশাচী স্বক্ষে আরোহণ করিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না । পূর্বে, যখন ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছিল, তখন তিনি, বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত, প্রয়াস পাইয়াছেন ; কারণ, তখন বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার না করিলে, ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন সম্পন্ন হয় না । এক্ষণে, কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছে ; সুতরাং বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন ; কারণ, এখন বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব অস্বীকার না করিলে, কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন সম্পন্ন হয় না । এক্ষণে, সকলে নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, একরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ লিখন কেহ কখনও এক লেখনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছেন কি না । পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন” (২১) । অধুনা, ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষীরা, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ব লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, “বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত,” এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন ; অথবা, তদীয় শেষ লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, “বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত নয়,” এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিবেন, ধর্ম্মোপ-

দেষ্ট। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সে বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। আমায় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ, অসঙ্কুচিত চিত্তে, এই উত্তর দিব, উভয় ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য করা উচিত ও আবশ্যিক। মনু কহিয়াছেন,

প্রতিদ্বৈধন্তু যত্র স্মাত্তত্র ধর্ম্মাবৃত্তৌ স্মৃতৌ ।২।১৪।

যে স্থলে প্রতিদ্বয়ের বিরোধ ঘটে, তথায় উভয়ই ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থাপিত।

উভয়ই বেদবাক্য, স্মৃতবাং উভয়ই সমান মাননীয়। বেদ-বাক্যের পরম্পর বিরোধ স্থলে, বিকম্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, বেদের মানরক্ষা হয় না। সেইরূপ, এই উভয় ব্যবস্থাই এক লেখনী হইতে নির্গত, স্মৃতবাং উভয়ই সমান মাননীয়। বিকম্পব্যবস্থা অবলম্বন পূর্বক, উভয় ব্যবস্থা, শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে, সর্কশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মানরক্ষা হয় না।

তিনি কহিয়াছেন,

“বিভাসাগরও, এই মন্তব্যাক্য অপূর্ববিধির স্থল বলিয়া, অঙ্গীকার কবিয়াছেন; এক্ষণে স্বেচ্ছাসিদ্ধ নির্দেশ করিলে, কিরূপে তাঁহার বিশ্বস্তকারিতা থাকিতে পারে।”

এস্থলে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত মনুবচনে ধর্ম্মার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, পূর্বে আমি ঐ বিধিকে অপূর্ববিধি, ও ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও করিতেছি। তখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাসপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই; এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী



বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্ররত্ত নহি । আর, মনুর বচনান্তরে কামার্ব বিবাহের যে বিধি আছে, পূর্বে ঐ বিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, ও ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বিবাহ, বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও করিতেছি । তখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই ; এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্ররত্ত নহি । সুতরাং, এ উপলক্ষে আমার বিম্বশ্চকারিতা ব্যাঘাতের কোনও আশঙ্কা বা সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ ঈদৃশী আশঙ্কা উপস্থিত হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না । যাহা হউক, আশ্চর্য্যের অথবা কৌতুকের বিষয় এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় অন্তের বিম্বশ্চকারিতা রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন ; কিন্তু নিজের বিম্বশ্চকারিতা রক্ষা পক্ষে অক্ষপে মাত্র নাই ।

বাহ্য দর্শিত হইল, তদনুসারে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় পূর্বে স্বীকার করিয়াছেন, বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত ; সুতরাং, কামার্ব বিবাহেরও রাগপ্রাপ্ত স্বীকার করা হইয়াছে । পরে স্বীকার করিয়াছেন, বিবাহের রাগপ্রাপ্ত স্বীকার করিলে, বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত্ব স্বীকার অপরিহার্য্য ; সুতরাং, পূর্বস্বীকৃত রাগপ্রাপ্ত কামার্ব বিবাহবিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজের স্বীকার অনুসারে, কামার্ব বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব, ও কামার্ব বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত্ব, প্রতিপন্ন হইতেছে কি না ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

“কিঞ্চ, মনুনা ইমাশ্চেতি ইদমা পুরোবর্তিনীনামেব দার-  
কর্ম্মণি বর্ণক্রমেণ বরদ্বমুক্তং পুরোবর্তিত্ত্বচ্চ ব্রাহ্মণস্য সর্বণা  
কল্লিয়াদিরুক্তিশ্চ, কল্লিয়স্য সর্বণা বৈশ্যা শূদ্রা চ, বৈশ্যস্য  
সর্বণা শূদ্রা চ, শূদ্রস্য শূদ্রেবেতি । তস্য চ পরিসংখ্যাতকল্পনে  
প্রত্যভ্য এব সর্বণাসর্বণাভ্যঃ অতিরিক্তবিবাহনিষেধপরত্বং বাচ্যং  
ততশ্চ কথংকারম্ অসর্বণাতিরিক্তমাত্রং নিষিধ্যোত (২২) ।

কিঞ্চ, মনু, ‘ইমাঃ’ অর্থাৎ এই সকল কন্যা, এই কথা  
বলিয়া, বিবাহ বিষয়ে অনুলোম ক্রমে পুরোবর্তিনী অর্থাৎ  
পরবচনোক্ত কন্যাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । পুরো-  
বর্তিনী কন্যাসকল এই ব্রাহ্মণের সর্বণা ও কল্লিয়া প্রভৃতি  
তিন ; কল্লিয়ের সর্বণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা ; বৈশ্যের সর্বণা ও  
শূদ্রা ; শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা । এই বচনের পরিসংখ্যাত  
কল্পনা করিলে, পরবচনে যে সর্বণা ও অসর্বণা কন্যার নির্দেশ  
আছে, তদতিরিক্ত কন্যার বিবাহনিষেধ অভিপ্রেত বলিতে  
হইবেক ; অতএব কেবল অসর্বণাব্যতিরিক্ত কন্যার বিবাহ-  
নিষেধ কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে ।

পূর্বে সর্বিস্তর দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়  
মনুবচনের যে পাঠ ও যে অর্থ স্থির করিয়াছেন, ঐ পাঠ ও  
ঐ অর্থ বচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ নহে । ঐ বচন  
দ্বারা সর্বণা ও অসর্বণা উভয়ের বিবাহ বিহিত হয় নাই ;  
কেবল অসর্বণার বিবাহই বিহিত হইয়াছে । সুতরাং, ঐ  
বচনে উল্লিখিত বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত স্বীকার করিলে,  
অসর্বণা ব্যতিরিক্ত কল্পার বিবাহ নিষেধ প্রতিপন্ন হইবার  
কোনও প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয়,

সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ মনুবচনের অভি-  
 প্রেত, এই অমূলক সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই, এই আপত্তি  
 উত্থাপন করিয়াছেন, মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ  
 অবগত থাকিলে, কদাচ ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উত্থাপনে  
 প্রবৃত্ত হইতেন না ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই ;—

“কিঞ্চ পরিসংখ্যামিতরনিবৃত্তিবেব বিহিতা বিধিপ্রত্যয়ার্থা-  
 শ্রয়ত্বস্যেব বিহিতত্বাৎ “অশ্বাভিধানীমাদন্তে” ইত্যাদৌ চ  
 অশ্বাভিরিক্তরশনাগ্রহণাভাব ইষ্টসাধনং তাদৃশগ্রহণাভাবেন ইষ্টং  
 ভাবয়েদিত্তি বা. “এক পক্ষনখান্ ভুঞ্জীত” ইত্যাদৌ চ শশাদি-  
 পক্ষভিন্নপক্ষনখভোজনং ন ইষ্টসাধনম্ ইতি তত্র তত্র বিধ্যর্থঃ  
 ফলিতঃ তত্র চ অশ্বরশনাগ্রহণে শশাদিভোজনে চ তত্তদ্বিধেরৌ-  
 দাসীভ্রমেবেত্যেবং পরিসংখ্যাসরণৌ স্থিত্যাং মানববচনেহপি  
 সবর্ণায়া অসবর্ণায়া বা বিবাহে বিধেরৌদাসীভ্রমেধ বাচ্যং,  
 কেবলং তদতিবিক্তবিবাহাভাব এব বিহিতঃ স্ত্রাৎ তথাচ কত্রিয়া-  
 দীনামসবর্ণানাং কথং বিবাহসিদ্ধির্ভবেৎ । ততশ্চ কত্রিয়াদি-  
 বিবাহস্তাবিহিতত্বেন, তদগর্ভজাতসন্তানস্তানোরসদ্বাপত্তিঃ (২৩) ।”

কিঞ্চ, পরিসংখ্যাস্তলে বিনিবাক্যোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত  
 বর্জনই বিহিত, কারণ বিধিপ্রত্যয়ের অর্থের আশ্রয়ই বিহিত  
 হইয়া থাকে ; অশ্বরশনা গ্রহণ করিবেক, ইত্যাদি হলে, অশ্ব  
 ব্যতিরিক্ত রশনাগ্রহণের অভাব ইষ্টসাধন অথবা তাদৃশ-  
 গ্রহণের অভাব দ্বারা ইষ্টচিত্তা করিবেক, এইরূপ ; এবং,  
 পাঁচটি পক্ষনখ ভক্ষণীয় ইত্যাদি হলে, শশ প্রভৃতি পক্ষ ব্যতি-  
 রিক্ত পক্ষনখভোজন ইষ্টসাধন নহে, এইরূপ তত্তৎ হলে  
 বিধির অর্থ প্রতিপন্ন হয় । তাহাতে অশ্বরশনাগ্রহণে ও শশ  
 প্রভৃতি ভোজনে তত্তৎ বিধির উদ্বাদানাই থাকে । এইরূপ

পরিসংখ্যাপদ্ধতি থাকাতে, মনুবচনেও সর্বণার অসর্বণার বিবাহ বিষয়ে বিধির উদাসীন্য বলিতে হইবেক ; কেবল তদ্ব্যতিরিক্ত বিবাহের অচাৰই বিহিত হইতেছে । সুতরাং, কল্লিয়াদি অসর্বণার বিবাহ সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে ; এবং সেই হেতু বশতঃ, কল্লিয়াদি বিবাহ অবিহিত হওয়াতে, তদ্ব্যতিরিক্ত সন্তানের উৎসঙ্গ ব্যাঘাত ঘটে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধবোধনই পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য, বিহিত বিষয়ের কর্তব্যবোধন ঐ বিধির লক্ষ্য নহে ; যদি সেরূপ লক্ষ্য না হইল, তাহা হইলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয় বিহিত হইল না ; যদি বিহিত না হইল, তাহা হইলে উহা কর্তব্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না । “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ,” পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়, এই বিধিবাক্যে যে পঞ্চ পঞ্চনখের উল্লেখ আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা, তদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণনিষেধ প্রতিপাদিত হইতেছে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণবিধান ঐ বিধিবাক্যের উদ্দেশ্য নহে ; সুতরাং, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণ বিহিত হইতেছে না । সেইরূপ, মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, ঐ বিধির পরিসংখ্যায় স্বীকার করিলে, অসর্বণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইবেক, অসর্বণার বিবাহবিধান ঐ বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইবেক না ; যদি তাহা না হইল, তাহা হইলে অসর্বণাবিবাহ বিহিত হইল না ; যদি বিহিত না হইল, তাহা হইলে অসর্বণার গর্তজাত সন্তান অবৈধ স্ত্রীর সংসর্গে সন্তুত হইল ; সুতরাং, উৎস অর্থাৎ বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় এস্থলে পরিসংখ্যাবিধির বেক্লপ

স্বস্ত্য তাৎপর্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুত-  
 পূর্ব্ব। লোকের ইচ্ছা দ্বারা বাহার প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকে  
 রাগপ্রাপ্ত বলে ; তাদৃশ বিষয়ের প্রাপ্তির নিমিত্ত, বিধির  
 আবশ্যকতা নাই। যদি বিধি থাকে, তাহা হইলে, বিহিত  
 বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয় ; অর্থাৎ, যদিও  
 তাদৃশ সমস্ত বিষয় ইচ্ছা দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু,  
 কতিপয় স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, কেবল ঐ কয় স্থলে  
 ইচ্ছা অনুসারে চলিবার অধিকার থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে  
 নিষেধ বোধিত হয়। পঞ্চনখ ভক্ষণ রাগপ্রাপ্ত ; কারণ,  
 লোকে, ইচ্ছা করিলেই, তাহা ভক্ষণ করিতে পারে ; সুতরাং,  
 তাহার প্রাপ্তির জন্য, বিধির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, শশ  
 প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের নির্দেশ করিয়া ভক্ষণের বিধি  
 দেওয়াতে, ঐ পাঁচ স্থলে, ইচ্ছা অনুসারে, ভক্ষণের অধিকার  
 থাকিতেছে ; তদতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইতেছে ;  
 উহাদের ভক্ষণে আর অধিকার রহিতেছে না। সুতরাং,  
 “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ”, এই বিধি দ্বারা, শশ প্রভৃতি পঞ্চ  
 মাত্র পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইতেছে, তদ্য-  
 তিরিক্ত যাবতীয় পঞ্চনখ অভক্ষ্য পক্ষে নিষ্কিণ্ড হইতেছে।  
 শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ দোষাবহ নহে ; কারণ,  
 লোকের ইচ্ছা বশতঃ তাহাদের ভক্ষণের যে প্রাপ্তি ছিল,  
 শাস্ত্রের বিধি দ্বারা তাহা নিবারিত হইতেছে না ; শশ  
 প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ দোষাবহ হইতেছে ;  
 কারণ, যাবতীয় পঞ্চনখ ভক্ষণ ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইলেও,  
 শশ প্রভৃতি পাঁচটি ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, তদ্যতিরিক্ত  
 সমস্ত পঞ্চনখের ভক্ষণ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেইরূপ,

কামাৰ্শ বিবাহ স্থলে, লোকেৰ ইচ্ছা বশতঃ, সৰ্বণা ও অসৰ্বণা উভয়েৰই প্ৰাপ্তি ঘটিয়াছিল ; কিন্তু, বদৃচ্ছা ক্ৰমে বিবাহ-প্ৰস্তুত পুৰুষ অসৰ্বণা বিবাহ কৰিবেক, এই বিধি দেওয়াতে, অসৰ্বণা ব্যতিৰিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে ; অসৰ্বণা বিবাহ পূৰ্ববৎ ইচ্ছাপ্ৰাপ্ত থাকিতেছে ; অৰ্থাৎ, ইচ্ছা হইলে, অসৰ্বণা বিবাহ কৰিতে পাৰিবেক ; কাৰণ, পূৰ্বেও ইচ্ছা দ্বাৰা অসৰ্বণাৰ প্ৰাপ্তি ছিল, এবং বিধি দ্বাৰাও অসৰ্বণাৰ প্ৰাপ্তি নিবাৰিত হইতেছে না । পৰিসংখ্যাবিধিৰ এইৰূপ তাৎপৰ্য্যব্যাখ্যা সচৰাচৰ পৰিগৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু, তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়েৰ তাৎপৰ্য্যব্যাখ্যা অনুসাৰে, শশ প্ৰভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ, ও অসৰ্বণা বিবাহ, উভয়ই অবিহিত ; সুতৰাং, উভয়ই দোষাবহ ; শশ প্ৰভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ কৰিলে, প্ৰত্যাবায়গ্ৰস্ত হইতে হইবেক ; এবং অসৰ্বণা বিবাহ কৰিলে, তাহাৰ গৰ্ভজাত সন্তান, অবৈধ সন্তান বলিয়া, পৰিগণিত হইবেক । তিনি, এস্থলে, পৰিসংখ্যাবিধিৰ এৰূপ তাৎপৰ্য্যব্যাখ্যা কৰিয়াছেন ; কিন্তু, পূৰ্বে সৰ্বসম্মত তাৎপৰ্য্যব্যাখ্যা অৰলম্বন কৰিয়া আনিয়াছেন । তথাপি স্বীকাৰ কৰিয়াছেন, পৰিসংখ্যাবিধি দ্বাৰা, বিহিত বিষয়েৰ অতিৰিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং সেই নিষেধ দ্বাৰা, বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কৰ্ম কৰিবাৰ অধিকাৰ অব্যাহত থাকে । যথা,

“রতিস্থতঃ রাগপ্রাপ্তৌ ভূপায়ন্তঃ স্ত্রীগমনস্তাপি রাগপ্রাপ্তৌ  
সত্যং স্বদাননিরতঃ সচেতি মানবচক্ৰস্ত পরদারান্ ন গচ্ছে-  
দिति পরিসংখ্যাপ্রভাৰাঃ সৰ্বকঃ স্বীকারণ পরদারগমন-  
নিষেধাৎ ভব্যদাসেন আনিবিক্ৰমীকৃত্যং শাস্ত্রবিহিতস্বী-

সংস্কারং বিনা হুপপরিমিতানিষিদ্ধতাপ্রয়োজকঃ সংস্কার আকি-  
প্যতে” (২৪) ।

রতিমুখ ও তাহার উপায়ভূত জীগমস রাগপ্রাপ্ত হওয়াতে,  
“সদা স্বদারপরায়াণ হইবেক,” এই মনুবচন, পরদারগমন  
করিবেক না, এরূপ পরিসংখ্যার স্থল বলিয়া, সকলে স্বীকার  
করিয়া থাকেন ; তদনুসারে পরদারগমন নিষেধ বলতঃ, পর-  
দারবর্জন পূর্বক অনিষিদ্ধ জীগমস শাস্ত্রবিহিত সংস্কার ব্যক্তি-  
রেকে সিদ্ধ হইতে পারে না, এই হেতুতে, অনিষিদ্ধতার  
প্রয়োজক সংস্কার আক্লিপ্ত হয় ।

রতিকামনায় স্ত্রীসন্তোগ রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাধীন ;  
রতিমুখলাভের ইচ্ছা হইলে, পুরুষ স্ত্রী সন্তোগ করিতে পারে ;  
স্বস্ত্রী ও পরস্ত্রী উভয় সন্তোগেই রতিমুখলাভ সম্ভব ; সুতরাং,  
পুরুষ, ইচ্ছা অনুসারে, উভয়বিধ স্ত্রী সন্তোগ করিতে পারিত ;  
কিন্তু মনু, “সদা স্বদারপরায়াণ হইবেক,” এই বিধি দিয়াছেন ।  
এই বিধি সর্দসম্মত পরিসংখ্যাবিধি । এই বিধি দ্বারা, পরদার  
বর্জন পূর্বক, স্বদার গমন প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

এক্ষণে, পরিসংখ্যাবিধি বিষয়ে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের  
দ্বিবিধ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা উপলব্ধ হইতেছে । তদীয় প্রথম  
ব্যাখ্যা অনুসারে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ  
প্রতিপাদন দ্বারা, বিহিত বিষয়ের অনুষ্ঠান প্রতিপাদিত হয় ;  
সুতরাং, বিধিবাক্যোক্ত বিষয় অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্য-  
বায়জনক নহে । দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, বিহিত বিষয়ের  
অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাদনই পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য,  
বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের বিহিতপ্রতিপাদন, কোনও মতে,

উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং, তাহা অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়জনক । তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রমাণপদবীতে অধিরোহিত হইলে, মনুর স্বদারগমনবিষয়ক সর্বসম্মত পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা, পরদারগমন মাত্র নিষিদ্ধ হয়, স্বদারগমনের বিহিতত্ব প্রতিপন্ন হয় না ; সুতরাং, স্বদারগমন অবিহিত, ও স্বদারগম্ভসম্বৃত ঐরস সন্তান অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত, হইয়া উঠে । যাহা হউক, এক বিষয়ে এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না । কলকথা এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন বাহাতে সুবিধা দেখেন, তাহাই বলেন ; যাহা বলিতেছি, তাহা যথার্থ শাস্ত্রার্থ কি না ; অথবা, পূর্বে যাহা বলিয়াছি, এবং এক্ষণে যাহা বলিতেছি, এ উভয়ের পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন না । যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার তদ্রূপ অনুধাবন করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে, এরূপ বোধ হয় না । বস্তুতঃ, কি শাস্ত্রীয় বিচার, কি লৌকিক ব্যবহার, সর্ব বিষয়েই তিনি সম্পূর্ণ যথেষ্টচারী ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অসবর্ণবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, এইরূপ আরও দুই একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন ; অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক বিবেচনায়, এ স্থলে আর সে সকলের উল্লেখ ও আলোচনা করা মেল না । যদৃচ্ছা স্থলে যত ইচ্ছা সবর্ণবিবাহ প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই, তিনি অসবর্ণবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন । তিনি ভাবিয়াছেন, ঐ বিবাহবিধির পরি-



সংখ্যাত্ত খণ্ডিত ও অপূর্ববিধির সংস্থাপিত হইলোই, বহুছা ক্রমে যত ইচ্ছা সৰ্গাবিবাহ নির্বিবাদে সিদ্ধ হইবেক । কিন্তু সে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র । মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, সে বোধ না থাকাতোই, তাঁহার মনে তাহাশ বিষম কুসংস্কার জন্মিয়া আছে । তিনি মানবীয় বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধিই বলুন, নিয়মবিধিই বলুন, আর পরিসংখ্যাবিধিই বলুন, উহা দ্বারা, কাম স্থলে, অসবর্ণা বিবাহই প্রতিপন্ন হইবেক, বহুছা ক্রমে যত ইচ্ছা সৰ্গা ও অসবর্ণা বিবাহ, কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতে পারিবেক না । তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় মনে করুন, তিনি এই বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত খণ্ডনে ও অপূর্ববিধির সংস্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছেন ; কিন্তু, আমি তাহাতে তাঁহার কোনও ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না । পূর্বে নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে,

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥৩।১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সৰ্গা কন্যা বিহিতা ; কিন্তু তাহারা কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হইয়, তাহারা অনুসারে ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক ।

এই মনুবচন দ্বারা, বহুছা স্থলে, কেবল অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইয়াছে । যদি এই বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধি বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবেক, এইরূপ অসবর্ণাবিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইবেক ; পরিসংখ্যার স্তায়, অসবর্ণা স্মৃতিরিক্ত বিবাহ করিবেক না, এরূপ নিষেধ বোধিত

হইবেক না । যদি, কাম স্থলে, সর্বণা ও অসর্বণা, উভয়বিধস্ত্রী-  
বিবাহ মনুবচনের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, তর্কবাচস্পতি  
মহাশয়ের ইষ্টসিদ্ধি ঘটিতে পারিত ; অর্থাৎ, সর্বণা ও  
অসর্বণা, উভয়বিধস্ত্রীবিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইত,  
এবং, তাহা হইলেই, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সর্বণা ও অসর্বণা  
বিবাহ অনায়াসে সিদ্ধ হইত । কিন্তু, পূর্বে, নিঃসংশয়িত রূপে,  
প্রতিপাদিত হইয়াছে, অসর্বণাবিবাহবিধানই মনুবচনের এক  
মাত্র উদ্দেশ্য ; সুতরাং, অপূর্ববিধি কল্পনা করিয়া, সর্বণা  
ও অসর্বণা, উভয়বিধস্ত্রীবিবাহ সিদ্ধ করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া  
আছে । অতএব, অপূর্ববিধি স্বীকার করিলেও, তর্কবাচস্পতি  
মহাশয়ের কোনও উপকার দর্শিতেছে না ; এবং, যদৃচ্ছা  
ক্রমে বিবাহপ্ররত্ত পুরুষ অসর্বণা বিবাহ করিতে পারে,  
আমার অবলম্বিত এই চিরন্তন মীমাংসারও, কোনও অংশে,  
হানি ঘটিতেছে না । আর, যদি এই বিবাহবিধিকে নিয়ম-  
বিধি বলা যায়, তাহাতেও, আমার পক্ষে কোনও হানি, এবং  
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পক্ষে কোনও ইষ্টাপত্তি, দৃষ্ট হইতেছে  
না । নিয়মবিধি অস্বীকৃত হইলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবেক,  
যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্ররত্ত পুরুষ সর্বণা ও অসর্বণা উভয়বিধ  
স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিত ; কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ-  
প্ররত্ত পুরুষ অসর্বণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত  
হওয়াতে, যদৃচ্ছা স্থলে অসর্বণা বিবাহ নিয়মবদ্ধ হইল ;  
অর্থাৎ, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসর্বণা  
কস্তারই পাণিগ্রহণ করিবেক ; সুতরাং, যদৃচ্ছা স্থলে,  
সর্বণা ও অসর্বণা, উভয়বিধস্ত্রীবিবাহের আর পথ থাকিতেছে  
না । অতএব, পরিসংখ্যা স্বীকার না করিলেও, যদৃচ্ছা স্থলে

অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে, এ ব্যবস্থার কোনও অংশে ব্যাঘাত ঘটতেছে না । সৰ্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিঞ্চিৎ বুদ্ধিব্যয় করিলে, ও, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, ক্ষণকাল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এ বিষয়ে, আমার পক্ষে, অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি, পরিসংখ্যাবিধি, এ তিন বিধিই সমান ; তবে, পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়াই, পরিসংখ্যাপক্ষ অবলম্বিত হইয়াছিল ; নতুবা, কামার্থে অসবর্ণবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এই বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত্ব স্বীকারের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা নাই ।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পুস্তকে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা আমার কপোল-কল্পিত, শাস্ত্রানুমোদিতও নহে, যুক্তিমূলকও নহে; ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুত তাঁরানাথ তর্কবাচস্পতি, অশেষ প্রকারে, প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্য, এই চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম নিত্য, অপর তিন আশ্রম-কাম্য, নিত্য নহে; গৃহস্থাশ্রম কাম্য, সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও কাম্য। তিনি লিখিয়াছেন,

“অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেৎ তমাবসেদিত্তি মিতাকরাহৃত-  
বাক্যাৎ ব্রহ্মচর্য্যাতিরিক্তাশ্রমমাত্রস্তেব রাগপ্রযুক্তত্বাৎ গৃহস্থা-  
শ্রমস্তাপি রাগপ্রযুক্তত্বা তদধীনপ্রযুক্তিকুবিবাহস্তাপি রাগ-  
প্রযুক্তত্বেন কাম্যত্বৈবোচিতত্বাৎ (১)।”

যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য নির্বাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক; মিতাকরাহৃত এই বচন অনু-সারে, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরিক্ত আশ্রম মাত্রই রাগপ্রাপ্ত; সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমও রাগপ্রাপ্ত; গৃহস্থালয়ের রাগপ্রাপ্ততা বলতঃ, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও রাগপ্রাপ্ত; সুতরাং, ইহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুমারী নহে। মিতাকরাহৃত এক মাত্র বচনের যথাশ্রুত অর্থ অবলম্বন করিয়া,

এরূপ অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত করা, তাহাশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পক্ষে, সন্ধিবেচনার কৰ্ম্ম হয় নাই । কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে, সে বিষয়ে কি কি প্রমাণ আছে, সবিশেষ অনুগতান করিয়া দেখা আবশ্যিক । আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল এক মাত্র প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, মীমাংসা করায়, যীর অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন ব্যতীত, আর কোনও ফল দেখিতে পাওয়া যায় না । যাহা হউক, আশ্রম সকল নিত্য কি না, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, নিত্য কাহাকে বলে, অগ্রে তাহার নিরূপণ করা আবশ্যিক । যে সকল হেতুতে নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রামাণিক সংগ্রহকার সে সমুদয়ের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন । যথা,

নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ ।

ইত্যুক্ত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচৌদনাৎ ।

কলাশ্রুতেবীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্তিতম্ ॥

যে নির্দিষ্টকালে নিত্য শব্দ, সদা শব্দ, বা যাবদায়ুঃ শব্দ থাকে, অথবা, কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না, এরূপ নির্দেশ থাকে, লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি থাকে, ত্যাগ করিবেক না এরূপ নির্দেশ থাকে, কলাশ্রুতি বা থাকে অথবা, বীপ্সা অর্থাৎ এক শব্দের দুই বার প্রয়োগ থাকে, তাহাকে নিত্য বলে ।

উদাহরণ—

নিত্য শব্দ ।

১ । নিত্যং স্নাত্ব শুচিঃ কুৰ্ব্বাদেবর্ষিণিতৃতপর্ণম্(২) ।

স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবতপর্ণ, অর্ষতপর্ণ, ও পিতৃতপর্ণ করিবেক ।

সদা শব্দ ।

২ । অপুঞ্জেনৈব কর্তব্যঃ পুঞ্জপ্রতিনিধিঃ সদা ( ৩ ) ।

অপুঞ্জ ব্যক্তি সদা পুঞ্জপ্রতিনিধি করিবেক ।

যাবদায়ুঃ শব্দ ।

৩ । উপোষ্যেকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ স্বরুত্তিভিঃ (৪) ।

হে রাজন্, স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির, যাবদায়ুঃ, অর্থাৎ যাবজ্জীবন,  
একাদশীতে উপবাস করিবেক ।

কদাচ লজ্জন করিবেক না ।

৪ । একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ ( ৫ ) ।\*

একাদশীতে উপবাস করিবেক, কদাচ লজ্জন করিবেক না ।

লজ্জনে দোষশ্রুতি ।

৫ । শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মার্জীৱতম্ ।

ন করোতি নরো যন্ত স ভবেৎ ক্রুররাক্ষসঃ (৬) ॥

যে নর, শ্রাবণ মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণজন্মার্জীৱত না করে, সে  
ক্রুর রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।

ত্যাগ করিবেক না ।

৬ । পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে ।

মৃতকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেদ্বাদশীৱতম্ (৭) ॥

( ৩ ) অত্রিসংহিতা ।

( ৪ ) কালমাধবহৃত অগ্নিপুরাণ ।\*

( ৫ ) কালমাধবহৃত কণ্ববচন ।

( ৬ ) কালমাধবহৃত সনৎকুমারসংহিতা ।

( ৭ ) কালমাধবহৃত বিষ্ণুরহস্য ।

উৎকট আপদই ঘটক, বা আত্মাদেব বিবাহই উপহিত ঘটক,  
বা জননাশৌচ অথবা মরণাশৌচই ঘটক, যাদশীষত ত্যাগ  
করিবেক না ।

কলশ্রুতিঃ না থাকা ।

৭ । অথ শ্রাদ্ধমমাবাস্ত্যায় পিতৃভ্যো দত্তাৎ (৮) ।

অমাবাস্যাতঃ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবেক ।

বীপা ।

৮ । অশ্বযুক্কৃৎপক্ষে তু শ্রাদ্ধং কুর্যাদিনে দিনে (৯) ।

অশ্বিন মাসের কৃৎপক্ষে, দিন দিন শ্রাদ্ধ করিবেক ।

যে সকল হেতু বশতঃ, বিধির নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, সে সমুদয়  
ক্ষতি হইল । এক্ষণে, আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে নিত্যত্বপ্রতি-  
পাদক হেতু আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত,  
ঐ সমস্ত বিধিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে । যথা,

১ । বেদানধীত্য বেদো বা বেদং বাপি যথাক্রমম্ ।

অবিপ্লু তত্রাকচর্যো গৃহস্থাপ্রমমাবসেৎ ॥(১০)

যথাক্রমে এক বেদ, দুই বেদ, অথবা সকল বেদ অধ্যয়ন ও  
যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য নির্বাহ করিয়া, গৃহস্থাপ্রম অবলম্বন করিবেক ।

২ । চতুর্ধমায়ুষো ভাগমুবিদ্বান্তং শুরো দ্বিজঃ ।

দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥(১১) ।

(৮) শ্রাদ্ধতত্ত্বং গোভিলশ্রুতি ।

(৯) মলমালভ্যধৃত ব্রহ্মপুরাণ ।

(১০) মনুসংহিতা । ৩।২ ।

(১১) মনুসংহিতা । ৪।২ ।

বিজ্ঞ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ গুরুত্বপূর্ণে বাস করিয়া, দার-  
পরিগ্রহ পূর্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহশাস্ত্রমে  
অবস্থিতি করিবেক ।

৩ । এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ ।

বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবিধিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ (১২) ।

স্নাতক দ্বিজ, এইরূপে, বিধি পূর্বক, গৃহশাস্ত্রমে অবস্থিতি  
করিয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস  
করিবেক ।

৪ । গৃহস্থস্ত যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাশ্রয়ঃ ।

অপত্যস্ট্যেব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ (১৩) ।

গৃহস্থ যখন আপন শরীরে বলী ও পলিত, এবং অপত্যের  
অপত্য দর্শন করিবেক, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবেক ।

৫ । বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ।

চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সজ্ঞান্ পরিত্রজেৎ ॥ (১৪) ।

এইরূপে, জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া, সর্ব  
সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিত্রজ্য আশ্রম  
অবলম্বন করিবেক ।

৬ । অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুজোন্মুৎপাত্ত ধর্ম্মতঃ ।

ইচ্ছা চ শক্তিতো যজৈর্মমো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥ (১৫) ।

বিধি পূর্বক বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মতঃ পুজোন্মুৎপাদন, এবং যথাশক্তি  
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক ।



এই সমস্ত আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি নাই । পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে, ঐ বিধি নিত্য বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; সুতরাং, এ সমুদয়ই নিত্য বিধি হইতেছে ; এবং, তদনুসারে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্য, চারি আশ্রমই নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ।

কিঞ্চ,

- ১ । জীন্নমানো বৈ ব্রাহ্মণস্তিতির্ধনবান্ জায়তে ব্রহ্ম-  
চর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ  
"এষ বা অনূণো যঃ পুত্ৰী যজ্ঞা ব্রহ্মচর্য্যবান্ (১৬) ।

ব্রাহ্মণ, জন্মপ্রাপ্ত করিয়া, তিন আগে বজ্র হয় ; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট ; যে ব্যক্তি পুত্রোৎপাদন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য নির্বাহ করে, সে ঐ ত্রিবিধ আগে মুক্ত হয় ।

- ২ । ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ।  
অনপাকৃত্য মোক্ষস্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥ (১৭) ।

তিন আগের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক ; অণপরিশোধ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয় ।

- ৩ । ঋণত্রয়াপাকরণমবিধায়াজিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
রাগদ্বৈষাবনির্জিত্য মোক্ষমিচ্ছন্ পতত্যধঃ (১৮) ॥

(১৬) পরাশর্য্যবাস্যহৃত শ্রুতি ।

(১৭) মনুসংহিতা । ৩।৩৫ ।

(১৮) চতুর্ভূষণাচার্য্য-পরিশেবকহৃত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

ঋণত্রয়ের পরিশোধ, ইঞ্জিরবশীকরণ, ও রাগিষেবজয় না করিয়া, মোক ইচ্ছা করিলে, অধঃপাতে যায় ।

৪ । অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথাঅজান্ ।

অনিষ্টা চৈব যজৈশ্চ মোকমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥(১৯)।

বেদাধায়ন, পুত্রোৎপাদন, ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, দ্বিজ মোককামনা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয় ।

৫ । অমুৎপাদ্য সূতান্ দেবানসন্তপ্য পিতৃংস্তথা ।

ভূতাদীংশ্চ কথং মৌঢ্যাং স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি ॥(২০)।

পুত্রোৎপাদন, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, ও ভূতবলিপ্রদান না করিয়া, সূততা বশতঃ, কি প্রকারে, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ ।

৬ । গুরুণামুযতঃ স্নাত্বা সদারো বৈ দ্বিজোত্তমঃ ।

অমুৎপাদ্য সূতং নৈব ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদগ্নাহং (২১) ॥

ব্রাহ্মণ, গুরুর অনুষ্ঠানান্তরে, সমাবর্তন ও দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক, পুত্রোৎপাদন না করিয়া, কদাচ গৃহস্থপ্রম ত্যাগ করিবেক না ।

এই সকল শাস্ত্রে, ঋণত্রয়ের অপরিশোধনে, দোষপ্রতি দৃষ্ট, হইতেছে । ত্রিবিধ ঋণের মধ্যে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋণিঋণের, গৃহস্থপ্রম দ্বারা দেবঋণ ও পিতৃঋণের পরিশোধ হয় । সূতরাং, ব্রহ্মচর্য্যের ছায়, গৃহস্থপ্রমও নিত্য হইতেছে ।

( ১৯ ) মনুসংহিতা । ৩।৩৭ ।

( ২০ ) চতুর্বর্গতিভামি-পরিবেশবৎভূত মার্কণ্ডেয়পুরাণ ।

( ২১ ) চতুর্বর্গতিভামি-পরিবেশবৎভূত ভাষিকাপুরাণ ।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, গৃহস্থাত্মার নিত্যতা অপলাপ করিতে পারা যায় কি না । পূর্বে যে আর্টিকি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকেই নিত্য-প্রতিপাদক ; তন্মধ্যে, আশ্রমব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধিবাক্যে দুই হেতু সম্পূর্ণ লক্ষিত হইতেছে ; প্রথম কলঙ্কতিবিরহ, দ্বিতীয় লজ্জনে দোষশ্রুতি । সুতরাং, গৃহস্থাত্মার নিত্যতা বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতেছে না ।

একুপ কতকগুলি শাস্ত্র আছে যে, উহারা, আপাততঃ, গৃহস্থাত্মার নিত্যপ্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; ঐ সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধৃত ও তদীয় প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য আলোচিত হইতেছে ।

১ । চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাঃ  
তেষাং বেদমধীত্য বেদো বা বেদান্ বা অবিশীর্ণ-  
ব্রহ্মচর্যো যমিচ্ছেত্তু তমাবসেৎ (২২) ।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রাজ্য, এই চারি আশ্রম ; তন্মধ্যে এক বেদ, দুই বেদ, বা সকল বেদ, অধ্যয়ন ও যথা-বিধানে ব্রহ্মচর্য্য নির্বাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক ।

২ । আচার্য্যেণাত্মমুজাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্ ।

অথ বিমোক্ষাচ্ছরীরস্ত সোহমুত্তিষ্ঠৈক্ষণ্যবিধি ॥(২৩)।

হিক, আচার্য্যের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, বাবজীবন, যথাবিধি, চারি আশ্রমের এক আশ্রম অবলম্বন করিবেক ।

(২২) বলিষ্ঠবহিতা, সপ্তম অধ্যায় ।

(২৩) চতুর্বিধিভারি-পরিবেশকওদৃত উপমার বচন ।

৩ । গার্হস্থ্যামিচ্ছন্ ভুপাল কুর্যাদারপরিগ্রহম্ ।  
 ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং নয়েৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্ ।  
 বৈধানসো বাধ ভবেৎ পরিব্রাড্ধবেচ্ছয়া ॥ (২৪) ।

হে রাজন্ ! গৃহস্থাশ্রমের ইচ্ছা হইলে, দারপরিগ্রহ করিবেক ;  
 অথবা, সঙ্কল্প করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, কালক্ষেপণ  
 করিবেক ; অথবা, ইচ্ছা অনুসারে, বানপ্রস্থ আশ্রম কিংবা  
 পরিব্রজ্য আশ্রম অবলম্বন করিবেক ।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা, আপাততঃ, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বব্যবহা-  
 ত প্রতীয়মান হয় । ব্রহ্মচর্য্য সমাধান করিয়া, যে আশ্রমে  
 ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক, এরূপ বলাতে,  
 গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি আশ্রমত্রয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইতেছে ;  
 ইচ্ছাধীন কর্ম্ম রাগপ্রাপ্ত ; সুতরাং, তাহার নিত্যত্ব ঘটিতে  
 পারে না ; তাই কাম্য বলিয়াই পরিগৃহীত হওয়া উচিত ।  
 এক্ষণে, আশ্রম বিষয়ে দ্বিবিধ শাস্ত্র উপলব্ধ হইতেছে ;  
 কতকগুলি গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদক, কতকগুলি গৃহস্থা-  
 শ্রমের নিত্যত্বপ্রতিবন্ধক ; সুতরাং, উভয়বিধ শাস্ত্র পরস্পর  
 বিরুদ্ধ বলিয়া, আপাততঃ, প্রতীতি জন্মিতে পারে । কিন্তু,  
 বাস্তবিক তাহা নহে । শাস্ত্রকারেরা, অধিকারিভেদে, তাহার  
 মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন ; অর্থাৎ, অধিকারিবিশেষের  
 পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদন, আর, অধিকারি-  
 বিশেষের পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বনিরাকরণ, করিয়া গিয়া-  
 ছেন । সুতরাং, অধিকারিভেদব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই,

আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান উল্লিখিত উভয়বিধ শাস্ত্র-  
সমূহের সৰ্ব্বতোভাবে অবিরোধ সম্পাদিত হয় । যথা,

ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বানপ্রস্থো যতিস্তথা ।

ক্রমেণৈবাপ্রমাঃ প্রোক্তাঃ কারণাদনুথা ভবেৎ ॥(২৫)

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, যথাক্রমে এই চারি আশ্রম  
বিহিত হইয়াছে ; কারণ বশতঃ, অন্যথা হইতে পারে ।

এই শাস্ত্রে, প্রথমতঃ, যথাক্রমে, চারি আশ্রম বিহিত হইয়াছে ,  
অর্থাৎ, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, তৎপরে গার্হস্থ্য, তৎপরে বানপ্রস্থ,  
তৎপরে পরিব্রজ্য, অবলম্বন করিবেক ; কিন্তু, পরে, বিশিষ্ট  
কারণ ঘটিলে, এই ব্যবস্থার অন্তথাভাব ঘটিতে পারিবেক,  
ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং, বিশিষ্ট কারণ ঘটনা ব্যতি-  
রেকে, পূৰ্ব্ব ব্যবস্থার অন্তথাভাব ঘটিতে পারিবেক না,  
তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে । এক্ষণে, সেই বিশিষ্ট কারণ  
নির্দিষ্ট হইতেছে । যথা,

সৰ্ব্বেষামেব নৈরাগ্যং জায়তে সৰ্ব্ববস্তুৰু ।

তদৈব সন্ন্যসেদ্বিধাননুথা পতিতো ভবেৎ ॥

পুনর্দারক্রিয়াভাবে মৃততর্ক্যঃ পরিব্রজেৎ ।

বনান্না মৃতপাপো বা পরং পন্থানমাপ্রয়েৎ ॥

প্রথমাদাপ্রমায়াপি বিরক্তো ভবসাগরাৎ ।

ত্রাক্ষণো মোক্ষমস্থিচ্ছন্ ত্যক্তা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥(২৬)

( ২৫ ) চতুর্বর্গচিহ্নানি-পারিশেখরতত্ত্বত কুর্কপুராণ ।

( ২৬ ) চতুর্বর্গচিহ্নানি-পারিশেখরতত্ত্বত কুর্কপুরাণ ।

যখন সাংসারিক সৰ্ব বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবেক, তখন ব্যক্তি, সেই সময়েই, সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক ; অন্যথা, অর্থাৎ ভাদৃশ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, পতিত হইবেক । গৃহস্থাত্মকালে জীবিরোগ ঘটিলে, যদি পুনরায় দারপরিগ্রহ না ঘটে, তাহা হইলে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক ; অথবা, বানপ্রস্থাত্মক অবলম্বন পূর্বক পাগকল্প করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক । সাংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে, মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, সৰ্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক, প্রথম আশ্রম হইতেই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক ।

যশ্চৈতানি সুগুণানি জিহ্বোপনৈহাদরং শিরঃ ।

সন্ন্যাসেন্দকৃতোদ্বাহো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যবান্ (২৭) ॥

যাহার জিহ্বা, উপহ, উদর, ও মস্তক অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ বিষয়-  
বাসিনায় বিচলিত না হয়, ভাদৃশ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য সমাধানান্তে,  
বিবাহ না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক ।

সংসারয়েব নিঃসারং দৃষ্ট্ৱা সারদিদৃক্ষয়া ।

প্রব্রজেদকৃতোদ্বাহঃ পরং বৈরাগ্যমাপ্তিতঃ ॥

প্রব্রজেদব্রহ্মচর্য্যেণ প্রব্রজেচ্চ গৃহাদপি ।

বনাদ্বা প্রব্রজেদ্বিদ্ভানাতুরো বাথ হুঃখিতঃ (২৮) ॥

সংসারকে নিঃসার দেখিয়া, সারদর্শন বাসিনায়, বৈরাগ্য  
অবলম্বন পূর্বক, বিবাহ না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন  
করিবেক । বিবান্, যোগার্ত্ত, অথবা দুঃখার্তি ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাত্মক  
হইতে, অথবা গৃহস্থাত্মক হইতে, অথবা বানপ্রস্থাত্মক হইতে,  
সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক ।

এই সকল শাস্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সাংসারিক সৰ্ব বিষয়ে  
বৈরাগ্য জন্মিলে, গৃহস্থাত্মকে প্রবেশ না করিয়াও, সন্ন্যাস

( ২৭ ) পরাশরভাষ্যদ্বিত্ত হুসিংহপুরাণ ।

( ২৮ ) পরাশরভাষ্যদ্বিত্ত অগ্নিপুুরাণ ।

অবলম্বন করিতে পারে ; তাদৃশ কারণ ব্যতিরেকে, গৃহস্থাশ্রমে বিমুখ হইয়া, সন্ন্যাস আশ্রয় করিলে পতিত হয় । ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসারে বিরক্ত হইবেক, সে, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারিবেক ; আর, যে ব্যক্তি বিরক্ত না হইবেক, সে তাহা করিতে পারিবেক না, করিলে পতিত হইবেক । সংসারবিরক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্যের পরেই সন্ন্যাসে অধিকারী ; আর, সংসারে অবিরক্ত ব্যক্তি তাহাতে অধিকারী নহে । বিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের আবশ্যকতা নাই ; অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের আবশ্যকতা আছে । সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বব্যবস্থা অবিরক্তের পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমের অনিত্যত্বব্যবস্থা বিরক্তের পক্ষে । জাবালশ্রুতিতে এ বিষয়ের সার মীমাংসা আছে । যথা,

ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভুত্বা বনী  
ভবেৎ বনী ভুত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যা-  
দেব প্রব্রজেৎ গৃহীত্বা বনাত্মা যদিহরেব বিরজ্যেত  
তদহরেব প্রব্রজেৎ (২৯) ।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাসী হইবেক । যদি বৈরাগ্য জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যশ্রম, কিংবা গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক । যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক ।

এই বেদবাক্যে, প্রথমতঃ, যথাক্রমে চারি আশ্রমের বিধি, তৎপরে বৈরাগ্য জন্মিলে, যে আশ্রমে থাকুক, সন্ন্যাস

অবলম্বনের বিধি, এবং বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র, সংস্কার পরিত্যাগ করিবার বিধি, প্রদত্ত হইয়াছে ।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আশ্রম বিষয়ে, বিরক্ত ও অবিরক্ত, এই দ্বিবিধ অধিকারিতেদে ব্যবস্থা করা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ও অনুমোদিত কি না ; এবং, এরূপ অধিকারিতেদব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান আশ্রমবিষয়ক দ্বিবিধ শাস্ত্রসমূহের সর্বতোভাবে সামঞ্জস্য হইতেছে কি না । তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সন্তোষার্থে, এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যিক, এই অধিকারিতেদব্যবস্থা আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব সিদ্ধান্ত নহে । পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন । যথা,

“যদা জন্মান্তরাহুষ্ঠিতমুকুতপরিপাকবশাৎ বালঃ এব বৈরাগ্যরূপ-  
জারতে তদানীমকুতোদ্বাহো ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ তথাচ  
জাবলম্ভতিঃ ব্রহ্মচর্য্যঃ পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী  
ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ  
গৃহাদা বনাদেতি পূর্ব্বমবিরক্তঃ বালঃ প্রীতি আশ্রমচতুষ্টয়মাসু-  
র্কিভাগেনোপভূতঃ বিরক্তমুদ্বিগ্নঃ যদিবেতি পক্ষান্তরোপভাসঃ  
ইতরথেতি বৈরাগ্যে ইত্যর্থঃ ।

নহ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজ্যাঙ্গীকারে সম্ভবচনানি বিরুদ্ধোন্ন  
গুণানি জীর্ণ্যপাকৃত্য মনো যোকে নিবেশয়েৎ ।  
অনপাকৃত্য যোক্তন্ত সেবমানো ব্রজত্যর্থঃ ॥  
অধীত্য বিধিবহেদানু পুজ্যানুৎপাত্ত ধর্ম্মতঃ ।  
ইত্। চ শক্তিতো বদৈজ্ঞর্জনো যোকে নিবেশয়েৎ ॥



অনধীত্য গুরোর্বৈদানমুৎপাত্ত তথাশ্রজানু ।

অনিষ্টা চৈব যজ্ঞেচ্চ মোক্ষমিচ্ছনু ব্রজত্যথ ইতি ॥

ঋণত্বয়ঃ প্রত্য্য দর্শিতং জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণদ্বিভির্ধনবান  
জায়তে ব্রহ্মচর্যোণ ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ  
এব বা অনুপো যঃ পুত্রী বর্জ্য ব্রহ্মচর্য্যবানিতি । মৈবম্ অবিরক্ত-  
বিষয়দ্বাদেভ্যো বচনানাম্ অতএব বিরক্তস্ত প্রব্রজ্যায়াং কাল-  
বিলম্বঃ নিবেদতি জাবালক্ৰতিঃ যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব  
প্রব্রজেদিতি” (৩০) ।

যদি, জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত স্মরুতবলে, বাল্য কালেই বৈবরাগ্য  
জন্মে, তাহা হইলে, বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই  
পরিব্রজ্যা করিবেক । জাবালক্ৰতিতে বিহিত হইয়াছে, “ব্রহ্ম-  
চর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ  
হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া পরিব্রাজক হইবেক ; যদি বৈবরাগ্য  
জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যশ্রম, কিংবা গৃহস্থশ্রম, অথবা বানপ্রস্থশ্রম  
হইতে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক” । প্রথমে, অবিরক্ত অজ্ঞের  
পক্ষে, কালভেদে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি প্রদান করিয়া, বির-  
ক্তের পক্ষে, যে কোনও আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যাবলম্বনরূপ  
পক্ষীকর প্রদর্শিত হইয়াছে ।

যদি বল, ব্রহ্মচর্য্যের পর পরিব্রজ্যার অবলম্বন অসম্ভব  
হইলে, মনুস্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । যথা “ঋণ-  
ত্বয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক ; ঋণ  
পরিশোধ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোগতি  
প্রাপ্ত হয় । বিধি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মতঃ পুজোৎপাদন  
এবং বর্ধমানক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করি-  
বেক । বেদাধ্যয়ন, পুজোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া,  
বিদ্য মোক্ষকামনা করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়” । বেদে  
ঋণত্বয় দর্শিত হইয়াছে ; যথা, “ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া,  
ব্রহ্মচর্য্য যাত্রা ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞ যাত্রা দেবগণের নিকট,

পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট, ঋণে বদ্ধ হয় ; যে কৃতি পুত্রোৎপাদন, যজ্ঞানুষ্ঠান, ও ব্রহ্মচর্য্যনির্ভীহ করে, সে ঐ দ্বিবিধ ঋণে মুক্ত হয়” । এ আপত্তি হইতে পারে না, কারণ, উল্লিখিত মনুবচনসকল অবিরুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে, সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনা নাই ; এজন্য, জাযালঋণিতে বিরুদ্ধ ব্যক্তির পরি-ব্রজ্যা অবলম্বন বিষয়ে কালবিলম্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ; যথা, “যে দিন ঐব্রাহ্ম্য জন্মিবেক, সেই দিনেই সন্ধ্যাস আগ্রহ করিবেক” ।

যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, কিঞ্চিৎ অতিনিবেশ সহকারে, সে সমুদয়ের আলোচনা পূর্ব্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মিতাক্ষরাদ্বিত এক মাত্র বচনের যথাক্রম অর্থ আশ্রয় করিয়া, জীমানু তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহোদয় গৃহস্থাশ্রম কাম্য, নিত্য নহে, এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুমত ও স্মায়াগনুত হইতে পারে কি না ।

যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বোধ করি, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইল ; সুতরাং, “গৃহস্থাশ্রমের রাগপ্রাপ্ততা বশতঃ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত,” সর্ব্ব-শাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত এই ব্যবস্থা সম্যক্ আদরণীয় হইতে পারে না ।

একগুণে, বিবাহের নিত্যত্ব সম্ভব কি না, তাহার আলোচনা করিবার নিমিত্ত, বিবাহবিষয়ক বিধিবাক্য সকল উদ্ধৃত হইতেছে ।

১ । গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমারুতো যথাবিধি ।

উবহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবার্ণাং লক্ষণাদ্বিতাঃ (৩১) ॥

বিজ, গুরুর অনুজ্ঞাভাঙে, যথাবিধানে দান ও সমাবর্তন করিয়া, সজাতীয়া স্থলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

২ । অবিন্মুতত্রক্ষচর্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৩২) ॥

যথাবিধানে ব্রহ্মচর্যনির্বাহ করিয়া, স্থলক্ষণা কন্যার পাণি-  
গ্রহণ করিবেক ।

৩ । বিদ্বেত বিধিবস্তার্যামসমানার্বগোব্রজাম্ (৩৩) ।

যথাবিধি অসমানগোত্রা, অসমানপ্রবরা কন্যার পাণিগ্রহণ  
করিবেক ।

৪ । গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিদ্বেতানন্তপূর্বাং যবী-  
য়সীম্ (৩৪) ।

গৃহস্থ সজাতীয়া, বয়ঃকনিষ্ঠা, অনন্যপূর্বা কন্যার পাণিগ্রহণ  
করিবেক ।

৫ । গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুণানুজাতঃ স্নাত্বা  
অসমানার্যামৃক্ষমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং  
ভার্য্যাং বিদ্বেত (৩৫) ।

গৃহস্থ, ক্রোধ ও হর্ষ বশীকৃত করিয়া, গুরুর অনুজ্ঞাভাঙে  
সমাবর্তন পূর্বক, অসমানপ্রবরা, অক্ষতযোনি, বয়ঃকনিষ্ঠা,  
সজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

৬ । অথ দ্বিজোহন্ত্যানুজাতঃ সর্বণীং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ ।

কূলে মহতি সঙ্কৃতাং লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাম্ ॥

ত্রাক্ষৈণৈব বিবাহেন শীলরূপগুণান্বিতাম্ (৩৬) ॥

(৩২) হাজিরক্যসংহিতা । ১।৫২ ।

(৩৩) শঙ্করসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায় ।

(৩৪) গোতমসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায় ।

(৩৫) বলিউলসংহিতা, অষ্টম অধ্যায় ।

(৩৬) সংবর্তনসংহিতা । ৩৬ ।

যিজ, বেদাধ্যয়নানন্তর গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, ত্রাক  
বিধানেন, সুশীলা, সুলক্ষণা, রূপবতী, গুণবতী, মহাকুলপ্রসূতা,  
সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

৭ । গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ প্রাপ্তশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ । .

অসমানার্ধগোত্রাং হি কন্যাং সভাতৃকাং শুভাম্ ।

সর্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুরতামুদ্রহেম্বরঃ (৩৭) ॥

মদুরা, বধাবিধি বেদাধ্যয়ন ও অধীত শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ  
করিয়া, অসগোত্রা, অসমানপ্রবরা, জাতুমতী, শুভলক্ষণা,  
সর্বাবয়বসম্পূর্ণা, সচ্চরিত্রা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক । •

৮ । সজাতিমুদ্রহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্(৩৮) ।

সজাতীয়া, সুরূপা, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক । •

৯ । বুদ্ধিরূপশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেত ।(৩৯) ।

বুদ্ধিমতী, সুরূপা, সুশীলা, সুলক্ষণা, অরোগিণী কন্যার  
পাণিগ্রহণ করিবেক ।

১০ । লক্ষণো বরো লক্ষণবতীং কন্যাং যবীয়সীমস-

পিণ্ডামসগোত্রজামবিরুদ্ধসম্বন্ধামুদ্রাযচ্ছেৎ । (৪০) ।

লক্ষণযুক্ত বর লক্ষণবতী, বয়ঃকনিষ্ঠা, অসপিণ্ডা, অসগোত্রা,  
অবিরুদ্ধসম্বন্ধা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

১১ । কুলজাং সুমুখীং স্বজীং সুকেশাঞ্চ মনোহরাম্ ।

সুনেত্রাং সুভগাং কন্যাং নিরীক্য বরয়েদ্বিধঃ(৪১) ।

(৩৭) হারীকমংহিতা ।

(৩৮) বৃহৎপরাক্রমসংহিতা । ৪।৩২ ।

(৩৯) আবলারমীর গৃহ্যসূত্র । ১।৫২ ।

(৪০) আবলারমীর গৃহ্যপরিশিষ্ট । ১।২২ ।

(৪১) আবলারমীর বিবাহপ্রকরণ ।

পতিত ব্যক্তি মৎকুলজাতা, স্ত্রুধী, শোভনাকী, স্ত্রুশা,  
মনোহরা, স্ত্রুমেত্রা, স্ত্রুভগ্না কন্যা দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ  
করিতেক ।

১২ । সৰ্বণাং ভাৰ্য্যানুদ্বহেৎ (৪২) ।

সৰ্বণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেক ।

১৩ । বেদানধীত্য বিধিনা সমানুজ্ঞোহপ্নুতত্রতঃ ।

সমানানুদ্বহেৎ পত্নীং যশঃশীলবয়োগুণৈঃ (৪৩) ॥

যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যসমাদান পূৰ্ব্বক সমাধৰ্ত্তন  
করিয়া, যশঃ, শীল, বয়স্ ও গুণে অসদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ  
করিতেক ।

১৪ । লব্ধাভ্যানুজ্ঞো গুরুতো দ্বিজো লক্ষণসংযুতাম্ ।

বুদ্ধিশীলগুণোপেতাং কন্যাকামন্যগোত্রজাম্ ।

আত্মনোহবরবৰ্ষাঞ্চ বিবহেদ্বিধিপূৰ্ব্বকম্ (৪৪) ॥

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, বিধি পূৰ্ব্বক, অলক্ষণা,  
বুদ্ধিমতী, স্ত্রুশীল, গুণবতী, অসগোত্রা, বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যার  
পাণিগ্রহণ করিতেক ।

১৫ । গুরুং বা সমনুজ্ঞাপ্য প্রদায় গুরুদক্ষিণাম্ ।

সদৃশানাহরেদারান্ মাতাপিতৃমতে হিতঃ (৪৫) ॥

গুরুর অনুজ্ঞা লাভ ও গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া, নিত।  
মাতার মতানুবর্তী হইয়া, সজাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেক ।

(৪২) বৃষস্মৃতি ।

(৪৩) চতুৰ্বর্গচিহ্নামনি-পরিব্রজবধগ্ৰন্থত বৃহস্পতিবচন ।

(৪৪) বিধানপারিজাতগ্ৰন্থত শৌনকবচন ।

(৪৫) চতুৰ্বর্গচিহ্নামনি-পরিবেশবধগ্ৰন্থত ।

- ১৬ । বেদং বেদো চ বেদান্ বা ততোহধীত্য যথাবিধি ।  
অবিলীর্ণব্রহ্মচর্যো দারান্ কুর্বাতি ধর্ম্যতঃ (৪৫) ॥
- যথাবিধি এক বেদ, দুই বেদ, বা সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া,  
ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক, ধর্ম্ম অনুসারে, দারপরিগ্রহ করিবেক ।
- ১৭ । সমাবর্ত্য সর্বগাত্ত্ব লক্ষণ্যং ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪৬) ।
- সমাবর্ত্তন করিয়া, সজ্জাতীয়া, স্তূলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ  
করিবেক ।
- ১৮ । অপাকৃত্য ঋণধার্ষং লক্ষণ্যং ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪৭) ॥
- ঋষিধনের পরিশোধ করিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক,  
স্তূলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।
- ১৯ । বেদানধীত্য যত্নেন পাঠতো জ্ঞানতন্তথা ।  
সমাবর্ত্তনপূর্ব্বস্ত লক্ষণ্যং ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪৮) ॥
- যত্ন পূর্ব্বক বেদের পাঠ ও অর্থগ্রহ করিয়া, সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক,  
স্তূলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ॥
- ২০ । অতঃপরং সমাবর্ত্তঃ কুর্যাদারপরিগ্রহম্ (৪৯) ।
- অতঃপর, সমাবর্ত্তন করিয়া, দারপরিগ্রহ করিবেক ।
- ২১ । সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্ ।  
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ত্র্যায়েন বিধিনা নৃপ (৫০) ॥

( ৪৫ ) চতুর্ভুজশিখামনি পরিশেষমধ্যত্বত্ ।

( ৪৬ ) চতুর্ভুজশিখামুভিব্যাখ্যায়ত ।

( ৪৭ ) বিধায়পারিজাতম্বত মন্যপুত্রান ।

( ৪৮ ) বিধায়পারিজাতম্বত ।

( ৪৯ ) উদ্বাহতম্বত সংবর্ত্তবচন ।

( ৫০ ) উদ্বাহতম্বত বিজুপুত্রান ।

বিহ, পিড়লকে সপ্তমী ও মাতৃলকে পঞ্চমী ত্যাগ করিয়া,  
ন্যায়ানুসারে, যথাবিধি, দারপরিগ্রহ করিবেক ।

২২ । অসমানার্থেয়ীং কন্যাং বরয়েৎ (৫১) ।

অসমানপ্রবরা কন্যার গানিগ্রহণ করিবেক ।

২৩ । স্নাত্তা সমুদ্বহেৎ কন্যাং সর্বণাং লক্ষণাস্থিতাম্ (৫২) ।

সমাবর্তন করিয়া, সজ্জাতীয়া, সুলক্ষণা কন্যার গানিগ্রহণ  
করিবেক ।

২৪ । দারাদীনাঃ ক্রিয়াঃ সৰ্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ।

দারানুসৰ্ব্বপ্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ (৫৩) ॥

গৃহস্থাজ্ঞম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন  
হয় না ; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতির । অতএব, সৰ্ব প্রযত্নে  
নিৰ্দ্ধোষ কন্যার গানিগ্রহণ করিবেক ।

পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে,  
ঐ বিধি নিত্য বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে । বিবাহ-  
বিষয়ক যে সকল বিধিবাক্য প্রদর্শিত হইল, তাহার একটিতেও  
ফলশ্রুতি নাই ; সুতরাং, বিবাহবিষয়ক বিধি নিত্য বিধি  
হইতেছে ; এবং, সেই নিত্য বিধি অনুযায়ী বিবাহের নিত্যত্বও  
সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে ।

পত্নীমূলং গৃহং পুংসাম্ (৫৪) ।

পত্নী পুরুষদিগের গৃহস্থাজ্ঞমের মূল ।

( ৫১ ) উদাহতত্বদ্বৃত্ত উপনিষদনিবচন ।

( ৫২ ) বীরমিত্রোদয়বৃত্ত কাসবচন ।

( ৫৩ ) মদনপারিজাতবৃত্ত কাশ্যপবচন ।

( ৫৪ ) দক্ষসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায় ।

ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্ত্রীভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী ।\*

যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্ (৫৫) ॥

কেবল গৃহবাস দ্বারা গৃহস্থ হয় না ; ভার্য্যার সহিত গৃহে বাস করিলে গৃহস্থ হয় । যেখানে ভার্য্যা, সেইখানে গৃহ ; ভার্য্যা-হীন গৃহ বন ।

এই দুই শাস্ত্র অনুসারে, স্ত্রী গৃহস্থাশ্রমের মূল, স্ত্রী ব্যতিরেকে গৃহস্থাশ্রম হয় না, এবং স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তি গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । সুতরাং, অকৃতদার বা মৃতদার ব্যক্তি আশ্রমভ্রষ্ট ।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ (৫৬) ॥

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কজিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না ; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকপ্রাপ্ত হয় ।

এই শাস্ত্রে, গৃহস্থ ব্যক্তির, প্রথম অবস্থায়, অথবা মৃতদার অবস্থায়, বিবাহের অকরণে স্পষ্ট দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে ।

অষ্টচত্বারিংশদধঃ বয়ো যাবন্ন পূর্য্যতে ।

পুত্রভার্য্যাবিহীনস্য নাস্তি যজ্ঞাধিকারিতা (৫৭) ॥

যাবৎ আটচল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হয়, পুত্রহীন ও ভার্য্যা-হীন ব্যক্তির যজ্ঞে অধিকার নাই ।

( ৫৫ ) বৃহৎপরাশরসংহিতা । ৪।৭০\*

( ৫৬ ) দক্ষসংহিতা, প্রথম অধ্যায় ।

( ৫৭ ) উদাহৃতদ্বন্দ্বক ভবিষ্যপুরাণ ।



এই শাস্ত্রেও, আটচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, স্ত্রীবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে, বিলক্ষণ দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে ।

মেখলাজিনদগেওন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে ।

গৃহস্থো দেবযজ্ঞাত্তৈর্নখলোন্না বনান্তিতঃ ।

ত্রিদগেওন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ।

যস্মৈতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী নচাশ্রমী (৫৮) ॥

মেখলা, অজিন, দণ্ড ব্রহ্মচারীর লক্ষণ ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থের লক্ষণ ; নখ, লোম প্রভৃতি বানপ্রস্থের লক্ষণ ; ত্রিদগ যতির লক্ষণ ; এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক পৃথক লক্ষণ ; যাহার এই লক্ষণ নাই, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তী ও আশ্রমভুক্ত ।

এই শাস্ত্রেও, বিবাহের অকরণে, স্পষ্ট দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে । দেবযজ্ঞ প্রভৃতি কৰ্ম্ম গৃহস্থাশ্রমের লক্ষণ ; কিন্তু, স্ত্রীর সহযোগ ব্যতিরেকে, ঐ সকল কৰ্ম্ম সম্পন্ন হয় না, সুতরাং, স্ত্রীবিবাহিত ব্যক্তি আশ্রমভুক্ত ও প্রত্যবায়প্রাপ্ত হয় ।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই সকল বচনে বিবাহবিধির লজ্জনে দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে কি না । লজ্জনে দোষশ্রুতিও বিধির নিত্যপ্রতিপাদক ; সুতরাং, লজ্জনে দোষশ্রুতি দ্বারা বিবাহবিধির, ও তদনুযায়ী বিবাহের, নিত্য সিদ্ধ হইতেছে ।

অপরঞ্চ, শাস্ত্রান্তরেও বিবাহবিধির লজ্জনে স্পষ্ট দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে । যথা,

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্বান্তস্যাকলাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 সুরার্কনং মহাবজ্রং হীনভাষ্যো বিবজ্রয়েৎ ॥  
 একচক্রো রথো যদেকপক্ষো যথা খগঃ ।  
 অভাষ্যোহপি নরন্তদ্বদযোগ্যঃ সর্বকর্ম্মসু ॥  
 ভাষ্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভাষ্যাহীনে কুতঃ সুখম্ ।  
 ভাষ্যাহীনে গৃহং কস্য তন্মাত্ত্বাধ্যায়ং সমাপ্রয়েৎ ॥  
 সর্বম্বেনাপি দেবেশি কর্তব্যো দারসংগ্রহঃ (৫৯) ॥

ভাষ্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই . তাহার সকল ক্রিয়া নিষ্ফল ;  
 ভাষ্যাহীনের দেবপুত্রায় ও মহাবজ্রে অধিকার নাই ; এক-  
 চক্র রথ ও একপক্ষ পক্ষীর ন্যায়, ভাষ্যাহীন ব্যক্তি সকল  
 কার্য্যে অযোগ্য ; ভাষ্যাহীনের ক্রিয়ায় অধিকার নাই ; ভাষ্য-  
 হীনের সুখ নাই ; ভাষ্যাহীনের গৃহ নাই ; অতএব ভাষ্য  
 আশ্রয় করিলেক । হে দেবেশি ! সর্বস্বান্ত করিয়াও, দার-  
 পরিগ্রহ করিবক ।

ভাষ্যাহীন =  
 দারসংগ্রহঃ = সর্বকর্ম্মসু ॥

(৫৯) মৎস্যসূত্র, একত্রিংশ পটল ।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে সমস্ত শাস্ত্র ঐকমিত্যেই হইল, তদনুসারে, বোধ করি, বিবাহের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইতেছে। এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় বেক্সে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক। তিনি লিখিয়াছেন;

“অথ বিবাহস্ত ত্রৈবিধ্যবাস্তবভেদেষু নিত্যত্বং বহুররীকৃতং তৎ কস্মাৎ হেতোঃ কিং তন্নিমা বিবাহস্বরূপাসিদ্ধেঃ উত বিবাহকলাসিদ্ধেঃ উত শাস্ত্রপ্রমাণানুসারিত্বাৎ। নানুদ্বিতীয়ৌ নিত্যত্বঃ বিনাপি বিবাহস্বরূপকলানাং সিদ্ধেঃ ন°হি নিত্যত্বং বিবাহস্বরূপনির্কাহকং কেনাপুররীক্ৰিয়তে কলাসিদ্ধিপ্রয়োজকত্বং তু সুদূরপবাহতং নিত্যকর্মণঃ কলনৈয়ত্যাভাবাৎ। তৃতীয়ঃ পক্ষঃ পরিশিস্কৃতে তত্রাপীদমুচ্যতে প্রতিজ্ঞামাত্রেন সাধ্যসিদ্ধেরনভ্যুপগমাৎ হেতুত্বপ্রমাণস্ত তত্রানির্দেশাৎ ন তস্ত সাধ্যসাধকত্বম্। অথ অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিবমেব নিত্যত্বে হেতুকচ্যতে অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিনির্ণয়স্তাপি বলবদাগম-সাধ্যত্বাৎ আগমস্ত চ তত্রানির্দেশাৎ কথঙ্কারং তাদৃশহেতুনা সাধ্যসিদ্ধিঃ নিশ্চিতহেতোরেব সাধ্যসিদ্ধেঃ প্রয়োজকত্বাৎ প্রত্যুত

ষদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ

ব্রহ্মচর্য্যাঙ্গা বন্যাঙ্গা গৃহ্যাঙ্গা

ইতি ঋত্যা বৈরাগ্যমাজ্ঞতঃ প্রব্রজ্যা উক্ত্যা গৃহ্যঙ্গমস্ত  
নিত্যত্ববাননাৎ।

অবিমুক্তত্বকচর্ষণে বসিচ্ছেতু তথাবসেৎ

ইতি প্রাপ্তবচনেন গৃহস্থপ্রমাদেঃ ইচ্ছাবীমহোক্তেঃ নৈষ্টিক-  
ব্রহ্মচারিণস্ত গৃহস্থপ্রমাদাবস্ত সর্বমশ্রুতদ্বাচ্চ । এবং তদ্বিত্যাদি-  
ভাবে তদধীনপ্রবৃত্তিকন্তু বিবাহস্ত কথং নিত্যত্বং জ্ঞাৎ ।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥

ইতি দক্ষবচনে তু বিজানামাশ্রমমাত্রৈশ্চৈব ঐকরণে প্রত্যবায়ানু-  
বন্ধিকথনেইপি গৃহস্থপ্রমাদস্ত নিত্যত্বাপ্রাপ্তেঃ । অত্র চ  
বিজপদস্তোপলক্ষণপরত্বং বদতিহিতং তদপি ঐম্যাপসাপেক্ষত্বাৎ  
প্রমাদস্ত চারুপত্তাসাদৃশ্যপেক্ষামেব (৩০) ।”

বিবাহের ত্রৈবিধ্যের অবান্তরভেদের মধ্যে যে নিত্যত্ব অঙ্গী-  
কৃত হইয়াছে, সে কি হেতুতে, কি ব্যতিরেকে বিবাহের  
অরূপ অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের কল অসিদ্ধ  
হয় এই হেতুতে, অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া,  
তাহা করা হইয়াছে । উত্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় হেতু সম্ভবে  
না, কারণ বিবাহের নিত্যত্ব ব্যতিরেকে বিবাহের অরূপ ও  
কল সিদ্ধ হইয়া থাকে, নিত্যত্ব বিবাহের অরূপনির্বাহক, ইহা  
কেহই স্বীকার করেন না ; নিত্যত্ব ব্যতিরেকে বিবাহের কল  
অসিদ্ধ হয় এ কথা সুদূরপরাহত, নিত্য কর্মের কলের নৈমিত্ত্য  
নাই । তৃতীয় পক্ষ অবশিষ্ট থাকিতেছে, সে বিষয়েও বক্তব্য  
এই, কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা সাধ্য সিদ্ধ হয়, ইহা কেহই স্বীকার  
করেন না ; সাধ্যাদিতির হেতুত্বও প্রমাণের নির্দেশ নাই,  
সুতরাং, উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না । যদি কল, অকল্পে  
প্রত্যবায়জনকতা নিত্যত্বের হেতু, কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়জন-  
কতার নির্ণয়ও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতিরেকে হইতে পারে না,  
কিন্তু উহার শাস্ত্রের নির্দেশ নাই ; অতএব কিরূপে তাহা  
হেতু দ্বারা সাধ্যসিদ্ধ হইতে পারে, নির্ণীত হেতুই সাধ্যাদিতির

প্রয়োজক ; প্রত্যুত, “যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, অথবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিত্যজ্য করিবেক” । এই বৈরাগ্যকে বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র প্রবজ্যা উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থাজনের নিত্যস্থ নিরস্ত হইতেছে । “যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্যনির্ভীহ করিয়া যে আশ্রমে ইচ্ছা হয় সে আশ্রম অবলম্বন করিবেক” । এই পূর্ব্বোক্ত বচনে গৃহস্থাজন প্রতৃপ্তি ইচ্ছাধীন, এ কথা বলা হইয়াছে ; এবং নৈতিক ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাজন অবলম্বনের আবশ্যিকতা নাই, ইহা সর্ব্বসম্মত । এইরূপে গৃহস্থাজনের নিত্যস্থ নিরস্ত হইবাতে, গৃহস্থাজনপ্রবেশমূলক বিবাহের নিত্যস্থ কি রূপে হইতে পারে । “যিহু আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়” । এই দৃষ্টি-বচনে যিহুতির্দ্বিগৈর আশ্রমমাত্রের অকরণে প্রত্যাবায়জনকতা উক্ত হইলেও, গৃহস্থাজনমাত্রের নিত্যস্থ সিদ্ধ হইতেছে না । আর, এ স্থলে যিহুগণদের যে উপলক্ষণপরস্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দেশ নাই ; অতএব সে কথা অগ্রাহ্যই করিতে হইবেক ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই লিখনের অন্তর্গত আপত্তি সকল পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে ।

প্রথম আপত্তি ;—

“বিবাহের জৈবিক্যের অবাস্তরভেদের মধ্যে যে নিত্যস্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা কি হেতুতে ; কি তদ্ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, তাহা করা হইয়াছে ।”

এই আপত্তির, অথবা প্রশ্নের, উত্তর এই ; আমি, শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, বিবাহের নিত্যস্থ নির্দেশ করিয়াছি ।

দ্বিতীয় আপত্তি ;—

“কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হয়, ইহা কেহই স্বীকার

করেন না ; সাধ্যানিচ্ছির হেতুভূত প্রমাণের নির্দেশ নাই ;  
সুতরাং উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না ।”

অর্থাৎ, বিবাহ নিত্য এই মাত্র নির্দেশ করিলে, বিবাহের  
নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না ; তাহা সিদ্ধ করা আবশ্যক হইলে, প্রমাণ  
প্রদর্শন আবশ্যক। তাহার মতে, আমি, বিবাহ নিত্য, এই  
মাত্র নির্দেশ করিয়াছি, কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই ;  
সুতরাং, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই  
যে, প্রথম পুস্তকে আমি এ বিষয়ের সমস্ত বিচার ও প্রমাণ  
প্রদর্শন করি নাই, তাহার কারণ এই যে, ধর্ম্মার্থ বিবাহের  
নিত্যত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কাহারও  
বিপ্রতিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং, প্রমাণ প্রদর্শন  
অনাবশ্যক, এই সংস্কার বশতঃ তাহা করি নাই। বস্তুতঃ,  
আমি সিদ্ধ বিষয়ের নির্দেশ করিয়াছি ; সাধ্য নির্দেশ করি  
নাই। সিদ্ধ বিষয়ের নির্দেশ যেক্রমে করিতে হয়, তাহাই  
করিয়াছি। বথা,

“যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ  
নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ  
করিতে হয়, তাহা নিত্য বিবাহ ; এই বিবাহ না করিলে,  
বহুত্ব গৃহস্থশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির  
অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা না করিলে আশ্রম-  
ভ্রংশনিবন্ধন পাতকপ্রসূত হইতে হয় (৬১)।”

“পুত্রলাভ ও বর্ধকার্থ্য সাধন গৃহস্থশ্রমের উদ্দেশ্য। দার-  
পরিগ্রহ ব্যতিরেকে এই উত্তরই ক্রমশঃ হয় না ; এই নিমিত্ত,  
প্রথম বিধিতে, দারপরিগ্রহ, গৃহস্থশ্রম প্রবেশের দ্বারস্বরূপ, ও

গৃহস্থশ্রম সম্বন্ধানের অপরিহার্য উপায়স্বরূপ, নির্দিষ্ট হইয়াছে ।  
 গৃহস্থশ্রম সম্পাদন কালে, জীবিরোগ ঘটিলে, যদি পুনরায়  
 বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিবাহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ  
 নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয় ; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির  
 পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত,  
 শাস্ত্রকারেবা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন (৬২) ।”

ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব নিদ্ধ বিষয় বলিয়া, প্রমাণ প্রদর্শন  
 করি নাই বটে ; কিন্তু বাহা নির্দেশ করিয়াছি, তাহাতে  
 তদ্বিবয়ক\* সমস্ত প্রমাণের সার সংগৃহীত হইয়াছে । তর্ক-  
 বাচস্পতি মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট  
 হইতেন, প্রমাণ নির্দেশ নাই, অতএব তাহা অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য,  
 অনায়াসে এরূপ নির্দেশ করিতে পারিতেন না । বাহা হউক,  
 ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব বিষয়ে পূর্বে (৬৩) যে সকল প্রমাণ  
 প্রদর্শিত হইয়াছে, তদর্শনে বোধ করি তাঁহার সংশয় দূর  
 হইতে পারে ।

তৃতীয় আপত্তি ;—

“যদি বল, অকরণে প্রত্যবায়জনকতা নিত্যত্বের হেতু, কিন্তু  
 অকরণে প্রত্যবায়জনকতার নির্ণয়ও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতিরেকে  
 হইতে পারে না ; কিন্তু তথায় শাস্ত্রের নির্দেশ নাই ; অতএব  
 কিরূপে তাদৃশ হেতু দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে, নিবীত  
 হেতুই সাধ্যসিদ্ধির প্রবোধক ।”

অর্থাৎ, যে কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে অর্থাৎ বাহার লজ্জনে  
 দোষজ্ঞাপ্তি আছে, তাহাকে নিত্য বলে । কিন্তু অকরণে

( ৬২ ) বহুবিবাহ, প্রথম পুস্তক, ৭ পৃষ্ঠা ।

( ৬৩ ) এই পুস্তকের ১৮৩ পৃষ্ঠা দেখ ।

প্রত্যবায়জনকতা বিবাহের নিত্যত্বসাধক প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপ্ত হইতে পারে না ; কারণ, বিবাহের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, বিশিষ্ট শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার নির্ণয় হইতে পারে না ; কিন্তু তাদৃশ শাস্ত্রের নির্দেশ নাই । অতএব, অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, এই হেতু দর্শাইয়া, বিবাহের নিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে না ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এস্থলেও, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, শাস্ত্রব্যবসায়ীর মত, কথা বলেন নাই । বিবাহের অকরণে গৃহস্থ ব্যক্তির প্রত্যবায় জন্মে, ইহাও সর্বসম্মত সিদ্ধ বিষয় ; এজন্য, অনাবশ্যক বিবেচনায়, প্রথম পুস্তকে তাহার প্রমাণভূত শাস্ত্রের সবিশেষ নির্দেশ করি নাই । তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রবোধনের নিমিত্ত, পূর্বে (৩৪) তাদৃশ শাস্ত্রও নবিস্তর দর্শিত হইয়াছে । তদর্শনে, বোধ করি, তাহার নন্তোষ জন্মিতে পারে ।

চতুর্থ আপত্তি ;—

“বে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, অথবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিত্রজ্যা করিবেক ।

এই বেদবাক্যে বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র পরিত্রজ্যা উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থাত্মার নিত্যত্ব নিরস্ত হইতেছে” ।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বেদবাক্যের শেষ অংশ আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল দেখিয়া, ঐ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন । এই বেদবাক্য সমগ্র গৃহস্থাত্মার নিত্যত্বপ্রতিপাদন স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে । তথাপি, পাঠকগণের সুবিধার জন্য, পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে । যথা,

(৩৪) এই পুস্তকের ২০২ পৃষ্ঠা দেখু ।



ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভুত্বা বনী  
ভবেৎ বনী ভুত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যা-  
দেব প্রব্রজেৎ গৃহাঙ্গা বনাঙ্গা যদহরেব বিরজ্যেত  
তদহরেব প্রব্রজেৎ ।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ  
হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাসী হইবেক ; যদি বৈরাগ্য  
জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে  
পরিব্রজ্যাশ্রম আশ্রয় করিবেক ; যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক,  
সেই দিনেই পরিব্রজ্যা আশ্রয় করিবেক ।

প্রথমতঃ, বধাক্রমে চাদি আশ্রমের ব্যবস্থা আছে ; তৎপরে,  
বৈরাগ্য জন্মিলে, সন্ন্যাসী গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে ।  
ইহাতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাহত না হইয়া, নিত্যত্বের  
সংস্থাপনই হইতেছে, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, (৬৫)  
একান্ত এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করা গেল না ।

পঞ্চম আপত্তি ;—

“যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়,  
সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক এই পূর্ব্বোক্ত বচনে গৃহস্থাশ্রম  
প্রভৃতি ইচ্ছাধীন একথা বলা হইয়াছে ।”

এ বচন দ্বারা যে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না, তাহা  
পূর্বে সম্যক্ সংস্থাপিত হইয়াছে ।

ষষ্ঠ আপত্তি ;—

“নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই  
ইহা সর্ব্বসম্মত ।”

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, \*নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন  
করেন না, ইহাতেও গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাহত হইতে

পারে না। সামান্ত বিধি অনুসারে, উপনয়নের পর, কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, গৃহস্থাশ্রম, তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রম, তৎপরে পরিব্রজ্যাশ্রম, অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু, বিশেষ বিধি অনুসারে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যেমন, যথাক্রমে চারি আশ্রম ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি অনুসারে, বৈরাগ্যস্থলে, এক কালে ব্রহ্মচর্য্যের পর পরিব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে, এবং তদ্বারা গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না; সেইরূপ, কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, পরে, ক্রমে ক্রমে, অবশিষ্ট আশ্রমত্রয়ের অবলম্বন ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি অনুসারে, গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতিতে পরাধুখ হইয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্বব্যাহাত ঘটিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে বিশেষ বিধি এই;—

যদি দ্বাত্যস্তিকং বাসং যোচয়েত গুরোঃ কূলে ।

যুক্তঃ পরিচরেদেনমা শরীরবিমোক্ষণাৎ (৬৬) ॥

যদি গুরুকূলে যাবজ্জীবন বাস করিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে, অবহিত হইয়া, দেহত্যাগ পর্য্যন্ত, তাঁহার পরিচর্যা করিবেক।

কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার সামান্ত বিধি থাকিলেও, ইচ্ছা হইলে, এই বিশেষ বিধি অনুসারে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে। স্থলবিশেষে, বিশেষ বিধি অনুসারে, নিত্য কর্ম্মের বাধা হয়, এবং সেই বাধা দ্বারা, তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না, ইহা অদৃষ্টের ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব নহে।

যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রং তুহ্মরাং (৬৭) ।

যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র বাগ করিবেক ।

নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুৰ্ব্যাদেবর্ষিণিতৃতর্পণম্ (৬৮) ।

স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও গিতু-  
তর্পণ করিবেক ।

ইত্যাদি শাস্ত্রে, যাবজ্জীবন, অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ প্রভৃতি  
কর্মের নিত্য বিধি আছে । কিন্তু,

সন্ন্যাস্য সর্বকর্মাণি কর্মদোষানপানুদনং ।

নিয়তো বেদমভ্যাস্য পুণ্ড্রৈশ্বৰ্য্যে সুখং বসেৎ (৬৯) ॥

সর্বকর্ম পরিত্যাগ, কর্মজনিত দোষের অগনোদন, ও  
বেদশাস্ত্রের অনুশীলন পুণ্ড্রক, পুত্ররত গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা  
জীবনধারণ করিয়া, সংগত মনে সচ্ছন্দ কালযাপন করিবেক ।

যথোক্তান্যপি কর্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ ।

আত্মজ্ঞানে শবে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ (৭০) ॥

ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রোক্ত কর্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া, আত্মজ্ঞানে,  
চিৎকর্মে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেক ।

ইত্যাদি শাস্ত্রে, পরিব্রাজকের পক্ষে, বেদোক্ত ও ধর্মশাস্ত্রোক্ত  
কর্ম পরিত্যাগেব বিধি আছে ; তদনুসারে, ঐ সকল কর্ম  
পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে, অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ  
প্রভৃতি নিত্য কর্ম । পরিব্রাজ্য অবস্থায়, ঐ সকল নিত্য কর্ম  
পরিত্যক্ত হয় ; কিন্তু, ঐ পরিত্যাগ ক্ষণ, তত্তৎ কর্মের নিত্যত্ব  
ব্যাহত হয় না । সেইরূপ, নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থব্রহ্ম

( ৬৭ ) একাদশীতত্ত্বহৃত জ্ঞাত ।

( ৬৮ ) মনুসংহিতা । ২। ১৭৩ ।

( ৬৯ ) মনুসংহিতা । ৩। ৯৫ ।

( ৭০ ) মনুসংহিতা । ১২। ৯২ ।

অবলম্বন করেন না, এই হেতুতে, গৃহস্থাত্মনের নিত্যব্যবহা-  
রটিতে পারে না ।

সপ্তম আপত্তি ।—

“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠনু প্রাশস্তিতীয়তে হি সঃ ॥

“বিজ্ঞ আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না ; বিনা  
আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাণ্ডকপ্রভৃ হর ।” এই দক্ষবচনে  
বিজ্ঞাত্বিধিগের আশ্রমমাত্রের অকরণে প্রত্যাবারজনকতা উক্ত  
হইলেও, গৃহস্থাত্মনের বিজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতেছে না ।”

এই আপত্তি সর্বাংশে তৃতীয় আপত্তির তুল্য । সুতরাং, ইহার  
আর স্বতন্ত্র সমালোচন অনাবশ্যক ।

এই সঙ্কে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক প্রাসঙ্গিক আপত্তি  
উত্থাপন করিয়াছেন ; সে বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক ।

“আর, এ স্থলে বিজ্ঞপদের যে উপলক্ষণপরত্ব” ব্যাখ্যাত  
হইয়াছে, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দেশ নাই।  
অতএব সে কথা অগ্রাহ্যই করিতে হইবেক ।”

নির্ভাল অনবধান বশতই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় এরূপ কথা  
বলিয়াছেন । বিজ্ঞপদের যে উপলক্ষণপরত্ব উক্ত হইয়াছে,  
তাহাও এক প্রকার সিদ্ধ বিষয়, প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন  
করিবার তাৎপর্য আবশ্যকতা নাই । সে বাহ্য হউক, সে  
বিষয়ে “প্রমাণের নির্দেশ নাই,” এ কথা প্রাধান্য পূর্বক  
বলা হইয়াছে । প্রথম পুস্তকে বাহ্য লিখিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ  
অভিনিবেশ সহকারে, তাহার আলোচনা করিয়া দেখিলে,  
তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিজ্ঞপদের উপলক্ষণপরত্বব্যাখ্যার সম্পূর্ণ  
প্রমাণ দেখিতে পাইতেক । বাক্য ।

“দক্ষ কঁহিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্ দিনমেকমপি বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীরতে হি নঃ ॥

দিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেন না ; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকপ্রভ হন ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা, দ্বিজের পক্ষে, নিষিদ্ধ ও পাতকজনক। দ্বিজপদ উপলক্ষ্য মাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা ।

বামনপুরাণে নির্দিষ্ট আছে,

‘চত্বার আশ্রমাস্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্তিতাঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ তিস্কুকম্ ॥

ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ ।

গার্হস্থ্যমুচিতত্ত্বেকং শূদ্রস্য কণমাচর্যেৎ ॥

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, গম্ভ্যাস, ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে ; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন ; বৈশ্যের প্রথম দুই ; শূদ্রের গার্হস্থ্যমাত্র এক আশ্রম ; সে, কষ্ট চিন্তে, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন ( ৭১ ) ।”

বামনপুরাণ অনুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের স্তায়, শূদ্রও আশ্রমে অধিকারী ; তাহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ করিবার বিধি আছে । অতএব, শূদ্রের যখন গৃহস্থাশ্রমে অধিকার ও তাহা অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ করিবার বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিহিত আশ্রম অবলম্বন

না করা তাহার পক্ষে দোষাবহ, তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু দক্ষবচনে, দোষকীৰ্ত্তন হইলে, বিজ্ঞশব্দের প্রয়োগ আছে ; বিজ্ঞ শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের বোধ হয় ; এজন্য, “বিজ্ঞপদ উপলক্ষণমাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা,” ইহা লিখিত হইয়াছিল ; অর্থাৎ, যদিও বচনে বিজ্ঞ শব্দ আছে, কিন্তু বখন, চারি বর্ণের পক্ষেই, আশ্রমব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন আশ্রমলক্ষ্যনে যে দোষশ্রুতি আছে, তাহা চারি বর্ণের পক্ষেই সমভায়ে প্রযুক্ত হওয়া উচিত ; এবং, সেই জন্যই, রূচনস্থিত বিজ্ঞ শব্দ, বিজ্ঞ-মাত্রের বোধক না হইয়া, আশ্রমার্থিকারী চারি বর্ণের বোধক হওয়া আবশ্যক । তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রীত্যর্থ, এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই মীমাংসা আমার কপোল-কল্পিত, অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব মীমাংসা নহে । স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, বহু কাল পূর্বে, এই মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন ; বধা,

“দক্ষঃ

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি বিজঃ ।  
 আশ্রমেণ বিন্য তিষ্ঠন্তু প্রারম্ভিকীয়তে ত্বনৌ ॥  
 জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে বা রতঃ সদা ।  
 নাসৌ কলং সমাপ্নোতি কুর্য্যণোহপ্যাপ্রবৃত্যতঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণঃ

ব্রতেষু লোপকো বন্দ আশ্রমাবিহ্যতম্ভ যঃ ।  
 সন্দংশবাতনামধ্যে পতন্ত্যারুভাবপি ॥

অত্র আজমবিহ্যুত্বং ব ইতি সামান্তেন দোষাভিধানাৎ শূত্র-  
ভাপি তদ্বাদমিতি পূর্ববচনে দ্বিগ ইত্যপলক্ষণম্ । শূত্রভাপ্যা-  
জমমাহ পরাশরভাষ্যে বামনপুরাণম্

চত্বার আজমার্টৈশ্চ ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্তিতাঃ ।

ব্রহ্মচর্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ তিষ্ঠকম্ ।

কজ্জিন্নস্যাপি কথিতা আজমাজ্জর এব হি ।

ব্রহ্মচর্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাজমবিতরং বিশঃ ।

গার্হস্থ্যমুচিতত্ত্বেকং শূত্রস্য ক্ষণমাচরেৎ" (৭২) ॥

হুক কহিয়াছেন, "ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কজ্জিন্ন, বৈশ্য, এই  
তিন বর্ণ, আজমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেন না ;  
বিনা আজমে অবস্থিত হইলে, পাতকপ্রসূ হয় । আজমচ্যুত  
হইয়া, জপ, হোম, দান, অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে, কলভাগী  
হয় না ।" বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, "যে ব্যক্তি ব্রতলোপ  
করে, এবং যে ব্যক্তি আজমচ্যুত হয়, ইহারা উভয়েই সংসার-  
বাতনানামক নরকে পতিত হয় ।" এ হলে, কোনও বর্ণের  
উল্লেখ না করিয়া, আজমচ্যুত ব্যক্তির দোষকীৰ্ত্তন করাতো,  
আজমচ্যুত হইলে শূত্রও দোষভাগী হইবেক, ইহা অভিপ্রেত  
হওয়াতে, পূর্ববচনে বিজগৎ উপলক্ষণ মাত্র । পরাশরভাষ্যে  
বামনপুরাণবচনে শূত্রেরও আজম নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা,  
"ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণের এই চারি  
আজম নির্দিষ্ট আছে ; কজ্জিন্নের প্রথম তিন ; বৈশ্যের  
প্রথম দুই ; শূত্রের গার্হস্থ্য মাত্র এক আজম ; সে, বই চিত্তে,  
তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, প্রমাণ দেখিতে না পাইরা, বিজপদের উপলক্ষণপরদ্ব্যখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ করিয়াছেন । বচন দেখিয়া, তাহার অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্যগ্রহ করিয়া, মীমাংসা করা সকলের পক্ষে সহজ মনে, তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু, এতদ্বেশের সর্বত্র প্রচলিত উদাহরণে দৃষ্টি থাকিলে, উল্লিখিত বিজপদের উপলক্ষণপরদ্ব্যখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ করা যায় না ।

---



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তর্কবাচস্পতি মহাশয় যেখানে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার আলোচিত হইল। এক্ষণে, তিনি যেখানে বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আলোচিত হইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন,

“ক্লিমিদং নৈমিত্তিকত্বং কিং নিমিত্তাধীনত্বং নিমিত্তনিশ্চয়োত্তরা-  
ব্যবহিতোত্তরকর্তব্যত্বং বা ন তাবদাত্তঃ কার্যমাত্তস্ত কাবণ-  
সাধ্যতয়া সর্বশেষে নৈমিত্তিকত্বাপত্তেঃ এবঞ্চ তদভিমতনিত্য-  
বিবাহস্তাপি দানাদিপ্রযোজ্যতয়া নিমিত্তাধীনত্বেন নৈমিত্তিকত্বা-  
পত্তিঃ। ন ‘দ্বিতীয়ঃ পত্নীমরণনিশ্চয়াধীনস্ত তদন্তে নিত্যস্ত  
দ্বিতীয়বিধ্যনুসারিবিবাহস্তাপি নৈমিত্তিকত্বাপত্তেঃ তন্ত অশৌচা-  
দেরিব’ সর্বণনিমিত্তনিশ্চয়াধীনত্বাৎ। কিন্তু তদন্তে তৃতীয়-  
বিধ্যনুসারিবিবাহস্ত নৈমিত্তিকত্বাপি নৈমিত্তিকত্বাহুপপত্তিঃ তন্ত  
শুদ্ধকালপ্রতীক্ষাধীনতয়া বক্ষ্যমাণাষ্টবর্ষাদিকালপ্রতীক্ষাসম্ভাবেন  
চ নিমিত্তনিশ্চয়াব্যবহিতোত্তরং ক্রিয়মাণত্বাভাবাৎ। অন্তরং

নৈমিত্তিকানি কার্যানি নিপতন্তি যথা যথা।

তথা তথৈব কার্যানি ন কালন্ত বিধীয়তে ॥

ইত্যুক্তেঃ লুপ্তসংবৎসরমলমাসভুক্তাভুক্তদ্ব্যভুক্তশুদ্ধকালেহপি তৃতীয়-  
বিধ্যনুসারিণো নৈমিত্তিকস্ত কর্তব্যতাপত্তিঃ নৈমিত্তিকে জাতে-  
ষ্ট্যাদৌ অশৌচাদেঃ শুদ্ধকালস্ত চ প্রতীক্ষাভাবস্ত সর্বসম্মতত্বাৎ  
তৎপ্রতীক্ষাভাবাপত্তেহুত্তরত্বাৎ। যদ্যদিত্ত

বক্ষ্যাক্ষেপেধিবেত্তব্য। দশমে স্ত্রী মৃতপ্রাণ।

একাদশে স্ত্রীজননী ।

ইত্যাদিনা অষ্টবর্ষাদিকালপ্রতীকাং বদন্তিঃ প্রদর্শিতনৈমিত্তিকঃ  
তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাতম্ (৭৩) ।”

নৈমিত্তিক কাহাকে বল, কি নিমিত্তাধীন কর্মকে নৈমিত্তিক বলিবে, অথবা নিমিত্তশিষ্টের অব্যবহিত উত্তর কালে যাঁহা করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলিবে। প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ, কার্যমাত্রই কারণসাধ্য, সুতরাং সকল কর্মই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে; এবং তাহার অতিমত নিত্য বিবাহও দানাদিনাধ্য, সুতরাং নিমিত্তাধীন হইতেছে; এজন্য উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে। দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে; তন্মতে দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই নিত্য বিবাহও নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে; কারণ, যেমন অশৌচ প্রভৃতি মরণশিষ্টরক্ষাকালের অধীন, সেইরূপ এই নিত্য বিবাহও পূর্বপর্যায় মরণশিষ্টরক্ষাকালের অধীন। কিন্তু, তন্মতে তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক, বিবাহ; এই নৈমিত্তিক বিবাহেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পারে না; বিবাহে শুদ্ধ কাল এবং বক্ষ্যমাণ অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীকার আবশ্যকতা বশতঃ, নিমিত্তশিষ্টের অব্যবহিত উত্তর কালে তাহার অনুষ্ঠান ঘটিতেছে না। অপরক, “নৈমিত্তিক কার্য যখনই ঘটিবেক, তখনই তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে কালকাল বিবেচনা নাই।”, এই শাস্ত্র অনুসারে, যুগ সংবৎসর, মনমান, শুক্লাষ্ট প্রভৃতি অসংখ্য কালেও তৃতীয় বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহের কর্তব্যতা ঘটিয়া উঠে। জাতিতে প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ত্তে অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীকা করিতে হয় না, ইহা সর্বজনস্বত; তদনুসারে তৎকালীন নৈমিত্তিক বিবাহহলেও অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীকা করিবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। আর, “স্ত্রী বধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে,

হৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যানাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে,” ইত্যাদি দ্বারা মনু প্রভৃতি, অজীর্ণাদি কাল প্রতীক্ষা বলিয়া, বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব প্রদান করিয়াছেন ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, “নিমিত্তাধীন কর্ম নৈমিত্তিক,” এই যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায়, উহাই নৈমিত্তিকের প্রকৃত লক্ষণ । তত্ত্বৎ কর্মে অধিকারবিধায়ক আগন্তুক হেতুবিশেষকে নিমিত্ত বলে ; নিমিত্তের অধীন যে কর্ম, অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যে কর্মে অধিকার জন্মে না, তাহাকে নৈমিত্তিক কহে ; যেমন জাতকর্ম, নান্দীশ্রাদ্ধ, গ্রহণশ্রাদ্ধ প্রভৃতি । জাতকর্ম নৈমিত্তিক ; কারণ, পুত্রজন্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, জাতকর্মে অধিকার জন্মে না ; নান্দীশ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক ; কারণ, পুত্রের সৎস্কারাদিরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, নান্দীশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না ; গ্রহণশ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক ; কারণ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, গ্রহণশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না । দেহরূপ, স্ত্রী বক্ষ্য হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক ; কারণ, স্ত্রীর বক্ষ্যাদিরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না ; স্ত্রী ব্যতিচারিনী হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক ; কারণ, স্ত্রীর ব্যতিচাররূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না ; স্ত্রী চিররোগিনী হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক ; কারণ, স্ত্রীর চিররোগরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না । এইরূপে, শাস্ত্রকারেরা, নিমিত্তবিশেষের নির্দেশ পূর্বক, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার যে সকল বিধি দিয়াছেন, সেই সমস্ত বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক ।

বিবাহ ; কারণ, তত্ত্ব নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পূর্বপরিণীতা  
স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার জন্মে না ।

উল্লিখিত নৈমিত্তিক লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি  
মহাশয় যে আপত্তি দর্শাইয়াছেন, তাহা কার্যকারণক নহে ।  
যথা,

“প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ কার্যমাত্রই কারণসাধ্য,  
সুতরাং সকল কার্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে । এবং তাঁহার  
অভিমত মিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য, সুতরাং নিমিত্তাধীন  
হইতেছে ; এজন্য উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে ।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক  
শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন ; এজন্য, ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর  
আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন । ‘সামান্যতঃ, নিমিত্ত শব্দ  
কারণবাচী ও নৈমিত্তিক শব্দ কার্যবাচী বটে । যথা,

উদৌতি পূর্বং কুমুদং ততঃ ফলং  
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ ।  
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং বিধি-  
স্তব প্রমাদস্য পুরস্ত সম্পদঃ (৭৪) ॥

প্রথম পুষ্প উৎপন্ন হয়, তৎপরে ফল জন্মে ; প্রথম মেঘের  
উদয় হয়, তৎপরে বৃষ্টি হয় ; নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের এই  
ব্যবস্থা ; কিন্তু, তেমনার প্রমাদের অগ্রেই ফললাভ হয় ।

এ স্থলে, নিমিত্ত শব্দ কারণবাচী ও নৈমিত্তিক শব্দ কার্যবাচী ।  
কিন্তু, ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ পারিভাষিক,  
কারণার্থবাচক ও কার্যার্থবাচক স্যুমাত্র নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক  
শব্দ নহে । পুস্ত্রাদির সংস্কারকালে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে

হয় ; পুরুষব্যাপার ও শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্তব্যতা প্রভৃতি দ্বারা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয় ; এক্ষণে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পুরুষব্যাপার প্রভৃতি কারণসাধ্য হইতেছে । কিন্তু, পুরুষ-ব্যাপার প্রভৃতি, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের নিষ্পাদক কারণ হইলেও, উহার নিমিত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না ; পুত্রাদির সংস্কার উহার নিমিত্ত ; অর্থাৎ পুত্রাদির সংস্কার উপস্থিত না হইলে, তাহাতে অধিকার জন্মে না ; সুতরাং, পুত্রাদির সংস্কার আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধরূপ কার্যে অধিকার-বিধায়ক হেতুবিশেষ ও নিমিত্তশব্দবাচ্য হইতেছে ; এবং, এই পুত্রাদির সংস্কাররূপ নিমিত্তের অধীন বলিয়া, অর্থাৎ তাদৃশ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, তাহাতে অধিকার জন্মে না এক্ষণে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক কার্য্য । অতএব, “কার্য্যমাত্রই কারণসাধ্য, সুতরাং সকল কার্য্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে,” এ কথা প্রণিধান পূর্বক বলা হয় নাই । আর, আমার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিনসাধ্য, সুতরাং উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে ; এ কথাও নিতান্ত অকিঞ্চিংকর । দানাদি বিবাহের নিষ্পাদক কারণ বটে, কিন্তু বিবাহের নিমিত্ত হইতে পারে না ; কারণ, দানাদি বিবাহে অধিকারবিধায়ক হেতু নহে ; সুতরাং, উহার নিমিত্তশব্দবাচ্য হইতে পারে না । যদি উহার নিমিত্ত-শব্দবাচ্য না হইল, তবে আমার অভিমত নিত্য বিবাহের নৈমিত্তিকত্বঘটনার সম্ভাবনা কি ।

কিন্তু, “নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে বাহ্য করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলে ;” তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই বে দ্বিতীয় লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা নৈমিত্তিকের সাধারণ লক্ষণ হইতে পারে না । নৈমিত্তিক

ধিবিধ, নিরবকাশ ও সাবকাশ । বাহাতে অবকাশ থাকে না, অর্থাৎ কালবিলম্ব চলে না, নিমিত্ত ঘটিলেই বাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে নিরবকাশ নৈমিত্তিক বলে ; যেমন গ্রহণশ্রাদ্ধ । নিমিত্তযুক্ত কালে নৈমিত্তিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় ; সুতরাং, বস্তুর গ্রহণ থাকে, সেই ন্যম্নেই গ্রহণনিমিত্তক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা আবশ্যিক ; গ্রহণ অতীত হইয়া গেলে, আর নিমিত্তযুক্ত কাল পাওয়া যায় না ; এজন্য, আর সে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার থাকে না ; গ্রহণ অধিক ক্ষণ স্থায়ী নহে ; এজন্য, উপস্থিত হইবা মাত্র, শ্রাদ্ধের আরম্ভ করিতে হয় ; সুতরাং, গ্রহণ-শ্রাদ্ধে অবকাশ থাকে না ; এজন্য, গ্রহণশ্রাদ্ধ নিরবকাশ নৈমিত্তিক । আর, বাহাতে অবকাশ থাকে, অর্থাৎ বিশিষ্ট কারণ বশতঃ কালবিলম্ব চলে, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত পরেই, বাহার অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা নাই, তাহাকে সাবকাশ নৈমিত্তিক বলে ; যেমন, স্ত্রীর বক্ষ্যাদ্ব-নিবন্ধন বিবাহ । স্ত্রীর বক্ষ্যাদ্বরূপ নিমিত্তযুক্ত কালে এই বিবাহ করিতে হয় ; স্ত্রীর বক্ষ্যাদ্ব, গ্রহণরূপ নিমিত্তের স্তার, সহসা অতীত হইয়া যাইবেক, সে আশঙ্কা নাই ; এজন্য, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ বিলম্ব হইলেও, এ বিষয়ে নিমিত্তযুক্ত কালের অসম্ভাব ঘটে না ; সুতরাং, ইহাতে অবকাশ থাকে ; এজন্য, স্ত্রীর বক্ষ্যাদ্বনিবন্ধন বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক । অতএব, “নিমিত্তনিষ্ঠের অব্যবহিত উত্তরকালে বাহা করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলে,” ইহা নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ ; কারণ, নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালবিলম্ব চলে না । বধা,

কালেঃনশ্চগতিঃ নিত্যঃ কুর্য্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াম্(৭৫)।

যে সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম অনন্যগতি, অর্থাৎ কালান্তরে বাহ্যবশত অনুষ্ঠান চলে না, নিমিত্তবটনার অব্যবহিত উত্তরকালেই, তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক।

কুর্য্যঃ প্রাত্যহিকং কর্ম প্রযত্নেন মনিস্মুচে ।

নৈমিত্তিকঞ্চ কুর্য্যীত সাবকাশঃ ন যত্নবেৎ (৭৬) ॥

প্রত্যহ যে সকল কর্ম করিতে হয়, এবং যে সকল নৈমিত্তিক সাবকাশ বহে ; মনসানেও, যত্ন পূর্বক, তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক।

নৈমিত্তিক সাবকাশ ও নিরবকাশ ভেদে দ্বিবিধ, বোধ হয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সে বোধ নাই ; এজন্য, নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণকে নৈমিত্তিকমাত্রের লক্ষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ।

উল্লিখিত লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় সর্বপ্রথম এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন,

“তদ্রূপে দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ ; এই নিত্য বিবাহও নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে ; কারণ, যেমন অশৌচ প্রভৃতি মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অবধি, সেইরূপ এই নিত্য বিবাহও পূর্ব-পত্নীর মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অবধি” ।

ইহার তাৎপর্য্য এই, পত্নীর মরণনিশ্চয় ব্যতিরেকে, পুরুষ দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহে অধিকারী হয় না ; এজন্য, এই বিবাহে পত্নীমরণের নিশ্চিততা আছে ; সুতরাং, উহা

(৭৫) মনমানসতন্ত্রমুক্ত কাঠিকবৃহৎ ।

(৭৬) মনমানসতন্ত্রমুক্ত বৃহস্পতিবচন ।

নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে, এবং তাহা হইলেই, আশ্রয় অভিযত  
নিত্যত্বের ব্যাখ্যাত হইল। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, প্রথম  
পুস্তকে

“দ্বিতীয় বিধির অল্পবায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না  
করিলে, আশ্রয়ভ্রংশ নিবন্ধন পাতকক্রান্ত হইতে হয়” (৭৭)।

এই রূপে, প্রথমতঃ এই বিবাহের নিত্যত্ব নির্দেশ করিয়া,  
পরিশেষে এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি।  
যথা,

“স্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজন্ত এই বিবাহের  
নৈমিত্তিকত্বও আছে” ( ৭৭ )।

কলকথা এই, স্রীবিয়োগনিবন্ধন বিবাহ কেবল নিত্য অথবা  
কেবল নৈমিত্তিক নহে, উহা নিত্যনৈমিত্তিক। লজ্জনে দোষ-  
ক্রান্তিরূপ হেতু বশতঃ, এই বিবাহের নিত্যত্ব আছে; আর,  
স্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজন্ত নৈমিত্তিকত্বও  
আছে। এইরূপ উভয়ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়াতে, এই বিবাহ  
নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। আমি,  
প্রথমে এই বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া নির্দেশ করিয়া,  
পরিশেষে উহার নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু, যখন  
উহার নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে, তখন উহাকে,  
কেবল নিত্য বলিয়া পরিগণিত না করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক  
বলিয়া পরিগণিত করাই আবশ্যক। এতদনুসারে, বিবাহ  
নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দিষ্ট না  
হইয়া, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক, কাম্য



ভেদে চতুর্বিধ বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত ও আবশ্যক । সে বাহা হউক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, উপেক্ষা বশতঃ, অথবা অনবধান বশতঃ, আমার লিখনে দৃষ্টিপাত না করিয়াই, এই আপত্তি করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধ নাই ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

“কিঞ্চ তস্মাতে তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ, এই নৈমিত্তিক বিবাহেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পারে না ; কারণ বিবাহে শুদ্ধ কালের এবং অষ্ট বর্ষাদি কালের প্রতীক্ষার আবশ্যকতা বশতঃ, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে তাহার অনুষ্ঠান ঘটিতেছে না ।

পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, নৈমিত্তিক দ্বিবিধ, সাবকাশ ও নিরবকাশ । সাবকাশ নৈমিত্তিকে কালপ্রতীক্ষা চলে ; নিরবকাশ নৈমিত্তিকে, কালপ্রতীক্ষা চলে না ; তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক ; উহাতে কালপ্রতীক্ষা চলিতে পারে । এজন্য, বহুত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে অনুষ্ঠান না ঘটিলেও, উহার নৈমিত্তিকত্বের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া, নৈমিত্তিক বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

“অপরক, “নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম যখনই ঘটবেক, তখনই তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে কালাকাল বিবেচনা নাই ।” এই শাস্ত্র অনুসারে, যুগ্মসংসর্গ মনসান শুক্রান্ত প্রভৃতি কালেও তৃতীয় বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহের কর্তব্যতা ঘটনা

উঠে। জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্মে অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইহা সর্বসম্মত; তদনুসারে তদভিমত নৈমিত্তিক বিবাহস্থলেও অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে না।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর; কারণ উক্ত বচন নিরবকাশনৈমিত্তিকবিষয়ক; নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালাকাল বিবেচনা নাই। তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক। সাবকাশ নৈমিত্তিকে কালাকাল বিবেচনার সম্পূর্ণ আবশ্যকতা আছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকবিষয়িণী ব্যবস্থা ঘটাইবার চেষ্টা পাইয়া, অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শনমাত্র করিয়াছেন।

অপরঞ্চ,

“জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্মে অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইহা সর্বসম্মত।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা সর্বাংশে সঙ্গত নহে। জাতেষ্টি মলমাসাদি অশুদ্ধ কালেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে; সুতরাং, তাহাতে শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, তদীয় ব্যবস্থার এ অংশ সর্বসম্মত বটে। কিন্তু, জাতেষ্টিতে অশৌচান্তের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, অর্থাৎ অশৌচকালেও উহার অনুষ্ঠান হইতে পারে; এ ব্যবস্থা তিনি কোথায় পাইলেন, বলিতে পারি না। পুত্র জন্মিলে, জাতেষ্টি ও জাতকর্ম করিবার, এবং জাতকর্মের পর বালককে স্তন্য পান করাইবার, বিধি আছে। কিন্তু, জাতেষ্টি করিতে যত সময় লাগে, তত ক্ষণ স্তন্য পান করিতে না দিলে, বালকের প্রাণ-বিরোগ অবধারিত; এজন্য, আগে সম্পূর্ণকালসাধ্য জাতকর্ম

মাত্র করিয়া, আলককে স্তম্ভ পান করায় ; পরে, অশৌচান্তে জাতেটি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এই ব্যবস্থাই সৰ্বসম্মত বলিয়া অঙ্গীকৃত । তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বুদ্ধিবলে, অশ্রুত-পূর্ব সৰ্বসম্মত ব্যবস্থা বহিষ্কৃত করিয়াছেন । অশৌচকালেও জাতেটি অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা যে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা, সে বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই ; তথাপি, তাঁহার প্রীত্যর্থে, জাতেটি সংক্রান্ত অধিকরণের উদ্ধৃত হইতেছে ;—

### “অষ্টাদশম্

জন্মান্তরমেবেষ্টির্জাতকর্মণি বা কৃতে ।

‘নিমিত্তানন্তরং কার্য্যং নৈমিত্তিকমতোহগ্রিমঃ ॥ ১ ॥

জাতকর্মণি নির্বর্ত্তে স্তনপ্রাশনদর্শনাৎ ।

প্রাগেবেষ্টৌ কুমারস্য বিপত্তেরুর্জ্ঞানস্ত সঃ ॥ ২ ॥

পুত্রজন্মনো বৈশ্বানরেষ্টিনিমিত্তহাং নৈমিত্তিকস্ত কালবিলম্ব-  
যোগাৎ জন্মান্তরমেবেষ্টিরিতি চেৎ মেবং স্তনপ্রাশনং তাবৎ  
জাতকর্ম্মানন্তরং বিহিতং যদি জাতকর্ম্মণঃ প্রাগেব বৈশ্বানরেষ্টি-  
নির্গপ্যেত তদা স্তনপ্রাশনস্তাত্ত্বিকবিলম্বহাং পুত্রো বিপত্তেত  
তথা সতি পুত্ৰাদিকমিষ্টিকলং কস্ত স্তাৎ তস্মিন্ন জন্মান্তরং  
কিন্তু জাতকর্ম্মণ উদ্ধং নেষ্টিঃ” ( ৭৮ ) ।

### অষ্টাদশ অধিকরণ

পুত্রজন্মরূপ নিমিত্ত বশতঃ, বৈশ্বানর যাগ অর্থাৎ জাতেটি  
করিতে হয় ; নৈমিত্তিকের অনুষ্ঠানে কালবিলম্ব চলে না ;  
অতএব, জন্মের পর কণেই, জাতেটি করা উচিত, এরূপ বলিও  
না ; কারণ, জাতকর্ম্মের পর স্তন্য পান করাইবার বিধি

আছে ; যদি জাতকর্মের পূর্বে জাতেতির ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে স্তন্য পানের বিলম্বনিবন্ধন, বালকের প্রাণবিয়োগ ঘটে ; বালকের প্রাণবিয়োগ ঘটিলে, যাগের কলভাগী কে হইবেক । অতএব, জন্মের পর কণেই না করিয়া, জাতকর্মের পর জাতেতি করা আবশ্যিক ।

### “একোবিংশম্

জাতকর্মানন্তরং স্যাদাশৌচাপগমেহথবা ।

নিমিত্তসম্মিষেরাত্তঃ কৰ্ত্ত্বঃ শুদ্ধ্যর্থমুত্তরঃ ॥ ১ ॥

যতপি জাতকর্মানন্তরমেব তদন্তর্যামে নিমিত্তভূতং জন্ম সন্নিহিতং ভবতি তথাপ্যশুচিনা পিত্রা অহুষ্ঠীয়মানুমঙ্গং বিকলং তবেৎ জাতকর্মণি তু বিপত্তিপবিহারায় তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ শাস্ত্রেণৈব দর্শিতা মুখ্যসম্মিষেরবশ্তঃ বাধিতবাৎ শুদ্ধিলক্ষণাদবৈকল্যং বার-  
দিত্তুমাশৌচাদুর্দ্ধমিষ্টিং কুৰ্য্যাৎ” ( ১৯ ) ।

### উনবিংশ অধিকরণ

যদিও, জাতকর্মের পর কণেই, জাতেতির অনুষ্ঠান করিলে পুত্রজন্মরূপ নিমিত্ত সন্নিহিত হয় ; কিন্তু পিতা, অশুচি অন্নহার, যাগের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার কলভাগ হইতে পারে না । বালকের প্রাণবিয়োগরূপ অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত, শাস্ত্র-  
কারেরা, জাতকর্ম স্থলে, পিতার তাৎকালিক শুদ্ধি ব্যবস্থা করিয়াছেন । নিমিত্তসন্নিহিত কালে অনুষ্ঠান কোনও মতে চলিতে পারে না ; অতএব, জাতকর্মের পর না করিয়া, কার্য-  
সিদ্ধির নিদানভূত শুদ্ধির অনুরোধে, অশৌচান্তে জাতেতির অনুষ্ঠান করিবেক ।

শবরস্বামীও, এইরূপ বিচার করিয়া, অশৌচান্তে, পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যাতে, জাতেতির অনুষ্ঠান করিবেক, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । যথা,

(১৯) ঐকবিংশস্যাদাশৌচাপগমেহথবা, শুদ্ধিঃ অর্থঃ, শুদ্ধির পাত্র ।

“তন্মাদিভীতে দশাহে পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যায়্যাং বা  
কুর্য্যাৎ” (৮০) ।

অতএব, দশাহ অতীত হইলে, পুর্ণিমা অথবা অমাবস্যাতে  
করিবেক ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই ;—

“আর, “দ্বী বক্ষ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, বৃতপূজা হইলে দশম বর্ষে,  
কন্ডামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে,” ইত্যাদি দ্বারা মনু  
প্রভৃতি, অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা বলিয়া, বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব  
খণ্ডন করিয়াছেন ।”

এই অশ্রুতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিতান্ত কৌতুককর । যে বচনে মনু  
নৈমিত্তিক বিবাহের বিধি দিয়াছেন, ঐ বচনে মনু বিবাহের  
নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বলা অস্পষ্ট পাণ্ডিত্যের  
কর্ম নহে । তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, নিমিত্ত-  
নিশ্চয়ের অব্যবহিত পরেই যে কার্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই  
নৈমিত্তিক । কিন্তু, মনু, বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি নিশ্চয়ের পর, অষ্টবর্ষাদি  
কাল প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন ;  
সুতরাং, ঐ বিবাহ নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত  
হইতেছে না ; এজন্ত, উহার নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পারে না ।  
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদিই মনু, বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি নিশ্চয়ের  
পর, বিবাহ বিষয়ে অষ্টবর্ষাদি কালপ্রতীক্ষার বিধি দিয়া  
থাকেন, তাহা হইলেই, বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি নিমিত্ত নিবন্ধন বিবা-  
হের নৈমিত্তিকত্ব নিরস্ত হইবেক কেন । পূর্বে প্রদর্শিত  
হইয়াছে, ঐদৃশ বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক ; বিশিষ্ট কারণ

বশতঃ, সার্বকাশ্য নৈমিত্তিকে কাল প্রতীক্ষা চলে ; সুতরাং, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত পরেই, উহার অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই । যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম মাত্রে, কোনও মতে, কাল প্রতীক্ষা চলে না, নিমিত্ত নিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালেই, তত্তৎ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্ব্যতিরেকে, ঐ সকল কৰ্ম্ম কদাচ নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না ; তাহা হইলেই, ঐ ঘটন দ্বারা, উক্ত বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব নিরাকৃত হইতে পারিত ।

কিঞ্চ, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবহার্য্য নহেন, সুতরাং, ধর্ম্মশাস্ত্রের ধর্ম্মগ্রহে অসমর্থ, সমর্থ হইলে, মনু, বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি অবধারণের পর, অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা করিয়া, বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, এরূপ অসার ও অসঙ্গত কথা তদীয় লেখনী হইতে নির্গত হইত না । শাস্ত্র-কারেরা বিধি দিয়াছেন, ত্রী বক্ষ্যা, স্নতপূজা, বা কস্তামাত্র-প্রসবিনী হইলে, পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিবেন । সুতরাং, বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি অবধারিত না হইলে, পুরুষ, এই বিধি অনুসারে, বিবাহে অধিকারী হইতে পারে না । কিন্তু, বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতির অবধারণের সহজ উপায় নাই । সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু কাল ত্রীলোকের সন্তান না হইয়া, অধিক বয়সে সন্তান জন্মিয়াছে ; উপর্য্যুপরি ত্রীলোকের কতকগুলি সন্তান মরিয়া, পরে সন্তান জন্মিয়া রক্ষা পাইয়াছে ; ক্রমাগত, ত্রীলোকের কতকগুলি কস্তাসন্তান জন্মিয়া, পরে পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে । এ অবস্থায়, ত্রী বক্ষ্যা, স্নতপূজা, বা কস্তামাত্র-প্রসবিনী বলিয়া অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে । রক্ষা-নিরুত্তি না হইলে, ত্রীলোকের সন্তানসন্তান নিরুত্ত হইতে পারে না ।

অতএব, যাবৎ রঞ্জনিস্বস্তি না হয়, তাবৎ স্ত্রী বক্ষ্যা, মৃতপুত্রী, বা কন্তামাত্রপ্রসবিনী বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া অসম্ভব । কিন্তু, স্ত্রীর রঞ্জনিস্বস্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে, পুরুষের বয়স অতীত হইয়া যায় ; সে বয়সে দারপরিগ্রহ করিলে, সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে সন্দেহমূলক । একরূপ নিরুপায় স্থলে, মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথম ঋতুদর্শন দিবস হইতে আট বৎসর যে স্ত্রীলোকের সন্তান না জন্মিবেক, তাহাকে বক্ষ্যা, দশ বৎসর যে স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া মরিয়া যাইবেক, তাহাকে মৃতপুত্রী, আর ঐগার বৎসর যে স্ত্রীলোকের কেবল কন্তাসন্তান জন্মিবেক, তাহাকে কন্তামাত্রপ্রসবিনী বোধ করিতে হইবেক ; এবং তখন পুরুষের পুত্রকামনায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার জন্মিবেক । নতুবা, বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি অবধারণের পর আট বৎসর, দশ বৎসর, ঐগার বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবেক, মনুবচনের একরূপ অর্থ নহে । আর, যদি মনুবচনের একরূপ অর্থই তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কোন সময়ে, কি উপায়ে, বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি অবধারিত হইবেক, এ বিষয়ের নীমাংসা করিয়া দেওয়া সর্বতোভাবে উচিত ছিল ; কারণ, বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি অবধারিত হইলেই, অবধারণের দিবস হইতে অষ্টবর্ষাদি কালের গণনা আরম্ভ হইতে পারে ; তদ্ব্যতিরেকে তাদৃশ কালগণনা, কোনও মতে, সম্ভবিত্তে পারে না । লোকে ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে পারে, একরূপ পথ না করিয়া, ব্যবস্থা দেওয়া ব্যবস্থাপকের কর্তব্য নহে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় সূত্রান্তরে নির্দেশ করিয়াছেন,—

“বিভাগাগরেণ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদেন বিবাহঐবিধ্যং

যদতিহিতং তৎ কিং যদাদিশাস্ত্রোপলব্ধম্ উত স্বগোপলব্ধম্  
অথ স্বশেখুরীপ্রতিভাসলকং বা তত্র

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং জ্ঞাননিষ্যভে

ইতি জ্ঞানস্ত যথা ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদকশাস্ত্রমূলভ্যভে এবং  
শাস্ত্রোপলভ্যভাবান্নাভ্যঃ নচতথা শাস্ত্রং দৃষ্টতে নবা তেনাপ্যুপ-  
লব্ধম্ । গ্রহী ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমন্তস্যত্য সংস্কৃতপাঠশালাতো  
গৃহীতশকটভারপুষ্পকেনাপি তেন যদি কিকিৎ প্রমাণমন্ত্রক্যত  
তদা নিরদেক্যত নচ নিরদেগি । নাপি তত্র কন্তচিৎ সঙ্গীতস্ত  
সম্মতিরস্তি । অতঃ প্রমাণোপস্থাসমস্তরং তৃষচনমীত্রে বিধান-  
ভাজঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞজনান্ প্রত্যেব তচ্ছোভতে নহু প্রমাণপর-  
তজ্ঞান্ তাত্তিকান্ প্রতি (৮১) ।”

বিদ্যালান্নর নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে বিবাহের যে  
ত্রৈবিধ্য ব্রহ্মহ্ম করিয়াছেন, তাহা কি ননুপ্রভৃতিপ্রণীত বর্ধ-  
শাস্ত্র দেখিয়া করিয়াছেন, না স্বপ্নে পাইয়াছেন, অথবা  
আপন বুদ্ধিরলে উদ্ভাবিত করিয়াছেন । তদ্ব্যত্বে, ‘জ্ঞান  
ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য’, জ্ঞানের যেমন ত্রৈবিধ্য-  
প্রতিপাদক এই শাস্ত্র” দৃষ্ট হইতেছে, সেরূপ শাস্ত্র নাই,  
সুতরাং ঐ ব্যবহা শাস্ত্রানুযায়িনী নহে ; সেরূপ শাস্ত্র দৃষ্ট  
হইতেছে না, এবং ভিন্নও পান নাই । “গ্রহী ভবতি পণ্ডিতঃ”  
বাহার অনেক গ্রহ আছে, সে পণ্ডিতপদবাচ্য ; এই উক্তির  
অনুসরণ করিয়া, তিনি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী  
পুষ্পক লইয়া গিয়াছেন ; তাহাতেও যদি কিছু প্রমাণ দেখিতে  
পাইতেন, তাহা হইলে তাহা নির্দেশ করিতেন, কিন্তু নির্দেশ  
করেন নাই । এ বিষয়ে কোন গ্রন্থের সম্মতি দেখিতে পাওয়া  
যায় না । অতএব প্রমাণ প্রশ্রয় ব্যতিরেকে অবলম্বিত ঐ  
ত্রৈবিধ্যব্যবহা তদীর বাক্যে বিশ্বাসকারী সংস্কৃতানভিজ্ঞ  
ব্যক্তিদের নিকটেই শোভা পাইবেক, প্রমাণপরতজ্ঞ তাত্তিক-  
বিশ্বের নিকটে নহে ।



এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমি অনুপ্রভুতিপ্রণীত শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থা করিয়াছি ; ঐ ব্যবস্থা স্থলে প্রাপ্ত, অথবা বুদ্ধিবশে উদ্ভাবিত নহে । তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে মীমাংসা করিয়াছেন, তদনুসারে বিবাহমাত্রই কাম্য ; সুতরাং, বিবাহের কাম্যত্ব অংশে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই ; কেবল, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব অংশেই তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন । ইতঃপূর্বে যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, "আমার বোধে, তদ্বারা বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব, নিঃসংশয়িত রূপে, প্রতিপাদিত হইয়াছে । সুতরাং, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব ব্যবস্থা শাস্ত্রানুযায়িনী নহে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ, কোনও মতে, সঙ্গত হইতেছে না ।

কিঞ্চ, . . .

"মান জীবিত, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য", জ্ঞানের যেমন ত্রৈবিধ্য প্রতিপাদক এই শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেরূপ শাস্ত্র নাই ।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, কখনও এরূপ নির্দেশ করিতে পারিতেন না । কর্মবিশেষ নিত্য, নৈমিত্তিক, বা কাম্য, কোনও কোনও স্থলে, বচনে এরূপ নির্দেশ দেরিতে পাওয়া যায় । কিন্তু, অনেক স্থলে, সেরূপ নির্দেশ নাই ; অথচ, সে সকল স্থলে, তত্তৎ কর্ম নিত্য, বা নৈমিত্তিক, বা কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । বচনে নিত্যত্ব প্রভৃতির নির্দেশ না থাকিলে, কর্ম সকল নিত্য প্রভৃতি বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, এ কথা বলা যাইতে পারে না । সদ্ধাবন্দন নিত্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত ; কিন্তু, বচনে নিত্য বলিয়া নির্দেশ নাই । একোদ্বিষ্ট শাস্ত্র নিত্য ও

নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত ; কিন্তু, বচনে নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া নির্দেশ নাই । একাদশীর উপবাস নিত্য ও কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত ; কিন্তু বচনে নিত্য ও কাম্য বলিয়া নির্দেশ নাই । যে যে হেতুতে কর্ম সকল নিত্য, নৈমিত্তিক, বা কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইবেক, শাস্ত্রকারেরা তৎসমুদয় বিশিষ্টরূপে দর্শাইয়া গিয়াছেন ; তদনুসারে, সর্বত্র নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে । জ্ঞান, দান, জাতকর্ম, নান্দীশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কতিপয় স্থলে বচনে যে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এরূপ নির্দেশ আছে, তাহা বাহ্যল্যমাত্র ; তাহা না থাকিলেও, তত্তৎ কর্মের নিত্যত্ব প্রভৃতির নিরূপণ পূর্বো-  
ল্লিখিত সাধারণ নিয়ম দ্বারা হইতে পারিত । বচনে নির্দেশ না থাকিলে, যদি নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে না পারে, তাহা হইলে সঙ্ঘ্যাবন্দন, একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধ, একাদশীর উপবাস, ইত্যাদির নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না । বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এরূপ নির্দেশ থাকুক, বা না থাকুক, বিধিবাক্যে নিত্যশব্দপ্রয়োগ, লজ্জনে দোষ-  
ক্রতি প্রভৃতি হেতু থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী কর্ম নিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক ; বিধিবাক্যে ফলক্রতি থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী কর্ম কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক ; বিধিবাক্যে নিমিত্ত বশতঃ যে কর্মের অনুষ্ঠান অনুমত হইবেক, তাহা নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হইবেক । অতএব, বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ইত্যাদি শব্দে নির্দেশ না থাকিলে, বৈধ কর্মের নিত্যত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কথা ।

অপিচ,

“এ বিষয়ে কোনও গ্রন্থেরও সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না” ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র । বিবাহের নিত্যত্ব বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থের সম্মতি লক্ষিত হইতেছে । যথা,

“রতিপুত্রধর্মার্হৎসেন বিবাহত্ৰিবিধঃ তত্র পূজার্হো দ্বিবিধঃ নিত্যঃ  
কাম্যশ্চ তত্র মিত্যে ঔজ্জার্হে সৰ্গঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ ইত্যনেন  
সৰ্গা মুখ্যা দর্শিতা (৮১) ।”

বিবাহ ত্রিবিধ রত্যর্হ, পূজার্হ ও ধর্মার্হ ; তন্মধ্যে পূজার্হ  
বিবাহ দ্বিবিধ নিত্য ও কাম্য ; তন্মধ্যে নিত্য পূজার্হ বিবাহে  
সৰ্গা কন্যা মুখ্যা, ইহা “সৰ্গঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ” এই বচন  
দ্বারা দর্শিত হইয়াছে ।

এহলে বিজ্ঞানেশ্বর, অসম্বন্ধ বাক্যে, বিবাহের নিত্যত্ব স্বীকার  
করিয়া গিয়াছেন । অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অগত্যা  
স্বীকার করিতে হইতেছে, বিবাহের নিত্যত্বব্যবস্থা বিষয়ে,  
অন্ততঃ, মিতাক্ষরানামক গ্রন্থের সম্মতি আছে । কৌতূকের  
বিষয় এই, তিনি মিতাক্ষরার উপরি উদ্ধৃত অংশের

“রতিপুত্রধর্মার্হৎসেন বিবাহত্ৰিবিধঃ” ।

বিবাহ ত্রিবিধ রত্যর্হ, পূজার্হ, ও ধর্মার্হ ।

এই প্রথম বাক্যটি বিবাহের কাম্যত্বসংস্থাপনপ্রকরণে প্রমাণ-  
স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮২) ; কিন্তু উহার অব্যবহিত পরবর্তী

( ৮১ ) মিতাক্ষরা, আচারাদ্যায় ।

( ৮২ ) এতৎ সর্ম্মমতিসম্মার বিজ্ঞানেশ্বরেণ মিতাক্ষরানামা-  
চারাদ্যায়ে রতিপুত্রধর্মার্হৎসেন বিবাহত্ৰিবিধ ইত্যুক্তম্ । বহু-  
বিবাহবাদ, ১০ পৃষ্ঠা ।

এই সকল অনুধাবন করিয়া, বিজ্ঞানেশ্বর, মিতাক্ষরার আচারাদ-  
যায়ে, “রতিপুত্রধর্মার্হৎসেন বিবাহত্ৰিবিধঃ” এই কথা  
বলিয়াছেন ।

“তত্র পুত্রার্থো দ্বিবিধঃ নিত্যঃ কাম্যক্” ।

তন্মধ্যে পুত্রার্থ বিবাহ দ্বিবিধ, নিত্য ও কাম্য ।

এই বাক্যে, নিত্য কাম্য ভেদে বিবাহ দ্বিবিধ, এই বে নির্দেশ আছে, অনুগ্রহ করিয়া দিব্য চক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করেন নাই ।

বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়েও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সম্মতি দৃষ্ট হইতেছে । যথা,

“অধিবেদনং ভাৰ্য্যাস্তরপরিগ্রহঃ অধিবেদননিমিত্তাত্তপি ন এবাহ

সুরাপী ব্যাধিতা মূৰ্ত্তা বহ্ম্যার্হম্ম্যাগ্রিঃ বদা ।

স্ত্রীপ্রমুচ্চাধিবেদন্ত্যা পুরুষদ্বৈধিণী তথৈতি ॥ (৮৩) ।

পূৰ্ণপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্ধশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের নাম অধিবেদন । যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমুদয়ের নির্দেশ করিয়াছেন । যথা, স্ত্রী সুরাপানিধী, চিররোগিণী, ব্যাভিচারিণী, বহ্ম্য, অর্ধনাশিণী, অগ্নিযবাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিদ্বৈধিণী হইলে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক ।

“অধিবেদনং দ্বিবিধং ধর্ম্মার্থঃ কাম্যার্থক তত্র পুত্রোৎপত্ত্যাদি-  
ধর্ম্মার্থে পূৰ্ণোক্তানি মজপত্নাদীনি নিমিত্তানি কাম্যার্থে তু ন  
তাত্তপেক্ষিতানি (৮৪) ।”

“দ্বিবিধং অধিবেদনং ধর্ম্মার্থঃ কাম্যার্থক তত্র পুত্রোৎপত্ত্যাদি-  
ধর্ম্মার্থে প্রাপ্তোক্তানি মজপত্নাদীনি নিমিত্তানি কাম্যার্থে তু ন তাত্ত-  
পেক্ষিতানি (৮৫) ।”

অধিবেদন দ্বিবিধ ধর্ম্মার্থ ও কাম্যার্থ ; তাহার মধ্যে পুত্রোৎ-  
পত্তি প্রভৃতি ধর্ম্মার্থ অধিবেদনে পূৰ্ণোক্ত সুরাপানাদিরূপ

(৮৩) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায় ।

(৮৪) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায় ।

(৮৫) চতুর্বিংশতিব্রহ্মবিদ্যাধ্যায় ।

নিমিত্তঘটনা আবশ্যিক ; কামার্ব বিবাহে সে সকলের অপেক্ষা করিতে হয় না ।

“এতন্নিমিত্তভাবে নাথিবেত্তব্যোভ্যাহ আপত্ত্যঃ

ধর্মপ্রজ্ঞাসম্পন্নো দ্বারে নাত্যঃ কুর্কীত ( ৮৬ ) ।”

আপত্ত্য কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না ; বরং, যে জীর সহযোগে ধর্মকার্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে অন্য জী বিবাহ করিবেক না ;

এক্ষণে

১। “যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে ।”

২। “ধর্মার্থ অধিবেদনে পূর্বোক্ত সুরাপানাদিরূপ নিমিত্ত ঘটনা আবশ্যক” ৭

৩। “এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না” ।

ইত্যাদি লিখন দ্বারা, জীর বক্ষ্যাহ প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ কৃত বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়ে, পরাশরভাষ্য, বীরমিত্রোদয়, ও চতুর্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা, এই সকল গ্রন্থের সন্মতি আছে কি না, তাহা সর্কশাত্তবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহোদয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

অপরঞ্চ,

“অন্তএব প্রমাণপ্রদর্শন ব্যতিরেকে অবলম্বিত ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা তদীর বাক্যে বিশ্বাসকারী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকটেই শোভা পাইবেক, প্রমাণপরতন্ত্র তাত্ত্বিকদিগের নিকটে নহে” ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পূর্বে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহের ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক, অথবা প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে, অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সকলে

বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । তর্কবাচস্পতি মহর্ষয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমার অবলম্বিত ব্যবস্থা তাত্ত্বিকদিগের নিকটে শোভা পাইবেক না । কিন্তু, আমার সামান্ত বিবেচনায়, তাত্ত্বিক মাত্রেই ঐ ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিবেন, এরূপ বোধ হয় না । তবে, তাঁহার তাঁহার মত ঘোর তাত্ত্বিক, তাঁহাদের নিকটে উহা গ্রাহ্য হইবেক, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না ।

বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহর্ষয় প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন,

“ইখং বিবাহস্য কেবলনিত্যত্বং কেবলনৈমিত্তিকত্বঞ্চ, ত্রৈবিধ্য-  
বিভাজকোপাধিতয়া তেন যৎ প্রমাণমন্তরেণৈব কল্পিতং তৎ  
প্রতিক্ষিপ্তং তচ্চ দ্বিশকটপুস্তকভারাহবধেন উপদেশসহস্রানুসর-  
ণেন বা তেন সমাধেয়ম (৮৭) ।”

এইরূপে বিদ্যুসাগর, প্রমাণ ব্যতিরেকেই, ত্রৈবিধ্যবিভাজক  
উপাধি স্বরূপে, যে বিবাহের কেবলনিত্যত্ব ও কেবল-  
নৈমিত্তিকত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডিত হইল । এক্ষণে  
তিনি, দুই গাড়ী পুস্তক আহরণ অথবা সহস্র উপদেশ গ্রহণ  
করিয়া, তাহার সমাধীন করুন ।

তর্কবাচস্পতি মহর্ষয়, দয়া করিয়া, আমায় যে এই উপদেশ  
দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি । আমি তাঁহার  
মত সর্বজ্ঞ নহি ; সুতরাং, পুস্তকবিরহিত অথবা উপদেশ-  
নিরপেক্ষ হইয়া, বিচারকার্য্য নির্বাহ করিতে পারি, আমার  
এরূপ সাহস বা এরূপ অভিমান নাই । রক্ততঃ, তাঁহার  
উৎপাদিত আপত্তির সমাধানের নিমিত্ত, আমায় বহু পুস্তক  
দর্শন ও সংশ্লিষ্ট উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে । তিনি,  
আত্মীয়তাবাদে, ঈদৃশ উপদেশ প্রদান না করিলেও, আমায়

তদনুরূপ কাঁচা করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই । তর্কবাচ-  
স্পতি মহাশয় সর্বাংশে অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্বে নির্দেশ  
করিয়াছেন, আমি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক  
আহরণ করিয়াছি (৮৮) । কিন্তু, দেখ, তিনি কেমন সরল,  
কেমন পরহিতৈষী ; এক গাড়ী পুস্তক পর্য্যাপ্ত হইবেক না,  
যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অমনি দুই গাড়ী পুস্তক আহরণের  
উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ, আমি যে সকল  
পুস্তক আহরণ করিয়াছি, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাহা  
দুই গাড়ী পরিমিত হইবেক না ; বোধ হয়, অথবা বোধ হয়  
কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছু ন্যূন হইবেক ; সুতরাং,  
সম্পূর্ণ ভাবে, তদীয় অদৃশ নিরূপম উপদেশ পালন করা হয়  
নাই ; এজন্য, আমি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত, লজ্জিত,  
কুণ্ঠিত, ও শঙ্কিত হইতেছি । দয়াময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়,  
যে রূপ দয়া করিয়া, আমার ঐ উপদেশ দিয়াছেন, যেন সেই-  
রূপ দয়া করিয়া, আমার এই অপরাধ মার্জনা করেন । আর,  
এস্থলে ইহাও নির্দেশ করা আবশ্যক, যদিও তদীয় উপদেশের  
এ অংশে আমার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে ; কিন্তু অপর অংশে,  
অর্থাৎ তাহার উদ্ভাপিত আপত্তির সমাধান বিষয়ে, যত্ন ও  
পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই । সুতরাং, সে বিষয়ে মহানুভাব  
তর্কবাচস্পতি মহোদয় আমার নিতান্ত অপরাধী করিতে  
পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না ।

( ৮৮ ) প্রবীণ ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমুহূর্ত্ত্য সংস্কৃতপাঠশালাভ্যঃ  
গৃহীতপুস্তকভারপুস্তকেন । বহুবিবাহবাদ, ১৩ পৃষ্ঠা ।

যাহার অনেক গ্রন্থ আছে সে পণ্ডিতপাদবাচ্য, এই উক্তির অনু-  
সরণ করিয়া, সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক লইয়া দিয়াছেন ।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

“ইচ্ছায়া নিরঙ্কুশবাক্য যাবদিচ্ছং তাবদ্বিবাহাস্তাচিত্তাৎ (১)।”

ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার অথবা উপদেশবাক্যের সৃষ্টিকর্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশীর্বাদ করিতেছি, তিনি চিরজীবী হউন, এবং এইরূপ সদ্যবস্থা ও সদুপদেশ দ্বারা, স্বদেশীয়দিগের সদাচারশিক্ষা ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন বিষয়ে, সহায়তা করিতে থাকুন। তাঁহার মত শৃঙ্খল বুদ্ধি, অগাধ বিজ্ঞা, ও অদ্ভুত সাহস ব্যতিরেকে, এরূপ অভূতপূর্ব ব্যবস্থার উদ্ভব কদাচ সম্ভব নহে। তদপেক্ষা ন্যূনবুদ্ধি, ন্যূনবিজ্ঞ, ন্যূনসাহস ব্যক্তির, “যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত,” কদাচ ঐদৃশ ব্যবস্থা দিতে পারেন না; তাদৃশ ব্যক্তি, অত্যন্ত সাহসী হইলে, “যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে,” কথঞ্চিৎ এরূপ ব্যবস্থা দিতে পারেন। বাহা হউক, তিনি যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কত দূর সঙ্গত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক, ও কাম্য ভেদে বিবাহ চতুর্বিধ। ব্রহ্মচর্য্য সমাধানের পর, গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাহা নিত্য বিবাহ। যথা,



গুরুণামৃতঃ স্নাত্ব সমারত্তো যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সৰ্বণাং লক্ষণান্বিতাম্ (২)॥

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্জালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমারত্তন করিয়া, সঙ্গাভীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

পূৰ্বপরিণীতা স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাহা নৈমিত্তিক বিবাহ । যথা,

সুরাপী ব্যাধিতা হৃষ্ঠা বক্ষ্যার্থম্যপ্রিয়ংবদা ।

স্ত্রীপ্রশুশ্চাধিরেত্তব্যী পুরুষদ্বৈত্বিণী তথা (৩) ॥”

যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, কিরোরোগিনী, ব্যভিচারিণী, বক্ষ্যা, অর্থ নাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিদ্বৈত্বিণী হয়, তৎসঙ্গে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ, করিবেক ।

পুত্রলাভ ও ধর্মকর্মসাধন গৃহস্থাশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ; পুত্রলাভ ব্যতিরেকে, পিতৃঋণের পরিশোধ হয় না ; যজ্ঞাদি ধর্মকর্ম ব্যতিরেকে, দেবঋণের পরিশোধ হয় না । স্ত্রী বক্ষ্যা, ব্যভিচারিণী, সুরাপায়িনী প্রভৃতি হইলে, গৃহস্থাশ্রমের দুই প্রধান উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না ; এজন্ত, শাস্ত্রকারেরা, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, যত বার নিমিত্ত ঘটিবেক, তত বার বিবাহ করিবার অধিকার ও আবশ্যকতা আছে । যথা,

(২) মনুসংহিতা । ৩।৪ ।

(৩) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা । ১।৭৩ ।

অপুঞ্জঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীত ততঃ পুংঃ ।

পরিণীত সমুৎপাদ্য নোচেদা পুঞ্জদর্শনাৎ ।

বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছৎ সন্ন্যাসং বা সমাজয়েৎ (৪) ॥

ঐধনপরিণীতা স্ত্রীতে পুঞ্জ না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক ; তাহাতেও পুঞ্জ না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক ; এইরূপে, যাবৎ পুঞ্জলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক ; আর. এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক ।

শাস্ত্রকারেরা, যাবৎ নিমিত্ত ঘটবেক তাবৎ বিবাহ করিবেক, এইরূপ বিধি প্রদান করিয়া, নিমিত্ত না ঘটিলে, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক না, এইরূপ নিষেধও প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা,

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নাস্ত্যাং কুর্কীত (৫) ।

যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্মকার্য ও পুঞ্জলাভ সম্পন্ন হয়, তৎকালে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, পুঞ্জলাভ ও ধর্মকার্য সম্পন্ন হইলে, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহে প্রকৃষের অধিকার নাই । পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক ; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, তাহা নিত্যনৈমিত্তিক বিবাহ । যথা,

ভার্য্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দস্ত্রাধীনস্ত্যকর্মণি ।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্ব্যৎ পুনরাধানম্বেব চ (৬) ॥

(৪) বীরমিত্রোদয় ও বিধানপারিজাতকৃত স্মৃতি ।

(৫) আগস্ত্যায়ী ধর্মসূত্র । ২।৫।১২ ।

(৬) বনুসংহিতা । ৫।১৬৮ ।

পূর্বহতা স্ত্রীর যথাবিধি আত্মোক্তিক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপন্নিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক ।

এইরূপে শাস্ত্রকারেরা, গৃহস্থাস্থলের প্রধান দুই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক, এই ত্রিবিধ বিবাহের বিধি প্রদর্শন করিয়া, রত্নিকামনায়, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহপ্ররত্ত ব্যক্তির পক্ষে, যে অসবর্ণা-বিবাহের বিধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা কাম্য বিবাহ । যথা,

সবর্ণ্যাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতন্তু প্ররতানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো হবরাঃ (৭) ।

দ্বিজাতিদিগের প্রধান বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা; কিন্তু যাহারা, কাম বশতঃ, বিবাহে প্ররত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক ।

রত্নিকামনায় অসবর্ণাবিবাহে প্ররত্ত হইলে, পূর্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর সন্মতিগ্রহণ আবশ্যক । যথা,

একামুৎক্রম্য কামার্ষমন্ত্যাং লবুং য ইচ্ছতি ।

সমর্ষস্তোষয়িত্বার্থে পূর্বোঢ়ামপরাং বহেৎ (৮) ॥

যে ব্যক্তি, স্ত্রীসঙ্গে, কাম বশতঃ, পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে সমর্ষ হইলে, অর্ষ দ্বারা পূর্বপরিণীতা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া, অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক ।

শাস্ত্রকারেরা, কামুক পুরুষের পক্ষে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন বটে; কিন্তু, সেই সঙ্গে, পূর্ব স্ত্রীর সন্মতিগ্রহণরূপ

(৭) মনুসংহিতা । ৩। ১২ ।

(৮) শ্রুতিচরিত্রিকা, পরাশরভাষ্য, মদনপারিজাত প্রভৃতি দ্বত দেবলবচন ।

নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া, কাম্য বিবাহের পথ একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক ; কারণ, হিতাহিতবোধ ও সদসম্বিবেচনাশক্তি আছে, এক্রপ কোনও জীলোক, অর্থ-লোভে, চির কালের জন্ত, অপদস্থ হইতে, ও সপত্নীয়ব্রণারূপ নরকভোগ করিতে, সম্মত হইতে পারে, সম্ভব বোধ হয় না ।

বিবাহবিষয়ক বিধি সকল প্রদর্শিত হইল । ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, দারপরিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক । মনু কহিয়াছেন,

অপত্যং ধর্মকার্য্যানি শুশ্রূষা রতিক্রমমা ।

দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ (১) ॥

পুত্রোৎপাদন, ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, শুশ্রূষা, উত্তম রতি, এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গলাভ, এই সমস্ত জীব জাধীন ।

প্রথমবিবাহিতা জীব দ্বারা এই সকল সম্পন্ন হইলে, তাহার জীবদশায়, পুনরায়, বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত নহে । এক্ষণ, আপত্ত্য-তাদৃশ স্থলে স্পষ্ট বাক্যে বিবাহের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন । জীব বধ্যাঙ্ক প্রভৃতি দোষ বশতঃ, পুত্রোৎপাদনের অথবা ধর্মকার্য্যানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিলে, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ জীব জীবদশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন । পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত, যত বার আবশ্যক, বিবাহ করিবেক ; অর্থাৎ প্রথমপরিণীতা জীব পুত্রবতী না হইলে, তৎ সত্বে বিবাহ করিবেক ; এবং দ্বিতীয়পরিণীতা জীব পুত্রবতী না হইলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক ; এইরূপে,

যাবৎ পূৰ্ণলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক । আর, যদি প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর সহযোগে, কোনও ব্যক্তির রতিকামনা পূর্ণ না হয়, সে রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূৰ্ণ-পরিণীতা সৰ্বণা স্ত্রীর সন্মতি গ্রহণ পূৰ্ব্বক, অসৰ্বণা বিবাহ করিবেক । অতএব, পূৰ্ণপরিণীতা স্ত্রীর বক্ষ্যাহ প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, অথবা উৎকট রতিকামনা বশতঃ, গৃহস্থ ব্যক্তির বহু বিবাহ সম্ভব ; এই দুই কারণ ব্যতিরেকে, একাধিক বিবাহ, শাস্ত্রানুসারে, কোনও ক্রমে, সম্ভবিত্তে পারে না । উক্ত প্রকারে বহু বিবাহ সম্ভব হওয়াতে, কোনও কোনও ঋষির্বাচ্যে, এক ব্যক্তির বহু বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা,

অগ্নিশিখাদিশুশ্রবাং বহুভার্য্যঃ সৰ্বণয়া ।

কারয়েত্তদ্বহুত্বং চেজ্যেষ্ঠয়া গর্হিতা ন চেৎ (১০) ॥

যাহার অনেক স্তার্য্য থাকে, সে ব্যক্তি অগ্নিস্রব্ধ বা অর্ধাৎ অগ্নিহোত্রাদি ব্রহ্মানুষ্ঠান, ও শিষ্টব্রহ্মা অর্থাৎ অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির পরিচর্য্যা, সৰ্বণা স্ত্রী সমভিব্যাহারে, সম্পন্ন করিবেক ; আর, যদি সৰ্বণা বহু ভার্য্যা থাকে, জ্যেষ্ঠা সমভিব্যাহারে সম্পন্ন করিবেক, যদি সে ধর্ম্মকার্য্যে অব্যোধ্যতা-প্রতিপাদক দ্বায়ে আক্রান্ত না হয় ।

এই রূপে, যে যে স্থলে বহুভার্য্যাবিবাহের উল্লেখ দৃষ্ট হইবেক, পূৰ্ণপরিণীতা স্ত্রীর বক্ষ্যাহ প্রভৃতি নিমিত্ত, অথবা উৎকট রতিকামনা, ঐ বহুভার্য্যাবিবাহের নিদান বলিয়া বুঝিতে হইবেক । বস্তুতঃ, যখন পূৰ্ণপরিণীতা স্ত্রীর বক্ষ্যাহ প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে; তাহার জীবকশার, পুনরায় সৰ্বণা বিবাহের

বিধি দৃষ্ট হইতেছে ; যখন তাদৃশ নিমিত্ত না ঘটিলে, সর্বণা  
বিবাহের স্পষ্ট নিবেদন লক্ষিত হইতেছে ; এবং, যখন উৎকট  
রতিকামনার বশবর্তী হইয়া, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়,  
পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্ভূত হইলে, কেবল অসর্বণা বিবাহের  
বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, তখন যুদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা সর্বণা  
বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন  
হওয়া অনস্তুব । অতএব, “ইচ্ছার নিয়ামক নাই, যত ইচ্ছা  
বিবাহ করা উচিত,” তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত  
কত দূর শাস্ত্রানুমত বা স্মার্তানুমত, তাহা সকলে বিবেচনা  
করিয়া দেখিবেন । তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, বিবাহ করা  
পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ; অর্থাৎ ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক,  
ইচ্ছা না হয় বিবাহ করিবেক না ; অথবা যত ইচ্ছা বিবাহ  
করিবেক । কিন্তু, পুরুষ প্রতিপাদিত হইয়াছে, চতুর্বিধ  
বিবাহের মধ্যে নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক এই ত্রিবিধ  
বিবাহ পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে ; শাস্ত্রকারেরা অবশ্যকর্তব্য  
বলিয়া তত্তৎ বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদান করিয়াছেন ; এই  
ত্রিবিধ বিবাহ না করিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যবায়গ্রস্ত  
হইতে হয় । তবে, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব-  
পরিণীতা স্ত্রীর সন্মতি গ্রহণ পূর্বক, যে অসর্বণা বিবাহ  
করিবার বিধি আছে, কেবল ঐ বিবাহ পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছা-  
ধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না  
হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক না ; তাদৃশ বিবাহ না করিলে,  
প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না । অতএব, বিবাহ মাত্রই  
পুরুষের ইচ্ছাধীন, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কথা ।

কিঞ্চ, বিবাহ বিষয়ে ইচ্ছার নিয়ামক নাই, ইহা অপেক্ষা

অসার ও উপহাসকর কথা আর কিছুই হইতে পারে না । পুত্র-  
লাভ ও ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইলে, পূর্বদর্শিত আপত্তিবচন দ্বারা,  
পূর্বপরীক্ষিতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সর্বণা বিবাহ এক  
বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; সুতরাং, সে অবস্থায়, ইচ্ছা অনুসারে,  
পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই । তবে, রত্নিকামনা-  
স্থলে অসর্বণাবিবাহ পুরুষের ইচ্ছার অধীন বটে ; কিন্তু সে  
ইচ্ছারও নিয়ামক নাই, এরূপ নহে ; কারণ, পূর্বপরীক্ষিতা স্ত্রী  
সম্মত না হইলে, কেবল পুরুষের ইচ্ছায়, তাদৃশ বিবাহ হইতে  
পারে না । অতএব, বিবাহবিষয়ে পুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ,  
যত ইচ্ছা হইবেক, তত বিবাহ করা উচিত, ঈদৃশ অদৃষ্টচর  
অপ্রতীক্ষিত অদ্ভুত ব্যবস্থা, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ভিন্ন, অন্য  
পণ্ডিতম্ভ ব্যক্তির মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইতে  
পারে, ইহা কোনও মতে সম্ভব হোয় না । প্রথমতঃ,  
তর্কবাচস্পতি মহাশয়, শাস্ত্র বিবরে, বহুদর্শী বলিয়া খ্যাতি-  
লাভ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ  
অধিকার নাই ; দ্বিতীয়তঃ, তিনি ছিন্নবুদ্ধি লোক নহেন ;  
তৃতীয়তঃ, ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি  
নিরতিশয় কলুষিত হইয়া রহিয়াছে । এই সমস্ত কারণে, বিবাহ-  
বিষয়ক বিধিবাক্যানুসূহের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে  
না পারিয়া, এবং, কোনও কোনও স্থলে, বহু জায়া, বহু  
ভাৰ্যা, অথবা ভাৰ্যাশব্দের বহুবচনে প্রয়োগ দেখিয়া, ইচ্ছা-  
ধীন বহু সর্বণা বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার ও উচিত  
কর্ম বলিয়া ব্যবস্থা প্রচারিত করিয়াছেন ।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

অতঃপর, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, যে নৈকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় ক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

“তন্মাদেকো বহুবীর্বিদতে ইতি শ্রুতিঃ,  
তন্মাদেকস্ত বহ্ব্যা জায়া ভবন্তি নৈকস্মৈ বহবঃ  
সহ পতয়ঃ ইতি শ্রুতিঃ,  
ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সক্ষেবাংশ্রয়স্তঃ স্যুরিতি”

দায়ভাগসূত্রপট্টীনসিদ্ধিচ্ছ বিবাহক্রিয়াকর্মগতসংখ্যাবিশেষ-  
বহুং খ্যাপয়ন্তী একস্তান্নেকবিবাহঃ প্রতিপাদয়তি (১১)।”

“অতএব, এক ব্যক্তি বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে”, এই শ্রুতি; “অতএব, এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্বীর সহ অর্থাৎ এক স্ত্রীর বহু পতি হইতে পারে না”, এই শ্রুতি; এবং, “সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য রূপে”, দায়ভাগসূত্র এই পট্টীনসিদ্ধিচ্ছ দ্বারা (১২), বিবাহক্রিয়ার কর্মভূত ভার্য্যা প্রভৃতি পদে বহুবচনসম্বন্ধ বশতঃ, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে”।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ হইতে

---

( ১১ ) বহুবিবাহবাদ, ২০ পৃষ্ঠা।

( ১২ ) তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত এই সূত্রিবাক্য পট্টীনটির বচন নহে; দায়ভাগে শব্দ ও সিদ্ধিভেদে বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি পট্টীনটির বচন বলিয়া সর্বত্র নির্দেশ করিয়াছেন; একন্য, আনাকেও, অগত্যা, তদীয় ঐ ক্রান্তিমূলক নির্দেশের অনুসরণ করিতে হইত।



পারে, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না । পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, এক ব্যক্তির বহু সৰ্গা বিবাহ সম্ভব ; আর, উৎকট রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পুরুষ পূৰ্বপরিণীতা সৰ্গা ভাৰ্য্যার জীবদ্দশায়, তদীয় সম্মতি ক্রমে, অসৰ্গা ভাৰ্য্যা বিবাহ করিতে পারে ; ইহা দ্বারাও এক ব্যক্তির বহুভাৰ্য্যাবিবাহ সম্ভব । অতএব, তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়ে, যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা ধৰ্ম্মশাস্ত্রোক্ত বক্ষ্যাত্তপ্রভৃতি-নিমিত্তনিবন্ধন, অথবা উৎকটরতিকামনামূলক, তাহার কোনও সংশয় নাই । উল্লিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে, সামান্যাকারে, এক ব্যক্তির বহুভাৰ্য্যাপরিগ্রহ সম্ভব, এতন্মাত্র নির্দিষ্ট আছে ; কিন্তু, ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্তক ঋষিরা, নিমিত্ত বিশেষ নির্দেশ পূৰ্বক, এক ব্যক্তির বহুভাৰ্য্যাপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন । অতএব, বেদ-বাক্যনির্দিষ্ট বহুভাৰ্য্যাপরিগ্রহ ও ঋষিবাক্যব্যবস্থাপিত বহু-ভাৰ্য্যাপরিগ্রহ একবিষয়ক ; বেদে এক ব্যক্তির বহুভাৰ্য্যাপরি-গ্রহের যে উল্লেখ আছে, ধৰ্ম্মশাস্ত্রে, পূৰ্বপরিণীতা স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দেশ পূৰ্বক, ঐ বহুভাৰ্য্যাপরিগ্রহের স্থল সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । বেদবাক্যের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কেবল আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অতিনব তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নহে । পূৰ্বতন গ্রন্থকর্তারা এই ছুই বেদবাক্যের উক্তবিধ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন । যথা,

“অথাধিবেদনম্ । তদুভয়ৈর্ভেদঃপ্রাপ্তগে

তন্মাদেকস্য বহুভ্যা জায়া ভবন্তি নৈকন্যে বহবঃ

সহ পতঙ্গ ইতি ।

সহস্রসামর্থ্যাং ক্রমেণ পত্যন্তরং ভবতীতি গম্যতে । অতএব

নষ্টে যুতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

ইতি মল্লনা স্ত্রীণামপি পত্যন্তরং স্বর্যুজ্ঞে । পত্যন্তরমপি

তন্মাদেকো বহুসীর্জায় বিন্দত ইতি ।

নিমিত্তাত্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ

সুরাপী ব্যাধিতা মূর্ত্তা বহু্যার্থস্বাপ্রিয়ংবদা ।\*

স্ত্রীপ্রমুচ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষস্বেষিণী তথৈতি ॥

মল্লবপি

মত্তপাসত্যরুজা চ প্রতিকুলা চ যা ভবেৎ ।

ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থস্বী চ সর্বদা ॥

এতন্নিমিত্তাভাবে নাধিবেত্তব্যোভ্যাহ আপত্তয়ঃ

ধর্ম্মপ্রজ্ঞাসম্পাদে চারে নান্যাং কুর্বাতি ।

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেরাদিতি ।

অস্বার্থঃ যদি প্রথমোক্তা স্ত্রী ধর্ম্মেণ শ্রৌতস্বার্থানিসাধোম প্রজ্ঞা

পুঞ্জপৌজাদিনা চ সম্পন্ন। তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে

অগ্ন্যাধানাং প্রাগ্বেচবোতি অগ্ন্যাধানাং প্রাপ্তিতি মুখ্যকল্পাভি-

প্রায়ং নোত্তরপ্রতিষেধার্থম্ অধিবেদনস্ত পুনরাধাননিমিত্ততাহুপ-

পত্তেঃ । স্বত্যন্তরেহপি

অপুঞ্জঃ সন্ পুনর্দারান্ পুরিশীল ততঃ পুনঃ ।

পরিশীল সমুৎপাদ্য নোচেদা পুঞ্জদর্শনাৎ ।

বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সম্যাসং বা সমাপ্রয়েদিতি ॥

অন্ত্যর্থঃ প্রথমারাং ভাৰ্য্যায়ামপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান পরিনীয়  
পুত্রানুৎপাদয়েদিতি শেষঃ তন্ত্যামপি পুত্রানুৎপত্তৌ আ পুত্রদর্শ-  
নাং পরিণয়েদিতি শেষঃ । স্পষ্টমন্ত্ৰং ( ১৩ ) ।

অতঃপর অধিবেদনপ্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । ঐতবেয়  
ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তির বহু ভাৰ্য্যা হইতে  
পারে, এক জীৱ সহ, অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হইতে পারে  
না” । সহ, অর্থাৎ এক সঙ্গে, এই কথা বলাতে, ক্রমে অন্য  
পতি হইতে পারে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে । এই নিমিত্ত,  
“আমী অনুদেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব হির হইলে, সংসার  
ধর্ম প্ররিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, জীৱিগের  
পুনর্দার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত” । এই বচন দ্বারা, অনু  
জীৱিগের অন্য পতির বিধান করিয়াছেন । বেদান্তরেও উক্ত  
হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তি বহুভাৰ্য্যাবিবাহ করিতে  
পারে” । যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে  
পারে, যাজ্ঞবল্ক্য ও সঙ্খদেয়ের নির্দেশ করিয়াছেন । যথা,  
“যদি জ্ঞী সুরাপানিণী, চিররোগিণী, ব্যতিচারিণী, বহুভ্যা,  
অর্থনাশিনী, অপ্ৰিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিষেধিণী  
হয়, তৎসঙ্গে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করি-  
বেক” । অনুওকহিয়াছেন, “যদি জ্ঞী সুরাপানিণী, ব্যতিচারিণী,  
সতত, স্বামী অতিপ্রায়ে বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী,  
অতিক্রুরস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তৎসঙ্গে অধিবেদন  
অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক” । আগন্তুকহিয়া-  
ছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারি-  
বেক না । যথা, “যে জীৱ সহযোগে ধর্মকর্ম ও পুত্রলাভ  
সম্পন্ন হয়, তৎসঙ্গে অন্য জীৱ বিবাহ করিবেক না । ধর্মকর্ম  
অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্বে, পুনরায়  
বিবাহ করিবেক” । “অগ্ন্যাধানের পূর্বে”, এ কথা বলার  
অভিপ্রায় এই, অগ্ন্যাধানের পূর্বে বিবাহ করা মুখ্য কল্যাণ ;  
নতুবা, অগ্ন্যাধানের পর, বিবাহ করিতে পারিবেক না, এরূপ  
তাৎপর্য্য নহে ; তাহা হইলে, অধিবেদন অগ্ন্যাধানের নিমিত্ত  
বলিয়া পরিণয়িত হইতে পারে না । অন্য স্মৃতিতেও উক্ত

হইয়াছে, “প্রথম পরিণীতা স্ত্রীতে পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক ; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক ; এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক ; আর, এই অবস্থায় যদি ঐবরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক” ।

দেখ, মিত্রমিশ্র, অধিবেদনপ্রকরণের আরম্ভ করিয়া, সর্বপ্রথম, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়কে অধিবেদনের প্রমাণস্বরূপ বিস্তৃত করিয়াছেন ; তৎপরে, যে সকল নিমিত্ত ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারে, তৎপ্তদর্শনার্থ যাজ্ঞবল্ক্যবচন ও মনুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ; পরিশেষে, ঐ সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না, ইহা আপস্তম্ববচন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উল্লিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহুভাষ্যাপরিগ্রহের নির্দেশ আছে, মিত্রমিশ্রের মতে, ঐ বহুভাষ্যাপরিগ্রহ অধিবেদনের নির্দিষ্টনিমিত্তমিবন্ধন হইতেছে কি না ।

“অথ দ্বিতীয়বিবাহবিধানম্ । তত্র ঋতিঃ •

তন্মাদেকো বহুবীর্জায়া বিন্দত ইতি ।

প্রত্যস্তরমপি

তন্মাদেকস্য বহুভ্যা জায়া ভবন্তি নৈকসৌ বহবঃ  
সহ পতয় ইতি ।

তদ্বিবরমাতাপস্তবঃ

ধর্মপ্রজাসম্পাদে দারে নান্যাত্ কুর্বীত ।

অন্যতরাতাবে কার্য্য প্রাগম্যাদেহাদিতি ॥

অতীতঃ যদি প্রাপ্তা স্ত্রী ধর্মেণ প্রক্লান্ত সম্পন্ন তদা নাত্মাৎ  
বিবাহেৎ অন্ততরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোচ্যোক্তি । ত্রিভি-  
ধগবান্ জায়ত ইতি ; নাপুত্রস্ত লোকোহস্তি ইতি ঋতেঃ ;  
স্মৃতিশ্চ,

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ ।

পরিণীয় সমুৎপাত্ত নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ ।

বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাজস্নেৎ ॥

বাক্যব্যাঃ

সুত্রাগী ব্যাখিতা ধূর্তা বাক্যার্থস্বাশ্রিয়ংবদা ।

‘স্ত্রীপ্রসূচাধিবেত্তব্য পুরুষদ্বৈধিণী তথা (১৪) ॥

অতঃপর দ্বিতীয়বিবাহপ্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । এ বিষয়ে  
বেদে উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তি বহু ভাৰ্য্যা বিবাহ  
করিতে পারে” । বেদান্তরেও উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক  
ব্যক্তির বহু ভাৰ্য্যা হইতে পারে ; এক স্ত্রীর সহ, অর্থাৎ এক  
সুত্রে, বহু পতি হইতে পারে না” । এ বিষয়ে আপত্ত্য  
কহিয়াছেন, “যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্মকর্ম্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন  
হয়, তৎসম্বন্ধে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন না । ধর্মকর্ম্য অথবা  
পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্বে পুনরায় বিবাহ  
করিবেন” । “ত্রিবিধ ঋণে ঋণগ্রস্ত হয়”, “অপুত্র ব্যক্তির  
সদ্ধাতি হয় না”, এই দুই বেদবাক্য তাহার প্রমাণ ; স্মৃতিতেও  
উক্ত হইয়াছে, “প্রথম পরিণীতা স্ত্রীতে পুত্র না জন্মিলে,  
পুনরায় বিবাহ করিবেন ; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে পুনরায়  
বিবাহ করিবেন ; এইরূপে, বাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ  
বিবাহ করিবেন ; আর, এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে,  
বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন” । যাজ্ঞবল্ক্য  
কহিয়াছেন, “যদি স্ত্রী সুত্রাগী, চিররোগিনী, ব্যতিচারিণী,

বহ্য, অর্ধবাসিনী, অধিবাসিনী, কসামাত্রপ্রসবিনী, ও  
পতিষেধিণী হই, তৎসঙ্গে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দার-  
পরিগ্রহ করিলেক ।

এক্কে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচস্পতি  
মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যে যে বহুভার্যাপরিগ্রহের  
নির্দেশ আছে, মিত্রমিশ্রের স্থায়, অনন্তভট্টের মতেও, ঐ  
বহুভার্যাপরিগ্রহ অধিবেদনের নির্দিষ্টনিমিত্তনিবন্ধন হইতেছে  
কি না ।

কিঞ্চ,

“তন্মাদেকস্য বহ্যে জায়তবন্তি নৈকসৈ ”  
বহবঃ সহ পত্যঃ” ।

অতএব, এক ব্যক্তির বহু ভার্য্য হইতে পারে, এক স্ত্রী, সহ  
অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হইতে পারে না ।

এই বেদাংশ যে উপাখ্যানের উপসংহারস্বরূপ, তাহা সমগ্র  
উদ্ধৃত হইতেছে ; তদ্ব্যতীত, বোধ করি, তর্কবাচস্পতি  
মহাশয়ের বিতণ্ডাপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইতে পারে ।

“ঋকু চ বা ইদমগ্রে সাম চান্তাম্ । সৈব নাম  
ঋগাসীৎ অমো নাম সাম । সা বা ঋকু সামো-  
পাবদৎ মিথুনং সন্তবাব প্রজাত্যা ইতি ।  
নেত্যত্রবীৎ সাম জ্যায়ান্ বা অতো মম মছি-  
মেতি । তে হে ভূষোপাবদতাম্ । তে ন প্রতি  
চন সমবদত । তান্নিত্রো ভূষোপাবদন্ । যৎ  
তিত্রো ভূষোপাবদন্ তত্তিহতিঃ সমন্তবৎ ।

যত্নিত্বঃ সমভবৎ তন্মাত্তিত্বঃ স্তবন্তি  
 তিত্বতিরুণায়ন্তি । তিত্বতির্হি সাম সন্মিতং  
 ভবতি । তন্মাদেকস্য বহ্ব্য জায়া ভবন্তি  
 নৈকস্মৈ বহবঃ সহ পাতয়ঃ (১৫) ।”

পূর্বে ঋক্ ও সাম পৃথক্ ছিলেন। ঋকের নাম না, সামের নাম অম। ঋক্ সামের নিকটে গিয়া বলিলেন, আইস, আমরা সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত উভয়ে সহবাস করি। সাম কহিলেন, না; তোমার অপেক্ষা আমার মহিমা অধিক। ওৎপরে দুই ঋক্ প্রার্থনা করিলেন। সাম তাহাতেও সন্মত হইলেন না। অনন্তর তিন ঋক্ প্রার্থনা করিলেন; যেহেতু ‘তিন ঋক্ প্রার্থনা করিলেন, এজন্য সাম তাহাদের সহবাসে সন্মত হইলেন। যেহেতু সাম তিন ঋকের সহিত মিলিত হইলেন, এজন্য সামগেরা তিন ঋক্ দ্বারা যজ্ঞ স্তুতিগান করিয়া থাকেন। এক সাম তিন ঋকের তুল্য। অতএব এক ব্যক্তির বহু ভাৰ্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর একনঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না।

এই বৈদাংশকে প্রকৃত উপাখ্যানের আকারে পরিণত করিয়া, তদীয় তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। ‘সামনাথ বাচস্পতির ঋক্সুন্দরী, ঋক্মোহিনী, ঋক্‌বিলাসিনী নামে তিন মহিলা ছিল। একদা, ঋক্সুন্দরী, সামনাথের নিকটে গিয়া, সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত, সহবাস প্রার্থনা করিলেন। তুমি নীচাশয়া অথবা নীচকুলোদ্ভবা, আমি তোমার সহিত সহবাস করিব না, এই বলিয়া, সামনাথ অস্বীকার করিলেন। পরে ঋক্সুন্দরী ও ঋক্মোহিনী উভয়ে প্রার্থনা করিলেন; সামনাথ

---

(১৫) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৃতীয় পঞ্চিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়ো-  
 বিংশ খণ্ড। , গোপথ ব্রাহ্মণ, উত্তর ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, বিংশ খণ্ড।

তাহাতেও সম্মত হইলেন না । অনন্তর, ঋক্‌সুন্দরী, ঋক্‌-  
মোহিনী, ঋক্‌বিলাসিনী, তিন জনে সমবেত হইয়া প্রার্থনা  
করিলে, সামনাথ তাঁহাদের সহিত সহবাসে সম্মত হইলেন ।  
এই উপাখ্যান দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, সামনাথ  
বাচস্পতির তিন মহিলা ছিল ; কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া,  
তিনি তাহাদের সহবাসে পরাশ্রুত ছিলেন । অবশেষে, তিন  
জনের বিনয় ও প্রার্থনার বশীভূত হইয়া, তাহাদের সহিত  
সহবাস করিতে লাগিলেন । নতুবা, বাচস্পতি মন্ত্রশয় এক  
বারে তিন মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন, ইহা এ উপাখ্যানের  
উদ্দেশ্য হইতে পারে না ; কারণ, অবিবাহিতা বালিকারা,  
অপরিচিত বা পরিচিত পুরুষের নিকটে গিয়া, সন্তানোৎ-  
পাদনের নিমিত্ত বিবাহপ্রার্থনা করিবেক, ইহা কোনও মতে  
সম্ভব বা সঙ্গত বোধ হয় না । যদি বিবাহিতার সহবাস  
অভিপ্রেত না বলিয়া, অবিবাহিতার বিবাহ অভিপ্রেত বল,  
এবং তদ্বারা এক ব্যক্তির একবারে তিন বা তদধিক বিবাহ  
শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইও ; তাহা হইলে,  
এক ব্যক্তি একবারে তিনের মূন বিবাহ করিতে পারে না,  
এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠে ; কারণ, বিবাহপক্ষ  
অভিপ্রেত হইলে,

“যতিন্ত্রো ভূত্বোপাবদন্ ততিন্ত্রিঃ সমতবৎ”

এ অংশের

যেহেতু তিন জনে প্রার্থনা করিলেন, একব্য সামনাথ তাহা-  
দের পাণিগ্রহণ করিলেন,

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক ; এবং তদনুসারে, একবারে তিন  
মহিলা বিবাহপ্রার্থিনী না হইলে, বিবাহ করা বেদবিরুদ্ধ



ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইবেক ; কারণ, সামান্য একা  
কিনী ঋক্সুন্দরী, অথবা ঋক্সুন্দরী ও ঋক্সমোহিনী উভয়ের  
প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন নাই  
পরিণেবে, ঋক্সুন্দরী, ঋক্সমোহিনী, ও ঋক্সবিলাসিনী তিন  
জনের প্রার্থনায় তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । কলতঃ  
এই বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া, পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে, ক্রমে ক্রমে  
বা একবারে, বহু ভাৰ্য্যা বিবাহ করিতে পারে, এরূপ সীমাংস  
করা, আর এই বেদবাক্য মনু, বাজবল্ক্য, আপস্তম্ব প্রভৃতি  
ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্তক ঋষিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, অথবা  
তাঁহারা এই বেদবাক্যের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে  
পারেন নাই, এজন্ত নিমিত্তনির্দেশ পূৰ্বক, পূৰ্বপরিণীতা স্ত্রী  
জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহের বিধিপ্রদর্শন ও নিমিত্ত না ঘটিলে  
বিবাহের নিষেধ প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ অনুমান কর  
নিরবচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন মাত্র ।

তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যরূপ প্রমাণে  
অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে, তাঁহার অবলম্বিত  
স্মৃতিবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে ।

“ভাৰ্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সৰ্ব্বেষাং শ্রেয়স্যাঃ স্যুঃ” ।

সজাতীয়া ভাৰ্য্যা সকলের পক্ষে দুখ্য রূপ ।

এই পৈতৃকনিবচনে ভাৰ্য্যা এই পদে বহুবচন আছে ; ও  
বহুবচনবলে, তৰ্কবাচস্পতি মহাশয় বদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুভাৰ্য্যা  
বিবাহ শাস্ত্রানুমত ব্যবহার বলিয়া, প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত  
হইয়াছেন । কিন্তু, কিঞ্চিং স্থিরচিত্ত হইয়া অনুধাবন করিয়া  
দেখিলে, তিনি অনান্যাসেই বুঝিতে পারিতেন, পৈতৃকনি

এক ব্যক্তির বহুভাষ্যাবিধা অতিপ্রায়ে ভাষ্যশব্দে বহুবচনের প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ, ঐ বহুবচনপ্রয়োগ এক ব্যক্তির বহুভাষ্যাবিবাহের পোষক নহে। “ভাষ্যাঃ,” এস্থলে ভাষ্যা শব্দে যেক্রপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে, “সর্কেষাম্,” এস্থলে সর্ক শব্দেও সেইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে। “সর্কেষাম্”, সকলের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের, সজাতীয়া ভাষ্যা মুখ্য কল্প। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের বোধনার্থে, সর্ক শব্দে যেক্রপ বহুবচন আছে, সেইরূপ, তিন বর্ণের স্ত্রী বুঝাইবার অভিপ্রায়ে ভাষ্যা শব্দেও বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে।

উদাহৃত দ্বিজো ভাষ্যাঃ সৰ্গাঃ লক্ষণাহিতাম্। ৩৪।

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সুলক্ষণা সৰ্গা ভাষ্যা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনে দ্বিজ ও ভাষ্যা শব্দে একবচন থাকাতে, যেক্রপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে ;

“উদাহেরন্ দ্বিজা ভাষ্যাঃ সৰ্গাঃ লক্ষণাহিতাঃ ।”

প্রদর্শিত প্রকারে, মনুবচনে দ্বিজ ও ভাষ্যা শব্দে বহুবচন থাকিলেও, অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রতীতি হইত, তাহার কোনও সংশয় নাই। সমান ভায়ে,

ভাষ্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্কেষাঃ প্রেরম্যঃ স্ত্র্যাঃ ।

সজাতীয়া ভাষ্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প।

এই পৈতৃমনিবচনে ভাষ্যা ও সর্ক শব্দে বহুবচন থাকাতে, যেক্রপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে।

ভাৰ্য্যা সজাতীয়া সৰ্বস্য শ্ৰেয়সী স্যাৎ ।

প্রদর্শিত প্রকারে, পৈতৃননিবচনে ভাৰ্য্যা ও সৰ্ব শব্দে একবচন থাকিলেও, অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রতীতি হইত, তাহারও কোনও সংশয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় ঝাঁহাদের বিশিষ্টরূপ বোধ ও অধিকার আছে, তাদৃশ ব্যক্তি মাঝেই এইরূপ বুঝিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, মহাপণ্ডিত বলিয়া, নবীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মহাপণ্ডিত মহোদয়ের প্রবোধনার্থে, এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, এই মীমাংসা আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক বিজ্ঞানার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব মীমাংসা নহে। পূর্বতন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তারাও, ঐদৃশ স্থলে, এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন ; যথা,

“তথাচ যমঃ

ভাৰ্য্যাঃ সজাত্যাঃ সৰ্বেষাং ধৰ্ম্মঃ প্রথমকল্পিক ইতি ।

অয়মর্থঃ সমাবৃন্তস্ত ত্রৈবর্গিকস্ত প্রথমবিবাহে সর্বণৈব  
প্রশস্তা” (১৬) ।

যম কহিয়াছেন, “সজাতীয়া ভাৰ্য্যা সকলের পক্ষে দুখ্য কল্প” । ইহার অর্থ এই, সমাবৃন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যসমাধানান্তে গৃহস্থাজনপ্রবেশোন্মুখ ত্রৈবর্গিকের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সর্বণই প্রশস্তা ।

দেখ, এই যমবচনে, পৈতৃননিবচনের স্থায়, “ভাৰ্য্যাঃ” “সৰ্বেষাম্”, এ স্থলে ভাৰ্য্যা শব্দে ও সৰ্ব শব্দে বহুবচন আছে ;

কিন্তু মিত্রমিশ্র, “সবর্ণৈব,” ঐত্ববর্ণিকস্ত,” এই একবচনান্ত পদের প্রয়োগ পূর্বক, ঐ দুই বহুবচনান্ত পদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ভাষ্যাপদের বহুবচন যদি বহুভাষ্যাবিবাহের বোধক হইত, তাহা হইলে তিনি, “সজাত্যাঃ ভাষ্যাঃ”, ইহার পরিবর্তে, “সবর্ণৈব”, এবং “সর্বেষাম্”, ইহার পরিবর্তে, “ঐত্ববর্ণিকস্ত”, এরূপ একবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিতেন না ; কিন্তু তাদৃশ পদের প্রয়োগ করিয়া, ঐদৃশ স্থলে, একবচন ও বহুবচনের অর্থগত ও তাৎপর্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। দায়ভাগস্থত পৈঠীনসিবচন ও বীরমিত্রোদয়স্থত যমবচন সর্বাংশে তুল্য ; যথা,

পৈঠীনসিবচন

ভাষ্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্বেষাং শ্রেয়স্যাঃ সূ্যঃ ।

যমবচন

ভাষ্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্বেষাং ধর্ম্যঃ প্রথমকল্পিকঃ ।

যদি বীরমিত্রোদয়ে পৈঠীনসিবচন উদ্ধৃত হইত, তাহা হইলে, মিত্রমিশ্র ঐ বচনের যমবচনের তুল্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ফলকথা এই, এরূপ স্থলে, একবচন ও বহুবচনের অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ই এক অর্থ প্রাপ্তিপ্রদ করিয়া থাকে।

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষনি । ৩। ১২।

দ্বিজাতিদ্বিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণী বিহিতা ।

এই মনুবচন যমবচন ও পৈঠীনসিবচনের তুল্যার্থক ; কিন্তু, ঐ দুই ঋষিবাক্যে ভাষ্যা শব্দে যেমন বহুবচন আছে, মনুবাক্যে

সবর্ণা শব্দে, সেরূপ বহুবচন না থাকিয়া, একবচন আছে ; অথচ তিন ঋষিবাক্যে এক অর্থই প্রতীয়মান হইতেছে । ইহা দ্বারাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈদৃশ স্থলে, একবচন ও বহুবচনের অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই । আর, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ববর্তী ঋষিবাক্যে যে শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎপরেবর্তী ঋষিবাক্যে সেই শব্দেই একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, অথচ উভয় স্থলেই এক অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিভিন্ন বচনভেদ নিবন্ধন অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে না । যথা,

নদি স্বাশ্চাবরাশ্চৈব বিন্দেয়ন্ যোষিতো দ্বিজাঃ ।

তাসাং বর্ণক্রমেনৈব জ্যেষ্ঠাং পূজা চ বেশ্ম চ (১৭) ॥

যদি দ্বিজেরা বা অর্থাৎ সজাতীয়া জ্ঞী, এবং অবরা অর্থাৎ অন্যজাতীয়া জ্ঞী, বিবাহ করে, তাহা হইলে বর্ণক্রমে সেই সকল দ্বীপ জ্যেষ্ঠতা, সম্মান, ও বাসগৃহ হইবেক ।

“ভর্তুঃ শরীরপরিচর্যাং ধর্ম্যকার্যঞ্চ নৈত্যকম্ ।

স্বাচৈব কুর্যাৎ সর্কেবাং নান্যজাতিঃ কথঞ্চন (১৭) ॥

মানীর শরীরপরিচর্যা ও নিত্য ধর্ম্যকার্য্য দ্বিজাতিদিগের বা অর্থাৎ সজাতীয়া জ্ঞী করিবেক, অন্যজাতীয়া কদাচ করিবেক না ।

দেখ, পূর্বনির্দিষ্ট মনুবাক্যে “স্বাঃ”, “অবরাঃ”, এই দুই পদে বহুবচন আছে, আর তৎপরেবর্তী মনুবাক্যে “স্বা”, “অন্যজাতিঃ”, এই দুই পদে একবচন আছে ; অথচ উভয়ত্রই এক অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে । ফলতঃ, কোনও বিষয়ে যে সকল স্পষ্ট

বিধি ও স্পষ্ট নিষেধ আছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল বিভক্তির একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন অবলম্বন পূর্বক, ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসা করা নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকরণব্যবসায়ের পরিচয় প্রদান মাত্র ।

এ বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে, যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে ;

“ন চ প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়েণ বহুবচনমুপাত্তমিতি শব্দ্যম্ প্রত্যেক-  
বর্ণাভিপ্রায়কণ্ঠে সর্বগাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণীতি  
মানববচন ইব ভার্য্যা কার্য্যেত্যেকবচননির্দেশেনৈব তথীর্থাব-  
গতো বহুবচননির্দেশবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ” (১৮) ।

পৈগীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যা শব্দে, প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে, বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, এ আশঙ্কা করিও না ; যদি প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে হইত, তাহা হইলে, “দ্বিজাতি-  
দিগের প্রথম বিবাহে সর্বগা বিহিতা”, এই মনুবাচ্যে সর্বগা শব্দে যেমন একবচন আছে, পৈগীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যা শব্দেও সেইরূপ একবচন থাকিলেই তাদৃশ অর্থের প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারিত ; সুতরাং বহুবচননির্দেশ ব্যর্থ হইয়া পড়েন

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত মনুবাচ্য ও পৈগীনসিবাক্য সর্বাংশে তুল্য, উভয়ের অর্থগত ও উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই । যথা,

মহুবচন

সর্বগাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সর্বগা বিহিতা ।

ভাৰ্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সৰ্বেষাং শ্ৰেয়শ্চ : স্যুঃ ।

সিদ্ধান্তিদিগের সজাতীয়া ভাৰ্য্যা বিবাহ মুখ্য কল্প ।

তবে, উভয় ঋষিবাক্যের এই মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, মনুবাণ্ডে সৰণী শব্দে একবচন আছে ; পৈতীনসিবাক্যে ভাৰ্য্যা শব্দে বহুবচন আছে । পৈতীনসিবাক্যস্থিত ভাৰ্য্যা শব্দে যে বহুবচন আছে, চতুৰ্বাচস্পতি মহাশয়, ঐ বহুবচনের বলে, সিদ্ধান্ত করিতেছেন, পুরুষ একবারে বহু ভাৰ্য্যা বিবাহ করিতে পারে ; তাহার স্ত্রীতে, ঐ বহুবচন প্রত্যেক বর্ণের অভি-  
প্রায়ে ব্যবহৃত হয় নাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন বর্ণের ভাৰ্য্যা বুঝাইবার নিমিত্ত, বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ নহে । মনুবাণ্ডে সৰণী শব্দে একবচন আছে, অথচ সৰণী শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন বর্ণের ভাৰ্য্যা বুঝাইতেছে ; তিন বর্ণের ভাৰ্য্যা বুঝাইবার অভিপ্রায় হইলে, পৈতীনসিবাক্যেও, ভাৰ্য্যা শব্দে একবচন থাকিলেই, তাহা নিশ্চয় হইতে পারে ; সুতরাং, বহুবচন প্রয়োগ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে । অতএব, বহুবচনপ্রয়োগের বৈয়ৰ্থ্যপরিহারের নিমিত্ত, একবারে বহুভাৰ্য্যাবিবাহই পৈতীনসির অভিপ্ৰেত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবেক ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পৈতীনসিবাক্যস্থিত ভাৰ্য্যা শব্দ বহুবচনান্ত দেখিয়া, যদি বহুভাৰ্য্যাবিবাহ পৈতীনসির অভিপ্ৰেত বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হয় ; তাহা হইলে, সমান স্থানে, মনুবাণ্ডে সৰণী শব্দ একবচনান্ত দেখিয়া, একভাৰ্য্যাবিবাহ

মনুর অভিপ্রেত বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবেক ; এবং তাহা হইলে, মনুবচনের ও পৈঠীনসিবচনের বিরোধ উপস্থিত হইল ; মনু যে স্থলে একভার্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন, পৈঠীনসি, অবিকল সেই স্থলে, বহুভার্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন । এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই বিরোধের সুসমাধি করা যাইবেক ; মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য নহে, এই পথ অবলম্বন করিয়া, পৈঠীনসিস্মৃতি অগ্রাহ্য করা যাইবেক ; কিংবা মনু অপেক্ষা পৈঠীনসির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, মনুস্মৃতি অগ্রাহ্য করা যাইবেক ; অথবা, মনু ও পৈঠীনসি উভয়ই তুল্য, তুল্যবল শাস্ত্রদ্বয়ের বিরোধস্থলে, বিকল্প পক্ষ অবলম্বিত হইয়া থাকে ; এই পথ অবলম্বন করিয়া, বিকল্পব্যবস্থার অনুসরণ করা হইবেক ; অথবা, অন্যান্য মুনিবাক্যের সহিত একবাক্যতা-সম্পাদন করিয়া, ব্যবস্থা করা যাইবেক । বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রনমূহের অবিরোধ সম্পাদিত হইলে, যে ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়, তাহা যষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে ; এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের যে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে । তিনি লিখিয়াছেন,

“চত্বশো ব্রাহ্মণস্ত ত্রিংশো ব্রাহ্মণস্ত যে বৈজ্ঞেয়ৈঃ পৈঠীনসি-  
বচনস্ত তাৎপর্যাবজ্ঞোতনার্থং কার্যভূগিত্তা জাত্যবচ্ছেদেনৈত্য়-  
জম্ চতুর্জাত্যবচ্ছিন্নতয়া বিবাহং ব্যবস্থাপরতা চ তেন একৈক-  
বর্ণায়া অপি পঞ্চাদিসংখ্যা ন বিজ্ঞেয়ৈঃ জ্যোতির্জ্ঞৈঃ তত ইচ্ছায়া



নিবন্ধ শৃঙ্খলৈব প্রাপ্তবচনজাতেন বিবাহবহুপ্রতিপাদনেন চ  
স্বত্বকমিত্যুৎপত্তামঃ” (১৯) ।

“ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই,” এই পৈতৃনসি-  
বচনের তাৎপর্য ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত, দায়ভাগকার, “জাত্যব-  
চ্ছেদেন”, এই কথা বলিয়াছেন। চারি জাতিতে বিবাহ  
করিতে পারে, এই ব্যবস্থা ক্ষত্রিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি  
জীববিবাহ দৃশ্য নয়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইচ্ছার নিয়ামক  
না থাকাতে, এবং পুরোক্ত বচন সমূহ দ্বারা বহু বিবাহ প্রতিপন্ন  
হওয়াতে, আমার বিবেচনায়, দায়ভাগকার অতি সুন্দর তাৎ-  
পর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ, ছয়, সাত, আট,  
নয়, দশ, এগার, বার, তের প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহ দৃশ্য নয়,  
দায়ভাগকার পৈতৃনসিবচনের এরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন  
নাই। তিনি, সর্দশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত,  
অসংসাহসিক পুরুষ ছিলেন না ; সুতরাং, নিতান্ত নির্ভীক  
হইয়া, যথেষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রের গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন  
কেন। নিরপরাধ দায়ভাগকারের উপর অকারণে এরূপ  
দোষারোপ করা অনুচিত। তিনি যে এ বিষয়ে কোনও অংশে  
দোষী নহেন, তৎপ্রদর্শনার্থ তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে ।

“চতস্রো ব্রাহ্মণস্যানুপূর্য্যেণ, তিস্রো রাজ-  
ন্যস্য দ্বৈ বৈশ্যস্য একা শূদ্রস্য। জাত্যবচ্ছেদেন  
চতুর্নাদিসংখ্যা সম্বধ্যতে ।”

( পৈতৃনসি কহিয়াছেন, ) “অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের চারি,  
ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শূদ্রের এক, ভাৰ্য্যা হইতে পারে ।

“এই চারি প্রভৃতিঃখ্যার “জাত্যবচ্ছেদেন” অর্থাৎ জাতির  
সহিত সম্বন্ধ ।

অর্থাৎ, পৈষ্ঠীননিবচনে যে চারি, তিন, দুই, এক, এই শব্দ-  
চতুষ্টয় আছে, তদ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, দুই জাতি,  
এক জাতি, এই বোধ করিতে হইবেক ; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ চারি  
জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র  
এক জাতিতে, বিবাহ করিতে পারে ; নতুবা, ব্রাহ্মণ চারি  
স্ত্রী বিবাহ, ক্ষত্রিয় তিন স্ত্রী বিবাহ, বৈশ্য দুই স্ত্রী বিবাহ, শূদ্র  
এক স্ত্রী বিবাহ, করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে । দায়ভাগ-  
কারের লিখন দ্বারা ইহার অতিরিক্ত কিছুই প্রতিপন্ন হয় না ।  
অতএব, তদীয় এই লিখন দেখিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ  
প্রভৃতি বিবাহ দৃশ্য নয়, দায়ভাগকার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত  
করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ে পাণ্ডিত্যের  
পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে । নারদসংহিতার দৃষ্টি থাকিলে,  
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা\*তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঈদৃশ অসঙ্গত তাৎপর্য্য-  
ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ বোধ হয় না । যথা,

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে ।

সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥

ব্রাহ্মণস্যামুলোমোন স্ত্রিয়োহন্যাস্তিস্র এব তু ।

শূদ্রায়াঃ প্রাতিলোমোন তথান্যে পতয়স্ত্রয়ঃ ॥

দ্বৈ ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যমৈকা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জৈয়াবেকোহন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ (২০) ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের বিবাহে, পুরুষের পক্ষে সজাতীয় ভাৰ্য্যা ও স্ত্রীলোকের পক্ষে সজাতীয় পতি মুখ্য রূপ। অতুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের অন্য তিন স্ত্রী হইতে পারে। প্রতিলোম ক্রমে শূদ্রার অন্য তিন পতি হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের অন্য দুই ভাৰ্য্যা, বৈশ্যের অন্য এক ভাৰ্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যের অন্য দুই পতি, ক্ষত্রিয়ার অন্য এক পতি হইতে পারে।

দেখ, নারদ সৰ্বণা ও অসৰ্বণা লইয়া, পুরুষপক্ষে, যেকোন ব্রাহ্মণের চারি স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের তিন স্ত্রী, বৈশ্যের দুই স্ত্রী, শূদ্রের এক স্ত্রী নির্দেশ করিয়াছেন ; সেইরূপ, স্ত্রীপক্ষেও, সৰ্বণ ও অসৰ্বণ লইয়া, শূদ্রার চারি পতি, বৈশ্যার তিন পতি, ক্ষত্রিয়ার দুই পতি, ব্রাহ্মণীর এক পতি নির্দেশ করিয়াছেন। দায়ভাগকার, পৈতৃনসিবচননির্দিষ্ট চারি, তিন, দুই, এক স্ত্রী বিবাহ স্থলে, যেমন চারি জাতিতে, তিন জাতিতে, দুই জাতিতে, এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; নারদবচননির্দিষ্ট চারি, তিন, দুই, এক স্ত্রী ও পতি বিবাহ স্থলেও, নিঃসন্দেহ ; সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক ; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে, বিবাহ করিতে পারে ; আর, শূদ্রার চারি জাতিতে, বৈশ্যার তিন জাতিতে, ক্ষত্রিয়ার দুই জাতিতে, ব্রাহ্মণীর এক জাতিতে, বিবাহ হইতে পারে। নারদবচনস্থিত চারি তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা নিতান্ত আবশ্যক ; নতুবা, শূদ্রা প্রভৃতির চারি, তিন, দুই, এক জাতিতে বিবাহ হইতে পারে, এরূপ অর্থ প্রতিপন্ন না হইয়া, শূদ্রা প্রভৃতির চারি, তিন, দুই, এক, পতিবিবাহরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক ;

. অর্থাৎ, শূদ্রার চারি পতির সহিত, বৈশ্যার তিন পতির  
 সহিত, ক্ষত্রিয়ের দুই পতির সহিত, ব্রাহ্মণের এক পতির  
 সহিত, বিবাহ হইতে পারিবেক। কিন্তু, সেরূপ অর্থ যে  
 , শাস্ত্রানুমত ও স্তায়ানুগত নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা  
 হউক, দায়ভাগকার পৈতৃনসিবচনস্থিত চারি, তিন প্রভৃতি  
 সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে, তর্ক-  
 বাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাক্রমে, প্রত্যেক বর্ণেও, পাঁচ প্রভৃতি  
 স্ত্রী বিবাহ করা দৃশ্য নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন।  
 এক্ষণে, সর্ব্বাংশে সমান স্থল বলিয়া, নারদবচনস্থিত চারি,  
 তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয়ও জাতিপর বলিয়া  
 অগত্যা ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে ; সুতরাং, সর্ব্বাংশে সমান  
 স্থল বলিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্ত্রীলোকের  
 পক্ষে, যদৃচ্ছাক্রমে, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রভৃতি পতি বিবাহ  
 করা দৃশ্য নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিবেন, তাহার সন্দেহ  
 নাই। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে, অতঃপর স্ত্রীলোকে, প্রত্যেক  
 বর্ণে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবেক।  
 বেদব্যাস কেবল দ্রৌপদীকে পাঁচটি মাত্র পতি বিবাহের  
 অনুমতি দিয়াছিলেন। \* তর্কবাচস্পতি মহাশয় বেদব্যাস  
 অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন। তিনি একবারে, সর্ব্বনাধারণ স্ত্রীলোককে,  
 প্রত্যেক বর্ণে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা পতি বিবাহ করিবার  
 অনুমতি দিতেছেন। অতএব, তর্কবাচস্পতিমহাশয়সদৃশ  
 ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থাপক ভূমণ্ডলে আর নাই, এরূপ নির্দেশ করিলে,  
 বোধ করি, অভ্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।

যাহা হউক, এস্থলে নির্দেশ করা আবশ্যিক, দায়ভাগ-  
 লিখনের উল্লিখিত তাৎপর্য্যব্যাখ্যা\* তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের

নিজ বুদ্ধি প্রভাবে উদ্ভাবিত হয় নাই ; তাঁহার পূর্বে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী, ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, এই তাৎপর্যব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন । যথা,

### শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

“জাত্যবচ্ছেদেনেতি জাত্যা ইত্যর্থঃ তেন ব্রাহ্মণস্ত পঞ্চব্রাহ্মণী-  
বিবাহো ন বিরুদ্ধ ইতি ভাঃ, (২১) ।”

“জাত্যবচ্ছেদেন” অর্থাৎ জাতির সহিত, এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণীবিবাহ দুষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে ।

### অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী

“জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণাদেঃ পঞ্চ যদ্ বা সজাতীয়া  
ন বিরুদ্ধা ইত্যশয়ঃ (২১) ।”

“জাত্যবচ্ছেদেন”, এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাঁচ ছয় সর্বগণ বিবাহ দুষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে ।

### কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ

“জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণস্ত পঞ্চব্রাহ্মণীবিবাহো হপি ন  
বিরুদ্ধ ইতি স্মৃতিতম্ (২১) ।”

“জাত্যবচ্ছেদেন” এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণী  
বিবাহও দুষ্য নয় ; এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, এই তিন টীকাকারের তাৎপর্যব্যাখ্যা নিরীক্ষণ করিয়া, তদীয় নামোল্লেখে বৈমুখ্য অবলম্বন পূর্বক, নিজবুদ্ধিপ্রভাবে উদ্ভাবিত অভূতপূর্ব ব্যাখ্যার স্থায় পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ, তদীয় ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ, অচ্যুতানন্দ, ও কৃষ্ণকান্তের ব্যাখ্যার প্রতিবিম্ব মাত্র। তন্মধ্যে বিশেষ এই, তাঁহারা তিন জনে, স্ব স্ব বর্ণে পাঁচ ছয় বিবাহ দৃশ্য নয়, এই মীমাংসা করিয়াছেন; তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি, তাঁহাদের নকলের অপেক্ষা, অধিক তীক্ষ্ণ; এজন্য তিনি, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রভৃতি বিবাহ দৃশ্য নয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ, অচ্যুতানন্দ, ও কৃষ্ণকান্তের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুসৃত হইল বলিয়া, উল্লেখ বা অঙ্গীকার করেন নাই। অনেকে তদ্বিলম্বে এই ব্যবহারকে অস্বাভাবিকতার উদাহরণস্থলে উল্লিখিত করিতে পারেন; কিন্তু, তাঁহার এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অভিনব ও বিস্ময়কর নহে; পরস্ব হরণ করিয়া, নিজস্ব বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, রামভদ্র স্যায়ালঙ্কার, শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি, স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, ও মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যও দায়ভাগের টীকা লিখিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহারা উল্লিখিত দায়ভাগলিখনের উক্তবিধ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করেন নাই। বাহা হউক, পূর্বনির্দিষ্ট নারদবচন দ্বারা ইহা নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি টীকাকার মহাশয়েরা, অথবা সর্কশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহোদয়, স্ব স্ব বর্ণে, অথবা প্রত্যেক বর্ণে, বহুছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা দৃশ্য নয়, ইহা দায়ভাগকারের অভিপ্রেত বলিয়া যে

তাৎপর্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না (২২) ।

(২২) অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী,

“ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় সৰণী বিবাহদুষ্য নয়”

এই যে তাৎপর্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কেবল অনবধানমূলক বলিতে হইবেক । উদীয় তাৎপর্যব্যাখ্যার মর্ম্ম এই, ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সৰণী বিবাহ করিতে পারে । কিন্তু, তিনি দায়তাপদ্বত সৰণীজ্ঞে দ্বিজাভীনাং ঐশক্তা দায়কর্ম্মণি ।

৫ কামতস্ত্বে অরুতানামিমাঃ স্ত্র্যঃ ক্রমশোহবরাঃ । ৩।১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথমবিবাহে সৰণী কন্যা বিহিতা ; কিন্তু যাহারা কামবশতঃ বিবাহে অরুত হন, তাহারা অনুলোমক্রমে

‘অসবর্ণী বিবাহ করিবেক ।

এই মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বারা যদৃচ্ছাহলে ‘অসবর্ণী-বিবাহমাত্র’ প্রতিপাদিত হইয়াছে । যথা,

“ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ বৈশ্যকজিয়বিপ্রাণাং শূদ্রাবৈশ্যকজিয়াঃ” ।

বক্ষ্যমাণ কন্যারা অর্ধাৎ বৈশ্য, কজিয় ও ব্রাহ্মণের শূদ্রা, বৈশ্য ও কজিয়া ।

ইহা দ্বারা অচ্যুতানন্দ স্পষ্টাকরে স্বীকার করিয়াছেন, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে অরুত হইলে ব্রাহ্মণ কজিয়া, বৈশ্য ও শূদ্রা ; কজিয় বৈশ্য ও শূদ্রা ; বৈশ্য শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে । অতএব, যিনি মনুবচন-ব্যাখ্যাকালে, যদৃচ্ছাহলে, অসবর্ণীবিবাহমাত্র ব্যবহাপিত করিয়াছেন ; তাঁহার পক্ষে “ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় সৰণী বিবাহ দুষ্য নয়”, এরূপ দাবী করা কত দূর সঙ্গত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । ফলতঃ, অচ্যুতানন্দকৃত মনুবচনব্যাখ্যা ও দায়তাপদ্বতের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা যে পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই ।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে প্রমাণ অবলম্বন পূর্বক, একবারে একাধিক ভার্য্যা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

“অথ যদি গৃহস্থো যে ভার্য্যে বিদ্বেত কথং কুৰ্য্যাৎ ।

ইত্যশঙ্কা

যস্মিন্ কালে বিদ্বেত উত্তাবয়ী পরিচরেন্

ইত্যুপক্রম্য

দ্বয়োভার্য্যায়োরস্থারক্কয়োৰ্যজমানঃ

ইতি বিধানপারিজাতধৃতবোধায়নসূত্রেণ যুগপত্তার্য্যাদয়ঃ তদনু-  
গুণমগ্নিধনঞ্চ বিহিতঃ দ্বয়োঃ পত্যোরস্থারক্কয়োৰিতি বদতা চ  
অগ্নিধয়ে যুগপত্তয়োহোমাদিসম্বন্ধপ্রতীতেৰ্গুণপরিবাহকঃ স্পষ্ট-  
মেব প্রতীয়তে ( ২৩ ) । ”

“যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যা বিবাহ করে কিরূপ করিবেক,” এই  
আশঙ্কা করিয়া, “যে কালে বিবাহ করিবেক, দুই অগ্নির স্থাপন  
করিবেক,” এইরূপ আশঙ্ক করিয়া, “দুই ভার্য্যার সহিত  
যজমান,” বিধানপারিজাতধৃত এই বোধায়নসূত্রে যুগপৎ  
ভার্য্যাদয় ও তদনুগুণমগ্নি অগ্নিধন বিহিত হইয়াছে ; আর,  
“দুই পত্নীর সহিত,” এই কথা বলিতে, অগ্নিধয়ে যুগপৎ  
উভয়ের হোমাদিসম্বন্ধ প্রতীতি জন্মিতেছে ; সুতরাং, যুগপৎ  
বিবাহের স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে ।



সৰ্বশাস্ত্রবেত্তা তৰ্কবাচস্পতি মহাশয় বৌদায়নসূত্রের অর্থগ্রহ ও তাৎপর্যনির্ণয় করিতে পারেন নাই ; এজন্য, যুগপৎ বিবাহদ্বয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তিনি, সমুদয় বৌদায়নসূত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সূত্রের অন্তর্গত যে কয়টি কথা আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল বোধ করিয়াছেন, সেই কয়টি কথা মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন । কিন্তু, যখন ধর্মসংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এক সূত্রের অতি সামান্য অংশত্রয় মাত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সমুদয় সূত্র উদ্ধৃত করা উচিত ও আবশ্যক ছিল ; তাহা হইলে, কেবল তদীয় আদেশের ও উপদেশের উপর নির্ভর না করিয়া, আবশ্যক বোধ হইলে, সকলে স্ব স্ব বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া, সূত্রের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্যগ্রহ করিতে পারিতেন । এস্থলে দুটি কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে ; প্রথম, সমুদয় সূত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সূত্রের অন্তর্গত কতিপয় শব্দ মাত্র উদ্ধৃত করা ; দ্বিতীয়, কেহ সমুদয় সূত্র দেখিয়া, সূত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্যনির্ণয় করিয়া, প্রকৃত র্ত্তান্ত জানিতে না পারে ; এজন্য, যে গ্রন্থে এই সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার নাম গোপন পূর্বক, গ্রন্থান্তরের নাম নির্দেশ করা । তিনি লিখিয়াছেন,

“ইতি বিধানপারিজাতধৃতবৌদায়নসূত্রেণ” ।

বিধানপারিজাতধৃত এই বৌদায়নসূত্রে ।

কিন্তু, বিধানপারিজাতে এই বৌদায়নসূত্র উদ্ধৃত দৃষ্ট হইতেছে না । বাহা হউক, বৌদায়নসূত্রের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে ।

যদি কোনও ব্যক্তি, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বশতঃ, পুনরায় বিবাহ করে, তবে সে পূর্ব বিবাহের অগ্নিতে দ্বিতীয় বিবাহের হোম করিবেক, নূতন অগ্নি স্থাপন করিয়া, তাহাতে হোম করিতে পারিবেক না । কিন্তু, যদি, কোনও কারণ বশতঃ, পূর্ব অগ্নিতে হোম করা না ঘটায় উঠে, তাহা হইলে, নূতন অগ্নিতে হোম করিয়া, পূর্ব অগ্নির সহিত ঐ অগ্নির মিলন করিয়া দিবেক । এই অগ্নিস্থলমেলনের দুই পদ্ধতি ; প্রথম পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি • স্থগিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, অগ্রে, পূর্ব পত্নীর সহিত, প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিবেক ; পরে, সন্নিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নির সহিত মেলন পূর্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক । এই পদ্ধতি শৌনক ও আশ্বলায়নের বিধি অনুযায়িনী । দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ, যথাবিধি, স্থগিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, অগ্রে, দ্বিতীয় পত্নীর সহিত, দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিবেক ; পরে, সন্নিধের উপর, ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, প্রথম বিবাহের অগ্নির সহিত মেলন পূর্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক । এই পদ্ধতি বোধায়নের বিধি অনুযায়িনী । শৌনক ও আশ্বলায়নের বিধি অনুসারে, অগ্রে, পূর্ব পত্নীর সহিত, প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিতে হয় ; বোধায়নের বিধি অনুসারে, অগ্রে, দ্বিতীয় পত্নীর সহিত, দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিতে হয় । দুই পদ্ধতির এই পার্থক্যে বিভিন্নতা ও মতগত বৈলক্ষণ্য আছে । বীরমিত্রোদয়, বিধানপারিজাত, নির্ণয়সিদ্ধ, এই তিন গ্রন্থে ঐ বিষয়ের ব্যবস্থা আছে, এবং অবলম্বিত

ব্যবস্থার প্রমাণভূত শাস্ত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে । যথাক্রমে, তিন গ্রন্থের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে ; তদ্বর্ণনে, সকলে এ বিষয়ের সবিশেষ রূপান্তর জানিতে পারিবেন, এবং তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নীমাংসা সঙ্গত কি না, তাহাও অনায়াসে স্থির করিতে পারিবেন ।

বীরমিত্রোদয়

“অথাধিবেদনেহগ্নিনিয়মঃ তত্র কাত্যায়নঃ

সদ্যারোহন্ত্যান্ পুনর্দারান্নুদ্বোঢ়ুং কারণান্তরাৎ ।

যদীচ্ছেদগ্নিমান্ কর্ত্তুং ক হোমোহন্য বিধীয়তে ।

স্বাগ্নাবেব ভবেদ্ধোমো লৌকিকে ন কদাচনেতি ॥

স্বাগ্নৌ পূর্বপরিগৃহীতেহগ্নৌ তদভাবে লৌকিকেহগ্নৌ যদি লৌকিকেহগ্নৌ তদা পূর্বেগ্নায়িনা অন্তাগ্নেঃ সংসর্গঃ কার্য্যঃ” ।

অতঃপর, অধিবেদনের অগ্নিনিয়ম উল্লিখিত হইতেছে । কাত্যায়ন কহিয়াছেন, “যদি সার্বিক গৃহস্থ, নিমিত্ত বশতঃ, পূর্ব জ্বর কীরদশায়, পুনরায় দ্বারপরিগ্রহের ইচ্ছা করে, কোন অগ্নিতে সেই বিবাহের হোম করিবেক । প্রথম বিবাহের অগ্নিতেই ঐ হোম করিতে হইবেক, লৌকিক অর্থাৎ নূতন অগ্নিতে কদাচ করিবেক না ।” প্রথম বিবাহের অগ্নির অভাব ঘটিলে, লৌকিক অগ্নিতে করিবেক ; যদি লৌকিক অগ্নিতে করে, তাহা হইলে পূর্ব অগ্নির সহিত ঐ অগ্নির মেলন করিতে হইবেক ।

“অথ কৃত্যধিবেদনস্ত অগ্নিহবসংসর্গবিধিরভিধীয়তে । শৌনকঃ

অথাগ্ন্যোগৃহ্নয়োৰ্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ ।

সহাধিকারসিদ্ধ্যর্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥

অরোগান্নুদ্বহেৎ কন্যাং বর্ষলোপতয়াৎ স্বরম্ ।

কৃতে তত্র বিবাহে চ ত্রতাশ্চে তু পরেহহনি ॥

পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি ।  
 তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমব্বাধানাদিকং ততঃ ।  
 জুহুয়াং পূর্বপত্ন্যগ্নৌ তয়ান্বারদ্ধ আহুতীঃ ॥  
 অগ্নিনীলে পুরোহিতং সূক্তেন নবর্চেন তু ।  
 সমিধেনং সমারোপ্য অয়ন্তে যোনিরিত্যুচ্য ।  
 প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্ ।  
 আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ ।  
 সমান্বারদ্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদম্বতম্ ।  
 চতুর্গৃহীতমেতাভির্থাগ্নিভিঃ ষড়্ভির্থাগ্ন্যক্রমম্ ।  
 অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ।—  
 অস্তীদমিতি তিস্মৃতিঃ পাহি নো অগ্ন একস্ম ।  
 ততঃ শ্বিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ ।  
 গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোজ্জিয়ারাহিতার্থয়ে ॥  
 পত্ন্যোরেকা যদি যুতা দন্ধা তেনৈব তাং পুনঃ ।  
 আদধীতাত্ময়া সার্ব্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি ॥

অয়শ্বাগ্নিসংসর্গো লৌকিকার্গৌ বিবাহহোমপক্ষে পূর্বপত্ন্যগ্নৌ  
 বিবাহহোমপক্ষে তু নায়ং সংসর্গবিধিঃ বিবাহহোমেনৈব  
 সংসৃষ্টত্বাৎ ।”

অতঃপর, অধিবৈবস্বনকারীর পক্ষে অগ্নিহব্রমেলনের যে বিধি  
 আছে, তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে। শৌনক কহিয়াছেন, “জী-  
 দিগের সহাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্নীভেদনিমিত্তক গৃহ্য  
 অগ্নিহব্রের মেলনবিধি কহিতেছি।” বর্কলোপভঙ্গে অরোপা  
 কন্যার পানিগ্রহণ করিবেক। বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ত্রোভাভে,  
 পর দ্বিবনে, যথাবিধি, পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির জ্বাপন  
 করিয়া, পৃথক্ অবাধিত প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্তব্য সম্পাদন

পূৰ্বক, পূৰ্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, “অগ্নিনীলে পুরো-  
হিতম্”, ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি  
প্রদান করিবেক ; পরে, “অগ্নং তে হোমিঃ”, এই মন্ত্র দ্বারা,  
সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্লেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহ”, এই  
মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্লেপণ  
পূৰ্বক, প্রথম হইতে আক্যাতাগাত্ত কর্ম করিয়া, উভয় পত্নীর  
সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক ; অনন্তর, “অগ্নাবগ্নি-  
শ্চরতি”, “অগ্নিনারিঃ সমিধ্যতে”, এই দুই, “অন্তীদম্”,  
ইত্যাদি তিন, “পাহি নো অগ্ন একয়া”, এই এক, এই ছয়  
মন্ত্র দ্বারা, চতুর্থ হীত হৃদের আহুতি দিবেক ; তৎপরে, ষষ্ঠীকৃত  
প্রভৃতি কর্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক, এবং  
আহিতাগ্নি প্রোক্তিয়কে গোযুগল দক্ষিণা দিবেক । যদি,  
পত্নীদ্বয়ের মধ্যে, একের হৃত্য হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহার  
দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য স্ত্রীর সহিত  
পুনরায় আধান করিবেক ।” দ্বিতীয়বিবাহহোম লৌকিক  
অগ্নিতে সম্পাদিত হইলেই, উক্তপ্রকার অগ্নিমেলনের  
আবশ্যকতা ; পূর্ব বিবাহের অগ্নিতে সম্পাদিত হইলে,  
উহার আবশ্যকতা নাই ; কারণ, বিবাহহোম দ্বারাই অগ্নি-  
সংসর্গ নিম্পন্ন হইয়া যায় ।

### বিধানপারিজাত

“অথ সাগ্নিকস্ত দ্বিতীয়াং ভার্য্যামুচবতোহগ্নিষয়সংসর্গবিধানম্ ।

আশ্বলায়নগৃহপরিশিষ্টে

অধানেকভার্য্যস্য যদি পূর্বগৃহাগ্ৰাবেষব অন-  
ন্তরবিবাহঃ স্যাৎ তেনৈব সা তস্য সহ প্রথময়া  
ধর্ম্মাগ্নিতামিনী ভবতি । যদি লৌকিকে পগ্নি-  
গ্নয়েৎ তৎ পৃথক্ পগ্নিগৃহ পূর্বগৈকীকুর্য্যৎ ।  
তো পৃথক্ পসমাধায় পূর্বগ্নিন্ পূর্বয়া পত্ন্যা  
অদ্বারদ্ধো অগ্নিনীলে পুরোহিতমিতি সূক্তেন  
প্রভৃচ্চ হুত্বা অগ্নে স্বং ন ইতি সূক্তেন উপ-

স্বায় অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইতি তং সমিধ-  
মারোপ্য প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়ে  
অবরোহ্য আজ্যভাগান্তং কৃত্বা উভাত্যামস্বা-  
রক্কো জুহুয়াৎ অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বং হ্যগ্নে  
অগ্নিনা পাহি নো অগ্ন এক্ষ্যেতি তিস্তিতিঃ  
অস্তীদমধিমস্থনমিতি চ তিস্তিতিরথৈনং পরি-  
চরেৎ । স্নাতামনেন সংস্কৃত্য অন্ত্রয়া পুনরাদ-  
ধ্যাৎ যথাযোগং বাগ্নিং বিভজ্য তস্তাগ্নেন  
সংস্কুর্য্যাৎ । বহ্বীনামপ্যেবমুগ্নয়োজনং কুর্য্যাৎ ।  
গোমিথুনং দক্ষিণেতি ।

শৌনকোহপি

অথাগ্ন্যেগৃহরোর্যোগং সপ্তত্বীভেদজাতয়োঃ ।  
সহাধিকারসিদ্ধার্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥  
অরোগান্নুদহেৎ কন্থাং ধর্মলোপুতরাং স্বয়ম্ ।  
কুতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেহহনি ।  
পৃথক্ স্ত্রীলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি ।  
তত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমস্বাধানাদিকং ততঃ ।  
জুহুয়াৎ পূর্বপত্ন্যগ্নৌ তরাস্বারক্ক আহুতীঃ ।  
অগ্নিমীলে পুরোহিতং স্তুতেন নবর্জেন তু ।  
সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিত্যুচ্য ।  
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্ ।  
আজ্যভাগান্ততদ্রাদি কৃত্বান্নভ্য তদাদিতঃ ।

সম্ভারক্স এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুমান্বতম্ ।  
 চতুর্গৃহীতমেতাভির্গতিঃ বড়্‌তির্থধাক্রমম্ ।  
 অথাবগ্নিশ্চরতীভ্যাগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ।  
 অন্তীদমিতি তিস্তিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া ।  
 ততঃ স্বিষ্টকৃদান্বতা হোমশেষং সমাপয়েৎ ।  
 গোযুগং দক্ষিণা দেয়া প্রোজ্জিয়ায়াহিতাগ্নয়ে ॥  
 পত্ন্যোরেকা যদি মৃত্যু দন্ধা তেনৈব তাং পুনঃ ।  
 আদুধীতান্য়য়া সার্ক্‌মাধানবিধিনা গৃহীতি ॥”

অতঃপর কৃত্ত্বিচীপবিবাহ সান্নিকের অগ্নিষয়ের সংসর্গবিধান দর্শিত হইতেছে। ‘আখ্যলানগৃহ্যপরিশিষ্টে’ উক্ত হইয়াছে ; “যদি ত্রিভার্গ্য ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহ পূর্ব বিবাহের অগ্নিতেই সম্পন্ন হয়, তদ্বারাই সে তাহার পূর্বপত্নীর সহিত ধর্ম্যকার্য্যে সহাধিকারিণী হইবেক। যদি লৌকিক অগ্নিতে বিবাহ করে, উহার পৃথক পরিগ্রহ করিয়া, পূর্ব অগ্নির সহিত মেলন করিবেক। দুই অগ্নির পৃথক স্থাপন করিয়া, পূর্বপত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্”, এই সূক্ত দ্বারা, পূর্ব অগ্নিতে প্রতি মন্ত্রে হোম করিয়া, “অগ্নে জ্বং নঃ”, এই সূক্ত দ্বারা উপস্থাপন পূর্বক, “অম্বং তে যোনিশ্চ দ্বিয়”, এই মন্ত্র দ্বারা, সনিষের উপর ক্ষেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহ জাতবেদঃ”, এই মন্ত্র দ্বারা, দ্বিতীয় অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্বক, আজ্যভাগান্ত কর্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক ; অনন্তর, “অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে”, “জ্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা”, “পাহি নো অগ্ন একয়া”, এই তিন, এবং “অন্তীদমধিমহমম্”, ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা, সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিবেক। এই অগ্নি দ্বারা মৃত্যু জীর সংস্কার করিয়া, অন্য জীর সহিত পুনর্বার অগ্ন্যাদান করিবেক, অথবা যথাসম্ভব অগ্নির বিভাগ করিয়া, এক ভাগ দ্বারা সংস্কার করিবেক। বহুজীপক্ষেও, এইরূপে অগ্নিমেলন করিবেক। গোযুগল দক্ষিণা দিবেক।”

শৌনিকও কহিয়াছেন, “জীমিণের সহাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্নীভূতনিসিদ্ধক হুহ্য অগ্নিষয়ের মেলনবিধি কহি-

তেহি । বর্ম্মলোপভয়ে আরোগা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।  
বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতাভ্যে, পর দিবসে, যথাবিধি, পৃথক্ দুই  
হুতিতে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক্ অধ্বাধান প্রভৃতি  
অজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত  
সমবেত্ত হইয়া, “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্”, ইত্যাদি নব-মন্ত্র  
দ্বারা, প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক । পরে,  
“অয়ং তে যোনিঃ”, এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ঐ অগ্নির  
ক্ষেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহ”, এই মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠাগ্নিতে  
অর্ধাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে  
অজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উক্ত পত্নীর সহিত সমবেত্ত হইয়া,  
হোম করিবেক, অনন্তর “অগ্নাবগ্নিকরতি”, “অগ্নিনাগ্নিঃ  
সমিধ্যতে”, এই দুই, “অন্তীদম্”, ইত্যাদি তিন, “পাহি নো  
অগ্ন একস্মা”, এই এক, এই ছয় মন্ত্র দ্বারা, চতুর্গৃহীত ঘৃতের  
আহুতি দিবেক; তৎপরে, বিষ্ণুকৃৎ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, হোম-  
শেষ সমাপন করিবেক, এবং আহিতাগ্নি স্রোত্রিয়কে গোযুগল  
দক্ষিণা দিবেক । যদি, পত্নীদ্বয়ের মধ্যে, একের মৃত্যু হয়, সেই  
অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, অধ্বানবিধি অনুসারে,  
অন্য জীর সহিত পুনরায় অধ্বান করিবেক ।”

নির্ণয়সিদ্ধি

“দ্বিতীয়বিবাহহোমে অগ্নিমাহ কাব্যায়নঃ

সদারোহনান্ পুনর্দারান্নুদ্বোতুং কারণান্তরাৎ ।  
যদীচ্ছেদগ্নিমান্ কর্ত্তুং ক হোমোহস্য বিধীয়তে ।  
স্বাগ্নাবেব ভবেদ্ধোমো লৌকিকে ন কদাচন ॥

ত্রিকাণ্ডমণ্ডনোহপি

আন্তরায়াং বিত্তমানায়াং দ্বিতীয়ান্নুদ্বোহেতাদি ।

তদা বৈবাহিকং কর্ম্ম কুর্ব্যাদাবসখেহগ্নিমান্ ॥

অদর্শনভাষ্যে তু দ্বিতীয়বিবাহহোমো লৌকিক এব ন পূর্ব্বো-  
পাসন ইত্যুক্তম্ ইদংসম্ভবে তত্র চাগ্নিদ্বয়সংসর্গঃ কার্য্যঃ তদাহ  
শৌনকঃ



অথাগ্ন্যাগ্ন্যগ্ন্যোৰ্গোং সপত্নীভেদজাতয়োঃ ।  
 সহাধিকারসিদ্ধার্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥  
 অরোগানুদ্বহেৎ কন্যাং ধৰ্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্ ।  
 কৃতে তত্র বিবাহে চ ত্রতান্তে তু পরেহহনি ।  
 পৃথক্ স্থণ্ডিলরোরয়ী সমাধায় যথাবিধি ।  
 তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগাস্তমস্বাদানাদিকং ততঃ ।  
 জুহুয়াৎ পূৰ্বপত্ন্যাগ্নৌ তস্মান্নারদ্ধ আহতীঃ ।  
 অগ্নিমীলে পুরোহিতং শূক্লে ন নবর্চেন তু ।  
 সমিধোমং সমারোপ্য অগ্নং তে যোনিরিত্যুচ্য ।  
 প্রতরোরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠ্যাগ্নৌ নিধায় তম্ ।  
 আজ্যভাগাস্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ ।  
 সমস্বারদ্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদুদ্বতম্ ।  
 চতুর্গৃহীতমেতাভির্ধগ্ভিঃ যজ্ঞ্ভির্ধথাক্রমম্ ।  
 অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ।  
 অস্তীদমিতি, তিস্ত্ভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া ।  
 ততঃ স্থিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ ।  
 গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে ॥  
 পত্ন্যোরেকা যদি যুতা দক্ষা তে নৈব তাং পুনঃ ।  
 আদধীতান্নয়া সার্ক্সমাধানবিধিনা গৃহীতি ॥

বোধারনস্বত্রে তু

অথ যদি গৃহস্থে ষ্ঠে ভার্য্যে বিদ্বেত কথং তত্র  
 কুর্যাদিতি যস্মিন্ কালে বিদ্বেত উভাবয়ী পরি-  
 চরেৎ অপরাগ্নিষুপসমাধায় পরিস্তীৰ্য্য আজ্যং

বিশাপ্য স্রুতি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা অস্বারদ্ধায়াং  
 জুহোতি নমস্তে ধ্রুবে গদাব্যধায়ৈ ত্বা স্বধায়ৈ  
 ত্বা মান ইত্য়াতিমতস্তদৃষ্টা রিক্তাং স এব  
 ব্রহ্মরবেদ সুস্বাহেতি অথ অয়ং তে যোনির্ধাত্বিয়  
 ইতি সমিধি সমারোপয়েৎ পূর্বাগ্নিমুপসমাধায়  
 জুহ্বান উবুধ্যস্বায় ইতি সমিধি সমারোপ্য  
 পরিস্তীৰ্য্য স্রুতি চতুর্গৃহীত্বা দরোর্তার্য্যায়োরন্বা-  
 রদ্ধায়োৰ্ব্জমানোহতিমুশতি যো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ  
 ইত্যেতেন সূক্তেনৈকং চতুর্গৃহীতং জুহোতি  
 আগ্নিমুখাং কুত্বা পক্বাং জুহোতি সম্মিতং .  
 সঙ্কল্পেপথামিতি পুরোহুবা ক্যামনুচ্য অগ্নে  
 পুরীষ্যে ইতি যাজ্ঞয়া জুহোতি অধাজ্যাহতী-  
 রূপজুহোতি পুরীষ্যমস্তমিত্যস্তাদনুবা ক্যস্য  
 দ্বিক্করুৎ প্রভৃতিসিদ্ধমাধেহুবরদানাং অথা-  
 ঞ্চোপাগ্নিং দৰ্ভস্তয়ে হৃতশেষং নিদধাতি ব্রহ্মজ-  
 জ্ঞানং পিতা বিরাজামিতি দ্বাত্ত্যাং সংসর্গ-  
 বিধিঃ কার্য্যঃ । ”

যে অগ্নিতে দ্বিতীয় বিবাহের হোম করিতে হয়, কাত্যায়ন  
 তাহার নির্দেশ করিয়াছেন, “যদি সারিক গৃহস্থ, নিমিত্ত  
 বশতঃ, পূর্বে অগ্নি জীবনশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছা  
 করে, কোন অগ্নিতে সেই বিবাহের হোম করিবেক । অথবা  
 বিবাহের অগ্নিতেই ঐ হোম করিতে হইবেক, নৌকির অর্থাৎ  
 সুতর অগ্নিতে কদাচ করিবেক না” । ত্রিকাত্মমণ্ডনও কহিয়া-  
 ছেন, “যদি সারিক গৃহস্থ, প্রথম অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে,  
 দ্বিতীয়া অগ্নি বিবাহ করে, তাহা হইলে আবশ্যক অগ্নিতে

বিবাহসংক্রান্ত কর্ম করিবেক ।” স্বদর্শনভাষ্যে নির্দিষ্ট আছে, দ্বিতীয় বিবাহের হোম লৌকিক অগ্নিতেই করিবেক, পূর্ব বিবাহের অগ্নিতে নহে । অনন্তর পক্ষে এই ব্যবস্থা । এ পক্ষে অগ্নিষয়ের মেলন করিতে হয় ; শৌনক তাহার বিধি দিয়াছেন, “জীদিগের সহাধিকার মিথি়া মিত্তি, সপত্নীভেদ-নিমিত্তক গৃহ অগ্নিষয়ের মেলনবিধি কহিতেছি । ধর্ম্মলোপ-ভয়ে অরোগা কন্যারি পালিগ্রহণ করিবেক । বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতান্তে, পর দিবসে, স্বধাবিধি পৃথক দুই স্থানে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক অধ্বাধান প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্যন্ত কর্ম সম্পাদন পূর্বক পূর্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, “অগ্নিমীলে পুরোহিত্য”, ইত্যাদি নবমন্ত্র দ্বারা, প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক । পরে, “অয়ং তে যোনিঃ”, এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, “প্রত্য-বারাহ”, এই মন্ত্র দ্বারা, ক্রিষ্টাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে কৈলশমুখীক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক : অনন্তর, “অগ্নাবগ্নিশ্চবতি”, “অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে”, এই দুই, “অস্তীনম্” ইত্যাদি তিন, “পাতি নো অগ্ন একয়”, এই এক, এই চৈব মন্ত্র দ্বারা, চতুর্গৃহীত হৃতের আহুতি দিবেক ; তৎপরে, ষষ্ঠীকৃত প্রভৃতি কর্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক, এবং আহুতিগ্নি প্রোত্ৰিয়দে গোমুগল দক্ষিণা দিবেক । যদি, পত্নীষয়ের মধ্যে, একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য জীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক” ।

কিন্তু, বোধায়নহুত্রে, অগ্নিষয়ের মেলনপ্রক্রিয়া প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে ; যথা, “যদি গৃহস্থ দুই ভাৰ্য্যার পাণিগ্রহণ করে, সে স্থলে কিরূপ করিবেক ? যৎকালে বিবাহ করিবেক, উভয় অগ্নির স্থাপন করিবেক ; অপরাগ্নি, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নির, স্থাপন ও পরিত্তরণ করিয়া, হৃত পলাইয়া, স্রুচে চারি বার হৃত গ্রহণ করিয়া, “নমন্তে খবে গদাব্যধাটৈ স্বা অধাটৈ স্বা মান উদ্রাতিবিত্ত্বদুর্গা রিকীং স এব ব্রহ্মবেন স্ববাহা”, এই মন্ত্র দ্বারা, ক্রিষ্টা জীর সহিত সমবেত হইয়া, আহুতি দিবেক ; পরে, “অয়ং তে যোনিঃ স্ত্রিয়ঃ”, এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ক্ষেপণ করিবেক ; অনন্তর, পূর্ব অগ্নির,

অর্থাৎ প্রথম বিবাহের অগ্নির, স্থাপন পূর্বক আহুতি দিয়া, 'উদ্ব্যধী অগ্নে', এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিভরণ করিয়া, ত্রুচে চারি বার হৃত লইয়া, উভয় ভাষ্যার সহিত সমবেত হইয়া, যজমান হোম করিবেক ; 'যো ব্রহ্ম ব্রহ্মণঃ', এই মন্ত্র দ্বারা, এক বার চতুর্হীত হৃত আহুতি দিবেক ; অনন্তর, অগ্নিহুত প্রভৃতি কর্ম করিয়া, চক্ৰহোম করিবেক ; 'সমিতং সঙ্কল্লেখাদ্ধ', এই অনুবাক্যমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, 'অগ্নে পুরীষ্য', এই মন্ত্রাচ্ছদ দ্বারা, হোম করিবেক ; পরে, হৃতের আহুতি দিয়া, হোম করিবেক ; 'পুরীষ্য-মস্তদ্', এই অনুবাক্যের শেষভাগ হইতে বিকৃত প্রভৃতি ধেনুদক্ষিণা পর্যন্ত কর্ম করিবেক ; 'ব্রহ্মজজ্ঞানং পিতা বিরাজদ্', এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক, ত্রুচের অগ্রভাগ দ্বারা, হৃতশেষ অগ্নি গ্রহণ করিয়া, দর্ভস্তম্বে 'স্থাপন' করিবেক । এইরূপে অগ্নিহুতের সংসর্গ বিধান করিবেক ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত বোধায়নসূত্র, এবং সর্বাংশে সমানার্থক শৌনকবচন ও আশ্বলায়নসূত্র, সমগ্র প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে, শাস্ত্রত্রয়ের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্যালোচনা পূর্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বোধায়নসূত্র দ্বারা যুগপৎ বিবাহত্ববিধান প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না । শৌনক ও আশ্বলায়ন বেরূপ রূতদ্বিতীয়বিবাহ ব্যক্তির বিবাহ সংক্রান্ত অগ্নিহুতের মেলনপ্রক্রিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; বোধায়নও তাহাই করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই । তবে, পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, শৌনক ও আশ্বলায়ন, অগ্নে পূর্বপত্নীর সহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিহুতের মেলন পূর্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি দিয়াছেন ; বোধায়ন, অগ্নে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিহুতের মেলন পূর্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম

করিলেক, এই বিধি প্রদান করিয়াছেন । এতদ্ব্যতিরিক্ত, প্রদর্শিত শাস্ত্রত্রয়ের, কোনও অংশে, উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই । অতএব, বোধায়ন এক বারে দুই ভার্য্যা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এরূপ অনুভব করিবার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সূত্রের অন্তর্গত যে তিনটি বাক্য অবলম্বন করিয়া, যুগপৎ বিবাহদ্বয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্যালোচিত হইতেছে । তাঁহার অবলম্বিত প্রথম বাক্য এই ;

“যদি গৃহস্থো দুে ভার্য্যে বিদেত ।”

— যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যা বিবাহ করে ।

এ স্থলে, নামান্তাকারে, দুই ভার্য্যা বিবাহের নির্দেশ মাত্র আছে ; এক বারে দুই ভার্য্যা বিবাহ, কিংবা ক্রমে দুই ভার্য্যা বিবাহ, বুঝাইতে পারে, এরূপ কোনও নিদর্শন নাই ; সুতরাং, একতর পক্ষ নির্ণয় বিষয়ে আপাততঃ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে । কিন্তু, সূত্রের মধ্যে পূর্বাগ্নি; অপরাগ্নি, এই যে দুই শব্দ আছে, তদ্বারা সে সংশয় নিঃসংশয়িত রূপে অপসারিত হইতেছে । পূর্বাগ্নি শব্দে পূর্ব বিবাহের অগ্নি বুঝাইতেছে ; অপরাগ্নি শব্দে দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নি বুঝাইতেছে । যদি এক বারে বিবাহদ্বয় বোধায়নের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, পূর্বাগ্নি ও অপরাগ্নি, এই দুই শব্দ সূত্র মধ্যে সন্নিবেশিত থাকিত না । এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে, বিবাহের পৌর্কোপর্য্যই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বিবাহের যৌগপদ্য, কোনও নত, প্রতিপন্ন হইতে পারে না ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত দ্বিতীয় বাক্য এই ;

## “উত্তাবগ্নী পরিচরেৎ”

দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক ।

অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়ার প্রারম্ভে, প্রথমতঃ ঐ অগ্নিদ্বয়ের যে স্থাপন করিতে হয়, এই বাক্য দ্বারা ভূতাহারই বিধি দেওয়া হইয়াছে ; নতুবা, দুই বিবাহের উপযোগী দুই অগ্নি বিহিত হইয়াছে, ইহা এই বাক্যের অর্থ নহে । পূর্বদর্শিত শৌনক-বচনে ও আশ্বলায়নসূত্রে দৃষ্টি থাকিলে, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় কদাচ সেরূপ অর্থ করিতেন না । ঐ দুই শাস্ত্রে, অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়ার উপক্রমে, অগ্নিদ্বয়স্থাপনের সেরূপ ব্যবস্থা আছে ; বোধায়নসূত্রেও, অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়ার উপক্রমে, অগ্নিদ্বয়স্থাপনের সেইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে ।

মথা,

শৌনকবচন

“পৃথক্ হৃত্তিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি,”

যথাবিধি পৃথক্ দুই হৃত্তিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া ।

আশ্বলায়নসূত্র

“তৌ পৃথগুপসমাধায়” ।

দুই অগ্নির পৃথক্ স্থাপন করিয়া ।

বোধায়নসূত্র

“উত্তাবগ্নী পরিচরেৎ”

দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক ।

সুতরাং, এই বাক্য দ্বারা বিবাহের বৌগপত্ত প্রতাপন হইতে পারে, এরূপ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত তৃতীয় বাক্য এই ;  
 “যয়োর্ভার্য্যোরহ্মারহ্ময়োর্বজমানোহতিম্মশতি”

দুই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া, বহুমান হোম করিবেক ।

অগ্নিবয় দ্বৈলবের পর, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া,  
 দ্বিলিঙ অগ্নিবয়ে যে আচ্ছতি দিতে হয়, এই বাক্য দ্বারা  
 তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা,

### শৌনকবচন

“সমিধোন্ অয়ং স্যামারোপ্য অয়ং তে যোনিব্রিত্ত্যা ।  
 প্রত্যবরোহ জাতবেদ কনিষ্ঠার্য্যৌ নিধায় তম্ ।  
 আজ্যতাগাস্ততদ্বাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ ।  
 সমহারক এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াৎ তম্ ॥”

“অয়ং তে যোনিঃ”, এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ঐ অগ্নির  
 ক্লেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহ” এই মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠার্য্যিতে  
 অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্লেপণ পূর্বক, প্রথম হইতে  
 আজ্যতাগাস্ত করী করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া,  
 হোম করিবেক ।

### আশ্বলয়নব্রহ্ম

“অয়ং তে যোনিব্রিত্তির ইতি তং সমিধমারোপ্য  
 প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়েহ্বরোহ  
 আজ্যতাগাস্তং কৃত্বা উতাভ্যামহারকো  
 জুহুয়াৎ ” ।

“অয়ং তে যোনিব্রিত্তিরঃ”, এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ঐ  
 অগ্নির ক্লেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহ জাতবেদঃ”, এই মন্ত্র

দ্বারা, বিজ্ঞীয় অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্বক, আত্মতাগাত্ত কর্ত্ত  
করিয়া, দুই পক্ষীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক ।

### মৌদারমহত্ব

“অয়ং তে যোনির্থাতি ইতি সমিধি সমারো-  
পয়েৎ পূর্বগ্নিমুপসমাধায় জুহ্বান উদ্ব্যস্তাশ্ব  
ইতি সমিধি সমারোপ্য পরিস্তীৰ্য্য অশ্বি চতু-  
র্গৃহীত্বা যয়োর্ভার্য্যায়োরহ্নারহ্নায়োৰ্যজমানো-  
হতিমুশতি ” ।

“অয়ং তে যোনির্থাতিঃ”, এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর  
( অপরায়িত ) ক্ষেপণ করিবেক ; অনন্তর, পূর্বগ্নির, অর্থাৎ  
প্রথম বিবাহের অগ্নির স্থাপন পূর্বক, আহুতি দিয়া, “উদ্ব্যস্ত  
অশ্বে”, এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ  
করিয়া, অশ্বে চারি বার হৃত লইয়া, দুই পক্ষীর সহিত সমবেত  
হইয়া, যজমান হোম করিবেক ।

ইহা দ্বারাও, বিবাহের যৌগপত্ত, কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতে  
পারে না । সর্গশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র-  
ব্যবসায়ী হইলে, এ বিবরণে এতাদৃশী অনভিজ্ঞতা প্রদর্শিত  
হইত না ।

কিঞ্চ, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করিবার শক্তি থাকিলে,  
তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিবাহের যৌগপত্ত প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত  
ও যত্নবান হইতেন না । যথাবিধি বিবাহ করিতে হইলে,  
এক বারে দুই বিবাহ, কোনও ক্রমে, সম্পন্ন হইতে পারে না ।  
বিশেষতঃ, দুই স্বামের দুই কন্যার, এক সময়ে, এক পাত্রে  
সহিত, বিবাহকার্য্য নির্বাহ হওয়া অসম্ভব । মনে কর, “ইচ্ছায়  
নিগ্রামক নাই, অতএব মন্ত্র ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত,” এই



ব্যবস্থাদাতা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা জন্মিল ; তদনুসারে, কাশীপুরের এক কন্তা, ভবানী-পুরের এক কন্তা, এই বিভিন্নস্থানবর্তিনী দুই কন্তার সহিত, বিবাহনক্ষত্র স্থির হইল । এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রিয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে, এক বারে, এই দুই কন্তার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করিতে পারেন কি না । তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি বলেন, বলিতে পারি না ; কিন্তু, তন্মিন্ন ব্যক্তিমাঝেই বলিবেন, একরূপ বিভিন্ন স্থানদ্বয়ে স্থিত কন্তাদ্বয়ের, এক বারে, এক পাত্রের সহিত বিবাহ, "কোনও মতে, সম্ভবিত্তে পারেন না ।" বস্তুতঃ, বিভিন্ন গ্রামে, বা বিভিন্ন ভবনে, অথবা এক ভবনের বিভিন্ন স্থানে, দুই বিবাহের অনুষ্ঠান হইলে, এক ব্যক্তি দ্বারা, এক সময়ে, দুই কন্তার পাণিগ্রহণ কি রূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অনুভবপথে আন্দীত করিতে পারা যায় না । আর, যদিই, এক অনুষ্ঠান দ্বারা, দুই ভগিনীর, এক পাত্রের সহিত, এক সময়ে, বিবাহ সম্পন্ন হওয়া কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ বিবাহের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন । যথা,

ভ্রাতৃযুগে স্বস্বযুগে ভ্রাতৃস্বস্বযুগে তথা ।

ন কুর্য্যাগ্নজলং কিঞ্চিদেকগ্নিনু মণ্ডপেহহনি(২৪) ॥

এক মণ্ডপে, এক দিবসে, দুই ভ্রাতার, কিংবা দুই ভগিনীর, অথবা ভ্রাতা ও ভগিনীর, কোনও স্তব কার্য্য করিবেন না ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক দিনে, এক মণ্ডপে, দুই ভগিনীর বিবাহ হইতে পারে না ।

মৈকজন্তো তু কন্তো দ্বৈ পুত্রয়োৱেকজন্তয়োঃ ।

ন পুত্রীদ্বয়মেকস্মিন্ প্রদদ্যাভু কদাচন (২৫) ॥

এক ব্যক্তির দুই পুত্রকে দুই কন্যা দান, অথবা এক পাত্রে দুই কন্যা দান, কদাচ করিবেক না ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক পাত্রে দুই কন্যাদান স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

পৃথঙ্মাভুজয়োঃ কার্যো বিবাহস্ত্বেকবাসরে ।

একস্মিন্ মণ্ডপে কার্য্যঃ পৃথগ্বেদিকয়োস্তথা ।

পুষ্পপট্টিকয়োঃ কার্য্যং দর্শনং ন শিরস্কয়োঃ ।

ভগিনীভ্যাযুভাভ্যাঞ্চ যাবৎ সপ্তপদী ভবেৎ (২৬) ॥

দুই বৈমাত্রের জাত ও দুই বৈমাত্রের ভগিনীর, এক দিনে, এক মণ্ডপে, পৃথক্ পৃথক্ বেদিতে, বিবাহ হইতে পারে । বিবাহকালে কন্যাদের মস্তকে যে পুষ্পপট্টিকা বন্ধন করে, সপ্তপদীগমনের পূর্বে, দুই ভগিনী পরস্পর সেই পুষ্পপট্টিকা দর্শন করিবেক না ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, দুই বৈমাত্রের ভগিনীর, এক দিনে, এক মণ্ডপে, বিবাহ হইতে পারে । কিন্তু, বিবাহাঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পৃথক পৃথক বেদিতে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, এবং পূর্বনির্দিষ্ট নারদবচনে, এক পাত্রে দুই কন্যাদান নিষিদ্ধ হওয়াতে, বৈমাত্রের ভগিনীদ্বয়েরও, এক সময়ে, এক পাত্রের সহিত, বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে । এইরূপে, এক দিনে, এক মণ্ডপে, এক পাত্রের সহিত, ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে,

( ২৫ ) নির্ণয়সিদ্ধ ও বিধানপারিক্রান্ত হৃত নারদবচন ।

( ২৬ ) নির্ণয়সিদ্ধ হৃত মেধাজিহ্বিবচন ।

বহুবিবাহপ্রিয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আশালভ্য কলবতী হইবার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না । বাহা ইউক, বহুদর্শন নাই, বিবেকশক্তি নাই, প্রকরণজ্ঞান নাই ; সুতরাং, বোধায়নসূত্রের প্রকৃত অর্থ ও ভাষণ কি, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই ; এ অবস্থায়, “যদি তুমি ভার্য্যা বিবাহ করে,” “তুমি অগ্নির স্থাপন করিবেক”, “তুমি ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া আহুতি দিবেক”, ইত্যাদি স্থলে, তুমি এই সংখ্যা-বাচক শব্দের প্রয়োগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, এক ব্যক্তি এক বারে তুমি ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে, এরূপ অসঙ্গীত অবলম্বন করা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় নহে ।

---

## নবম পরিচ্ছেদ

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদ্বচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, এক ঋষিবাক্যের যেরূপ অদ্ভুত পাঠ ধরিয়াছেন ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি, স্বীয় অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, নিরতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, ঐকবারে বাহুল্যজনশূন্য হইয়াছেন। ঐ পাঠ, ঐ ব্যাখ্যা, ও তন্মূলক-সিদ্ধান্ত সকল, প্রদর্শিত করিবার নিমিত্ত, তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে।

“ইদানীং ক্রমশো বহুবিবাহে কালবিশেষো নিমিত্তবিশেষ-  
চাভিধীয়তে। তত্র মহনা

জায়াটৌ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বামীনস্ত্যকুর্ষ্যনি।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্ধ্যাং পুনরাধানমেব চ ॥

ইতি দায়মরণরূপ একঃ কালঃ অতিহিতঃ ও অত্র বিশেষয়তি  
বিদানপারিজাতবৃত্তবোধায়নহুজয়

ধর্ম্মপ্রজাসম্পাদনে দারে নান্যাং কুর্কীত

অন্যতরাত্তাবে কার্য্য প্রাগগ্র্যাধেব্রেতি।

দারাদায়কঃ অদায়কঃ অর্থাভাবেহ্যকরীভাবঃ ততঃ নষ্টমত্যা  
বহুবিবাহকঃ সম্পন্নঃ সম্পত্তিঃ ভাবে কঃ। ধর্ম্মতঃ অগ্নিহোত্র-  
বিক্রমঃ বহুবিবাহকস্যন্ত দায়কস্যন্ত দ্বিজান্যন্ত সম্পত্ত্যৈ বাস্তব্যাং  
দায়্যভাবে অস্ত্যাং দ্বিজঃ ন কুর্কীত নাত্তাবুধেহিত্যর্থঃ। বিকৃত  
কনঃ যৌকঃ বাস্তব্যাং

ঋণত্ৰয়মপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ইতি

মহুনা ঋণত্ৰয়াপাকবণে যোক্ষাধিকারিত্বচনাৎ

জায়মানো বৈ পুরুষস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণী ভবতি ত্রৈলোক্যেণ

ঋণিত্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃত্য ইতি

ঋণাদিত্ৰয়গুণস্ত বেদাধ্যয়নাগ্নিহোত্ৰাদিবাগপুত্রোৎপত্তিভিরপা-  
করণাৎ যাবদগৃহস্থকর্তব্যকরণাচ্চ ন দারাস্তরকরণং তৎকলস্ত  
ধর্মপুত্রাদেঃ কৃতত্বাৎ । কিন্তু যদি ন রাগনিবৃত্তিস্তদা তৎকলার্থ-  
বিবাহকরণং তদ্যোক্তম্ । ধর্মপ্রজ্ঞেতি বিশেষণাচ্চ রতিকল-  
বিবাহস্ত তদা কর্তব্যতেতি গম্যতে অন্যথা ধর্মপ্রজ্ঞেতি নাভি-  
দধ্যাৎ তথাচ ঋণত্ৰয়শোধনে অনুপযোগিতয়া তত্তৎ কলমুদ্বিষ্ট  
ন বিবাহাস্তরকরণমিতি সিদ্ধম্ । অন্যতরাভাবে ধর্মপ্রজ্ঞায়োর্মধ্যে  
একতরাভাবে ধর্ম্যভাবে পুত্রাভাবে বা অন্তা কার্য্য প্রাপ্তং  
অগ্নিরাধেয়ো যয়া তথা কার্য্যোত্যাৎ । এবং মহুনা দ্বিতীয়-  
বিবাহে হৃদারমরণকালঃ উক্তঃ তস্ত অন্যতরাভাববিষয়কত্বং ন তু  
জায়ামরণমাত্রে এব জায়ান্তরকরণবিষয়কত্বম্ । ততশ্চ মনুবচনেন  
জায়ামরণে জায়ান্তরকরণং যৎ প্রাপ্তং তৎ ধর্মপ্রজ্ঞাসম্পত্তৌ  
নিবিধাতে “প্রাপ্তং হি প্রতিষিধ্যতে” ইতি স্মারাৎ তথাচ  
মনুবচনস্ত অবকাশবিশেষদানার্থমেব অন্যতরাভাবে ইত্যাদি  
প্রতীকঃ প্রবৃন্তম্ । এতেন ধর্মপ্রজ্ঞাসম্পন্নে দারে নাত্মাৎ  
কুর্বীতেতি প্রতীকমাত্রং হৃদা উত্তরপ্রতীকং নিগূহ্য যৎ ধর্মপ্রজ্ঞা-  
সম্পন্নযুক্তদারসঙ্গে দারাস্তরকরণনিষেধকতয়া কল্পনং তদতীব  
অযুক্তিকং দারেবু সৎস্ব দারাস্তরকরণং যদি ভগ্নতে কচিৎ  
প্রাপ্তং স্তাৎ তদা তৎ প্রতিবিধেয়ত । প্রাগগ্ন্যাধেয়েতি  
বচনাক্ষেপ্তবিবাহস্ত সর্বণাবিরয়কসঙ্গে স্থিতে কামতঃ প্রবৃন্তবিবাহ-  
বিষয়কত্বেন ন প্রাপ্তিসম্ভবঃ স্তম্মতে কামতো বিবাহস্ত অসর্বণা-  
নাত্রপরত্বাৎ । কিন্তু ধর্মপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ইত্যুক্ত্যা তদর্থবিবাহমাত্র-

বিষয়কস্বাবগমেন রতার্থবিবাহবিষয়ককল্পনমপ্যযুক্তিকং তৎ-  
পদবৈষম্যাপত্তেঃ উভয়কলসিদ্ধৌ দারসঙ্গে দারান্তরকরণং নিষিধ্য  
তদেকতরাভাবে ধর্ম্মাভাবে পুত্রাভাবে চ দারসঙ্গে দারান্তরকরণং  
কথমেকমাত্রবিবাহবাদিমতে সম্ভবতঃ জ্ঞাৎ । তদ্বতে পুত্রাভাবে  
দারসঙ্গে দারান্তরকরণস্ত বিহিতত্বেহপি অগ্নিহোত্রাদিষাব-  
কর্তব্যধর্ম্মাভাবেহপি পুত্রসঙ্গে চ দারান্তরকরণস্ত নিষিদ্ধত্বাৎ ।  
এতেন সতি চ অদ্বারে ইতি ছেদেনৈব সর্বসামঞ্জস্যে  
“দারাক্তলাজানাং বহুবধ” ইতি পুংস্ত্রাধিকারীয়াং পানিনীয়াং  
লিঙ্গানুশাসনমুজ্জ্বল্য দারশব্দস্ত একবচনান্ততাবীকারঃ অপত্যিক-  
গতিতয়া হেয় এব” (২৭) ।

ইদানীং ক্রমশঃ বহুবিবাহবিষয়ে কালবিশেষ ও নিমিত্তবিশেষ  
উক্ত হইতেছে । সে বিষয়ে মনু, “পূর্ব্বমুতা জীৱ যথাবিধি  
অভ্যেষ্টিক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায়  
অগ্ন্যাধান করিবেক,” এইরূপে জীবিয়োগরূপ এক কাল  
নির্দেশ করিয়াছেন । বিধানপারিজাতহৃত বোধায়নমন্ত্রে এ  
বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে । যথা, “অগ্নিহোত্রাদি গৃহ-  
কর্তব্য সমস্ত ধর্ম্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি জীবিয়োগ  
ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ করিবেক না” । কিন্তু বানপ্রস্থ  
অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক ; বেহেতু, “ঋণ-  
ত্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক” ;  
এইরূপে মনু, ঋণত্রয়ের পরিশোধ হইলে, মোক্ষবিষয়ে  
অধিকার বিধান করিয়াছেন । আর, “পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া,  
তিন ঋণে ঋণী হয়, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋণিগণের নিকট, বজ্র  
দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট”, এই  
ত্রিবিধ ঋণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যাগ, ও পুত্রোৎপত্তি দ্বারা  
পরিশোধিত হওয়াতে, গৃহস্থকর্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে ;  
অতরাং, আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না ;  
বেহেতু, কিবাহের কল ধর্ম্ম পুত্র ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ।  
কিন্তু যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহার কললাভের  
নিমিত্ত বিবাহ করিবেক, ইহা তদ্বিক্রমে উক্ত হইয়াছে । ধর্ম্ম

ও প্রজা এই বিশেষণবশতঃ, রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে, নতুবা ধর্ম ও প্রজা এ কথা বলিতেন না। ঋগ্বেদ শোধনের নিমিত্ত উপযোগিতা না থাকিতে, সে কালের উদ্দেশে আর বিবাহ করিবেক না, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। “অম্যত্বের অভাবে অর্থাৎ ধর্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাব ঘটিলে, অন্য স্ত্রী বিবাহ করিয়া, তাহার সহিত অগ্ন্যাধান করিবেক”। অতএব মনু দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রীবিয়োগরূপ যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাবস্থলেই তাহা অভিপ্রেত; নতুবা স্ত্রীবিয়োগ হইলেই পুনরায় বিবাহ করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। মনুবচন দ্বারা, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহ করিবার যে অধিকার হইয়াছিল, “যাহার প্রাপ্তি থাকে তাহার নিষেধ হয়”, এই ন্যায় অনুসারে, ধর্ম ও পুত্র সম্পন্ন হইলে, সেই অধিকারের নিষেধ হইতেছে। মনুবচনের অবকাশবিশেষবচনের নিমিত্ত, বৌদ্ধায়ন-বচনের উত্তরার্ধ আরম্ভ হইয়াছে। অতএব পূর্বার্ধমাত্র ধরিয়া, উত্তরার্ধের গোপন করিয়া, “যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্মকর্ম্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসঙ্গে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না”, এইরূপে তাৎক্ষণিক স্ত্রী সঙ্কে যে দারাস্তর পরিগ্রহ নিষেধ কল্পনা, তাহা অতীত যুক্তিবিরুদ্ধ; যদি তাঁহার মতে দারসঙ্কে দারাস্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত। পূর্ববৎ অগ্ন্যাধান করিবেক এই কথা বলাতে, এ বচন সর্বগণবিবাহবিষয়ক হইতেছে; স্মৃতরাং উহা কামার্ধ বিবাহবিষয়ক হইতে পারে না; কারণ, তাঁহার মতে কামার্ধ বিবাহ কেবল অনসর্গণবিষয়ক। কিন্তু, ধর্ম-প্রজাসম্পদে এই কথা বলাতে, এই নিষেধ ধর্মার্ধ ও পুজার্ধ বিবাহবিষয়ক বলিয়া বোধ হইতেছে; স্মৃতরাং কামার্ধবিষয়ক বলিয়া কল্পনা করাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, ঐ দুই পদের ঐক্যার্থ ঘটে; উভয় কালের সিদ্ধি হইলে, দারসঙ্কে দারাস্তর পরিগ্রহ নিষেধ করিয়া, উভয়ের মধ্যে একের অভাব ঘটিলে, ধর্মের অভাবে অথবা পুত্রের অভাবে, দারসঙ্কে দারাস্তর পরিগ্রহ একবিবাহবাকীর মতে কি রূপে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার মতে, পুত্রের অভাবে, দারসঙ্কে দারাস্তর পরিগ্রহ বিহিত হইলেও, অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্তব্য ধর্মের অভাবেও,

সুহৃদকে দারাদত্তর পরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে । অতএব, “অদ্যারে”, এইরূপ পরাম্ভের দ্বারাই ধর্ম্মলাভজন্য হইতেছে ; এমন হলে, “দারাদত্তলাভানাং বহুত্বক”, পুংলিঙ্গাধিকারে পাণিনিরূপ এই লিঙ্গানুশাসন লঙ্ঘন করিয়া, দারাদত্তের একবচনাস্ততা স্বীকার একবারেই হয় ; কারণ, পত্ন্যস্তর না থাকিলেই, তাহা স্বীকার করিতে হয় ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কষ্টকল্পনা দ্বারা, আপত্তস্বসূত্রের যে অভিনব অর্থাস্তর প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি না, এবং, সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া, যে সকল ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রানুমত ও শ্রায়ানুগত কি না, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক । প্রথমতঃ সূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে ।

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত । ২।৫।১১।১২।

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগ্গ্যাধেয়াৎ । ২।৫।১১।১৩(২৮)

“ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে”, ধর্ম্মযুক্ত ও প্রজাযুক্ত দারাদত্তে, অর্থাৎ বাহার সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য নির্বাহ ও পুত্রলাভ হইয়াছে, তাহা দ্বন্দ্বী বিধানমান থাকিতে, “ন অন্যং কুর্কীত” অন্য স্বী করিবেক না, অর্থাৎ আর বিবাহ করিবেক না ; “অন্যতরাভাবে”, অন্যতরের অভাবে, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একের অসম্ভাব ঘটিলে, অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যনির্বাহ অথবা পুত্রলাভ না হইলে, “কার্য্য প্রাক্ প্রাগ্গ্যাধেয়াৎ” প্রাগ্গ্যাধিকারের পূর্বে করিবেক, অর্থাৎ প্রাগ্গ্যাধানের পূর্বে অন্য স্বী বিবাহ করিবেক । অর্থাৎ যে স্বীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ

(২৮) আপত্তস্বীয় বর্ম্মসূত্র । তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অভাব-  
সিদ্ধ অন্তরধান বসন্তঃ, এই দুই সূত্রকে বিধানপারিক্রান্ত  
বৌদ্ধানবহুত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু, বিধান-  
পারিক্রান্তে এই দুই সূত্র আপত্তস্বীয় বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে ।  
বসন্তঃ, এই দুই সূত্র আপত্তস্বীয়, বৌদ্ধানবহুত্ব নহে ।



সম্পন্ন হয়, তৎপক্ষে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না । ধর্ম্যকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্বে, পুনর্বার বিবাহ করিবেক ।

এই অর্থ আমার কপোলকম্পিত, অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অতিনব-অর্থ নহে । যে সকল শব্দে এই দুই সূত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, "কষ্টকম্পনা ব্যতিরেকে, তদ্বারা অন্ত অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না । এজন্য, যে যে পূর্বতন গ্রন্থকর্তারা, স্ব স্ব গ্রন্থে, এই দুই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন । যথা,

"এতন্নিমিত্তাভাবে নান্দধিবেদ্যোভ্যাহ আপত্তয়ঃ

ধর্ম্মপ্রজাসম্পাদনে দারে নান্যাং কুরীত ।

অন্যতরাতাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি ।

অন্তার্থঃ যদি প্রথমোক্তা স্ত্রী ধর্ম্মেণ শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নিসাধেন প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা ষট্ সম্পন্ন তদা নান্যাং বিবাহে অন্ততরাতাবে অগ্ন্যাধানাং প্রাক্ বোচ্যোতি (২৩)" ।

আপত্তয় কহিয়াছেন, এই সকল নিষিদ্ধ না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না । যথা,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পাদনে দারে নান্যাং কুরীত ।

অন্যতরাতাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াং ।

ইহার অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী জন্তিবিহিত ও নৃতিবিহিত অগ্নিসাধ্য ধর্ম্মকার্য্য নির্বাহের উপযোগিনী ও পুত্রপৌত্রাদিসন্তানশালিনী হয়, তাহা হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না । অন্যতরের ক্ষুভারে, অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্বে বিবাহ করিবেক ।

"তদ্বিধবাহ আপত্তয়ঃ

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত ।

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিত্তি ।

অন্তার্থঃ যদি প্রাগুচা স্ত্রী ধর্মেণ প্রজরা চ সম্পন্না তদা নান্যাং  
বিবহেৎ অন্ততরাভাবে অগ্ন্যাধানাং প্রাক্ বোচ্যেতি (৩০) ।  
এ বিষয়ে আগন্তব্য কহিয়াছেন,

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত ।

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াং ।

ইহার অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী ধর্মসম্পন্না পুত্র-  
সম্পন্না হয়, তাহা হইলে অন্ত স্ত্রী বিবাহ করিবেক না । অন্ত-  
তরের অভাবে, অর্থাৎ ধর্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না  
হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্বে বিবাহ করিবেক ।

কুঙ্কভট,

বন্ধ্যাক্ষমেধিবেজ্ঞাকে দশমে তু যুতপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী সন্তত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯ । ৮১ ।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, যুতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে,  
কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী  
হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক ।

এই মনুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে, আপন্তবসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন ।  
যদিও তিনি, মিত্রমিত্র ও অনন্ততর্কের স্থায়, সূত্রের ব্যাখ্যা  
করেন নাই ; কিন্তু বেল্পে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা  
উক্তল্য অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে । যথা,

\*অপ্রিয়বাদিনী তু সন্ত এব যদুপুত্রা তবতি পুত্রবত্যাং তস্তাং

ধর্মপ্রজাসম্পন্ন দারে নান্যাং কুর্কীত  
অন্যতরাপারে তু কুর্কীত ।

ইত্যাশস্ত্রনিবেশাং অধিবেদনং ন কার্যম্\* ।

অধিগ্ৰহাধিনী হইলে, কালাতিপাত ব্যতিরেকেই, যদি সে  
পুত্রহীনা হয় ; সে পুত্রবতী হইলে, অধিবেদন করিবেক না,  
কারণ আপস্তম্ব,

ধর্মপ্রজাসম্পন্ন দারে নান্যাং কুর্কীত  
অন্যতরাপারে তু কুর্কীত ।

ধর্মসম্পন্ন ও পুত্রসম্পন্ন স্ত্রী সম্বন্ধে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক  
না, কিন্তু ধর্ম অথবা পুত্রের ব্যাঘাত ঘটিলে করিবেক ;  
এই রূপ নিবেশ করিয়া গিয়াছেন ।

দেখ, মিত্রমিশ্র, অনন্তভট্ট, ও কুল্লুকভট্ট, ধর্মসম্পন্ন ও  
পুত্রসম্পন্ন স্ত্রী বিজ্ঞমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারি-  
বেক না, আপস্তম্বসূত্রের এই অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন ।  
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মতানুসারে, “অদারে ” এই পাঠ, এবং  
“স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে” এই অর্থ, অবলম্বন করেন নাই । এই দুই  
আপস্তম্বসূত্রের তাৎপর্য এই, গৃহস্থ ব্যক্তি, শাস্ত্রের বিধি  
অনুসারে, এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে ; যদি ঐ স্ত্রী দ্বারা  
ধর্মকার্যনির্বাহ ও পুত্রলাভ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি,  
ঐ স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায়, বিবাহ করিতে পারিবেক না ।  
কিন্তু, যদি ঐ স্ত্রীর এরূপ কোনও দোষ ঘটে, যে তাহার  
সহিত ধর্মকার্য করা বিধেয় নহে ; কিংবা, ঐ স্ত্রী বন্ধ্যা,  
মৃতপুত্রী, বা কন্ডামাত্রপ্রসবিনী হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা বংশ-  
রক্ষা ও পিতৃগৃহস্থানের উপায় না হয় ; তাহা হইলে, তাহার

জীবদশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক । মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য, বজ্র্যাহ প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দেশ করিয়া, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার যেকোন বিধি দিয়াছেন, আপস্তম্বও, ধর্মকার্য ও পুত্রলাভের ব্যাঘাতরূপ নিমিত্ত নির্দেশ করিয়া, তদনুরূপ বিধি প্রদান করিয়াছেন ; অধিকন্তু, ধর্মকার্যের উপযোগিনী ও পুত্রবতী স্ত্রী বিত্তমান থাকিলে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, এরূপ স্পষ্ট নিষেধ করিয়া গিয়াছেন । সুতরাং, আপস্তম্বের ঐ নিষেধ দ্বারা, তাদৃশ স্ত্রীর জীবদশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিবার অধিকার থাকিতেছে না । ধর্মসংস্থাপনপ্রবৃত্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেখিলেন, আপস্তম্বসূত্রের যে সহজ অর্থ চিরপ্রচলিত আছে, তদ্বারা তাঁহার অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পরম ধর্মের ব্যাঘাত ঘটে ; এজন্য, কোনও রূপে অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, ধর্মরক্ষা ও দেশের অমুদ্রল নিবারণ করা আবশ্যক । এই প্রতিজ্ঞায় আরম্ভ হইয়া, ধর্মভীরু, দেশ-হিতৈষী তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, আপস্তম্বসূত্রের অদ্ভুত পাঠান্তর ও অদ্ভুত অর্থান্তর কল্পনা করিয়াছেন । তিনি

ধর্মপ্রজ্ঞাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত ।

এই সূত্রের অন্তর্গত “দারে” এই পদের পূর্বে, লুপ্ত অকারের কল্পনা করিয়াছেন ; তদনুসারে,

ধর্মপ্রজ্ঞাসম্পন্নে হদারে নান্যাং কুর্কীত ।

এইরূপ পাঠ হয় । এই পাঠের অনুযায়ী অর্থ এই, “ধর্মকার্য-নির্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে, যদি অদার অর্থাৎ স্ত্রীবিয়োগ ঘটে,

তবে অল্প স্ত্রী বিবাহ করিবেক না\* । এইরূপ পাঠান্তর ও এইরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে ইষ্টলাভের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তদ্বারা সিদ্ধ বা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই । আপস্তম্ব-সূত্রের চিরপ্রচলিত পাঠ ও অর্থ অনুসারে, প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা ধর্মকার্যনির্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে, তাহার জীবদশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই । তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় যে পাঠান্তর ও অর্থান্তর কল্পনা করিয়া-ছেন, তদনুসারে, ধর্মকার্যনির্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলেও আর বিবাহ করিবার অধিকার থাকে না । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, চির-প্রচলিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নিষেধ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, আর তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কল্পিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নূতন নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে, এ উভয়ের মধ্যে কোন নিষেধ বলবত্তর হইতেছে । পূর্ব নিষেধ দ্বারা, পুত্রবতী ও ধর্মকার্যোপযোগিনী স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিত হইতেছে ; তাহার উদ্ভাবিত নূতন নিষেধ দ্বারা, পুত্রবতী ও ধর্মকার্যোপযোগিনী স্ত্রীর মৃত্যু হইলেও, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিত হইতেছে । যে অবস্থায়, স্ত্রীর মৃত্যু হইলেও, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার থাকিতেছে না, সে অবস্থায়, স্ত্রী বিজ্ঞমান থাকিলে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার অধিকার থাকা কত দূর শাস্ত্রানুমত বা জ্ঞানানুগত হওয়া সম্ভব, তাহা সকলে অনা-য়াসে বিবেচনা করিতে পারেন । অতএব, আপস্তম্বের প্রীবাভঙ্গ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কি ইষ্টাপত্তি

হইতেছে, বুঝিতে পারা যায় না। তিনি এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পুত্রবতী ও ধর্মকার্যোপযোগিনী স্ত্রীর জীবদশার পুনরায় বিবাহ করিবার সাক্ষাৎ নিষেধ বিদ্যমান থাকিলে, তাদৃশ স্ত্রী নহে, যদৃচ্ছ। ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার পথ থাকে না। সেই পক্ষ প্রবল ও পরিকৃত করিবার আশয়ে, আপম্বন্যনৃত্বের অদ্ভুত অর্থ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কিন্তু, উদ্ভাবিত অর্থ দ্বারা, ঐ পথ, পরিকৃত না হইয়া, বরং অধিকতর রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

অবলম্বিত অর্থের সমর্থন করিবার নিমিত্ত, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই,

“পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া তিন ঋণে ঋণী হয়, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋণিগণের নিকট, বজ্র দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট।” এই ত্রিবিধ ঋণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোতাদি বাগ ও পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পরিশোধিত হস্তান্তরে, গৃহস্থকর্তব্য লবস্ত সম্পন্ন হইতেছে, অতরাং আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না।”

এই যুক্তি, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্যনির্বাহ হইলে, স্ত্রীদ্বিযোগস্থলে বেরূপ খাটে; স্ত্রীবিভ্রমামস্থলেও অবিকল সেইরূপ খাটিবেক, তাহার কোনও সংশয় নাই। উত্তরজ্ঞ ঋণপরিশোধন রূপে হেতু তুল্যরূপে বর্ণিত হইতেছে; পুত্ররাং, আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা না থাকাও উত্তর স্থলেই তুল্য রূপে বর্ণিত হইতেছে। অতএব, এই যুক্তি দ্বারা, ধর্মসম্পাদনা ও পুত্রসম্পাদনা স্ত্রী বিভ্রমাম থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারিবেক না, এই চিরপ্রচলিত অর্থের বিলক্ষণ সমর্থনই হইতেছে।

এইরূপ অদ্ভুত পাঠান্তর ও অর্থান্তর কম্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে ।

“বিধানপারিজাতভূত বোধায়নশূত্রে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে । যথা, “অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থকর্তব্য সমস্ত ধর্ম ও পুঞ্জলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি জীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ করিবেক না” । কিন্তু বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক ; যেহেতু, “ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া মোক্ষ মনোনিবেশ করিবেক”, এইরূপে মন্ত্র, ঋণত্রয়ের পরিশোধ হইলে, মোক্ষ বিষয়ে অধিকার বিধান করিয়াছেন” ।

ধর্ম ও পুঞ্জলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি জীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে যুক্তানুসারিণী নহে । আশ্রম বিষয়ে দ্বিবিধ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে ( ৩১ ) । প্রথম ব্যবস্থা অনুসারে, যথাক্রমে চারি আশ্রমের অনুষ্ঠান আবশ্যিক ; অর্থাৎ, জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয় ভাগে গার্হস্থ্য, তৃতীয় ভাগে বানপ্রস্থ, চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা, অবলম্বন করিবেক । দ্বিতীয় ব্যবস্থা অনুসারে, বাহার বৈরাগ্য জন্মিবেক, সে ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, সে অবস্থায় থাকুক, পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক । এক ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিয়াছে ; পুত্রোৎপাদনের পূর্বেই তাহার বৈরাগ্য জন্মিল ; তখন তাহাকে, পুত্রোৎপাদনের অনুরোধে, আর সংসারীশ্রমে

ধাকিতে হইবেক না; যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই, সে ব্যক্তি পরিত্রজ্যা আশ্রয় করিবেক। বৈরাগ্যপক্ষে, ঋণপরিশোধের অনুরোধে, তাহাকে এক দিনও গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক না; আর, বৈরাগ্য না জন্মিলে, যে আশ্রমের যে কাল নিয়মিত আছে, তাবৎ কাল সেই সেই আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবেক। সুতরাং, অবিরক্ত ব্যক্তিকে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক; নতুবা, কিছু কাল ধর্ম্মকার্য্য করিলে ও পুত্রলাভ হইলে পর, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলেই তাহাকে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইবেক, শাস্ত্রের এরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নহে। কলকথা এই, পরিত্রজ্যা অবলম্বনের দুই নিয়ম; প্রথম নিয়ম অনুসারে, যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম নির্বাহ করিয়া, জীবনের চতুর্থ ভাগে উহার অবলম্বন; আর, দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে, যে আশ্রমে যে অবস্থায় থাকুক, বৈরাগ্য জন্মিলে তদ্বৎ উহার অবলম্বন। বৈরাগ্য না জন্মিলে, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের বিধি ও ব্যবস্থা নাই; সুতরাং, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য নির্বাহ হইলেও, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে ও পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে হইবেক; কেবল স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে বলিয়া, সে অবস্থায়, বিনা বৈরাগ্যে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে, অথবা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া দারপরিগ্রহে বিমুখ হইলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক। তন্মধ্যে বিশেষ এই, আটচল্লিশ বৎসর বয়স হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, সে স্থলে আর দারপরিগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই। যথা,



চত্বারিংশৎসরাণাং সাক্ষীনাঞ্চ পরে যদি ।

স্ত্রিয়া বিযুক্ত্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী যতঃ(৩২) ॥

আটচল্লিশ বৎসরের পর, যদি কোনও ব্যক্তির স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহাকে রণ্ডাশ্রমী বলে ।

রণ্ডাশ্রমী অর্থাৎ স্ত্রীবিবাহিত আশ্রমী (৩৩) । গৃহস্থাশ্রমের স্বপ্ন মাত্র কাল অবশিষ্ট থাকে ; সেই স্বপ্ন কালের জন্য, আর তাহার দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা নাই ; অর্থাৎ সে অবস্থায় দারপরিগ্রহ না করিলে, তাহাকে আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইকে না । আর,

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ।

ঋণগ্রহের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষ মনোনিবেশ করিবেক ।

এই বচন দ্বারা মনু, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে, পুত্রলাভের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, মোক্ষ পথ অবলম্বন করিবার বিধি দিয়াছেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ মনুলংহিতায় সবিশেষ দৃষ্টি না থাকার পরিচায়ক মাত্র ; কারণ, মনু, নিঃসংশয়িত রূপে, যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি প্রদান করিয়াছেন । যথা,

চতুর্থমাবুষো ভাগবুবিভাদ্যং গুরৌ বিজঃ ।

দ্বিতীয়মাবুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥ ৪।১।

( ৩২ ) উদাহৃতবৃত্ত ভবিষ্যপুরাণ ।

( ৩৩ ) রণ্ড মূর্তগমীক, আভিনিব্ আভমহিহ ।

বিজ্ঞ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ প্রার্থকুলে বাস করিয়া, দার  
পরিগ্রহ পূর্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহস্থাত্মনে অব-  
স্থিতি করিবেক ।

এবং গৃহাত্মনে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো বিজ্ঞঃ ।

বনে বসেন্তু নিরতো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ । ১ ।

স্নাতক বিজ্ঞ, এই রূপে বিধি পূর্বক গৃহস্থাত্মনে অবস্থিতি  
করিয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস  
করিবেক ।

বনেষু তু বিহ্যতৈব্যং তৃতীয়ং ভাগমায়ুসঃ ।

চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সজ্জান্ পরিব্রজেৎ ॥ ৬ । ৩ ॥

এই রূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া,  
সর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা  
আশ্রম অবলম্বন করিবেক ।

যিনি, এইরূপ সময়বিভাগ করিয়া, যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয়  
অবলম্বনের ঈদৃশ স্পষ্ট বিধি প্রদান করিয়াছেন ; তিনি,  
গৃহস্থাত্মম সম্পাদন কালে, পুঞ্জলাভের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে,  
আর দারপরিগ্রহ না করিয়া, এককালে চতুর্থ আশ্রম অব-  
লম্বনের বিধি দিবেন, ইহা কোনও মতে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে  
পারে না ।

উল্লিখিত প্রকারে দারপরিগ্রহের নিষেধ ও মোক্ষপথ  
অবলম্বনের ব্যবস্থা স্থির করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়  
কহিতেছেন,-

“কিন্তু যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে ভাষ্কর কললাভের  
নির্মিত বিবাহ করিবেক, ইহা ভবিষ্যৎ উক্ত হইয়াছে ।”

এ স্থলে তিনি স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেছেন, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্যনির্বাহের পর জীবিয়োগ ঘটিলে, যদি ঐ সময়ে বৈরাগ্য না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, মোক্ষপথ অবলম্বন না করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিবেক। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কষ্টকম্পনা দ্বারা আপত্ত্বস্বত্বের পাঠান্তর ও অর্থান্তর কম্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি অধিক লাভ করিলেন। চিরপ্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে, গৃহস্থাশ্রমসম্পাদন কালে জীবিয়োগ ঘটিলে, বৈরাগ্য স্থলে মোক্ষপথ অবলম্বন, বৈরাগ্যের অভাবস্থলে পুনরায় দার-পরিগ্রহ, বিহিত আছে; তিনি, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, যে অদ্ভুত ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্বারাও তাহাই বিহিত হইতেছে।

তিনি তৎপরে কহিতেছেন,

“ধর্ম ও পুত্র এই বিশেষণ বশতঃ রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে, ইহা প্রতীক্ষমান হইতেছে।”

তদীয় এই ব্যবস্থা যার পর নাই কৌতুককর। পুত্রলাভ ও ধর্মকার্যনির্বাহ হইলে, যদি জীবিয়োগ ঘটে, তবে “বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক”, এই ব্যবস্থা করিয়া, “রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে”, এই ব্যবস্থান্তর প্রদান করিতেছেন। তদনুসারে, আপত্ত্বস্বত্ব দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্যনির্বাহের পর জীবিয়োগ ঘটিলে, ধর্মার্থে ও পুত্রার্থে বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক, কিন্তু রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে

পারিবেক । সুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্ভাবিত অদ্ভুত ব্যাখ্যা ও অদ্ভুত ব্যবস্থা অনুসারে, অতঃপর রত্ন-কামনামূলক বিবাহ করিয়া, সেই জ্ঞীর সমভিব্যাহারে, মোক্ষপথ অবলম্বন করিতে হইবেক । সেবাদাসী সঙ্গে লইয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করা নিতান্ত মন্দ বোধ হয় না ; তাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় রক্ষা হইবেক ।

“অতএব মহু দ্বিতীয় বিবাহের জীবিয়োগরূপ যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম ও পুঞ্জের মধ্যে একের অভাব স্থলেই তাহা অভিপ্রেত, নতুবা জীবিয়োগ হইলেই পুনরায় বিবাহ করিবেক, এরূপ তাৎপর্য নহে” ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই তাৎপর্যব্যাখ্যা শাস্ত্রানুসারিণী নহে । বৈরাগ্য না জন্মিলে, আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বে, জীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহ করিতে হইবেক, ধর্ম ও পুঞ্জ উভয়ের সম্ভাবণ তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না । “যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক,” এই ব্যবস্থা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন । আর, যদি বৈরাগ্য জন্মে, ধর্ম ও পুঞ্জের মধ্যে একের অলম্ভাবের কথা দূরে থাকুক, উভয়ের অসম্ভাব স্থলেও, আর বিবাহ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক ।, জীবিয়োগের ত কথাই মাই, জ্ঞী বিস্তম্বান থাকিলেও, সে অবস্থায় মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক ।

“অতএব, পূর্বার্ধ মাত্র ধরিয়া উত্তরার্ধের গোপন করিয়া, “যে জ্ঞীর সম্ভোগে ধর্মকার্য ও পুঞ্জলাভ সম্ভব হয়, তৎসঙ্গে অত্র

শ্রী বিবাহ করিবেক না," এইরূপে তাদৃশ শ্রীসঙ্গে বে দারাস্তর পরিগ্রহ নিষেধ করনা তাহা অতীব যুক্তিবিকল্প ; যদি তাঁহার মতে দারসঙ্গে দারাস্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত" ।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমি আপস্তম্বসূত্রের পূর্বার্দ্ধ মাত্র ধরিয়া, উত্তরার্দ্ধের গোপন করিয়া, কপোলকল্পিত অর্থের প্রচার দ্বারা লোককে প্রতারণিত করি নাই । আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে দৃষ্টি নাই ; একজ্ঞ, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, দুই সূত্রকে এক সূত্র জ্ঞান করিয়া, পূর্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ।

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দ্বারে নান্যাত্ কুর্কীত । ২।৫।১১।১২।

ইহা দ্বিতীয় প্রস্তের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের দ্বাদশ সূত্র । আর,

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগল্যাধেয়াৎ । ২।৫।১১।১৩।

ইহা দ্বিতীয় প্রস্তের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের ত্রয়োদশ সূত্র । দ্বাদশ সূত্রের অর্থ এই,

যে শ্রীসহযোগে ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসঙ্গে অন্য শ্রী বিবাহ করিবেক না ।

ত্রয়োদশ সূত্রের অর্থ এই,

ধর্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, কার্য্যবানের পূর্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক ।

দ্বাদশ সূত্র অনুসারে, ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, শ্রীসঙ্গে দারাস্তরপরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ত্রয়োদশ সূত্র অনুসারে, ধর্মকার্য্যনির্বাহ ও পুত্রলাভ এ উভয়ের, অথবা উভয়ের মধ্যে একভয়ের, অভাব ঘটিলে, শ্রীসঙ্গে দারাস্তর-

পরিগ্রহ বিহিত হইয়াছে । এই দুই সূত্র পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক নহে ; বরং পর সূত্র পূর্ব সূত্রের পোষক হইতেছে । এমন স্থলে, উত্তরার্জের, অর্থাৎ পর সূত্রের, গোপন করিবার কোনও অভিসন্ধি বা আবশ্যকতা লক্ষিত হইতে পারে না । পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য সম্পন্ন হইলে, স্ত্রীসঙ্গে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই, এতদ্ব্যতীর নির্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছিল ; এজন্য, দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রে পূর্ব সূত্র মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল ; নিম্প্রয়োজন বলিয়া, পর সূত্র উদ্ধৃত হয় নাই । নতুবা, ভয়প্রযোজিত অথবা দূরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া, পর সূত্রের গোপন পূর্বক, পূর্ব সূত্র মাত্র উদ্ধৃত করিয়া, স্বেচ্ছা অনুসারে, অর্থান্তরকল্পনা করিয়াছি, এরূপ নির্দেশ করা নিরবচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতার পরিচয়প্রদান মাত্র ।

“এইরূপে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গে যে দারাস্তর পবিগ্রহ নিষেধ কল্পনা, তাহা অতীব বুদ্ধিবিরুদ্ধ ।”

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তাদৃশস্ত্রীসঙ্গে দারাস্তরপরিগ্রহের নিষেধ আমার কপোলকল্পিত নহে । সর্বপ্রথম, মহর্ষি আপস্তম্ব ঐ নিষেধের কল্পনা করিয়াছেন ; তৎপরে, মিত্রমিশ্র, অনন্ত-ভট্ট, ও কুল্লুকভট্ট, আপস্তম্বের ঐ নিষেধকল্পনা অবলম্বন পূর্বক, ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন । আমি নূতন কোনও কল্পনা করি নাই ।

“যদি তাঁহার মতে দারসঙ্গে দারাস্তরপরিগ্রহের প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে, তাহার নিষেধ হইতে পারিত ।”

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমার মতে, দারসঙ্গে দারাস্তর-পরিগ্রহের প্রাপ্তিসম্ভাবনা নাই, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের

এই নির্দেশ সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত । আমার মতে, অর্থাৎ আমি শাস্ত্রের বেরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্যগ্রহ করিতে পারিয়াছি তদনুসারে, দুই প্রকারে, দারসঙ্গে দারান্তরপরিগ্রহের প্রাপ্তিসম্ভাবনা আছে ; প্রথম, দ্বীতী বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন, দারান্তরপরিগ্রহ ; দ্বিতীয়, রতিকামনামূলক রাগপ্রাপ্ত দারান্তরপরিগ্রহ । দ্বীতী বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, দারসঙ্গে দারান্তরপরিগ্রহ আবশ্যক ; আর, উৎকট রতিকামনার বশবর্তী হইয়া, কামুক পুরুষ দারসঙ্গে দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে । আপস্তম্ব, পূর্বোক্তোক্ত দ্বাদশ সূত্র দ্বারা, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য-নির্বাহ হইলে, দারসঙ্গে দারান্তরপরিগ্রহের নিষেধ করিয়াছেন ; আর, ত্রয়োদশ সূত্র দ্বারা, পুত্রলাভ অথবা ধর্মকার্য-নির্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলে, দারসঙ্গে দারান্তরপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন । তদনুসারে, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পুত্রার্থে ও ধর্মার্থে ভিন্ন অন্য কোনও কারণে, দারসঙ্গে দারান্তরপরিগ্রহে অধিকার নাই । মনু প্রভৃতি, যদৃচ্ছাস্থলে, পূর্বপরিণীতা সর্বা দ্বীতী জীবদশায়, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণা-বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন ; তাহাশ বিবাহ আপস্তম্বের অভিমত বোধ হইতেছে না ; এজন্য, তদীয় ধর্মসূত্রে, রতিকামনামূলক অসবর্ণাবিবাহ, অসবর্ণাগর্ভসমুত পুত্রের অংশ-নির্ণয় প্রভৃতির কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না ।

“উাহার মতে পুত্রের অভাবে দারসঙ্গে দারান্তর পরিগ্রহ বিহিত হইলেও, অগ্নিহোতাদি সমুদ্র কর্তব্য ধর্মের অভাবেও, পুত্রসঙ্গে দারান্তর পরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে” ।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্বপরিণীতা দ্বীতী সহযোগে, অগ্নি-

হোতাদি গৃহস্থকর্তব্য ধর্মকার্য সম্পন্ন না হইলেও, পুত্রনষ্টে দারান্তরপরিগ্রহ নিষিদ্ধ; অর্থাৎ, পূর্বপরিণীতা স্ত্রী দ্বারা ধর্মকার্যনির্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলেও, কেবল পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া, ধর্মকার্যের অনুরোধে, আর দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না; আমি কোনও স্থলে এরূপ কথা লিখি নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কি মূল অবলম্বন করিয়া, অনায়াসে এরূপ অসঙ্গত নির্দেশ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে পূর্বে বাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে;—

“পুত্রলাভ ও ধর্মকার্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না; এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের দারস্বরূপ ও গৃহস্থাশ্রমসাধনের অপরিহার্য উপায়স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমসম্পাদন কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকপ্রাপ্ত হয়; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতাবোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বক্ষ্যাত্মক, চিররোগিণী প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্যসাধনের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রীসঙ্গে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন” ( ৩৪ )।

এই লিখন দ্বারা, ধর্মকার্যনির্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলেও, পুত্রনষ্টে দারান্তরপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, এরূপ নিষেধ প্রতিপন্ন হয় কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।



“অন্তঃপ্রব, “অদ্যারে,” এইরূপ ছেদ দ্বারাই সর্কসামঞ্জস্য হইতেছে ; এমন স্থলে “দারাক্তলাজানাং বহুত্বঞ্চ” পুংলিঙ্গাধিকারে পাণিনিবিকৃত এই লিঙ্গানুশাসন লঙ্ঘন করিয়া, দারশব্দের এক-বচনান্ততাস্বীকার একবারেই হয় ; কারণ, গতান্তর না থাকিলেই, তাহা স্বীকার করিতে হয়” ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সর্কসামঞ্জস্যসম্পাদনমানসে, “অদ্যারে” এইরূপ পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন । কিন্তু, তাঁহার কল্পিত পাঠান্তর দ্বারা, কিরূপ সর্কসামঞ্জস্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে, অবলম্বিত পাঠান্তরের যথার্থতার সমর্থন করিবার নিমিত্ত, তিনি ব্যাকরণ-বিরোধরূপ যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বলাবল বিবেচিত হইতেছে । তাঁহার উল্লিখিত

দারাক্তলাজানাং বহুত্বঞ্চ । ৭২ । (৩৫)

দার, অকৃত, ও লাজশব্দ পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত হয় ।

এই সূত্র অনুসারে, দার শব্দ বহু বচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক ; কিন্তু, আপস্তম্বসূত্রের চিরপ্রচলিত ও সর্কসম্মত পাঠ অনুসারে, “দ্যারে” এই স্থলে, দার শব্দ সপ্তমীর এক বচনে প্রযুক্ত হইয়াছে । তর্কবাচস্পতি মহাশয় দার শব্দের একবচনান্ত প্রয়োগ, পাণিনিবিরুদ্ধ বলিয়া, একবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন । পাণিনি দার শব্দের বহু বচনে প্রয়োগ নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু, আপস্তম্ব, স্বীয় ধর্মসূত্রে, সে নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলেন নাই । কোথায় হয়, পাণিনির সহিত তাঁহার

বিরোধ ছিল ; এজন্য, তদীয় ধর্মসূত্রে, দার শব্দ, সকল স্থলেই, কেবল এক বচনে প্রযুক্ত হুঁষ্ট হইতেছে । যথা,

- ১ । মাতরমাচার্য্যদারঞ্চেত্যেকে । ১ । ৪ । ১৪ । ২৪ ।
- ২ । স্তেয়ং কৃত্বা সুরাং গীত্বা গুরুদারঞ্চ গীত্বা । ২ । ৯ । ২৫ । ১০ ।
- ৩ । সদা নিশায়াং দারং প্রত্যলঙ্কুর্বাতি । ১ । ১১ । ৩২ । ৩ ।
- ৪ । ঋতৌ চ সরিপাতো দারৈণাম্ ত্রতয্ । ২ । ১ । ৩ । ১৭ ।
- ৫ । অন্তরালেহপি দার এব । ২ । ১ । ১ । ১৮ ।
- ৬ । দারে প্রজামাঞ্চ উপস্পর্শনভান্না বিপ্রতপূর্বাঃ  
পরিবর্জয়েৎ । ২ । ২ । ৫ । ১০ ।
- ৭ । বিজ্ঞাং সমাপ্য দারং কৃত্বা অগ্নীমাধায় কর্মাণ্যরভতে  
সোমাবরাক্ষ্যানি যানি ক্ষয়ন্তে । ২ । ৯ । ২২ । ৭ ।
- ৮ । অবুদ্ধিপূর্বমলঙ্কৃতো যুবা পরদারমন্ত্রপ্রবিশন্  
কুমারীং বা বাচা বাধ্যঃ । ২ । ১০ । ২৬ । ১৮ ।
- ৯ । দারং চাস্য কর্শয়েৎ । ২ । ১০ । ২৭ । ১০ ।

আমাদের মানবচক্ষুতে, এই সকল সূত্রে, “দারঃ”, “দারম্”, “দারেন”, “দারে”, এইরূপে দার শব্দ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ও সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত হুঁষ্ট হইতেছে । সর্কশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দিব্য চক্ষুতে কিরূপ লক্ষিত হয়, বলিতে পারা যায় না ।

ধর্মপ্রজালম্পনে দারে দাম্যং কুর্বাতি । ২ । ৫ । ১১ । ১২ ।

এ স্থলে, দার শব্দ সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত আছে । কিন্তু, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, পান্ডিমিকৃত নিরনের অলঙ্কারীতাহির করিয়া, আপত্ত্যীয় ধর্মসূত্রে দার শব্দের একবচনান্ত-

প্রয়োগরূপ যে দোষ ঘটিয়াছে, উহার পরিহারবাসনায়, "দারে" এই পদের পূর্বে এক লুপ্ত অকারের কল্পনা করিয়াছেন। এক্ষণে, পূর্বনির্দিষ্ট নয় সুত্রে যে দার শব্দের এক-বচনান্তপ্রয়োগ আছে, উল্লিখিত প্রকারে, "দয়া" করিয়া, তিনি তাহার সমাধান করিয়া না দিলে, নিরবলম্ব আপস্তম্ব অব্যাহতিলাভ করিতে পারিতেছেন না। আপাততঃ যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সকল স্থলে লুপ্ত অকারের কল্পনার পথ আছে, এরূপ বোধ হয় না। অতএব, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ সর্কশাস্ত্রবেত্তা-তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, কি অদ্ভুত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, পাণিনি ও আপস্তম্বের বিরোধভঞ্জন করেন, তাহা দেখিবার জন্য, নিরতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। দয়াময় তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় কি এত সৌজন্যপ্রকাশ করিবেন, যে এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তি করিয়া দিবেন ?

সচরাচর সকলে অবগত আছেন, ঋষিরা লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন, সে বিষয়ে অন্তর্দীয় নিয়মের স্ফুবর্তী হইয়া চলেন নাই। এজন্য, পাণিনিপ্রভৃতিপ্রণীত প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে, যে সকল প্রয়োগ অপপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হয় ; ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে সে সকল প্রয়োগ আর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ, ঐ সকল প্রয়োগ যখন ঋষির মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন তাহা অপপ্রয়োগ নহে। পাণিনি ও আপস্তম্ব উভয়েই ঋষি। পাণিনির মতে, দার শব্দ বহু বচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক ; আপস্তম্বের মতে, দার শব্দ এক বচনে প্রযুক্ত হওয়া দোষাবহ নহে। ফলকথা এই, ঋষিরা সকলেই

সমান ও স্বস্বপ্রধান ছিলেন । কোনও ঋষিকে অপর ঋষির প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত না । সূতরাং, আপস্তম্বরূত প্রয়োগ, পাণিনিবিরুদ্ধ হইলেও, হেয় বা অশ্রদ্ধের হইতে পারে না । যিনি যে বিষয়ের ব্যবসায়ী, সে বিষয়ে, স্বভাবতঃ, তাঁহার অধিক পক্ষপাত থাকে । তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় বহু কালের ব্যাকরণব্যবসায়ী ; সূতরাং, অস্বাভাব্য শাস্ত্র অপেক্ষা, ব্যাকরণে অধিক পক্ষপাত থাকিলে, তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না । অতএব, ব্যাকরণের নিয়মরক্ষার পক্ষপাতী হইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রীবাভঙ্গে প্ররত্ত হওয়া, তাঁহার পক্ষে, তাদৃশ দোষের বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ।

---

## দশম পরিচ্ছেদ



যদুচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহব্যবহাজ্জর শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনপ্রয়াসে, সর্কশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে স্ককল প্রমাণ প্রদর্শিত করিয়াছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য আলোচিত হইল। তদনুসারে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, তাঁহার অভিমত যদুচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহরূপ পরম ধর্ম শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার নহে। শাস্ত্রানুযায়িনী বিবাহবিধিগী ব্যবস্থা এই ;

- ১। গৃহস্থ ব্যক্তি, গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত, সর্বর্ণবিবাহ করিবেক।
- ২। প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাহার জীবদশায়, পুনরায় সর্বর্ণবিবাহ করিবেক।
- ৩। আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বে স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় সর্বর্ণবিবাহ করিবেক।
- ৪। সর্বর্ণা কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসর্বর্ণবিবাহ করিতে পারিবেক।
- ৫। কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্বপরিণীতা সর্বর্ণা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্বক, অসর্বর্ণবিবাহ করিবেক।

শাস্ত্রে, এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থল্লে, বিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা নাই। এই পঞ্চবিধ ব্যতিরিক্ত বিবাহ সর্কতোভাবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বপ্রদর্শিত ঋতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের যে সকল কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বারা যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে । কিন্তু, তিনি স্বীয় অভিপ্রেত সাধনে সম্পূর্ণ রূতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা স্থির করিয়া, অবলম্বিত মীমাংসার পোষকতা করিবার অভিপ্রায়ে, লিখিয়াছেন,

“শিষ্টাচারোহপি ঋতিস্মৃত্যোর্বর্ণিতবিষয়কমুদ্বোলযতি । তথা চ  
তে হি শিষ্টা দর্শিতবিষয়কত্বমেব ঋতিস্মৃত্যোর্বাবধারণ্য যুগপদ্বহ-  
ভার্য্যাবেদনে প্রবৃত্তা ইতি পুরাণাদৌ উপলভ্যতে ( ৩৬ ) ।”

যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা ঋতি ও স্মৃতির অনুমোদিত, ইহা শিষ্টাচার দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে । পুর্নকালীন শিষ্টেয়া, ঋতি ও স্মৃতির উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া, একবারে বহুভার্য্যাবিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হইতেছে ।

যদি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ঋতি ও স্মৃতির অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে শিষ্টাচার দ্বারা তাহার সমর্থনপ্রয়াস সফল হইতে পারিত । কিন্তু পূর্বে সর্বিস্তর দর্শিত হইয়াছে, তাদৃশ বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার নহে ; সুতরাং, শিষ্টাচার দ্বারা তাহার সমর্থনপ্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতেছে ; কারণ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ শিষ্টাচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত নহে । মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধর্মঃ ঋতু্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ । ১।১০৯।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম ।

শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার ঋতি ও শ্রুতির বিধি অনুযায়ী, তাহাই পরম ধর্ম ; লোকে তাহাশ আচারেরই অনুসরণ করিবেক ; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ঋতিবিরুদ্ধ বা শ্রুতিবিরুদ্ধ আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে ; তাহাশ আচারের অনুসরণ করিলে, প্রত্যক্ষায়ত্ত্ব হইতে হয় । অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন । এ কালে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব কালেও সেইরূপ ছিল ; অর্থাৎ, পূর্ব কালেও, অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন । তবে, পূর্বকালীন লোকেরা তেজী-মান ছিলেন ; এজন্য, অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়ত্ত্ব হইতেন না । তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন ; সুতরাং, তাঁহাদের আচার সর্বাংশে নির্দোষ, উহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না ; এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্বকালীন লোকের আচার মাত্রই সদাচার, এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নহে ।

গোতম কহিয়াছেন,

দৃষ্টৌ ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্ । ১ । ১ ।

মহৎ লোকদিগের ধর্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টৌ ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্ । ২।৩।১৩।৮।

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন

বিভ্রতে । ২। ৩। ১৩।৯।

তদব্দীক্য প্রসুজ্ঞানঃ সীদত্যবরঃ । ২।৩।১৩।১০ ।

সহ্য লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায় । তাহারা তেজীয়াশু, তাহাতে তাহাদের প্রত্যাবার নাই । সাধারণ লোকে, তদ্বর্শনে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয় ।

বোধায়ন কহিয়াছেন,

অনুরত্তন্তু যদেবৈমুনিভির্ষদমুষ্টিতম্ ।

নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈশ্চতুস্ত্বং কর্ম সমাচরেৎ (৩৭) ॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্তব্য নহে ; তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই করিবেন ।

শুকদেব কহিয়াছেন,

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীয়াশ্চ ন দোষায় বহুঃ সর্বভুজো যথা ॥৩০॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হুনীশ্বরঃ ।

বিনশ্যত্যাচরন্ মোঢ্যাৎযথা রুদ্রোহন্ধিজং বিষম্ ॥৩১॥

ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥৩২॥ (৩৮)

প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায় । সর্বভোজী অগ্নির ন্যায়, তেজীয়া-দিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না ॥ ৩০ ॥ সামান্য ব্যক্তি, কল্যাণ, কলহ ও তাহাদ্বন্দ্বের অনুষ্ঠান করিবেন না ; হুতা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয় । শিব মনুষ্যের ন্যায় বিষ পান করিয়াছিলেন ; সামান্য লোক বিষ পান করিলে,

( ৩৭ ) পরাশরভাষ্য হৃত ।

( ৩৮ ) ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায় ।



বিশাশ অবধারণিত । ৩১ । প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের উপদেশ মাননীয়, কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয় । তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশবাক্যের অনুযায়ী, যুক্তিবাদ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক ।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্বকালীন মহৎ ব্যক্তিদের আচার মাত্রই সদাচার নহে । তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের অনুযায়ী, তাহাই সদাচার ; আর, তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের বিপরীত, তাহা সদাচারশব্দবাচ্য নহে । পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বিবাহ বিষয়ে যথেষ্টচার শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের বিপরীত ব্যবহার ; সুতরাং, পূর্বকালীন লোকদিগের তাদৃশ যথেষ্টচার সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত করা ও তদনুসারে চলা কদাচ উচিত নহে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বকৃত মীমাংসার সমর্থনমানসে, যুক্তিপ্রদর্শন করিতেছেন,

“যদি কশ্চপাদয়ঃ স্বয়ং স্মৃতিপ্রণেতায়ঃ বহুভার্য্যাবেদনমশাস্ত্রীয়মিতি জানীয়ুঃ কথং তত্র প্রবর্তেরন্ । অতন্তেষামাচারদর্শনেনৈব উপদর্শিতপ্রকার এব শাস্ত্রার্থঃ নাত্তথৈত্যবধারণ্যতে” (৩১) ।

যদি নিজে ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক কশ্যপপ্রভৃতি বহুভার্য্যাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বোধ করিতেন, তাহা হইলে, কেন তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন । অতএব, তাঁহাদের আচার দর্শনেই অবধারণিত হইতেছে, আমি যেসকল ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই স্বার্থ শাস্ত্রার্থ ।

ইহার তাৎপর্য্য এই, বাঁহারা লোকহিতার্থে ধর্মশাস্ত্রের স্মৃতি করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও অশাস্ত্রীয় কর্মে প্রবৃত্ত হইতে

পারেন না । সুতরাং, তাঁহাদের আচার অবশ্যই সদাচার ।  
 যখন শাস্ত্রকর্ত্তা কশ্যপ প্রভৃতির বহু বিবাহের নিদর্শন পাওয়া  
 বাইতেছে, তখন বহুভার্য্যাবিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত ; শাস্ত্র-  
 বিরুদ্ধ হইলে, তাঁহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না । এ বিষয়ে  
 বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই মীমাংসা কোনও  
 অংশে স্ত্রানুসারিণী নহে । ইতঃপূর্বে দর্শিত হইয়াছে,  
 আপস্তম্ব বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা স্পষ্ট বাক্যে  
 কহিয়াছেন, দেবগণ, ঋষিগণ, বা অশ্রুশ্রু মহৎ কৃতিগণ, সকল  
 সময়ে ও সকল বিষয়ে, শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের ঐতিপালন  
 করিয়া চলিতেন না ; সুতরাং, তাঁহাদের আচার মাত্রই সদা-  
 চার বলিয়া পরিগৃহীত ও অনুসৃত হওয়া উচিত নহে : “তাঁহাদের  
 যে সকল আচার শাস্ত্রানুমোদিত, তাহাই সদাচার বলিয়া পরি-  
 গৃহীত হওয়া উচিত । অতএব, যখন বহুভার্য্যাবিবাহ শাস্ত্রা-  
 নুমোদিত ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন  
 দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতির বহুবিবাহব্যবহারদর্শনে, তাদৃশ  
 ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মীমাংসা করা, কোনও অংশে,  
 সম্ভব হইতে পারে না । এজন্যই মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

“নহু শিষ্টাচারপ্রামাণ্যে বহুবিবাহোহপি প্রসজ্যেত প্রজা-  
 পতেরাচরণাং তথাচ ঋতিঃ প্রজাপতির্বৈ বাঃ হুহিতরমভ্যধ্যার-  
 দিত্তি মৈবং ন দেবচরিতঃ চরেদিত্তি স্ত্রাণাং অতএব বৌধায়নঃ”  
 অল্পবৃত্তত্ব বন্ধেবৈবশ্চনিতির্বিদহুতিতম্ । নানুর্ভেয়ঃ মনুষ্যৈশ্চুতঃ  
 কৰ্ম্ম সমাচরেদিত্তি” ( ৩০ ) ।

শিষ্টাচারের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, নিজকর্য্যাবিবাহও

মোহাবহ হইতে পারে না ; কারণ, তজ্জা তাহা করিয়াছিলেন ।  
বেশে নির্দ্বিষ্ট আছে,

**প্রজাপতির্বৈ স্বাং হুহিতরমত্যধ্যায়ং (৪১) ।**

তজ্জা নিজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

এরূপ বলিও না ; কারণ, দেবতারূতের অনুকরণ করা ন্যায়ানু-  
গত নহে । একমাত্র বৌদ্ধগণ কহিয়াছেন, “দেবগণ ও  
মুনিগণ যে সকল কর্তব্য করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা  
কর্তব্য নহে ; তাহার শাস্ত্রোক্ত কর্তব্যই করিবেন” ।

ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক ঋষিদিগের মধ্যে, অনেকেরই অবৈধ আচরণ  
দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক, এই হেতুতে,  
তদীয় অবৈধ আচরণ শিষ্টাচার বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে  
না । বৃহস্পতি ও পরাশর, উভয়েই ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক ; বৃহস্পতি,  
কামার্ত্ত হইয়া, গর্ভবতী আত্মভার্যার সন্তোগ, আর পরাশর,  
কামার্ত্ত হইয়া, অবিবাহিতা দাসকন্যার সন্তোগ, করেন । ধর্ম-  
শাস্ত্রপ্রবর্তক বলিয়া, ইহাদের এই অবৈধ আচরণ শিষ্টাচার-  
স্থলে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে । অতএব, ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক  
হইলে, অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, এ কথা  
নিতান্ত হয় ও অশ্রদ্ধের । ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক কশ্যপ প্রভৃতি  
বহুভার্যাবিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাঁহাদের তাদৃশ  
আচারদর্শনে, বহুভার্যাবিবাহপক্ষই বথার্থ শাস্ত্রার্থ বলিয়া অব-  
ধারণিত হইতেছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সীমাংসা  
শাস্ত্রানুযায়িনী ও স্মারানুসারিণী হইতে পারে কি না, তাহা  
সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । কলকথা এই, শিষ্টাচার-  
বিশেষকে প্রমাণস্থলে পরিগৃহীত করা আবশ্যক হইলে, ঐ

শিষ্টাচার শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের অনুযায়ী কি না, তাহার সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখা কর্তব্য ; নতুবা, ইদানীন্তন লোকের যথেষ্ট ব্যবহারকে শাস্ত্রমূলক আচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, পূর্বকালীন লোকের যথেষ্ট ব্যবহারকে অবিগীত শিষ্টাচার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার দোহাই দিয়া, তদনুসারে শাস্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা পণ্ডিতপদ-বাচ্য ব্যক্তির কদাচ উচিত নহে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রেরিত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন ; সে সমুদয় একপ্রকার আলোচিত হইল । সে বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই । কেহ কেহ, এক সামান্য কথা উপলক্ষে, তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক ; এজন্য, আজ্ঞবক্তব্য নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের উপসংহার করিতেছি । তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

ধর্মতত্ত্বং বুভুৎসুনাং বোধনায়ৈব মৎকৃতিঃ ।

তেনৈব কৃতকৃত্যোহস্মি ন জিগীষাস্তি লেশতঃ ॥

যাঁহার ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানলাভে অভিলষী, তাঁহারের বোধ-কল্পাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন ; তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই ; জিগীষার লেশ মাত্র নাই ।

অনেকে কহিয়া থাকেন, “জিগীষার লেশ মাত্র নাই,” তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ, কোনও মতে, স্ফারাবুগত নহে । তিনি, বাস্তবিক জিগীষার বশবর্তী হইয়া, এই গ্রন্থের রচনা ও প্রচার করিয়াছেন ; এমন স্থলে, জিগীষা নাই বলিয়া

পরিচয় দেওয়া, কোনও প্রকারে, উচিত কর্ম হয় নাই। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, বাঁহারা একরূপ বিবেচনা করেন, কোনও কালে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা সহবাস ঘটয়াছে, একরূপ বোধ হয় না। তিনি, জিগীষার বশবর্তী হইয়া, গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন, একরূপ নির্দেশ করা নিরবচ্ছিন্ন অর্কচীনতা প্রদর্শন মাত্র। জিগীষা তমোগুণের কার্য। যে সকল ব্যক্তি, একবার, স্বল্প কাল মাত্র, তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহার শরীরে তমোগুণের সংস্পর্শ মাত্র নাই। বাঁহারা, অনভিজ্ঞতা বশতঃ, তদীয় বিশুদ্ধ চরিতে ঈদৃশ অসম্ভাবনীয় দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রবোধনের নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদগ্রন্থের কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে; তদৃষ্টে তাঁহাদের অমবিমোচন হইবেক, তাহার সংশয় নাই।

“ইত্যেবং পরিসংখ্যাপরস্বল্পপাভিনবার্থকল্পনয়া স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে  
অসবর্ণাতিরিক্তবিবাহনিবেধপরতঃ যুৎ ব্যবস্থাপিতঃ তন্নির্মূলং  
নির্ধৃতিকং স্বকপোলকল্পিতং প্রাচীনসন্দর্ভাসম্মতং পরিসংখ্যা-  
সরণ্যানুসৃতং বহুবিরোধগ্রস্তঞ্চ প্রমাণপরতন্ত্রৈস্তান্ত্রিকৈরশ্রদ্ধে-  
ম্বে। তন্ত্ৰ নিবারণার্থং যত্নপি প্রয়াস এবানুচিতঃ তথাপি  
পণ্ডিতশ্রদ্ধস্ত স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে তত্রাগ্রহবতঃ পরিসংখ্যাপার্থকল্পন-  
ক্লাপাবেপবতস্ত তন্ত্ৰাবেপখণ্ডেনে তদ্যাক্যে বিশ্বাসযত্নাৎ  
সংকৃতপরিচয়শূন্যানাং তদুদ্ভাবিতপদব্যা বহুলদোষগ্রস্ততাবোধ-  
নারৈব প্রয়তঃ কৃতঃ” (৪২)।

এই রূপে পরিসংখ্যানরূপ অতিনব অর্থেই কল্পনা দ্বারা, স্বীয় অতীতসিদ্ধির নিমিত্ত, অসংখ্য ব্যক্তিরিক বিবাহ করিতে পারিবেক না, এই যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহা নির্মূল, সুক্তিরুদ্ধ, অকপোলকল্পিত, প্রাচীন গ্রন্থের অসম্মত, পরিসংখ্যানস্বভাব বিপন্নীত, বহুবিবোধপূর্ণ; অতএব প্রমাণপূর্ণ-তত্ত্ব তাত্ত্বিকদিগের একবারেই অস্বীকার। তাহার ঋণমার্গে যদিও প্রয়োগ পাওয়াই অনুচিত; তথাপি, পণ্ডিতাভিমতী স্বীয় অতীতসিদ্ধির নিমিত্ত সে বিষয়ে আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছেন, এবং পরিসংখ্যানরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া গর্হিত হইয়াছেন; তাঁহার গর্হ ঋণম পূর্বক, যে সকল সংস্কৃতানতিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ভাবিত পদবী বহুবিবোধপূর্ণ, তাঁহাদের এই কোথ জন্মাইবার নিমিত্তই বল করিলাম ।

“ইথমসৌ তস্ম শেমুখীপ্রতিভাসঃ তথাক্যে বিশ্বাসভাজঃ সংস্কৃত-ভাষাপরিচয়শূন্যান্ জমান্ ভ্রমররপি অস্বতর্কচক্রে নিপতিতঃ ভূষমহুর্বোগদণ্ডেন ভ্রাম্যমাণঃ ন কচিৎপ্রতিভাসাদুদ্রিষ্যতি উপযান্ততি চ দুর্গমে অতিপতীরে শাক্তজলাগ্নয়ে অস্বতর্কবটন্তেন নাতিশয়রশ্মিসিলিলাবর্তেন পরিবর্ত্যমানোদুশিষৎ বংভ্রাম্যমাণ-ভাবম্, নাস্যতি চ তলং কূলং বা, আপৎস্তুতে চান্দ্রংপ্রদর্শিতয়া প্রমাপাহুসারিণ্যা যুক্ত্যা বাত্যা যুগ্মায়মানদুলিচক্রমিব নিরালম্ব-পথম্ । অতঃ কূলকলনার উপদেশকান্তরকর্ণধারাবলম্বনেন সহ্যজিতরশ্মিরমূলরনীয়া অবলম্ব্যতাং বা বিশ্রাষ্ট্য অবলম্বান্তরম্ । অথ যুক্ত্যানাদরেণ যেচ্ছরা তথা প্রতিভাসন্তেৎ যেচ্ছাচারিণা-মেব সমাদরায় প্রভবরপি ন প্রমাণপদবীমবলম্বতে” (৪৩) ।

এই ত তাঁর সুক্তিপ্রকাশ । যে সকল সংস্কৃতভাষাপরিচয়শূন্য লোক ভদ্রীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বুদ্ধি করিয়াছেন বটে; কিন্তু নিজে জ্ঞানীর তর্করূপ চক্রে নিপতিত

ও প্রার্থরূপ হও হারা বর্ণমান হইয়া, কোনও স্থানে বিলাস লাভ করিতে পারিবেন না ; ছুণ যেমন নাড়িশর বেলশালী মলিনাবর্তে পতিত হইয়া, সুনিত হইতে থাকে ; সেইরূপ আমার তর্কবলে দুর্গম অতিগতীর শাস্তরূপ জলাশয়ে অনবরত সুনিত হইতে থাকিবেন ; তল অথবা কুল পাইবেন না ; বাতাবশে বর্ণমান শুল্লিমন্তলের ন্যায়, আমার প্রদর্শিত প্রমাণানুসারিণী হুক্তি হারা আকাশমার্গে উচ্চীরমান হইবেন । অতএব, কুল পাইবার নিমিত্ত, অন্য উপদেশকরূপ কণ্ঠায় অবলম্বন করিয়া, সত্যাকিরূপ তত্ত্বটির অনুসরণ করিতে, অথবা বিজ্ঞানের নিমিত্ত অন্য অবলম্বন আশ্রয় করিতে হইবেক । আর, যদি হুক্তিমার্গ অগ্রাহ্য করিয়া, যেকোনো ভাবশূন্য বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যেকোনো চারিদিকের নিকটেই আদরণীয় হইবেক, প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক না ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে দুটি স্থল উদ্ধৃত হইল । এই দুই অথবা এতদনুরূপ অন্ত্র অন্ত্র স্থল দেখিয়া, বাহারা মনে করিবেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গর্ভ, বা ঐক্যতা, বা জিগীষা আছে, তাঁহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই ।

---

## ন্যায়রত্নপ্রকরণ

বরিশালনিবাসী জীমূত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, যদুচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু-বিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, উহার নাম “প্রেরিত তেঁতুল”। ন্যায়রত্ন মহাশয়, যে অভিপ্রায়ে, স্বীয় পুস্তকের ঈদৃশ রসপূর্ণ নাম রাখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের ঐ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে ;

“বাহারা সাগরের রসাদান করিয়া বিকৃতভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃতভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই তেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়া “প্রেরিত তেঁতুল” নামে গ্রন্থের নাম নির্দিষ্ট হইল”।

স্বপ্রচারিত বিচারপুস্তকের এইরূপ নামকরণানন্তর, কিঞ্চিৎ কাল রসিকতা করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয়, জীমূতবাহনরূত দায়ভাগের ও দায়ভাগের ঢীকাকারদিগের লিখন মাত্র অবলম্বন পূর্বক, যদুচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যথা,

“এক পুরুষের অনেক নারীর পাণিগ্রহণ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ চলিতেছে। কতকগুলি ব্যক্তি বলিতেছে উচিত, আর কতকগুলি বলিতেছে উচিত না। আমরা এপৰ্য্যন্ত কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করি নাই। সম্ভ্রান্তি উল্লিখিত বিষয়ের বিবরণযুক্ত একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হই। জানি-



লাম বহুবিবাহ অস্বচিত, ইহারই পোষকতার জন্য নানাবিধ ভাবযুক্ত সুললিত বক্তব্যবাহে অনেকগুলি রচনা করা হইয়াছে । সে সব রচনার আলোচনাতে সকলেই সম্ভাব লাভ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসারী এবং মহু প্রভৃতি সংহিতার রসাস্বাদন করিয়াছেন এবং জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায় টীকার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন, এমন যে উক্তমরচনারূপ হুয়সমূহ তাহাকে “কান্ডক প্রবৃত্ত্তানামিমাঃ স্ত্র্যাঃ ক্রমশো বরাঃ পুত্রেয় ভার্যা পুত্রক” ইত্যাদি বচনেরপুতন অর্থরূপ গোমুত্রবারা একবারে অগ্রাহ করিয়াছে, না হইবেই কী কেন “যাদু কৰ্ম্ম তারে সাদে অস্তের যেন লাঠি বাজে” এই কারণই নিম্নভাগে, জীমূত বাহনকৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায়ের টীকার সহিত কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল”, (১) ।

দায়ভাগলিখন দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের সমর্থন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে, ইহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের নগ্নম পরিচ্ছেদে, বিশদ রূপে, প্রতিপাদিত হইয়াছে (২) ; এ স্থলে আর তাহার নূতন আলোচনা নিম্প্রয়োজন । জীমূত রাজ-কুমার স্তায়রত্ন ধর্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই; এজন্য, এত আড়ম্বর করিয়া, দায়ভাগের দোহাই দিয়াছেন । তিনি যে দায়ভাগের দোহাই দিতেছেন, সেই দায়ভাগেরই, প্রকৃত প্রস্তাবে, অনুশীলন করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না ; কারণ দায়ভাগে দৃষ্টি থাকিলে,

(১) পেরিত ভেঁতুল, ১২ পৃষ্ঠা ।

(২) এই পুস্তকের ২৩৭ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি হইতে ২৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ ।

কামতত্ত্ব প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ত্যঃ ক্রমশো বরাঃ ।

মনুবচনের এরূপ পাঠ ধরিতেন না । তিনি, এক মাত্র দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসায় প্ররক্ত হইয়াছেন, অথচ দায়ভাগকার মনুবচনের কিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই । স্মায়রত্ন মহাশয়, আলস্ত পরিত্যাগ পূর্বক, দায়ভাগ উদঘাটিত করিলে, দেখিতে পাইবেন, “ক্রমশো বরাঃ” এ স্থলে “বরাঃ” এই কয়টি অক্ষরের পূর্বে, একটি শূণ্ড অকারের চিহ্ন আছে । বাহ্য হউক, মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তিনি, তর্ক-বাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভভাগে দৃষ্টিপাত করিলে, অবগত হইতে পারিবেন ।

স্মায়রত্ন মহাশয় বেক্রমে অসবর্ণবিবাহবিধির পরিসংখ্যায় ঋণে প্ররক্ত হইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ।

“এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে, কি প্রকারে সবর্ণার কামতঃ বিবাহ নিবেদ এবং অসবর্ণার কর্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা অশ্রদ্ধাদির বুদ্ধিগম্য নহে । আমরা “ভাস্ক স্বা চাণ্ড-জম্বনঃ” ইহা দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, সেই অর্থীঃ কস্ত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা স্বা অর্থীঃ ব্রাহ্মণী ইহারাই কামতঃ বিবাহিতা হইবে । এই স্থলে ব্রাহ্মণী পরিত্যাগ করা কোন শাস্ত্রীয় পরিসংখ্যা তাহা সংখ্যাশূন্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারেন । পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুজুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখের মধ্যে কাহারও নিবেদ বুঝায় না । সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও ব্রাহ্মণী, কস্ত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ইহা ভিন্নের কামতঃ বিবাহ করিতে পারিবে না, ইহাই ঘোষ করিয়া এইক্ষেপে পরি-

সংখ্যালৈখক মহাশয়ের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষ রূপে  
প্রকাশ করুন তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি এবং  
জিজ্ঞাসু দিগের নিকটে তাহার অভিপ্রায়ও বলিতে পারি” (৩) ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,

সবর্ণাণ্যে বিজাতীন্যং প্রশস্তা দারকর্ষণি ।

কামতস্ত প্ররতানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥৩।১২।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

ত্রেচ স্বা চৈব রাজঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥৩।১৩।

এই দুই মনুবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, পরিসংখ্যা কাহাকে  
বলে, এবং মনুবচন পরিসংখ্যাবিধির প্রকৃত স্থল কি না, এই  
তিন বিষয়, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে, সবিস্তর  
আলোচিত হইয়াছে । পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা, কি প্রকারে,  
রাগপ্রাপ্তস্থলে, সবর্ণার বিবাহনিষেধ ও অসবর্ণার বিবাহবিধান  
প্রতিপন্ন হয়, ঐ প্রকরণে দৃষ্টিপাত করিলে, অনায়াসে অবগত  
হইতে পারিবে (৪) । স্মারক মহাশয় লিখিয়াছেন, “এই  
স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে কি প্রকারে সবর্ণার কামতঃ  
বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়া-  
ছেন তাহা অস্বদ্যাদির বুদ্ধিগম্য নহে” । এ বিষয়ে বক্তব্য এই  
যে, তিনি পরিসংখ্যাবিধির বৈরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়া-  
ছেন, তদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পরিসংখ্যা কাহাকে  
বলে, তাহার সে বোধ নাই ; সুতরাং, যদৃচ্ছাস্থলে, পরিসংখ্যা  
দ্বারা, কি প্রকারে, সবর্ণাবিবাহের নিষেধ ও অসবর্ণাবিবাহের,

( ৩ ) প্রেরিত তেঁতুল, ১০পৃষ্ঠা ।

( ৪ ) এই পুস্তকের ১৩৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৭২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ ।

কর্তব্যতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা বুঝিগম্য হওয়া সম্ভব নহে । সেই তাৎপর্যব্যাখ্যা এই ; “পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখের মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না” । শাস্ত্রের মীমাংসার প্রবৃত্ত হইয়া, পরিসংখ্যাবিধি বিষয়ে ঈদৃশ অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় । পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ এই,

অবিবরাদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ (৫) ।

যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ নিহ্ন হয়, তাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে ।

উদাহরণ এই,

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ ।

পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয় ।

লোকে, বহুচ্ছা ক্রমে, যাবতীয় পঞ্চনখ জন্ত ভক্ষণ করিতে পারিত । কিন্তু, পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়, এই বিধি দ্বারা, বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তর ভক্ষণ নিষেধ নিহ্ন হইতেছে । শশ, কচ্ছপ, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি বহুবিধ পঞ্চনখ জন্ত আছে ; তন্মধ্যে,

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেবাগোধাকচ্ছপশলকাঃ ।

শশশ্চ ॥ ১ । ১৭৩ । (৩)

সেবা, গোবা, কচ্ছপ, শলক, শশ, এই পাঁচ পঞ্চনখ ভক্ষণীয় ।

এই শাস্ত্র দ্বারা, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া

বিহিত হইতেছে, এবং এই পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি বাবতীর পঞ্চনখ জন্ত অত্যুপেক্ষা নিষিদ্ধ হইতেছে। অতএব, “পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখের মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না,” স্তায়রত্ন মহাশয়ের এই লিঙ্কান্ত কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। “পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুরাদি ভক্ষণ করিবে না,” এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, কুকুর প্রভৃতি জন্ত পঞ্চনখমধ্যে গণ্য নহে; আর, “ইহাতে পঞ্চনখের মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না,” এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, পঞ্চনখ জন্ত মাত্রই ভক্ষণীয়, পঞ্চনখ জন্তর মধ্যে একটিও নিষিদ্ধ নয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পঞ্চনখ জন্ত কাহারও বলে, এবং পঞ্চনখভক্ষণবিষয়ক বিধির আকার কিরূপ, এবং ঐ বিধির অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, স্তায়রত্ন মহাশয়ের লে বোধ নাই। আর, “এক্ষণে পরিসংখ্যালেখক মহাশয়ের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ করুন, তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি”; এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে, পরিসংখ্যাবিধির বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। স্তায়রত্ন মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্বক, ও অভিনিবেশ সহকারে, ঐ স্থল দৃষ্টিগোচর করিবেন, তাহা হইলেই, বোধ করি, নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

স্তায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

“আমাদের ঐ পরিসংখ্যার বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করণ এই, কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্মার্তের মধ্যে শিরোবসি কহ-

দর্শী প্রাচীন মহাত্মাও এই পরিসংখ্যা দর্শন করিয়া “যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটা বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে” এইরূপ বার বার মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন । তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন ? ( ১ ) ।

এ স্থলে যত্নস্ব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত যথার্থ ইচ্ছু হইলে, এত আড়ম্বর পূর্বক পুস্তকপ্রচারে প্ররত্ত না হইরা, “প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, স্মার্তের মধ্যে শিরোমণি, বহুদর্শী, প্রাচীন মহাত্মার” নিকটে উদ্দেশ্য গ্রহণ করিলেই, স্মারত মহাশয় নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন । তাঁহার উল্লিখিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সামান্ত ব্যক্তি নহেন । ইনি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে, ত্রিশ বৎসর, ধর্ম-শাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্য্য সম্পাদন পূর্বক, রাজদ্বারে অতি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এবং দীর্ঘকাল, অবাধে, ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া, অদ্বিতীয় স্মার্ত বলিয়া সর্বত্র পরিগণিত হইয়াছেন । স্মারত মহাশয় ইহার নিকট অপরিচিত নহেন । বিশেষতঃ, যৎকালে বহুবিবাহবিচারবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে সময়ে, সংস্কৃত বিদ্যালয়ে, ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহিত প্রতিদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইত । তত্ত্বনির্ণয় অভিপ্রেত হইলে, তিনি, সন্দেহভঞ্নের ঈদৃশ সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া, পুস্তক প্রচারে প্ররত্ত হইতেন না । তদীয় লিখনভঙ্গী দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাঁহার মতে, মহামহোপাধ্যায় ক্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিসংখ্যাবিধির অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই; এজন্যই তিনি, “যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটা বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে,” আমার

অবলম্বিত ব্যাখ্যার এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। “তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন ?” তদীয় এই প্রশ্ন দ্বারা তাহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। বাহা হউক, স্মারক মহাশয় নিজে পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্যগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বে সবিশেষ দর্শিত হইয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তি, সর্বমানুষ শিরোমণি মহাশয়কে অনভিজ্ঞ ভাবিয়া, স্লেষোক্তি করিবেন, আশ্চর্যের বিষয় নহে।

‘প্রেরিত তেঁতুল’ পুস্তকে এতদ্ভিন্ন এরূপ আর কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না, যে তাহার উল্লেখ বা আলোচনা করা আবশ্যক; এজন্য, এই স্থলেই স্মারকপ্রকরণের উপ-  
সংহার করিতে হইল।

---

## স্মৃতিরত্নপ্রকরণ



ক্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, উহার নাম “বহুবিবাহবিষয়ক বিচার”। যদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্রচারিত করিয়াছিলাম, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকে তদ্বিষয়ে কতিপয় আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল আপত্তি যথাক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে। তদীয় প্রথম আপত্তি এই,—

“এই সকল লিখন দেখিয়া সন্দেহ ও আপত্তি উপস্থিত হইতেছে, একমাত্র সর্বর্ণবিবাহকে নিত্য বিবাহ ও ভাৰ্য্যার বক্ষ্যাত্মকি কাৰণবশতঃ বহুসর্বর্ণবিবাহকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলিয়াছেন। আর যদৃচ্ছাক্রমে অসর্বর্ণবিবাহকে কাম্য বিবাহ বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উক্ত নিত্য নৈমিত্তিক সর্বর্ণবিবাহ হইতে কাম্য অসর্বর্ণবিবাহ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্”(১)। “উক্তস্থলে আবার বলিয়াছেন সর্বর্ণবিবাহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কল্প এবং বলিয়াছেন আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হইতেছে সর্বর্ণবিবাহ প্রশস্ত, অসর্বর্ণবিবাহ অপ্ৰশস্ত। কিন্তু সর্বর্ণবিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক, অসর্বর্ণবিবাহ কাম্য, ইহা বলিলে ঐ দুই বিবাহ প্রশস্ত ও অপ্ৰশস্ত বলিয়া মীমাংসা করিতে পারা যায় না। উভয় বিবাহকে নিত্য বা নৈমিত্তিকই বলুন, অথবা উভয় বিবাহকে কাম্যই বলুন। নতুবা প্রশস্ত অপ্ৰশস্ত বলিয়া মীমাংসা কোন মতেই হইতে পারে না”(২)।

---

(১) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৫ পৃষ্ঠা।

(২) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৬ পৃষ্ঠা।



“কোন কোন স্থলে প্রশস্ত অপ্রশস্ত রূপে মীমাংসিত হইয়াছে ; যেমন প্রায় অধিকাংশ দেবপূজাতেই একটি বিধি আছে ; রাত্রীভরজ পূজয়েৎ, রাত্রির ইতর কালে অর্থাৎ দিবসে পূজা করিবে, আবার সেই স্থলেই আর একটি বিধি আছে ; পূর্কাত্তে পূজয়েৎ দিবসের তিন ভাগের প্রথম ভাগের নাম পূর্কাত্ত, দ্বিতীয় ভাগের নাম মধ্যাহ্ন, তৃতীয় ভাগের নাম অপরাহ্ন । ঐ পূর্কাত্তে পূজা করিবে, দিবসের অপর দুইভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে পূজা করিলে, বে কল হয় ; পূর্কাত্তে করিলে, সেই কলই উৎকৃষ্ট হয় । অতএব মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে, পূজা অপ্রশস্ত পূর্কাত্তে পূজা প্রশস্ত, ইহাকেই প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলা যায় । ভিন্ন ভিন্ন কৰ্মের প্রথম কল অমুককল বা প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিরা, কোন মীমাংসকের মীমাংসা দেখা যায় না” (৩) ।

স্বাতিরত্ন মহাশয়ের উত্থাপিত এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই, পূর্বতন গ্রন্থকর্তারা কৰ্ম্মবিশেষকে, অবস্থাতেদে প্রশস্তশব্দে, অবস্থাতেদে অপ্রশস্তশব্দে, নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন তাঁহার উল্লিখিত উদাহরণে, দেবপূজারূপ কৰ্ম্ম, পূর্কাত্তে অনুষ্ঠিত হইলে, প্রশস্তশব্দে, মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হইলে, অপ্রশস্তশব্দে, নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এ স্থলে দেবপূজারূপ এক কৰ্ম্মই, পূর্কাত্তে ও তদিতর সময়ে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে অথবা অপরাহ্নে অনুষ্ঠানরূপ অবস্থাতেদ বশতঃ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে । কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্ম প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট হওয়া অদৃষ্টকর ও অপ্রতীক্ষিত । অতএব, সর্বণ্যবিবাহ প্রশস্ত কৰ্ম্ম, আর অসর্বণ্যবিবাহ অপ্রশস্ত কৰ্ম্ম, আমি এই যে নির্দেশ করিয়াছি, স্বাতিরত্ন মহাশয়ের মতে তাহা অসঙ্গত ; কারণ

সবর্ণবিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া, এবং অসবর্ণবিবাহ কাম্য বলিয়া, ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই ত্রিবিধ বিবাহ এক কৰ্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সবিশেষ প্রাণ-ধান পূৰ্ব্বক, এই আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না । তাঁহার উদাহৃত দেবপূজারূপ কৰ্ম, যদি পূৰ্ব্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত শব্দে, আর তদিতর কালে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত শব্দে, নির্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে বিবাহরূপ কৰ্ম, সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত শব্দে, আর অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত শব্দে, নির্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা ঘটিতে পারে না । যেমন, এক দেবপূজারূপ কৰ্ম, অনুষ্ঠানকালের বৈলক্ষণ্য অনুসারে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; সেইরূপ, এক বিবাহরূপ কৰ্ম, পরিণয়মান কন্তার জাতিগত বৈলক্ষণ্য অনুসারে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট না হইবার কোনও কারণ লক্ষিত হইতেছে না । দেবপূজা দ্বিবিধ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত; পূৰ্ব্বাহ্নে অনুষ্ঠিত দেবপূজা প্রশস্ত; মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত দেবপূজা অপ্রশস্ত; বিবাহ দ্বিবিধ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত; সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ প্রশস্ত; অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ অপ্রশস্ত । এই দুই স্থলে কোনও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে না । যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, এক বিবাহকে ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে পৌৰুষাঙ্গিক, মাধ্যঙ্গিক, আপরাঙ্গিক, এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, এক দেবপূজা

ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত না হইবেক কেন । এক ব্যক্তি পূর্কালে দেবপূজা করিয়াছে ; স্বতিরঙ্গ মহাশয় ঐ পূর্কাকৃত দেবপূজাকে প্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট করিবেন, তাহার সংশয় নাই , অতঃ এক ব্যক্তি অপরাহ্মে দেবপূজা করিয়াছে ; স্বতিরঙ্গ মহাশয় ঐ অপরাহ্মকৃত দেবপূজাকে অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট করিবেন, তাহার সংশয় নাই । প্রকৃত রূপে বিবেচনা করিতে গেলে, দুই পৃথক সময়ে দুই পৃথক ব্যক্তির কৃত দুই পৃথক দেবপূজা, এক কর্ম বলিয়া পরিগণিত না হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত বোধ হয় ।

কিঞ্চ,

‘ ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্হঃ প্রাজাপত্যস্তথানুরঃ ।

গাক্ষর্কো ব্রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাক্ষৌধমঃ ॥৩।২৬।

ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্হ, প্রাজাপত্য, আনুর, গাক্ষর্ক, ব্রাক্ষস, ও  
সকলের অঙ্গম পৈশাচ অঙ্গম ।

এই অষ্টবিধ বিবাহ (৪) নির্দিষ্ট করিয়া, মনু,

( ৪ ) অষ্টবিধ বিবাহের মনুজ লক্ষণ সকল এই,—

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ ব্রতশীলবতে বরম ।

আহুয় দানং কন্যায় ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩। ২৭।

অয়ং আচ্ছাদ্য, অর্চনা ও বস্ত্রালঙ্কারপ্রদান পূর্বক, অধীতবন  
ও আচারপুত্র পাত্র বে কন্যাদান, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে ।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগুত্তিজে কর্ম কুর্কতে ।

অলঙ্কৃত্য স্তুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে ॥ ৩। ২৮।

আরও যজ্ঞে ব্রতী হইয়া যজ্ঞিকের কর্ম করিতেছে, ঐহিক  
পাত্র, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, বে কন্যাদান, তাহাকে  
দৈব বিবাহ বলে ।

চতুরো ব্রাহ্মণস্ত্যক্তান্ প্রশস্তান্ কবরো বিহুঃ ।

রাক্ষসং কল্লিরনৈকমানুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥ ৩।২৪।

একং গোমিথুনং দ্বৈ বা বরাদাদায় ধর্মতঃ ।

কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্থো ধর্মঃ স উচ্যতে ॥ ৩। ২৯ ।

ধর্মার্থে বরের নিকট হইতে ঐক বা দুই গোমুগল গ্রহণ করিয়া, বিধি পূর্বক যে কন্যাদান, তাহাকে আর্য বিবাহ বলে ।

সহোভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচাহুভাব্য চ ।

কন্তাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ শ্রুতঃ ॥ ৩। ৩০ ।

উভয়ে একসঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান কর, বাক্য দ্বারা এই নিয়ম করিয়া, অর্চনা পূর্বক যে কন্যাদান, তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে ।

জাতিভ্যো দ্রবিশং দত্ত্বা কন্ত্যৈ চৈব শ্রুতিতঃ ।

কন্তাপ্রদানং স্বাক্ষন্দ্যাদানুরো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩। ৩১ ।

যেহা অনুসারে, কন্যার পিতৃগণকে এবং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়া, যে কন্যাপ্রদান, তাহাকে আত্মর বিবাহ বলে ।

ইচ্ছ্যান্তোস্তস্যসংযোগঃ কন্ত্যাম্ভ বরন্ত চ ।

গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুনঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৩। ৩২ ।

পরস্পর ইচ্ছা ও অনুরাগ বশতঃ, বর ও কন্যা উভয়ের যে মিলন তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে ।

হৃদা হিষা চ ভিষা চ ক্রোশন্তীং রুদন্তীং গৃহাৎ ।

প্রমহ কন্তাহরণং রাক্ষসো বিধিক্রচ্যতে ॥ ৩। ৩৩ ।

কন্যাপক্ষীয়দিগের প্রাণবধ, অঙ্গচ্ছেদ, ও প্রাচীরভঙ্গ করিয়া, পিতৃগৃহ হইতে, বল পূর্বক, বিলাপকারিণী রোদনপরায়ণা কন্যার যে হরণ, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে ।

শূণ্ডাং মতাং প্রমতাং বা রহো যজ্ঞোপগচ্ছতি ।

স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাক্ষৌমোহধমঃ ॥ ৩। ৩৪ ।

নির্জন প্রদেশে শূণ্ডা, মতা, বা অসাবধানা কন্যাকে যে সন্তোষ করা, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে । এই বিবাহ নিরতিশয় পাপকর ও সর্ব বিবাহের অধম ।

বিবাহধর্মজ্ঞেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথমনির্দিষ্ট চারি বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত ; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এক মাত্র ব্রাহ্মস ; বৈশ্য ও শূত্রের পক্ষে আশুর ।

ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য, প্রাজাপত্য, এই চতুর্বিধ বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া প্ৰ্যবস্থা করিয়াছেন ; সুতরাং, আশুর, গান্ধর্ব, ব্রাহ্মস, পৈশাচ, অবশিষ্ট এই চতুর্বিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে অপ্রশস্ত হইতেছে । যদি, ব্রাহ্মণের পক্ষে, ব্রাহ্ম প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ প্রশস্ত, ও আশুর প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে ; তাহা হইলে, দ্বিজাতির পক্ষে, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত, আর কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা নাই । আর, যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই ত্রিবিধ বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং তজ্জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত কর্ম, কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত কর্ম, বলিয়া উল্লিখিত হইতে না পারে ; তাহা হইলে, ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য, প্রাজাপত্য, আশুর, গান্ধর্ব, ব্রাহ্মস, পৈশাচ, এই অষ্টবিধ বিবাহও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক ; এবং তাহা হইলেই, ব্রাহ্ম প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ প্রশস্ত কর্ম, আশুর প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ অপ্রশস্ত কর্ম, এই মানবীর ব্যবস্থা, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সীমাংসা অনুসারে, নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে । অতএব, স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, হয় নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক না ; নহ্ন অবস্থার বৈলক্ষণ্য বশতঃ, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই সংজ্ঞাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরি-

গণিত হইলেও, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত কল্প, আর কাম্য বিবাহ অপ্ৰশস্ত কল্প, বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারিবেক ।

স্বতিরত্ন মহাশয়ের, সন্তোষের নিমিত্ত, এ বিষয়ে এক প্রামাণিক প্রমাণের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে ;

“অনুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং সত্বর্ণাপর্ণিগ্রহণসমনন্তরং কজ্জি-  
রাদিকভাপরিণয়ো বিহিতঃ, তত্র চ সত্বর্ণবিবাহো মুখ্যঃ ইতর-  
অনুকল্পঃ” ( ৫ ) ।

দ্বিজাতিদিগের, সত্বর্ণাপর্ণিগ্রহণের পর, অনুলোম ক্রমে কজ্জি-  
রাদি কন্যাপরিণয় বিহিত হইয়াছে : তন্মধ্যে সত্বর্ণবিবাহ  
মুখ্য কল্প, অসত্বর্ণবিবাহ অনুকল্প ।

এ স্থলে বিশেষতঃ সত্বর্ণবিবাহকে প্রশস্ত কল্প, অসত্বর্ণ-  
বিবাহকে অপ্ৰশস্ত কল্প, বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে নির্দেশ করিয়া-  
ছেন । অতএব,

“সত্বর্ণবিবাহ ব্রাহ্মণ, কজ্জির, বৈজ্ঞ এই তিন বর্ণের পক্ষে, প্রশস্ত  
কল্প । কিন্তু, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, যথাবিধি সত্বর্ণবিবাহ  
করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়,  
তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে” ( ৬ ) ।

এই লিখন উপলক্ষ করিয়া, স্বতিরত্ন মহাশয়, সত্বর্ণবিবাহ  
প্রশস্ত কল্প, অসত্বর্ণবিবাহ অপ্ৰশস্ত কল্প, এই ব্যবস্থার উপর  
যে দোষারোপ করিয়াছেন. তাহা সম্যক সঙ্গত বোধ হই-  
তেছে না ।

স্বতিরত্ন মহাশয়ের উত্থাপিত দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

“চারি ইত্যাদি জাতীর সংখ্যা বলাতে ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয়টি

( ৫ ) মদনপারিজাত ।

( ৬ ) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ৩ পৃষ্ঠা ।

ভ্রাস্ত্রী বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, এইটী দায়ভাগকর্তার অভি-  
প্রেত অর্থ" ( ৭ ) ।

এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, দায়ভাগলিখন অথবা দায়ভাগের  
টীকাকারদিগের লিখন দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহব্যবহারের  
সমর্থন সম্ভব ও সঙ্গত কি না, তাহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের  
সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে ; এ স্থলে আর তাহার  
আলোচনার প্রয়োজন নাই ( ৮ ) ।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

২ । “আর ঐ অসবর্ণাবিবাহবিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, পরিসংখ্যা  
বিধির নিয়ম এই যে স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়া যায় তদ্ব্যতি-  
রিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ বলিয়াছেন ; সুতরাং যদৃচ্ছা ক্রমে  
অসবর্ণা বিবাহকে ধাবনা বাধ দেওয়াতে, তদ্ব্যতিরিক্ত  
সবর্ণাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয়, এরূপ বিধির নিয়ম কুত্রাপি  
দেখা যায় না” ( ৯ ) ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ প্রভৃতি  
বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা না করিয়াই, স্মৃতিরত্ন মহাশয়  
এই আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন । তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের  
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে ।  
তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে, যদৃচ্ছা স্থলে, পরিসংখ্যা দ্বারা,

( ৭ ) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ১৪ পৃষ্ঠা ।

( ৮ ) এই পুস্তকের ২৬৭ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি হইতে ২৭৪ পৃষ্ঠা  
পর্যন্ত দেখ ।

( ৯ ) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ১৫ পৃষ্ঠা ।

সবর্ণবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয় কি না, তাহা তিনি অবগত হইতে পারিবেন (১০) ।

“বহুবিবাহবিষয়ক বিচার” পুস্তকে আলোচনামোগ্য আর কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না ; এজন্য, এই স্থলেই, স্মৃতিরত্নপ্রকরণের উপসংহার করিতে হইল ।

( ১০ ) এই পুস্তকের ১৩৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা দেখ ।



## সামগ্রমিপ্রকরণ



যদুচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুসন্ধানিত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, ত্রিযুত সত্যব্রত সামগ্রমী যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, উহার নাম “বহুবিবাহবিচারসমালোচনা”। আমি, প্রথম পুস্তকে, বহুবিবাহ রহিত হওয়ার উচিত্যপক্ষে যে সকল কথা লিখিয়াছিলাম, সে সমুদয়ের খণ্ডন করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। সামগ্রমী মহাশয়, এই উদ্দেশ্যসাধনে কৃত দূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, তিনি, বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তাসংস্থাপনের নিমিত্ত, অসবর্ণবিবাহবিধায়ক মনুবচনের যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

“বিজ্ঞানাগর মহাশয় প্রথম আপত্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় তারুণ মহৎ ব্যক্তির উক্তি না হইলে বিচার্য্যই হইত না।

(মনু) “সবর্ণ্যাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ সূ্যঃ ক্রমশো বরাঃ”॥৩।১২॥

কামত অসবর্ণবিবাহে প্রবৃত্ত দ্বাজন, ক্রমিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণী প্রশস্ত। এবং যথাক্রমে (অনুলোম) পানিগ্রহণই প্রশংসনীয়” ( ১ )।

মনুবচনের এই ব্যাখ্যা কিরূপে প্রতিপন্ন বা সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না । অন্ততঃ, যে সকল শব্দে এই বচন সঙ্কলিত হইয়াছে, তদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হওয়া, কোনও মতে, সম্ভব নহে । আমার অবলম্বিত অর্থের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, সাতিশয় ব্যাখ্যুচিত্ত হইয়া, সামগ্র্যমী মহাশয়, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা বিষয়ে, নিতান্ত বহির্মুখ হইয়াছেন ; এক্ষণে, মনুবচনের চিরপ্রচলিত অর্থে উপেক্ষা-প্রদর্শন করিয়া, কষ্টকল্পনা দ্বারা, অগ্নীন্তর প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন । তাঁহার অবলম্বিত পাঠের ও অর্থের সহিত বৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনের নিমিত্ত, প্রথমতঃ বচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে ।

### পূর্বোক্তি

সবর্ণাণ্যে বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

বিজাতিক্ষেত্রের প্রথম বিবাহে সবর্ণী কন্যা বিহিতা ।

### উত্তরোক্তি

কামতন্তু প্ররুতানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো হবরাঃ ।

কিন্তু, যাহারা, কাষবলতঃ, বিবাহে প্ররুত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণী বিবাহ করিবেক ।

এই পাঠ ও এই অর্থ মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র, বিশ্বেশ্বরভট্ট প্রভৃতি পূর্বতন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন । সামগ্র্যমী মহাশয় যে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বচন দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না, এবং সম্যক সংলগ্নও হয় না । তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় কি না,

তৎপ্রদর্শনার্থ, বচনস্থিত প্রত্যেক পদের অর্থ ও সমুদিত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে ।

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

সবর্ণা অণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

সবর্ণা প্রথমে দ্বিজাতিবিহীন বিহিতা বিবাহে

দ্বিজাতিবিহীন প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ সূ্যঃ ক্রমশো অবরাঃ ॥

কামতঃ তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ সূ্যঃ ক্রমশঃ অবরাঃ ॥

কাম বশতঃ কিন্তু প্রবৃত্তিগণের এই সকল হইবেক ক্রমশঃ অবরাঃ ।

কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্তিগণের অনুসারী ক্রমে এই সকল (অর্থাৎ পরবচনোক্ত) অবরাঃ (অর্থাৎ অসবর্ণা কন্যারা) ভার্য্যা হইবেক ।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, “কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত । এবং বধাক্রমে অনুসন্মমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়” ; নামশ্রমী মহাশয়ের এই অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না । উপরিভাগে বৈয়াকরণ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বচনের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা, প্রথম বিবাহে সবর্ণার বিহিতত্ব, ও উত্তরার্দ্ধ দ্বারা, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তিরগণের ন্যূনতম, অসবর্ণা-বিবাহের কর্তব্যত্ব, বোধিত হইয়াছে ; সুতরাং, পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ পরস্পরবিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক, সর্ব্বতোভাবে পরস্পর-নিরপেক্ষ, বিভিন্ন বাক্যদ্বয় বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । কিন্তু, নামশ্রমী মহাশয় পূর্ব্বার্দ্ধ সমুদয় ও উত্তরার্দ্ধের অর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ বচনের প্রথম তিন চরণ লইয়া এক বাক্য, আর উত্তরা-

কৈয় দ্বিতীয় অর্ক, অর্থাৎ বচনের চতুর্থ চরণ মাত্র লইয়া এক বাক্য ব্যবস্থিত করিয়াছেন ; যথা,

সবর্ণাণ্যে বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি ।

কামতন্তু প্ররুতানাম্ ॥

কামত অনবর্ণাবিবাহে প্ররুত বীজণ, কল্পিয়, বৈশাখ্যাত্তির  
বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত ।

ইমাঃ সূ্যঃ ক্রমশো বরাঃ ।

এবং যথাক্রমে অনুলোমপানিগ্রহণই প্রশংসনীয় ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, “কামতন্তু প্ররুতানাম্,” “কাম বশতঃ  
কিন্তু প্ররুতদিগের,” এই স্থলে “কিন্তু” এই অর্থের বাচক “যে  
“তু” শব্দ আছে, সামঞ্জসী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় তাহা এক  
বারে পরিত্যক্ত হইয়াছে । সর্বসম্মত চিরপ্রচলিত অর্থে ঐ  
“তু” শব্দের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা, স্মৃতরাং সম্পূর্ণ সার্থকতা  
আছে । সামঞ্জসী মহাশয়ের ব্যাখ্যায়, ঐ “তু” শব্দের অণুমাত্র  
আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না ; এজন্য, উহা একবারে  
পরিত্যক্ত হইয়াছে ; স্মৃতরাং, উহার সম্পূর্ণ বৈয়র্থ্য ঘটি-  
তেছে । আর, “প্ররুত” এই শব্দের, “অসবর্ণাবিবাহে প্ররুত”,  
এই অর্থ লিখিত হইয়াছে । প্রকরণ বশতঃ, “প্ররুত” শব্দের,  
“বিবাহপ্ররুত”, এ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে ; কিন্তু, “অসবর্ণা-  
বিবাহে প্ররুত,” এই অসবর্ণা শব্দ বল পূর্বক সন্নিবেশিত  
হইয়াছে । আর, “ইমাঃ সূ্যঃ ক্রমশো বরাঃ”, এই সকল হইবেক  
ক্রমশঃ অবরা, এই অংশ দ্বারা, “এবং যথাক্রমে অনুলোম-  
পানিগ্রহণই প্রশংসনীয়,” এ অর্থ কিরূপে প্রতিপন্ন করিলেন,  
তিনিই তাহা বলিতে পারেন । প্রথমতঃ, “এবং যথাক্রমে”

এ স্থলে, “এবং” এই অর্থের বোধক কোনও শব্দ মূলে লক্ষিত হইতেছে না। মূলে তাদৃশ শব্দ নাই, এবং চিত্রপ্রচলিত অর্থেও তাদৃশ শব্দের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, নামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায়, “এবংশব্দ” প্রবেশিত না হইলে, পূর্বাপর সংলগ্ন হয় না; এজন্য, মূলে না থাকিলেও, ব্যাখ্যাকালে, কল্পনাবলে, তাদৃশ শব্দের আহরণ করিতে হইয়াছে। আর, “ক্রমশঃ”, এই পদের, “অনুলোম ক্রমে”, এই অর্থ প্রকরণ বশতঃ লক্ষ হয়; এজন্য, এই অর্থই পূর্বাপর প্রচলিত আছে। সচরাচর, “ক্রমশঃ”, এই পদের, “যথাক্রমে”, এই অর্থ হইয়া থাকে। নামশ্রমী মহাশয়, এস্থলে ঐ অর্থ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, যখন, “ক্রমশঃ”, এই পদের, “যথাক্রমে”, এই অর্থ অবলম্বিত হইল, তখন, “অনুলোম-পাণিগ্রহণই”, এ স্থলে, বচনস্থিত কোন শব্দ আশ্রয় করিয়া, অনুলোমশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। যদিও, “ক্রমশঃ”, এই পদের, স্থলবিশেষে “যথাক্রমে,” স্থলবিশেষে “অনুলোম ক্রমে”, ইত্যাদি অর্থ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু, এক স্থলে, এক “ক্রমশঃ” এই পদ দ্বারা, দুই অর্থ, কোনও ক্রমে, প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর, “অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়,” এ স্থলে, “প্রশংসনীয়”, এই অর্থ, বচনের অন্তর্গত কোনও শব্দ দ্বারা, প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোধ হইতেছে, “ক্রমশো হবরাঃ”, এ স্থলে, “অবরাঃ”, এই পাঠ বচনের প্রকৃত পাঠ, তাহা তিনি অবগত নহেন; এজন্য, “অবরাঃ” এ স্থলে, “বরাঃ” এই পাঠ দিহর করিয়া, ভ্রান্তিকূপে পতিত হইয়া, “প্রশংসনীয়”, এই অর্থ লিখিয়াছেন। অনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, তাহা, তর্কবাচস্পতি

প্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে, সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে, সামগ্রমী মহাশয়, কিষ্কিৎ শ্রম স্বীকার পূর্বক, ঐ স্থলে (২) দৃষ্টিযোজনা করিলে, সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। এক্ষণে, মনুবচনের দ্বিবিধ অর্থ উপস্থিত; প্রথম চিরপ্রচলিত, দ্বিতীয় সামগ্রমিকল্পিত। যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে চিরপ্রচলিত অর্থে, বচনস্থিত প্রত্যেক পদের সম্পূর্ণ সার্থকতা থাকিতেছে; সামগ্রমিকল্পিত অর্থে, বচনে অধিকপদতা, ন্যূনপদতা, কষ্টকল্পনা প্রভৃতি উৎকট দোষ ঘটিতেছে। এমন স্থলে, কোন অর্থ প্রকৃত অর্থ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ফলকথা এই, তাঁহার অবলম্বিত অর্থ, বচনের অন্তর্গত পদসমূহ দ্বারা, প্রতিপন্ন হওয়া, কোনও মতে, সম্ভব নহে।

এক্ষণে, ঐ অর্থ সংলগ্ন হইতে পারে কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, “কামত অসবর্ণা-বিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত”। গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থাশ্রমসম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করিতে হয়, ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত ও সর্ববাদিসম্মত। তবে, সবর্ণা কন্তার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা আছে; সুতরাং, সবর্ণা কন্তার প্রাপ্তি সম্ভবিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থধর্ম-নির্কাহের নিমিত্ত, সবর্ণাবিবাহই করিতে হয়। তদনুসারে, এক ব্যক্তি, গৃহস্থধর্মনির্কাহের নিমিত্ত, প্রথমে বধাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়াছে। তৎপরে, কাম বশতঃ, ঐ ব্যক্তির

অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইল । এক্ষণে, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুসারে, অসবর্ণা বিবাহ করিবার পূর্বে, সে ব্যক্তিকে অগ্রে আর একটি সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক । তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ, ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ, শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য ; তদনুসারে, অগ্রে সবর্ণাবিবাহ অবশ্যকর্তব্য ; সবর্ণাবিবাহ করিয়া, কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, কদাচ সবর্ণাবিবাহ করিতে পারিবেক না ; স্মৃতরাং, যদৃচ্ছা স্থলে, সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে । এমন স্থলে, কাম বশতঃ অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইলে, দ্বিজাতিদিগকে অগ্রে আর একটি সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক, এ কথা নিতান্ত হয় ও, অশ্রদ্ধেয় । আর, যদি তদীয় ব্যাখ্যার এরূপ তাৎপর্য্য হয়, দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে সবর্ণাবিবাহই কর্তব্য ; তৎপরে, কাম বশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহই কর্তব্য ; তাহা হইলে, তদর্থে এতাবশ্য বক্তৃতা পথ আশ্রয় করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না ; কারণ, চিরপ্রচলিত সহজ অর্থ দ্বারাই, তাহা সম্যক সম্পন্ন হইতেছে । বোধ হয়, সামশ্রমী মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই ; তাহা করিলে, কেবল বুজিবল অবলম্বন পূর্ব্বক, অকারণে, মনুবচনের ঈদৃশ অসঙ্গত ও অসম্ভব অর্থান্তরকল্পনায় প্রবৃত্ত হইতেন না ।

সামশ্রমী মহাশয়, বচনের এইরূপ অর্থের কল্পনা করিয়া, ঐ অর্থের বলে, যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই ;—

“বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিধিটিকে পরিসংখ্যা করিয়া নিবেদ-  
বিধির কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! এই বিধিটি কি

নিয়ামক হইতে পারে না ? ইহা দ্বারা কি অগ্রে সৰ্বণবিবাহই কর্তব্য ও অনুলোমবিবাহই কর্তব্য এই দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না ? অসৰ্বণবিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে সৰ্বণবিবাহ করিতেই হইবে এবং পরে যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ করিবে এইটি কি ঐ বিধির প্রকৃত ভাব নহে ? ( ৩ ) ।”

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, মনুবচনোক্ত বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধিই বল, নিয়মবিধিই বল, পরিসংখ্যাবিধিই বল, আমার পক্ষে তিনই সমান ; তুর পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ হওয়াতেই, পরিসংখ্যাপক্ষ অবলম্বিত হইয়াছিল (৪) । অতএব, যদি সামগ্রমী মহাশয়ের পরিসংখ্যায় নিতান্ত অরুচি থাকে ; এবং, এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার সম্ভাব্য জন্মে, তাহা হইলে আমি তাহাতেই সন্মত হইতেছি ; আর, নিয়মবিধি স্বীকার করিয়া তিনি প্রথমে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি । তাঁহার ব্যবস্থা এই ; “ইহা দ্বারা কি অগ্রে সৰ্বণবিবাহ কর্তব্য ও অনুলোমবিবাহই কর্তব্য এই দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না ?” পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, মনুবচনের পূর্বোক্ত দ্বারা, “অগ্রে সৰ্বণবিবাহ কর্তব্য”, এই অর্থই প্রতিপন্ন হয় ; আর, “অনুলোমবিবাহই কর্তব্য” অর্থাৎ কাম বশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অনুলোম ক্রমে

( ৩ ) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা ২ পৃষ্ঠা ।

( ৪ ) এই পুস্তকের ১৭২ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তি হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ ।



অসবর্ণাবিবাহ কর্তব্য ; মনুবচনের উত্তরার্দ্ধ দ্বারা, এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের ঐ মীমাংসার একরূপ তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে তদীয় ঐ মীমাংসার কোনও আপত্তি নাই ; কারণ, নিয়মবিধি অবলম্বিত হইলে,

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা ।

এই পূর্বার্দ্ধ দ্বারা

দ্বিজাতিরা প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেন ।

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক । আর,

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো হবরাঃ ।

কিন্তু, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দ্বিজাতিরা, অনুলোম ক্রমে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেন ।

এই উত্তরার্দ্ধ দ্বারা,

কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দ্বিজাতিরা, অনুলোম ক্রমে, অসবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেন ।

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক । কিন্তু, “অসবর্ণাবিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করিতেই হইবে এবং পরে যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ করিবে এইটি কি ঐ বিধির প্রকৃত ভাব নহে?” এই ভাবব্যাক্য, কোনও অংশে, সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, ইতঃ পূর্বে যেক্রপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে মনুবচন দ্বারা তাদৃশ অর্থ প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে ।

সামশ্রমী মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

“একাদশ পৃষ্ঠায়

“সর্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ ।

সর্বাস্তান্তেন পুত্রেন গ্রাহ পুত্রবতীমমুঃ ।৯।১৮৩ ।”

মনু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়, সেই সপত্নী পুত্র ধারা, তাহার সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক ।

এই বচনের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে দ্বিতীয় বচনে যে বহু-বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল পূর্ব পূর্ব স্ত্রীর বক্ষ্যাঙ্ক নিবন্ধন ঘটয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ; কারণ, ঐ বচনে পুত্রহীনা সপত্নীদিগের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । এস্থলে আমরা বলি—‘এক। চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ’ যদি একজনা পুত্রিণী হয়, এই অনির্দিষ্ট বাক্যদ্বারা এই পুত্রিণী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, অতথা শেব পত্নীই পুত্রিণী সুস্থিরই রহিয়াছে—এ স্থলে ‘যদি কেহ পুত্রিণী’ এই নির্দেশহীন বাক্য কেন প্রযুক্ত হইবে ?” ( ৫ ) ।

যদি কেহ পুত্রবতী হয়, এই অনিশ্চিত নির্দেশ দর্শনে, সামগ্রমী মহাশয়, পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তাহার অভিপ্রায় এই, যদি এই বচনোল্লিখিত বহু বিবাহ পূর্ব পূর্ব স্ত্রীর বক্ষ্যাঙ্ক নিবন্ধন হইত, তাহা হইলে, যদি কোনও স্ত্রী পুত্রবতী হয়, এরূপ অনিশ্চিত নির্দেশ না থাকিয়া, যদি কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রবতী হয়, এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দেশ থাকিত ; কারণ, পূর্ব পূর্ব স্ত্রী বক্ষ্যা বলিয়া অবধারিত হওয়াতেই, কনিষ্ঠা স্ত্রী বিবাহিত হইয়াছিল ; এমন স্থলে, কনিষ্ঠারই পুত্র হইবার সম্ভাবনা ; এবং, তন্নিমিত্ত, যদি কনিষ্ঠা পত্নী পুত্রবতী হয়, এরূপ নির্দেশ থাকাই সম্ভব ;

যখন তারা না থাকিয়া, যদি কোনও পত্নী পুত্রবতী হয়, এরূপ অনিশ্চিত নির্দেশ আছে, তখন জ্যেষ্ঠা প্রভৃতিরও পুত্রবতী হওয়া সম্ভব, এবং তাহা হইলেই পুত্রবতী স্ত্রী সঙ্গে বিবাহ প্রতিপন্ন হইল ; অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বা অন্য কোনও পূর্ববিবাহিতা স্ত্রী পুত্রবতী হইলে পর, কনিষ্ঠা প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াছে ; সুতরাং, বহুত্বা ক্রমে বহু ইচ্ছা বিবাহ মনুবচন দ্বারা সমর্থিত হইতেছে ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি এক ব্যক্তির বহু স্ত্রীর মধ্যে কেহ পুত্রবতী হয়, সেই পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক, ইহা বলিলে, পুত্রবতী স্ত্রী সঙ্গে বিবাহ কিরূপে প্রতিপন্ন হয়, বলিতে পারা যায় না । এক ব্যক্তির কতকগুলি স্ত্রী আছে ; তন্মধ্যে যদি কাহারও পুত্র জন্মে, সেই পুত্র দ্বারা, তাহার সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক, এ কথা বলিলে, সে ব্যক্তির বর্তমান সকল স্ত্রীই পুত্রহীনা, ইহাই প্রতিপন্ন হয় । বস্তুতঃ, পুত্রহীন স্ত্রীসমূহের বিষয়েই এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব, “পুত্রবতী স্ত্রী সঙ্গেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে,” সামগ্র্যমী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত বচনের অর্থ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না । “সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়,” এ স্থলে “যদি হয়” এরূপ সংশয়াক্তক নির্দেশ না থাকিয়া, “সপত্নীদের মধ্যে এক জন পুত্রবতী”, যদি এরূপ নিশ্চয়াক্তক নির্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও বরং পুত্রবতী স্ত্রী সঙ্গে বিবাহ করিয়াছে, এরূপ অনুমান কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারিত । আর, যদি কোনও ব্যক্তি, পূর্ব পূর্ব স্ত্রীর বহুত্ব আশঙ্কা করিয়া, ক্রমে ক্রমে বহু বিবাহ করিয়া থাকে, সে স্থলে “শেষ পত্নীই পুত্রহীনা সুস্থিরই রহিয়াছে,” কেন,

বুঝিতে পারা যায় না । সামাজ্যী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যখন পূর্ব পূর্ব জীকে বক্ষ্যা স্থির করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, তখন কনিষ্ঠা জীরই সন্তান হওয়া সম্ভব, পূর্ব পূর্ব জীদিগের আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা কি । কিন্তু ইহা অদৃষ্টের ও অজ্ঞাতপূর্ব নহে যে, পূর্ব জীকে বক্ষ্যা স্থির করিয়া, পুত্রার্থে পুনরায় বিবাহ করিলে পর, কোনও কোনও স্থলে, পূর্ব জীর সন্তান হইয়াছে ; কোনও কোনও স্থলে উভয় জীর সন্তান হইয়াছে ; কোনও কোনও স্থলে উভয়েই গর্ভধারণে অসমর্থ হইয়াছে । অতএব “শেষ পত্নীই পুত্রিণী স্ত্রীস্থিরই রহিয়াছে,” এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অনভিজ্ঞতা-মূলক, তাহার সংশয় নাই ।

সামাজ্যী মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই,

“যদি তাঁহাদের আচরণ অসুকার্য্যই না হইবে, তবে •

“যত্নাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনঃ” ।

ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি ভগবদ্ব্যপদেশই বা কি আশয়ে ব্যক্ত হইয়াছিল ? ইহাও আমাদের স্মরণ নহে” ( ৬ ) ।

কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন, প্রধান লোকে যে সকল কৰ্ম্ম করে, সামান্য লোকে সেই সকল কৰ্ম্ম করিয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রধান লোকের অনুষ্ঠানকে দৃষ্টান্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সামান্য লোকে তদনুসারে চলে । পূর্বকালীন দু্যন্ত প্রভৃতি রাজারা প্রধান ব্যক্তি ; তাঁহারা যদুচ্ছ্রাঙ্কমে বহু বিবাহ করিয়া-ছিলেন ; যদি, তাঁহাদের আচরণদর্শনে, তদনুসারে চলা কর্তব্য

না হয়, তাহা হইলে, ভগবান্ বামুদেব, কি আশয়ে, অৰ্জুনকে ওরূপ উপদেশ দিলেন, সামশ্রমী মহাশয় সহজে তাহা স্বদয়-কম করিতে পারেন নাই ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সামশ্রমী মহাশয় ভগবদ্বাক্যের অর্থবোধ ও তাৎপর্যগ্রহ করিতে পারেন নাই; এজন্য, “অৰ্জু-নের প্রতি ভগবদুপদেশই বা কি আশয়ে ব্যক্ত হইয়াছিল?”, তাহা, তাঁহার পক্ষে, “স্মরণ” হয় নাই । এই ভগবদুক্তি উপ-দেশবাক্য নহে; উহা, পূৰ্ব্বে উপদেশবাক্যের সমর্থনের নিমিত্ত, লোকব্যবহারকীৰ্ত্তন মাত্র । যথা,

তস্মাদসক্তঃ সততং কর্ম্মিণ্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ । ৩।১৯।(৭)

অতএব, আসক্তিশূন্য হইয়া, সতত কর্তব্য কৰ্ম্ম কর । আসক্তি-শূন্য হইয়া কৰ্ম্ম করিলে, পুরুষ মোক্ষপদ পায় ।

এইটি অৰ্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশবাক্য । এইরূপে কর্তব্য কৰ্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়া, তাহার ফলকীৰ্ত্তন ও প্রয়োজনপ্রদর্শন করিতেছেন,

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিজ্জিমান্বিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পাশ্চন্ কৰ্ত্তুমর্হসি ॥ ৩।২০॥ (৭)

জনক প্রভৃতি কৰ্ম্ম দ্বারাই মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন । লোকের উপদেশার্থেও তোমার কৰ্ম্ম করা উচিত ।

অর্থাৎ, জনক প্রভৃতি, আসক্তিশূন্য হইয়া, কর্তব্য কৰ্ম্ম করিয়া, মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তুমিও তদনুরূপ কর, তদনু-

রূপ কল পাইবে । আর, তুমি কর্তব্য কর্ম করিলে, উত্তর-  
কালীন লোকেরা, তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া, কর্তব্য  
কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইবেক ; সে অনুরোধেও, তোমার কর্তব্য  
কর্ম করা উচিত । আমি কর্তব্য কর্ম করিলে, লোকে আমার  
দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিবেক কেন ; এই আশঙ্কার নিবা-  
রণের নিমিত্ত, কহিতেছেন,

যজ্ঞদাচরতি প্রেষ্ঠান্ততদেবেতরো জনঃ ।

স যঃ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥৩২১॥ (৮)

প্রধান লোকে যে যে কর্ম করেন, সাধারণ লোক সেই সেই  
কর্ম করিয়া থাকে ; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করেন,  
লোকে তাহার অনুবর্তী হইয়া চলে ।

অর্থাৎ, সামান্য লোকে অল্প কর্তব্যাকর্তব্যনির্ণয়ে সমর্থ নহে ;  
প্রধান লোকে যে সকল কর্ম করিয়া থাকেন, বিহিতই  
হউক, নিবিদ্ধই হউক, সেই সেই কর্মকে দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত  
করিয়া, উহাদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । অতএব, তাদৃশ  
লোকদিগের শিক্ষার্থেও, তোমার পক্ষে, কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে  
রত হওয়া আবশ্যক । ঊনবিংশ লোকে, আসক্তিশূন্য হইয়া  
কর্তব্য কর্ম কর, ভগবান্ অর্জুনকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন,  
একবিংশ লোক দ্বারা, লোকশিকারূপ প্রয়োজন দর্শাইয়া,  
সেই উপদেশের সমর্থন করিয়াছেন । এই লোক অতন্ত্র উপ-  
দেশবাক্য নহে । লোকে সচরাচর যে রূপ করিয়া থাকে, তাহাই,  
এই লোক দ্বারা, প্রদর্শিত হইয়াছে । এই তাৎপর্যব্যাখ্যা

আমার কপোলকল্পিত নহে । সাম্রাজ্যী মহাশয়ের সম্বোধন, এই শ্লোকের আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে;—

“প্রতাধ্যয়নসম্পন্নত্বেনাতিমতো জনো যদ্যং  
বিহিতং প্রতিবিদ্ধং বা কর্মানুভিষ্ঠতি তত-  
দেব প্রাক্কতো জনৈঃসম্বর্ততে” ।

তঁাহাকে বেদজ্ঞ ও গীমাংসাদিশাস্ত্রজ্ঞ মনে করে, তাহাশ  
ব্যক্তি, বিহিতই হউক, আর নিবিদ্ধই হউক, যে যে কর্ম  
করেন, স্যামান্য লোকে, উদ্ধৃষ্টে, সেই সেই কর্ম করিয়া থাকে ।

সামান্ত লোকে, সকল বিষয়ে, প্রধান লোকের আচার দেখিয়া,  
তদনুসারে চলিয়া থাকে; তঁাহাদের আচার শাস্ত্রীয় বিধির  
ও শাস্ত্রীয় নিষেধের অনুযায়ী কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া  
দেখে না; ইহাই ঐ শ্লোকে উল্লিখিত হইরাছে; নতুবা, প্রধান  
লোকে যাহা করিবেন, সৰ্বসাধারণ লোকের তাহাই করা  
কর্তব্য, এরূপ উপদেশ দেওয়া উহার উদ্দেশ্য নহে । সৰ্ব  
বিষয়ে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হওয়া, সৰ্বসাধারণ  
লোকের পক্ষে, প্রেরণকর নহে; কত দূর পর্যন্ত তাহাশ  
দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলা উচিত, শাস্ত্রকারেরা সে বিষয়ে  
সতর্ক করিয়া দিয়াছেন ।

আপত্ত্ব কহিয়াছেন,

দৃকৌ ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্ । ২।৩।১৩।৮ ।

তেষাং ভেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিজ্ঞতে ।

২।৩।১৩।৯ ।

তদবীক্ষ্য প্রযুক্তানঃ সীদত্যবরঃ । ২।৩।১৩।১০ ॥

প্রধান লোকদিগের ধর্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায় । ৮ । তাঁহারা তেজীয়ান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবার নাই । ৯ । সাধারণ লোকে, উদ্বর্ণনে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এক কালে উৎসন্ন হয় । ১০ ।

শুকদেব কহিয়াছেন,

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঐশ্বর্যাংশঃ সাহসম্ ।  
তেজীয়সাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভুজো বখা ॥৩৩।৩০॥  
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হুনীশ্বরঃ ।  
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাভুখা রুদ্রোহন্ধিজং বিষম্ ॥৩৩।৩১।  
ঐশ্বর্যাণাং বচঃ সত্যং তথৈবজচরিতং কচিৎ ।  
তেষাং যৎ শ্রবচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥৩৩।৩২॥(২)

প্রধান লোকদিগের ধর্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায় । সর্বভোজী বহির্ ন্যায়, তেজীয়ান্দিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না । ৩০ । সামান্য লোকে, কড়াচ, মনেও তাহাশ কর্ত্তের অনুষ্ঠান করিবেন না ; দুহতা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয় । শিব সমুদ্রোৎপন্ন বিহগান করিয়াছেন ; সামান্য লোক বিহগান করিলে, বিনাশ অবধারিত । ৩১ । প্রধান লোকদিগের উপদেশ মাননীয় ; কোমও কোমও হলে, তাঁহাদের আচারও মাননীয় । তাঁহাদের যে আচার তদীয় উপদেশবাক্যের অনুযায়ী, বুद्धিমান্ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেন । ৩২ ।

এই দুই শাস্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, প্রধান লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন ; এজন্য, তাঁহাদের আচার মাত্রই, সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে, সদাচার বলিয়া গণনীয় ও অনুকরণীয় নহে ; তাঁহারা যে সকল উপদেশ দেন, এবং



তাহাদের যে সকল আচার ভদ্রীয় উপদেশের অবিরুদ্ধ, তাহারই অনুসরণ করা উচিত । এজন্য, বোধায়ন, একবারে, প্রধান লোকের আচরণের অনুকরণ রহিত করিয়া, শাস্ত্র-বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানেরই বিধি দিয়াছেন । যথা,

অনুরতন্তু যদেকৈবশ্চুনিতির্ষদশুষ্টিভম্ ।

নাম্মষ্ঠেরং মনুষ্যৈস্তত্ত্বং কৰ্ম সমাচরেৎ (১০) ॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা কর্তব্য নহে ; তাহার পাশ্চাত্ত্য কর্মই করিবেক ।

এবং, এজন্যই, যাজ্ঞবল্ক্য বেঙ্গল জাতি ও স্থতির বিধি অনুযায়ী আচারই অনুকরণীয় বলিয়া বিধিপ্রদান করিয়াছেন । যথা,

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যচ্ নিত্যমাচারমাচরেৎ । ১।১৫৪।

যে আচার, সর্বতোভাবে, শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, সতত তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক ।

এই সকল ও এতদনুরূপ অন্যান্য শাস্ত্র দেখিলে, উল্লিখিত ভগবদাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা, বোধ করি, সামগ্রামী মহাশয়ের “সুগম” হইতে পারে । ভগবদাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য এই, সাধারণ লোকে, প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া, সচরাচর চলিয়া থাকে ; তুমি প্রধান, তুমি কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সাধারণ লোকে, তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া, কর্তব্য কর্ম করিবেক । অতএব, এই লোক-শিক্ষার অনুরোধেও, তোমার কর্তব্য কর্ম করা আবশ্যক, তদ্বি-ষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন কদাচ উচিত নহে । নতুবা, প্রধান লোকে

যাহা করিবেক, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, ভগবৎকায়ের এরূপ অর্থ ও এরূপ তাৎপর্য নহে ; মেরূপ হইলে, শাস্ত্রকারেরা, প্রদর্শিত প্রকারে, প্রধান লোকদিগের ধর্ম্মলজ্জন ও অবৈধ আচরণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক, তদীয় আচরণের অনুকরণ বিষয়ে, সর্ব্বসাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিতেন না । অতএব, দুঃখস্ত প্রভৃতি প্রধান লোকে, শকুন্তলা প্রভৃতির অলৌকিক রূপ ও লাভণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন ; আমরা সামান্য লোক, দুঃখস্ত প্রভৃতি প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, বহু বিবাহ করা, আমাদের পক্ষে, দোষাবহ নহে ; সামগ্রমী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া কদ্রাচ পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

সামগ্রমী মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই ;—

“বহুবিবাহের বিধি অশেষণীয় নহে । যখন ইহা আৰ্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশে প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির-  
করণার্থ বিশেষশাস্ত্রানুসন্ধান বা ধীসহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া, নিতান্ত নিশ্চয়োজন ; বাহার নিবেদন নাই অথচ ব্যবহার আছে, তাহার বিধি অশেষণের কোন আবশ্যক নাই ।  
তথাপি বহুবিবাহবিষয়কবিচার এইটি ক্ষতমাত্র যে একটি শ্রোত  
প্রমাণ হঠাৎ স্বগত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিয়া কাস্ত  
থাকিতে পারি না” (১১) ।

“বহুবিবাহের বিধি অশেষণীয় নহে,” কারণ, অশেষণে প্রবৃত্ত হইলে, কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই । “যখন ইহা আৰ্য্য-

বর্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তৎপ্রমাণ ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করণার্থ বিশেষ শাস্ত্রানুসন্ধান বা ধীসহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন । বহুবিবাহ “আর্য্যাবর্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে”, সামপ্রদায়ী মহাশয়ের এই নির্দেশ অসঙ্গত নহে, কিন্তু “শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না”, তিনি এক্রূপ নির্দেশ করিতে কত দূর সমর্থ, বলিতে পারা যায় না । যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের, প্রকৃত প্রস্তাবে, অধ্যয়ন, ও, বিশেষ বহু সহকারে, অনুশীলন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি, যথোচিত পরিশ্রম ও বুদ্ধিচালনা পূর্ব্বক, কিছু কাল, অনুশমনা ও অনন্তকর্মা হইয়া, অনুসন্ধান করিলে, এতাদৃশ নির্দেশে সমর্থ হইতে পারেন । সামপ্রদায়ী মহাশয় রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, অথবা, বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, এতদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না । শাস্ত্রের মধ্যে, তিনি তৈত্তিরীয়সংহিতার এক কণ্ডিকা ও মনুসংহিতার চারি বচনের আলোচনা করিয়াছেন; দুর্ভাগ্য ক্রমে, উহাদেরও প্রকৃতরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই । তৎপরে, দক্ষ প্রজাপতির এক পাত্রে বহুকন্যাদান ও রাজা দ্রুপদের বহুকন্যাকৃত বহুবিবাহরূপ প্রমাণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, মহাতারতের আদিপর্ব্ব হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । অতএব, যিনি যত বড় পণ্ডিত বা পণ্ডিতাভিমानी হউন, তাঁহার, এতদ্মাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, বহুবিবাহ “শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না”, এক্রূপ নির্দেশ করিবার অধিকার নাই । আর, বহুকন্যাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ “শাস্ত্রসম্মত বলিয়া

স্থিরকরণার্থে বিশেষ শাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীমহকৃত কালব্যয়ে  
প্ররুত হওয়া নিতান্ত নিশ্চরোজন\* ; এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,  
আমার বিবেচনাতেও তাহা নিতান্ত নিশ্চরোজন ; কারণ,  
যদৃচ্ছাপ্ররুত বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থিরীকরণের নিমিত্ত,  
শাস্ত্রানুসন্ধানে প্ররুত হইয়া, সমস্ত বুদ্ধিব্যয় ও সমস্ত জীবনক্ষয়  
করিলেও, তদ্বিমুখে কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই । যাহা  
হউক, এক্ষণে তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্য উল্লিখিত হইতেছে ।

যদেকস্মিন্ যুগে য়ে রশনে পরিব্যয়তি

তন্মাদেকো য়ে জায়ে বিদ্মতে ।

যন্নৈকাং রশনাং যরোরূপয়োঃ পরিব্যয়তি

তন্মাত্রৈকা যো পতী বিদ্মতে (১২) ।

যেমন এক যুগে দুই রজ্জ্ব বেঁটন করা যায়, সেইরূপ, এক  
পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে । যেমন এক রজ্জ্ব দুই যুগে  
বেঁটন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ  
করিতে পারে না ।

এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, আবশ্যক হইলে  
পুরুষ, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ  
করিতে পারে ; স্ত্রীলোক, পতি বিজ্ঞমান থাকিলে, আর  
বিবাহ করিতে পারে না ; উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্ররুত বহুবিবাহ-  
কাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে । কিন্তু, সামগ্রমী  
মহাশয় লিখিয়াছেন,

“এ স্থলে যে দৃষ্টান্তে জগদ্বয় দ্বাদ করিতে পারা যায়, ঐ

( ১২ ) তৈত্তিরীয়ব্রহ্মসংহিতা, ৩ কান্ড, ৩ অধ্যায়, ৩ পঞ্চম  
অনুবাক, ৬ কণ্ডিকা ।

দৃষ্টান্তে সমর্থ হইলে শত শত জালাও লাভ করা যায় ; সুতরাং  
এই বিব সংখ্যা বহুত্বের উপলক্ষ্যমাত্র” (১৩) ।

এই মীমাংসাবাক্যের অর্থগ্রহ সহজ ব্যাপার নহে । বাহা হউক,  
বেদ দ্বারা বহুছাত্রপ্রস্তুত বহুবিবাহকাণ্ডের সমর্থন হওয়া সম্ভব  
কি না, তাহা তর্কহাচন্দ্রোত্তীর্ণকরণে সবিস্তার আলোচিত  
হইয়াছে (১৪) ; এ স্থলে আর তাহার আলোচনা করা নিম্প্র-  
য়োজন । উল্লিখিত বেদবাক্য অবলম্বন পূর্বক, যে ব্যবস্থা  
স্থিরীকৃত হইয়াছে, উহার সমর্থনের নিমিত্ত, সামঞ্জস্য মহাশয়  
মহাভারতের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাঁহার  
লিখন এই ;—

“এই স্থলে মহাভারতের আদিপর্বাধ্যায়ের বৈবাহিক পর্কের  
কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি এতদ্ব্যতীত বহুবিবাহপ্রথা কত  
দূর সুপ্রচলিত ও শাস্ত্রসম্মত কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ? তাহা স্পষ্টই  
প্রতিপন্ন হইবে ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

“সর্বোবাং মহিষী রাজন্ ! দ্রৌপদী নো ভবিষ্যতি ।

“এবং প্রবাহিতং পূর্বং যম যাত্রা বিশাংস্পতে ॥ ১৬। ৯। ২২ ॥

“অহঙ্কাপ্যনিবিষ্টো বৈ ভীষ্মসেনশ্চ পাণ্ডবঃ (১৫) ।

( ১৩ ) বহুবিবাহবিচারনমালোচনা, ১০ পৃষ্ঠা ।

( ১৪ ) এই পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠা হইতে ২৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ ।

( ১৫ ) “অহঙ্কাপ্যনিবিষ্টো বৈ ভীষ্মসেনশ্চ পাণ্ডবঃ” ।

সামঞ্জস্য মহাশয় এই শ্লোকটির নিম্নলিখিত অর্থ লিখি-  
য়াছেন ; “আদিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি, পাণ্ডুপুত্র ভীষ্মসেনও  
নিবিষ্ট নহেন” ।

“পার্শ্বেন বিজিতা চৈবা রত্নভূতা সূতা তব ॥ ২৩ ॥

“এব নঃ সমরো রাজন্ ! রত্নস্য সহ ভোজনম্ ।

“ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সমরং রাজসত্তম ॥ ২৪ ॥

“সর্কেবাং ধর্ম্যতঃ কৃক্সা মহিবী নো ভবিষ্যতি ।

“আম্বপূর্কোণ সর্কেবাং গৃহ্নাতু জ্বলনে করান্ ॥ ২৫ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে রাজন্ ! শ্রৌণদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন । হে নরপতে ! ইতিপূর্বে মন্বাত্তর্কক এই-রূপই অভিহিত হইয়াছে । ২২ । আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি, পাণ্ডু পুত্র ভীমসেনও নিবিষ্ট নহেন তোমার এই কন্যা-রত্ন পার্শ্ব কর্তৃক বিজিতা হইয়াছেন । ২৩ । “হে রাজন্ ! আমাদের এই প্রীতিজা যে, সকলে মিলিয়া রত্ন ভোজন করিব, হে রাজপ্রেমঃ ! এই প্রীতিজা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা-করি না । ২৪ । কৃক্সা ধর্ম্যতঃ আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন, অগ্নিসমীপে বধাপূর্বক সকলেরই পাণিগ্রহণ ককন । ২৫ ।

ক্রপদ উবাচ—

“একস্ত বহুত্যা বিহিতা মহিষ্যাঃ-কুরুনন্দন ।

“নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ অয়ন্তে পুতরঃ কচিৎ ॥ ২৬ ॥

“লোকবেদবিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্যং ধর্ম্যবিচ্ছটিঃ ।

“কতুমহঁসি কৌন্তের কন্যাতে বুদ্ধিরীদৃশী ॥ ২৭ ॥

ক্রপদ বলিলেন—হে কুরুনন্দন ! এক পুরুষের এক কালে বহু স্ত্রী বিহিতই আদর্শ, কিন্তু এক স্ত্রীর এক কালে বহুপতি

কিন্তু •

“আমি ও পাণ্ডু পুত্র ভীমসেন, উভয়েই ‘অকৃতকার্য’

এরূপ লিখিলে, বোধ করি, মূলের অর্থ একতরুণে প্রকাশিত হইত । “আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি” ইহার অর্থবোধ হওয়া দুর্বট । কলকথা এই, বুদ্ধিহিত “অনিবিষ্ট” শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়াই, এরূপ অপ্রকৃত ও অসঙ্গত অর্থ জিহিয়াছেন ।

কোথাও গ্রহণ করি নাই । ২৬ । হে কৌন্তের ! তুমি অধর্মবিশিষ্ট  
স্রুতি হইয়া লোকবেদবিরুদ্ধ এই অধর্ম করিও না, কেন  
তোমার এমন বুদ্ধি হইল । ২৭ ।

এই আখ্যানটি পূর্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ ।  
সমুদয় মহোদয়গণ ! নিম্নকাক্ষঃকরণে দেখিবেন, এই  
উপাখ্যানটিতে কি বিবাহান্তরে পরীর বহুত্বাধের বা অসবর্ণাধের  
অপেক্ষা আছে বলিয়া বোধ হয় ? পুরুষের বহুবিবাহ কি শাস্ত্র-  
নিষিদ্ধ ? ( ১৬ ) ।

“এই আখ্যানটি পূর্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ”,  
এ স্থলে সামশ্রমী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, আখ্যানটির  
একদেশমাত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সমুদয় আখ্যানটি উদ্ধৃত  
করিলে, তিনি একরূপ নির্দেশ করিতে পারিতেন কি না ।  
তাঁহার উদ্ধৃত ষড়্বিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, “এক পুরুষের  
বহু স্ত্রী বিহিত আছে, এক নারীর বহু পতি কোথাও শুনিতে  
পাওয়া যায় না” ; স্মৃতরাং, ইহা দ্বারা তাঁহার উল্লিখিত বেদ-  
বাক্যের সমর্থন হইতেছে ; অর্থাৎ, বেদেও এক পুরুষের দুই  
বা বহু ভার্য্যার বিধান, আর এক স্ত্রীর বহুপতিনিষেধ দৃষ্ট  
হইতেছে, এবং এই আখ্যানেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে ;  
স্মৃতরাং, সামশ্রমী মহাশয় উল্লিখিত আখ্যানের এই অংশকে  
তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্যের “সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ” বলিয়া  
নির্দেশ করিতে পারেন । কিন্তু, এই আখ্যানের উত্তরভাগে,  
ঐ বেদবাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার প্রতিপাদিত দৃষ্ট  
হইতেছে যথা,

যুধিষ্ঠির উবাচ,—

ন মে বাগবন্তং প্রাহ নাধর্ম্যে ধীয়তে মতিঃ ।  
বর্ততে হি মনো মেহত্র নৈবোহধর্ম্যঃ কথঞ্চন ॥  
শ্রয়তে হি পুরাণেহপি জটীলা নাম গৌতমী ।  
ঋষীনধ্যানিতবতী সপ্ত ধর্মভূতাং বরা ॥  
তথৈব মুনিজা বাকী তপোভিত্তাবিতাম্বনঃ ।  
সদভ্যাসাদশ জ্ঞাতুনেকনারঃ প্রচেতসঃ (১৭) ॥  
যুধিষ্ঠির কহিলেন,

আমার মুখ হইতে নিখ্যায্যাক্য নির্গত হয় না ; আমার বুদ্ধি  
অধর্ম্মপথে ধাবিত হয় না ; এ বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি হই-  
তেছে ; ইহা কোনও মতে অধর্ম্ম নহে । পুরাণেও শুনিতে  
পাওয়া যায়, নিরুত্থর ধর্ম্মপরায়ণা গৌতমকুলোদ্ভবা জটীলা  
সপ্ত ঋষির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর, মুনিজন্য বাকী  
প্রচেতা নামক তপঃপরায়ণ দশ জ্ঞাতার ভার্য্যা হইয়াছিলেন ।

সামগ্রামী মহাশয় যে আখ্যানটিকে উল্লিখিত বেদবাক্যের  
সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, উপরি নির্দিষ্ট  
যুধিষ্ঠিরবাক্যও সেই আখ্যানটির এক অংশ । আখ্যানের  
অন্তর্গত দ্রুপদ রাজার উক্তিতে ব্যক্ত হইতেছে, পুরুষের বহু-  
ভার্য্যাবিবাহ বিহিত, ত্রীলোকের বহু পতি শুনিতে পাওয়া  
যায় না ; ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অধর্ম্মকর ব্যবহার, ধর্ম্মজ্ঞ  
ব্যক্তির তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে । আর, যুধিষ্ঠিরের  
উক্তিতে ব্যক্ত হইতেছে, জটীলা ও বাকী, এই দুই মুনিজন্য,  
যথাক্রমে, সাত ও দশ পতি বিবাহ করিয়াছিলেন ; ত্রীলোকের



বহুপতিবিবাহ, কোনও মতে, অধর্মকর ব্যবহার নহে। এক্ষেণে, সামশ্রমী মহাশয়, স্থির চিত্তে, বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহার উল্লিখিত আখ্যানটির যুধিষ্ঠিরোক্তিরূপ অংশ দ্বারা, তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে কি না। বেদবাক্যের পূর্বাঙ্কে পুরুষের বহুভার্য্যাবিবাহ বৈধ, উত্তরাঙ্কে জ্ঞীলোকের বহুপতিবিবাহ অবৈধ, বলিয়া উল্লেখ আছে; ক্রপদ রাজার উক্তি দ্বারা, ঐ উল্লেখের সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, যুধিষ্ঠির, দ্বাখ্যী ও অটীলা, এই দুই মুনিকন্যার বহুপতি-বিবাহরূপ প্রাচীন আচারের উল্লেখ করিয়া, জ্ঞীলোকের বহুপতিবিবাহ অবৈধ, এই বৈদিক নির্দেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রতিপন্ন করিতেছেন। অতএব, সামশ্রমী মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, তাঁহার উল্লিখিত আখ্যানের এ অংশ তাঁহার অবলম্বিত “ক্রতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ” নহে; সুতরাং “এই আখ্যানটি পূর্বোল্লিখিত ক্রতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ,” তৃতীয় এই নির্দেশ সঙ্গত ও সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ “এই আখ্যানটি” এরূপ না বলিয়া, “এই আখ্যানের অন্তর্গত যড়বিংশ শ্লোকটি পূর্বোল্লিখিত ক্রতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ,” এরূপ নির্দেশ করাই সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক ছিল। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও, সামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দেশ সম্যক সঙ্গত হইতে পারে না। তিনি, আখ্যানের যে শ্লোক অবলম্বন করিয়া, এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, উহা তাঁহার অবলম্বিত “ক্রতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ” নহে। ঐ শ্লোক, এবং ঐ শ্লোক যে ক্রতির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ, উভয় প্রদর্শিত হইতেছে;

একস্য বহুত্যা জায়া ভবন্তি মৈকট্যৈ  
বহুবঃ সখ পতয়ঃ (১৮) ।

এক ব্যক্তির বহু ভাৰ্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর এক সঙ্গে বহু  
পতি হইতে পারে না ।

একস্য বহুত্যা বিহিতা যুহিক্যঃ কুরুনন্দন ।

নৈকস্য বহুবঃ পুংসঃ প্রায়ন্তে পতয়ঃ কচিৎ ॥ ২৬ ॥

যে কুরুনন্দন ! এক পুরুষের বহু ভাৰ্য্যা বিহিত ; এক স্ত্রীর  
বহু পতি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না ।

এই শ্লোকটি এই ক্ষতিটির সাক্ষ্য উদাহরণস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ  
করিলে, অধিকতর সঙ্গত হয় কি না, সামাজ্যী মহাশয়  
কিঞ্চিৎ স্থির ও সরল চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । সে  
যাহা হউক, ভারতীয় আখ্যানের যে অংশ আপন অভিপ্রায়ের  
অনুকূল বোধ হইয়াছে, সামাজ্যী মহাশয়, প্রকৃত চিত্তে, তন্মাত্র  
উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু, যখন তিনি ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসার  
প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অংশ উদ্ধৃত  
করিয়া, সমাধান করাই উচিত ও আবশ্যক ছিল । যখন  
আখ্যানটি পাঠ করিয়াছিলেন, সে সময়ে, প্রতিকূল অংশ  
উাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, ইহা, কোনও ক্রমে, সম্ভব বা  
সঙ্গত বোধ হয় না ।

“সহস্রম মহোদয়গণ ! নিম্পক্ষান্তঃকরণে দেখিবেন, এই  
আখ্যানটিতে কি বিবাহান্তরে পত্নীর বহুত্বের বা অলবর্ণ্যত্বের  
অপেক্ষা আছে বলিয়া বোধ হয়” । এ স্থলে বক্তব্য এই  
যে, এই আখ্যানের অন্তর্গত মণ্ডুবিংশ শ্লোকে, এক ব্যক্তির

(১৮) এই ক্ষতি এই পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত ও আনোচিক হইয়াছে ।

একাধিক বিবাহ বিহিত, এতদ্বারা নির্দেশ আছে ; এই একাধিক বিবাহ শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন, অথবা বহুছামূলক, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। এমন স্থলে, বাঁহারা পক্ষপাত-শূন্য হৃদয়ে বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা এই আখ্যানটিতে বিবাহান্তরে পত্নীর বহুত্বের বা অসবর্ণ্যত্বের অপেক্ষা আছে কি না, কিছুই অবधारিত বলিতে পারিবেন না। এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ বিহিত, এতদ্বারা নির্দেশ দেখিয়া, একতর পক্ষ নির্ণয় করিয়া, বহু প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারে না। বাহা হউক, যদিও এ স্থলে কোনও বিশেষ নির্দেশ নাই ; কিন্তু, ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক মনু, বাজবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ, কৃতদায় ব্যক্তির দ্বিতীয় প্রভৃতি বিবাহপক্ষে, দ্বীত বহুত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দেশ করিয়া সমর্ণ্যবিবাহের, এবং বহুছাপক্ষে, সবর্ণ্যবিবাহ নিষেধ পূর্বক অসবর্ণ্যবিবাহের, বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিধির লিখিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া দেখিলে, অপক্ষপাতী মহোদয়দিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, পূর্বপরিণীতা দ্বীত জীবদশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে হইলে, স্থলবিশেষে দ্বীত বহুত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্তের, স্থলবিশেষে দ্বীত অসবর্ণ্যত্বের, অপেক্ষা আছে। সামগ্রামী মহাশয় ধর্মশাস্ত্রের বিচারে প্ররুত হইয়াছেন ; এমন স্থলে, প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, বিচার-কার্য্য নির্বাহ করাই উচিত ও আবশ্যিক ; পুরাণোক্ত অথবা ইতিহাসোক্ত উপাখ্যানের অন্তর্গত অস্পষ্ট নির্দেশ মাত্র অবলম্বন পূর্বক, ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, ঈদৃশ বিষয়ের মীমাংসা করা, কোর্নও মতে, ন্যায্যানুগত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

সামগ্রামী মহাশয়ের পঞ্চম আপত্তি এই,—

“কোড়পায়ে বৈদ্যরত্নাদিনঃস্থীত প্রমাণধর উদ্ধৃত হইয়াছে,—  
ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে “মহু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণা-  
বিবাহের বিধি দিয়াছেন ।” পরং আমরা এইরূপ সমাধানের  
মূল পাই না” (১৯) ।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ, সামগ্রামী মহাশয় ধর্মশাস্ত্রের  
রীতিমত অধ্যয়ন ও বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই ;  
দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বনির্ণয়পক্ষ লক্ষ্য করিয়া, বিচারকার্যে প্ররক্ত  
হয়েন নাই ; তৃতীয়তঃ, বাস্তবতাবস্থার চাপসদৌষের আতি-  
শয্য বশতঃ, স্থির চিত্তে শাস্ত্রাধীনভাবে বুদ্ধিচালনা করিতে  
পারেন নাই । এই সমস্ত কারণে, “মহু কাম্যবিবাহস্থলে  
অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন,” এরূপ সমাধানের মূল  
পান নাই । মহু, কাম্যবিবাহস্থলে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি  
দিয়াছেন কি না, এই বিষয়, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম  
পরিচ্ছেদে, লবিত্তর আলোচিত হইয়াছে (২০) । সামগ্রামী  
মহাশয় স্থিরচিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ বরকারে, ঐ স্থল  
আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাহা সমাধানের মূল পাইতে  
পারিবেন ।

সামগ্রামী মহাশয়ের ষষ্ঠ আপত্তি এই ;—

“অপরক

এতদ্বিধানং বিজ্ঞেয়ং বিভাগৈস্যকথোনিবু ।

বহুবু চৈকজাতানাং নানাভীষু নিবোধত ॥

( ১৯ ) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ২৩ পৃষ্ঠা ।

( ২০ ) এই সূত্রের ১০৩ পৃষ্ঠা হইতে ১০২ পৃষ্ঠা দেখ ।

অন্ত কুস্কভট্টব্যাখ্যা । এতদ্বিত্তি সমানজাতীয়ান্ ভার্ঘ্যান্, একেন তত্রী জাতানাম্ এষ বিভাগবিধির্বাচ্যঃ । ইদানীং নানাজাতী-  
রান্ জীবু বহ্নীষু উৎপন্নানাং পূজাণাং বিভাগং শৃণুত ।

সমানজাতীয় বহুভার্ঘ্যাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক জনিত বহু পুত্রের  
বিভাগ এইরূপ জানিবে । সম্ভ্রতি নানাজাতীয় বহু জাতিতে  
ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের বিভাগ অবগণ কর ।

এবং

সদৃশজীবু জাতানাং পূজাণামবিশেষতঃ ।

ন মাতৃত্বো জ্যৈষ্ঠ্যমস্তি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥

সমানজাতীয় জীবুসমূহে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের  
জ্যৈষ্ঠ্যগত বিশেষ না থাকিলেও মাতার জ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত পুত্রের  
জ্যেষ্ঠতা নহে কিন্তু জন্ম দ্বারা জ্যেষ্ঠই জ্যেষ্ঠ ।

এই মতবচনটির কুস্কভট্টের টীকার সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে ।

ইহা দ্বারা কি সর্বণা পুত্রবতী ভার্ঘ্যা থাকিতেও পুনঃ সর্বণাপরি-  
ণয় প্রতিপন্ন হইতেছে না ? কৈ ? ইহার উত্তর কৈ ?" (২১) ।

সামশ্রমী মহাশয় স্থির করিয়াছেন, তাঁহার এই আপত্তির উত্তর  
নাই ; এজন্যই, "কৈ ? ইহার উত্তর কৈ ?", ঈদৃশ অসঙ্গত  
আশঙ্কালন পূর্বক, প্রশ্ন করিয়াছেন । কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে বোধ ও  
অধিকার থাকিলে, এরূপ উদ্ধৃত ভাবে, প্রশ্ন করিতে প্ররত  
হইতেন, সম্ভব বোধ হয় না । সে বাহা হউক, এই দুই বচনে  
এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না, যে তদ্বারা, সর্বণা  
পুত্রবতী ভার্ঘ্যা থাকিতেও, পুনঃ সর্বণা পরিণয় প্রতিপন্ন হইতে  
পারে । এই দুই বচনে একমাত্র উপলব্ধ হইতেছে যে, এক

ব্যক্তির সজাতীয়া, অথবা সজাতীয়া বিজাতীয়া, বহু ভাৰ্য্যা আছে; তাহারা সকলেই, অথবা তন্মধ্যে অনেকেই, পুত্রবতী হইয়াছে। মনে কর, এক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে চারি স্ত্রী বিবাহ করিয়াছে, এবং চারি স্ত্রীই পুত্রবতী হইয়াছে। কোন সময়ে কাহার পুত্র জন্মিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা অবগত নহেন, তিনি কখনই অবধারিত বলিতে পারিবেন না, যে পূৰ্ব পূৰ্ব স্ত্রীর সন্তান হইলে পর, পর পর স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াছে; কারণ, পূৰ্ব পূৰ্ব স্ত্রীর সন্তান হইলে পর, পর পর স্ত্রীর বিবাহ বৈরূপ সম্ভব; সকলের বিবাহ হইলে পর, তাহাদের সন্তান হইতে আরম্ভ হওয়াও সেইরূপ সম্ভব। বিশেষজ্ঞ না হইলে, এরূপ স্থলে, একতর পক্ষ নির্ণয় করিয়া নির্দেশ করা সম্ভবিত্তে পারে না। অতএব, “ইহা দ্বারা কি সৰ্বণা পুত্রবতী ভাৰ্য্যা থাকিতেও পুনঃ সৰ্বণাপরিণয় প্রতিপন্ন হইতেছে না”, এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দেশ না করিয়া, “ইহা দ্বারা কি সৰ্বণা পুত্রবতী ভাৰ্য্যা থাকিতেও পুনঃ সৰ্বণাপরিণয় সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে না”, এরূপ সংশয়াত্মক নির্দেশ করিলে অধিকতর স্থায়ানুগত হইত।

কিঞ্চ, আমার মতে, অর্থাৎ আমি বৈরূপ শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, পুত্রবতী সৰ্বণা ভাৰ্য্যা সঙ্গে পুনরায় সৰ্বণাপরিণয় অসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নহে। মনে কর, ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ সৰ্বণাবিবাহ করিয়াছে, এবং ঐ সৰ্বণা পুত্রবতী হইয়াছে; এই পুত্রবতী সৰ্বণা ভাৰ্য্যা ব্যভিচারিণী, চিররোগিণী, মুরাপান্ধিণী, পতিদেষিণী, অর্থনাশিনী বা অপ্রিয়বাদিনী স্থির হইলে, শাস্ত্রানুসারে, ঐ ব্যক্তির পুনরায় সৰ্বণা বিবাহ করা আবশ্যক; সুতরাং, উক্তবিধ নিমিত্ত ঘটিলে,

পুত্রবতী সৰ্গা সত্ত্বে সৰ্গাপরিণয় সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে । অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের উল্লিখিত পূর্বনির্দিষ্ট মনু-বচনদ্বয়ে পুত্রবতী সৰ্গা সত্ত্বে সৰ্গা পরিণয় প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সৰ্গাপরিণয়, বধাসম্ভব, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বশতঃ ঘটয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই । পূর্বপরিবীক্ষিত সৰ্গা ভাৰ্য্যার জীবদশায়, শাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ ব্যতিলেকে, কহুড়া ক্রমে সৰ্গা-বিবাহ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম । তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের বর্ষ পরিচ্ছেদে এই বিষয় স বিশেষ আলোচিত হইয়াছে (২২) ; এ স্থলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই ।

পরিশেষে, সামশ্রমী মহাশয়, স্বকৃত বিচারের

: “বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে ! নহে ! নহে !”

এই সারসংগ্রহ প্রচার করিয়াছেন । এ বিষয়ে বৃত্তব্য এই যে, তিনি জানা শাস্ত্রে অধিতীয় পণ্ডিত হইতে পারেন ; কিন্তু, বহুবিবাহবিচারসমালোচনার বহু দূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে, একপ দৃঢ় বাক্যে, একপ উদ্ধৃত নির্দেশ করিতে পারেন, ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ অধিকার আছে, একপ বোধ হয় না ।

( ২২ ) এই পুস্তকের ২০৩ পৃষ্ঠা হইতে ২৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ ।

## কবিরত্নপ্রকরণ

মুরশিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর দ্বায় কবিরাজ কবিরত্ন বহুবিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহার নাম “বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যানির্ণয়”। বহুপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার বলিয়া, আমি সে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলাম, তদুপরে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, কবিরত্ন মহাশয় তাৎক্ষণিক বিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি যে বিষয়ের ব্যবসায়ী নহেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহার মেরুপ কুতকার্য হওয়া সম্ভব, তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়। কবিরত্ন মহাশয় ধর্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী নহেন; সুতরাং, ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসার বন্ধপারিকর হইয়া, তিনি কিরূপ কুতকার্য হইয়াছেন; তাহা অনুমান করা দুর্ব্বহ ব্যাপার নহে। অনেকের মনে করেন, ধর্মশাস্ত্র অতি সরল শাস্ত্র; বিশিষ্টরূপ অনুশীলন না করিলেও, ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসা করা কঠিন কর্ম নহে। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া, তাঁহারা, উপলক্ষ উপস্থিত হইলেই, ধর্মশাস্ত্রের বিচারে ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু, মেরুপ সংস্কার নিরবচ্ছিন্ন আশ্রিত মাত্র। ধর্মশাস্ত্র বহুবিস্তৃত ও অতি দুর্ব্বহ শাস্ত্র। বাহ্যারা, অবিভ্রায়ে ব্যবসায় করিয়া, জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পারদর্শী নহেন, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ করি, অসম্মত বলা হয় না। এমন স্থলে, কেবল বিদ্যাবলে, বা মুক্তিকৌশলে,



ধর্মশাস্ত্রবিচারে প্ররত্ত হইয়া, সম্যক কৃতকার্য হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরত্ন, ইঁহারা উভয়ে এ বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। উভয়েই প্রাচীন, উভয়েই বহুদশী, উভয়েই বিজ্ঞাবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত; উভয়েই বহুছাপ্ররত্ত বহু-বিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা\* সংস্থাপনে প্ররত্ত হইয়াছেন; কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, উভয়েই ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন; এজন্য, উভয়েই ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, যদুছাপ্ররত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার, এই ক্ষ্যবস্থা বিষয়ে, কবিরত্ন মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা ক্রমে আলোচিত হইতেছে।

কবিরত্ন মহাশয়ের প্রথম আপত্তি এই;—

“মষাদিবচন নিদর্শন করিয়া বহুবিবাহ রহিত করা লিখিয়াছেন; তাহাতে যত্নপি শাস্ত্রাবলম্বন করিতে হয়, তবে শাস্ত্রের মথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দিতে হয়। শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়া ভ্রান্তিতেই বা অন্তর্থা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নহে, পাপ হয়। মষাদিবচন যে নিদর্শন দেখাইয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা মথার্থ বোধ হইতেছে না।

মনুবচন মথা,

গুরুণামৃতঃ স্নাত্বা সমারত্তো মথাবিধি

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সর্বণাং লক্ষণাঙ্কিতাম্ ॥

এই বচনে ব্রহ্মচর্য্যানন্তর ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ গুরুর অন্ত্রমতিক্রমে অবত্থ গ্নান করিয়া বিধিক্রমে সমাবর্তন করিয়া স্নানলক্ষণা সর্বণা কস্তা বিবাহ করিবে। সর্বণা লক্ষণাঙ্কিতা এই দুই শব্দ প্রগল্ভা-

ভিপ্রায়, নতুবা হীনলক্ষণা কস্তার বিবাহ সম্ভব হয় না । তাহাই পরে বলিরাছেন এবং পরবচনে প্রশস্তাশব্দ সার্থক হয় না ।  
তদ্বচনং যথা

সবর্ণাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি ।  
কামতন্তু প্রসক্তানাশিষাঃ সূ্যঃ ক্রমশোবরাঃ ॥  
শূদ্রেব ভার্য্যা শূদ্রস্য স্য চ স্বা চ বিশাঃ স্মৃতে ।  
তে চ স্বাট্টেব রাজ্ঞশ্চ তাস্চ স্বা চাঞজন্মনঃ ॥

এই বচনদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিরাছেন, দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণা-বিবাহই বিহিত বিবাহই এই অবস্থাপ্রণ ব্যাখ্যায় অসবর্ণাবিবাহ অগ্রে বিধি নহে । যদি এই অর্থ হয়, তবে প্রশস্তা শব্দো-পাদানেন প্রয়োজন কি । সবর্ণেব দ্বিজাতীনামগ্রে স্তাদারকর্ষণি, এই পাঠে স্তম্ভ সন্ধি হয় । অতএব ও অর্থ যথার্থ নহে । যথার্থ ব্যাখ্যা এই, দ্বিজাতীনামগ্রে দারকর্ষণি সবর্ণা স্ত্রী প্রশস্তা স্তাং অসবর্ণা হু অগ্রে দারকর্ষণি অপ্ৰশস্তা ন হু এতিবিদ্বা দ্বিজা-তীনাং সবর্ণাসবর্ণাবিবাহস্ত সামান্ততো বিধেৰ্ব্যক্যমাণহাং । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ব্রহ্মচর্যাশ্রমাস্ত্রয় গার্হস্থ্যশ্রমকরণে প্রথমতঃ সবর্ণা কস্তা বিবাহে প্রশস্তা, অসবর্ণা কস্তা অপ্ৰশস্তা কিন্তু নিষিদ্ধা নহে ; যে হেতু সবর্ণাসবর্ণে সামান্ততো বিবাহ-বিধান আছে ; প্রশস্তাপদগ্রহণে এই অর্থ ও তাৎপর্য জানাই-রাছেন” ( ১ ) ।

ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, কবিরত্ন মহাশয়, এবংবিধ অসঙ্গত আশ্কাংগন পূর্বক, ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যবস্থাপ্রচারে প্রস্তুত হইতেন, এরূপ বোধ হয় না । ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই,

বহুবচন নাই ; সুতরাং, মনুবচনের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগত করিতে পারেন নাই ; একজাই তিনি, আমার অবলম্বিত চির প্রচলিত স্বার্থ ব্যাখ্যাকে অস্বার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া, অবলীলাক্রমে নির্দেশ করিয়াছেন ।

সবর্ণাশ্রে বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্য্যনি ।

বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা ।

এই মনুবচনে প্রশস্তাপন্ন প্রযুক্ত আছে । প্রশস্তশব্দ, অনেক স্থলে, 'উৎকৃষ্ট' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই অর্থকেই ঐ শব্দের একমাত্র অর্থ হিঁস করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, যখন বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা বলিয়া নির্দেশ আছে, তখন অসবর্ণা কন্যা অপ্রশস্তা, নিষিদ্ধা নহে । কিন্তু, এই ব্যবস্থা মনুবচনের অর্থ দ্বারাও সমর্থিত নহে, এবং অস্তান্ত ঋষিবাক্যেরও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ । মনুবচনের অর্থ এই, - 'বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা অর্থাৎ বিহিতা' । সবর্ণা কন্যার বিধান দ্বারা, অসবর্ণা কন্যার নিষেধ, অর্থ বশতঃ, সিদ্ধ হইতেছে । প্রশস্তশব্দের এই অর্থ অসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নহে ;

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতৃঃ ।

ন্য প্রশস্তা বিজাতীনাং দারকর্য্যনি বৈধ্বনে ॥ ৩ । ৫১

যে কন্যা মাতা ও পিতার অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা, তাহুদী কন্যা বিজাতিদিগের বিবাহে প্রশস্তা ।

এই মনুবচনে অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দেশ আছে । এ স্থলে, প্রশস্তাপন্নের অর্থ বিহিতা ;

অর্থাৎ অসপিণ্ডা ও অঙ্গগোত্রা কন্তা বিবাহে বিহিতা । এই বিধান দ্বারা, সপিণ্ডা ও নগোত্রা কন্তার বিবাহনিষেধ, অর্থ বশতঃ, সিদ্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু, ককিরত্ন মহাশয়ের মতানুসারে, এই ব্যবস্থা হইতে পারে, যখন অসপিণ্ডা ও অঙ্গগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দেশ আছে, তখন সপিণ্ডা ও নগোত্রা কন্যা বিবাহে অপ্রশস্তা, বিবিধা নহে ; অর্থাৎ সপিণ্ডা ও নগোত্রা কন্যা বিবাহে দোষ নাই । এরূপ ব্যবস্থা যে কোনও ক্রমে অসম্ভব নহে, ইহা বল্য বাহুল্য মাত্র ।

কিঞ্চ, প্রথম বিবাহে অনবর্ণানিষেধ কেবল অর্থ বশতঃ সিদ্ধ নহে, শাস্ত্রে তাহাশ বিবাহের প্রত্যেক নিষেধও লঙ্ঘিত হইতেছে । যথা,

**কন্তাবিহীনত্বকন্তাস্ত ব বিবাহা বিজাতিতিঃ ।**

**বিবাহা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবারাঃ ককিরত্নে কু (২) ॥**

বিজাতিয়া ককির, ইবশ্য, ও শূলের কন্যা বিবাহ করিবেন না ; তাহারা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সর্বদী বিবাহ করিবেন ; পশ্চাৎ, অর্থাৎ অগ্রে সর্বদী বিবাহ করিয়া, হলবিশেষে, ককিরাদিকন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন ।

দেখ, এ শূলে অগ্রে সর্বদীবিবাহের বিধি ও অনবর্ণাবিবাহের নিষেধ স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর,

অলাভে কন্যায়ঃ স্নাতকত্রতং চরেন অপিবা  
কক্টিয়ায়াং পুত্রযুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়ং বা  
শূদ্রায়াক্ষেতেত্যেক (৩) ।

(২) বীরমিত্রোদয়ধৃত, ব্রহ্মাওপুরণবচন ।

(৩) পরাশরভাষ্য ও বীরমিত্রোদয়ধৃত লৈঙ্গীমণিবচন ।

সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, দ্বিতীয়বারে অনুষ্ঠান, অথবা কজিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলেক । কেহ কেহ শূদ্রকন্যাবিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন ।

এই শাস্ত্রে, সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তিস্থলে, কজিয়াদিকন্যা-বিবাহ বিহিত হওয়াতে, সজাতীয়া কন্যার প্রাপ্তি সম্ভবিলে, প্রথমে অগবর্ণাবিবাহবিষয়ে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে । এজন্যই নন্দপণ্ডিত,

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণাশুদ্ধক্ৰমেণ চতুর্ভো ভার্য্যা ভবন্তি ।২৪।১

বর্ণাশুদ্ধক্ৰমেণ চতুর্ভো ভার্য্যা ইতি থাকে ।

এই বিবৃতিচর্চনের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,

“তেন ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণীবিবাহঃ প্রথমঃ ততঃ  
কজিয়াদিবিবাহঃ অথবা রাজন্যাপূর্ব্যানি-  
নিমিত্তপ্রারম্ভিতপ্রসঙ্গঃ” (৪) ।

অতএব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীবিবাহ প্রথম কর্তব্য ; তৎপরে কজিয়াদিকন্যাবিবাহ ; নতুবা, রাজন্যাপূর্ব্ব প্রভৃতি নিমিত্ত প্রারম্ভিত হইবে ।

রাজন্যাপূর্ব্বপ্রভৃতি নিমিত্ত প্রারম্ভিত এই,

ব্রাহ্মণো রাজন্যাপূর্ব্বো দ্বাদশরাজ্রং চরিত্বা  
নির্বিদেহে তাকৈবোপগচ্ছেৎ বৈশ্যাপূর্ব্বো তপ্ত-  
কৃচ্ছং শূদ্রাপূর্ব্বো কৃচ্ছাতিকৃচ্ছং (৫) ।

যে ব্রাহ্মণ রাজন্যাপূর্ব্ব, অর্থাৎ প্রথমে কজিয়াকন্যা বিবাহ করে, সে দ্বাদশরাজ্রতরঙ্গ প্রারম্ভিত করিয়া, সর্ব্বগীর পাপি-

(৪) কেদারবৈজয়ন্তী ।

(৫) প্রারম্ভিকবিবেকরত্ন শাড়াডগবচন ।

—প্রথম পূর্বক, তাহারই সহিত সহবাস করিবেন ; বৈশ্যাপূর্ণী হইলে, অর্থাৎ প্রথমে বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে, তৎপুত্র, শূত্রাপূর্ণী হইলে, অর্থাৎ প্রথমে শূত্রকন্যা বিবাহ করিলে, হস্তাভিকৃষ্ট প্রাপ্তিক্ত করিবেন ।

দেখ, প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিলে, শাস্ত্রকারেরা, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্বার সবর্ণাবিবাহ ও সর্বর্ণারই সহিত সহবাস করিবার স্পষ্ট বিধি দিয়াছেন । অতএব, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্ৰশস্ত, নিষিদ্ধ নহে ; কবিরাজ মহাশয়ের এই ব্যবস্থা, কোনও অংশে, শাস্ত্রানুমত বা স্মারানুগত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্ৰশস্ত, নিষিদ্ধ নহে ; এই ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার সমর্থন করিবার নিমিত্ত, কবিরাজ মহাশয় কহিতেছেন,

“উদাহরণও আছে । অগস্ত্য মুনি জনকহিতা লৌপামুদ্রাকে প্রথমেই বিবাহ করেন ; ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথের কন্যা প্রথমেই বিবাহ করেন । যদি অবিধি হইত তবে বেদবহির্ভূত কৰ্ম্ম মহর্ষিরা করিতেন না । এবং জৈগীষ্য ঋষি হিমালয়ের একপর্ণা নামে কন্যা প্রথমেই বিবাহ করেন । দেবল ঋষি দ্বিপর্ণা নামে কন্যাকে বিবাহ করেন । হিমালয় পর্বত জাঙ্ঘন নহে । অতএব অসবর্ণা প্রথম বিবাহে প্রসস্তা নহে নিষিদ্ধাও নহে । কজ্রিজাতিও প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ করিয়াছেন । যযাতি রাজা শুক্রের কন্যা দেবজানীকে বিবাহ করেন” ( ৬ ) ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যখন শাস্ত্রে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন কোনও কোনও মহর্ষি প্রথমে অসবর্ণা

বিবাহ করিয়াছিলেন, অতএব তাদৃশ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এরূপ অনুমানসিদ্ধ ব্যবস্থা গ্রাহ্য হইতে পারে না । সে যাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত একটি উদাহরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইরাছি । সেই উদাহরণ এই ; “যযাতি রাজা শুক্রেয় কন্যা দেবজনীকে বিবাহ করেন” । যযাতি রাজা কল্পিয়, শুক্ৰাচার্য্য ব্রাহ্মণ ; যযাতি কল্পিয় হইয়া ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । কি আশ্চর্য্য ! কবিরত্ন মহাশয়ের মতে, এ বিবাহও নিষিদ্ধ ও অবৈধ নহে । ইহা, বোধ করি, এ দেশের সৰ্ব্বসাধারণ লোকে অবগত আছেন, বিবাহ বিবিধ অনুলোম বিবাহ ও প্রতিলোম বিবাহ । উৎকৃষ্ট বর্ণ নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, ঐ বিবাহকে অনুলোম বিবাহ, আর, নিকৃষ্ট বর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, ঐ বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে । স্থলবিশেষে, অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রবিহিত ; সকল স্থলেই, প্রতিলোম বিবাহ সৰ্ব্বতোভাবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ । “

১। নারদ কহিয়াছেন,

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্ঞস্য স বিধিঃ স্মৃতঃ ।

প্রাতিলোম্যেন যজ্ঞস্য স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ (৭) ॥

ব্রাহ্মণাদিবর্ণের অনুলোম ক্রমে যে কন্য, তাহাই বিধি বলিয়া পরিগণিত ; প্রতিলোম ক্রমে যে কন্য, তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে ।

২। ব্যাস কহিয়াছেন,

অধমাত্তমায়ান্ত জাতঃ শূদ্রো ধমঃ স্মৃতঃ (৮) ।

( ৭ ) নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ ।

( ৮ ) ব্যাসসংহিতা, প্রথম অধ্যায় ।

মিকুট বর্ণ হইতে উৎকৃষ্টবর্ণার গর্তজাত সমান শ্রুত অপেক্ষাও  
অধম ।

৩ । বিষ্ণু কহিয়াছেন,

সমানবর্ণাশ্রু পুঞ্জাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি । ১৬ । ১ ।

অনুলোমাশ্রু মাতৃবর্ণাঃ । ১৬ । ২ ।

প্রতিলোমাশ্রু আর্ধ্যবিগর্হিতাঃ । ১৬ । ৩ । (৯) ।

সবর্ণগর্তজাত পুঞ্জেরা সবর্ণ, অর্থাৎ পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয় । ১ ।  
অনুলোমবিধানেন অনবর্ণগর্তজাত পুঞ্জেরা মাতৃবর্ণ, অর্থাৎ মাতৃ-  
জাতি প্রাপ্ত হয় । ২ । প্রতিলোমবিধানেন অনবর্ণগর্তজাত  
পুঞ্জেরা আর্ধ্যবিগর্হিত, অর্থাৎ তত্ত্ব লমাজে হের হের ।

৪ । গোতম কহিয়াছেন,

প্রতিলোমাস্তু ধর্মহীনঃ (১০) ।

প্রতিলোমজেরা ধর্মহীন, অর্থাৎ ক্রতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত  
ধর্মে অনধিকারী ।

৫ । দেবল কহিয়াছেন,

তেষাং সবর্ণজাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোহঙ্গনুলোমজাঃ ।

অন্তরাল বহির্বর্ণাঃ প্রথিতাঃ প্রতিলোমজাঃ (১১) ॥

মানাবিধ পুঞ্জের মধ্যে, সবর্ণজেরা শ্রেষ্ঠ; অনুলোমজেরা সবর্ণজ  
অপেক্ষা নিকুট, তাহার। অন্তরাল অর্থাৎ পিতৃবর্ণ ও মাতৃ-  
বর্ণের মধ্যবর্তী; আর প্রতিলোমজেরা বহির্বর্ণ অর্থাৎ বর্ণধর্ম-  
বহিষ্কৃত বলিয়া পরিগণিত ।

( ৯ ) বিষ্ণুসংহিতা ।

( ১০ ) গোতমসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায় ।

( ১১ ) অরশিরতাব্য দ্বিতীয় অধ্যায়দ্বয় ।



৬। মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

প্রতিলোমজাস্ত্ব বর্ণবাহুত্বে পতিতা অধমাঃ(১২)।

প্রতিলোমজেরা বর্ণধর্মবহির্ভূত, অতএব পতিত ও অধম ।

৭। জীমূতবাহন কহিয়াছেন,

প্রতিলোমপরিণয়নং সর্বদৈব ন কার্য্যম্ (১৩) ।

প্রতিলোমবিবাহ কদাচ করিবেক না ।

দেখ, নারদ প্রভৃতি প্রতিলোম বিবাহকে স্পষ্টাক্ষরে অবৈধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কবিরঙ্গ মহাশয়ের উদাহৃত যযাতিদেবজানীবিবাহ প্রতিলোমবিবাহ হইতেছে। প্রতিলোমবিবাহ যে সর্বতোভাবে শাস্ত্রবিগর্হিত ও ধর্মবহির্ভূত কর্ম, কবিরঙ্গ মহাশয়ের সে বোধ নাই; এজন্য তিনি, “সন্ত্রি-জাস্তিও প্রথম অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছেন,” এই ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া, তাহার প্রামাণ্যের নিমিত্ত, যযাতিদেবজানীবিবাহ উদাহরণস্থলে বিস্তৃত করিয়াছেন।

কবিরঙ্গ মহাশয়, ঋষিদিগের প্রাথমিক অসবর্ণাবিবাহের কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, লিখিয়াছেন, “বদি অবিধি হইত তবে বেদবহির্ভূত কর্ম মহর্ষিরা করিতেন না”। ইহার তাৎপর্য্য এই, মহর্ষিরা শাস্ত্রপারদর্শী ও পরম ধার্মিক ছিলেন; সুতরাং, তাঁহারা অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। যখন, তাঁহারা প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাহা কোনও ক্রমে অবৈধ নহে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই

(১২) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায় ।

(১৩) দায়ত্বাগ ।

মহর্ষিরা বা অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিরা অবৈধ কর্ম করিতে পারেন না, অথবা করেন নাই, ইহা নিরবচ্ছিন্ন অবোধ ও অনভিজ্ঞের কথা । যখন ধর্মশাস্ত্রে প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন প্রতিলোমবিবাহ সর্বতোভাবে শাস্ত্রবিহীন ও ধর্মবিগর্হিত ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তখন কোনও কোনও ঋষি প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ, অথবা কোনও রাজা প্রতিলোমবিবাহ করিয়াছিলেন, অতএব তাহা অবৈধ নহে, বাঁহার ধর্মশাস্ত্রে সামান্তরূপ দৃষ্টি ও অধিকার আছে, তাদৃশ ব্যক্তিও কদাচ ঈদৃশ অসঙ্গত নির্দেশ করিতে পারেন না । •

বোধায়ন কহিয়াছেন,

**অমরতত্ত্ব যদেবৈমুনিতিষদমুষ্ঠিতম্ ।**

**নামুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তত্ত্বং কর্ম সমাচরেৎ (১৪) ॥**

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্তব্য নহে ; তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্মই করিবেন ।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, দেবতারা ও মুনিরা এরূপ অনেক কর্ম করিয়াছেন, যে তাহা মনুষ্যের পক্ষে কোনও মতে কর্তব্য নহে ; এজন্য, মনুষ্যের পক্ষে, শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

**দৃষ্টৌ ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্ । ২।৩।১৩।৮।**

**তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিজ্ঞতে ।**

**২।৩।১৩।৯।**

তদব্দীক্ষ্য প্রযুক্তানঃ সীদত্যবরঃ । ২। ৬। ১৩। ১০।

মহৎ লোকনিগের ধর্মলজ্জন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়া, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্য-  
বায় নাই। সাধারণ লোকে, তদদর্শনে তদনুবর্তী হইয়া  
চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্বকালীন মহৎ লোকে  
অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন। তবে তাঁহারা তেজীয়ানু  
ছিলেন, এজন্য অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যাব্যগ্রস্ত হইতেন  
না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, “যদি অবিধি  
হইত তবে বেদবহির্ভূত কৰ্ম্ম মহর্ষিরা করিতেন না,” কবিরত্ন  
মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে কি না। যদি  
মহর্ষিরা অবৈধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না করিতেন, তবে “মুনিগণ  
যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা কর্তব্য নহে,”  
বোধায়ন, নিজের মহর্ষি হইয়া, এক্রপ নিবেদন করিলেন কেন ;  
আর, মহর্ষি আপনাতত্ত্বই বা, মহৎ লোকের অবৈধ আচরণ  
নির্দেশ পূর্বক, “তদদর্শনে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এককালে  
উৎসন্ন হয়,” এক্রপ দোষকীর্তন করিলেন কেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

“তর্হি কিং সৰ্ব্বা অসবর্ণা অগ্রে দারকর্ম্মণি তুল্যাঃ দ্বিজাতীনাম-  
প্রশস্তা ইত্যত আহ

কামতন্ত প্ররতানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ । .

দ্বিজাতির সকল অসবর্ণা প্রথম বিবাহে তুল্য অপ্রশস্তা নহে  
কিন্তু কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছাক্রমে প্রথম বিবাহে প্রবৃত্ত দ্বিজাতির  
এই ক্রমে শ্রেষ্ঠ। বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রী অপেক্ষা বৈশ্য স্ত্রী শ্রেষ্ঠ।  
কায়ের শূদ্রা অপেক্ষা বৈশ্য বৈশ্য অপেক্ষা কায়ের শ্রেষ্ঠ।

“জ্ঞানপের শূন্য অপেক্ষা বৈজ্ঞান্য অপেক্ষা কজিয়া কজিয়া  
অপেক্ষা জ্ঞানবী ভার্য্যা শ্রেষ্ঠা । কামতঃ এই শব্দ প্রয়োগ  
থাকাতে যে কাম্য বিবাহ এমন নহে” (১৫) ।

কবিরত্ন মহাশয় ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন ; সুতরাং মনুবচনের  
প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন । জীমূতবাহনপ্রণীত  
দায়ভাগ, মাধবাচার্য্যপ্রণীত পরাশরভাষ্য, মিত্রমিশ্রপ্রণীত  
বীরমিত্রোদয়, বিবেচনরতটপ্রণীত মদনপারিজাত প্রভৃতি  
গ্রন্থে দৃষ্টি থাকিলে, বচনের প্রকৃত পাঠ জানিতে পারিতেন,  
এবং, তাহা হইলে, বচনের প্রকৃত অর্থও অবগত হইতে পারি-  
তেন । মনুবচনের যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার  
সম্পূর্ণ কপোলকম্পিত ; আর, বচনে “কামতঃ এই শব্দের  
প্রয়োগ থাকাতে, যে কাম্য বিবাহ এমন নহে,” এই যে তাৎ-  
পর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ কপোলকম্পিত ।  
তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে, এই বিষয় সবিস্তর  
আলোচিত হইয়াছে (১৬) ; এ অংশে নেত্রসংকারণ করিলে,  
কবিরত্ন মহাশয় মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত  
হইতে পারিবেন ।

কবিরত্ন মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

“স্বমত স্থাপনার্থে অপর এক অজ্ঞত কথা লিখিয়াছেন বিবাহ  
ত্রিবিধ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য । নিত্য বিবাহ কি প্রকার বুঝিতে  
পারিলাম না” (১৭) ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার নাই ;

( ১৫ ) বহুবিবাহরাসিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যানির্ণয়, ১১ পৃষ্ঠা ।

( ১৬ ) এই পুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৬২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ ।

( ১৭ ) বহুবিবাহরাসিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যানির্ণয়, ১৫ পৃষ্ঠা ।

এজন্ত, কবিরত্ন মহাশয়, নিত্য বিবাহ কি প্রকার, ~~অন্য~~ বুঝিতে পারেন নাই ।

“নিত্যকর্মজ্ঞাপনার্থে যাহা লিখিয়াছেন । যথা

নিত্যং সদা যাবদাম্বুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ ।

উপেত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ ।

ফলাশ্রুতেবীক্ষয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্তিতম্ ॥ ইতি

সে সকল নিত্যাদিলদপ্রয়োগও বিবাহবিধানবচনে দেখি  
না (১৮) ।”

ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার থাকিলে, কবিরত্ন মহাশয় দেখিতে  
পাইতেন, তাহার উল্লিখিত কারিকায় নিত্যস্বসাধক যে  
আটটি হেতু নিরূপিত হইয়াছে, উন্মধ্যে ফলশ্রুতিবিরহরূপ  
হেতু যাবতীয় বিবাহবিধানবচনে জাহ্নল্যমান রহিয়াছে, (১৯) ।

“তবে দোষশ্রুতি প্রযুক্ত নিত্য বলিবেন, তাহাই দোষশ্রবণের  
বচন দর্শিত হইয়াছে, যথা অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি  
দ্বিজ ইত্যাদি কিন্তু সে বচনে দোষশ্রুতি নাই কারণ সে বচনে  
প্রায়শ্চিত্তীয়তে এই পদপ্রয়োগ আছে তাহার অর্থ প্রায়শ্চিত্তী-  
বাচরতি প্রায়শ্চিত্তবান্ পুরুষের স্থায় আচরণ করিতেছেন এ  
অর্থে প্রায়শ্চিত্তার্থ দোষ ঋষি বলেন নাই যদি দোষ হইত তবে  
প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ এই বিধি করিয়া লিখিতেন” (২০) ।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” হি সঃ ॥

(১৮) বহুবিবাহরূহিত্যারূহিত্যনির্ণয়, ১৫ পৃষ্ঠা ।

(১৯) এই পুস্তকের ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১ পৃষ্ঠা দেখ ।

(২০) বহুবিবাহরূহিত্যারূহিত্যনির্ণয়, ১৬ পৃষ্ঠা ।

বিল অধীঃ ব্রাহ্মণ, কজিয়, টেশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন  
হইরা, এক দিনও থাকিবেক না ; বিনা আশ্রমে অবস্থিত  
হইলে পাতকপ্রাপ্ত হয় ।

এই দক্ষবচনে যে ‘প্রায়শ্চিত্তীয়তে’ এই পদ আছে, তাহার  
অর্থ ‘প্রায়শ্চিত্তাহ’ দোষভাগী হয়, অর্থাৎ এরূপ দোষ জন্মে  
যে তৎক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যিক । অতএব, উপরি দর্শিত  
বচনব্যাখ্যাতে ঐ পদের অর্থ “পাতকপ্রাপ্ত হয়” ইহা লিখিত  
হইরাছে । বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তাহ’ দোষ-  
ভাগী হয়, এ কথা বলিতে, আশ্রমের অনবলম্বনে স্পষ্ট দোষ-  
ক্রান্তি লক্ষিত হইতেছে ; সুতরাং আশ্রমাবলম্বন নিত্য কর্ম ।  
কিন্তু, কবিরত্ন মহাশয়ের মতে, প্রায়শ্চিত্তীয়তে, এই পদ  
প্রায়শ্চিত্তাহ’ দোষের বোধক নহে ; ‘প্রায়শ্চিত্তী ইব আচরতি,  
প্রায়শ্চিত্তবান্ পুরুষের স্থায় আচরণ করিতেছেন,’ তাঁহার  
বিবেচনায় ইহাই ‘প্রায়শ্চিত্তীয়তে’ পদের অর্থ, ‘প্রায়-  
শ্চিত্তাহ’ দোষভাগী হয়, এরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে, মহর্ষি  
‘প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ’ ‘প্রায়শ্চিত্ত করিবেক’, এরূপ লিখি-  
তেন । শুনিতে পাই, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের স্থায়, কবিরত্ন  
মহাশয়েরও ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ বিদ্যা আছে ; এজন্য,  
তাঁহার স্থায়, ইনিও, ব্যাকরণের সহায়তা লইয়া, ধর্মশাস্ত্রের  
ঐবাতঙ্গে প্রবৃত্ত হইরাছেন । প্রথমতঃ, প্রায়শ্চিত্তাহ’দোষ-  
ভাগী পুরুষের স্থায় আচরণ করে, এ কথা বলিলে দোষক্রান্তি  
নিক হয় না, এরূপ নহে । যেদ্রুপ কর্ম করিলে, প্রায়শ্চিত্ত  
করিতে হয়, যে ব্যক্তি সেদ্রুপ কর্ম করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্তাহ-  
দোষভাগী বলে । কোনও ব্যক্তি এরূপ কর্ম করিয়াছে যে,  
তৎক্ষণ সে প্রায়শ্চিত্তাহ’দোষভাগীর তুল্য হইরাছে ; এরূপ

নির্দেশ করিলে, সে ব্যক্তির পক্ষে দোষপ্রতি সিদ্ধ হয় না-  
বোধ করি, তাহা কবিরত্ন মহাশয় ভিন্ন অন্যের বুদ্ধিপথে  
আসিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মানু-  
যতী হইয়া, বিবেচনা করিতে গেলে, যদিই “প্রায়শ্চিত্তীয়তে”  
এই পদ দ্বারা “প্রায়শ্চিত্তাহ দোষভাগীর তুল্য” এরূপ অর্থই  
প্রতিপন্ন হয়, ইউক ; কিন্তু ঋষিরা, সচরাচর, “প্রায়শ্চিত্তাহ  
দোষভাগী হয়” এই অর্থেই এই পদের প্রয়োগ করিয়া  
গিয়াছেন ; যথা,

১। অকুর্ষ্বন্ বিহিতং কৰ্ম নিষিদ্ধঞ্চ সমাচরন্ ।

প্রসজং শ্চেচ্ছিন্নার্থেবু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥১১।৪৪।(২১)

বিহিত কৰ্মের ত্যাগ ও নিষিদ্ধ কৰ্মের অনুষ্ঠান করিলে, এবং  
ইন্দ্রিয়সেবার অভিলাষ আলোক হইলে, মনুষ্য “প্রায়শ্চিত্তীয়তে”

এ স্থলে কবিরত্ন মহাশয় কি “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” এই পদের  
“প্রায়শ্চিত্তাহ দোষভাগী হয়” এরূপ অর্থ বলিবেন না। যে  
ব্যক্তি বিহিত কৰ্ম ত্যাগ করে ও নিষিদ্ধ কৰ্মের অনুষ্ঠানে রত  
হয়, সে প্রায়শ্চিত্তাহ দোষভাগী, অর্থাৎ তজ্জন্য তাহাকে প্রায়-  
শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহা, বোধ করি, কবিরত্ন মহাশয়কে  
অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে ; কারণ, বিহিতবর্জন ও  
নিষিদ্ধসেবন, এই দুই কথাতেই যাবতীয় পাপজনক কৰ্ম অন্ত-  
র্ভূত রহিয়াছে।

২। শূদ্রাং শন্নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ।

প্রায়শ্চিত্তীয়তে চাপি বিধিদ্ভুতেন কৰ্মণা (২২) ॥

(২১) অনুসংহিতা।

(২২) মহাভারত, অনুশাসনপর্ক, ৪৭ অধ্যায়।

অঙ্কণ, পূজা বিবাহ করিয়া, অধোগতি প্রাপ্ত হয় ; এবং শাস্তোক্ত বিধি অনুসারে, “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” ।

৩। যন্তু পত্ন্যা সমং রাগান্নৈধুনং কামতচ্চরেৎ ।

তদ্ব্রতং তন্তু নুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ (২৩) ।

যে দ্বিজ, বানপ্রস্থ অবস্থার, রাগ ও কাম বশতঃ, অসন্তোষ করে, তাহার ব্রতলোপ হয়, সে ব্যক্তি “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” ।

এই দুই স্থলেও, বোধ করি, কবিরত্ন মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইতেছে, “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” এই পদ “প্রায়শ্চিত্তাদৌষভাগী হয়,” এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । বোধ হয়, ইহাতেও কবিরত্ন মহাশয়ের পরিতোষ জন্মিবেক না ; এজন্য, এ বিষয়ে স্পষ্টতর প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে ।

অন্যত্রয়ী সংবৎসরং প্রাক্ষাপত্যং কৃচ্ছ্রং  
চরিত্রা আশ্রমনুপেয়াৎ দ্বিতীয়েতি কৃচ্ছ্রং  
তৃতীয়ে কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্রং অত উচ্ছ্রং চাক্ষায়ণম্ (২৪) ।

যে ব্যক্তি সংবৎসরকাল আশ্রমবিহীন হইয়া থাকে, সে প্রাক্ষাপত্য কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আশ্রম অবলম্বন করিবেক ; দ্বিতীয় বৎসরে, অতিকৃচ্ছ্র, তৃতীয় বৎসরে কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র, তৎপরে চাক্ষায়ণ করিবেক ।

এই শাস্ত্রে এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর, অথবা তদপেক্ষা অধিক কাল, বিনা আশ্রমে, অবস্থিত হইলে, পৃথক পৃথক প্রায়শ্চিত্ত, ও প্রায়শ্চিত্তের পর আশ্রমাবলম্বন, অতি স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ; সুতরাং আশ্রমবিহীন

( ২৩ ) গঙ্গাশরভাষ্যহৃত কুর্দপুরণ ।

( ২৪ ) বিভাকরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়হৃত হারীতবচন ।



ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্থদোষভাগী হয়, সে বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করিবার আর পথ থাকিতেছে না । অতএব, যদিও, কবিরত্ন মহাশয়ের অধীত স্বাকরণ অনুসারে, অষ্টাবিধ অর্থ প্রতিপন্ন হয় ; কিন্তু, হারীতবচনের সহিত একসাক্যতা করিয়া, দক্ষবচনস্থিত ‘প্রায়শ্চিত্তীয়তে’ এই পদের ‘প্রায়শ্চিত্তার্থদোষভাগী হয়’, এই অর্থই স্বীকার করিতে হইতেছে । বস্তুতঃ, ঐ পদের ঐ অর্থই প্রকৃত অর্থ । বৈয়াকরণকেশরী কবিরত্ন মহাশয়ের ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন নাই, তত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রবৃত্তি নাই, কেবল, কুতর্ক অবলম্বন পূর্বক, প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রতিবাদ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য ; এই সমস্ত কারণে, প্রকৃত অর্থও অপ্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে । বাহা হউক, এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাপম্পর্শ হয় কি না, এবং, সেই পাপ বিনোচনের নিমিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যিক কি না ; আর, অপেক্ষাপাত হুদয়ে “বিচার করিয়া বলুন, “বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তীয়তে”, এ স্থলে “প্রায়শ্চিত্তার্থদোষ ঋষি বলেন নাই”, এই তাৎপর্যব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতামূলক, কবিরত্ন মহাশয়ের ইহা স্বীকার করা উচিত কি না ।

“এই শাস্ত্রার্থপ্রযুক্ত পূর্ব পূর্ব কালে অনেক ব্রাহ্মণ, কাম্বির, বৈষ্ণেয়া সমাবর্তন করিয়াও বিবাহ না করিয়া দ্রাতক হইয়া থাকিছেন তাহার নিদর্শন পরাশর ও ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিবাহ করেন নাই এবং ব্যাসপুত্র ত্রকের চারি পুত্র হরি কৃষ্ণ প্রভু গৌর তাঁহাবাও বিবাহ করেন নাই ঐ পর্যন্ত বশিষ্ঠবংশ সমাপ্ত এবং বৃষিষ্ঠির সুব্রাহ্ম হইয়া বহুদিন পরে জগদগৃহনাহে পলায়ন করিয়া চতুর্দশ বর্ষ পরে ত্রৌপদীকে বিবাহ করেন এই

সকল অনাশ্রমে দোষাভার দেখিতেছি যদি দোষ থাকিত তবে সে সকল মহাত্মা ধার্মিক লোকে বিবাহ না করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন না" ( ২৫ ) ।

আশ্রম অবলম্বন না করিলে দোষ হয় না, দম্ভবচনের এই অর্থ স্থির করিয়া, অবলম্বিত অর্থের প্রামাণ্যার্থে, কবিরত্ন মহাশয়, যে সকল ঋষি ও রাজা বিবাহ করেন নাই, তদ্বোধে কতকগুলির নামকীৰ্ত্তন করিয়াছেন ; এবং কহিয়াছেন, "এই সকল অনাশ্রমে দোষাভার দেখিতেছি, যদি দোষ থাকিত তবে সে সকল মহাত্মা ধার্মিক লোকে বিবাহ না করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন না" । ইচ্ছাপূর্বে দর্শিত হইয়াছে, কবিরত্ন মহাশয়, দম্ভবচনের ব্যাখ্যা করিয়া, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে দোষ নাই, এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ জাতিমূলক । তৎপূর্বে ইহাও দর্শিত হইয়াছে, পূর্বকালীন মহৎ লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন ; তবে তাঁহারা তেজীয়াই ছিলেন, একমাত্র অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যাচারপ্রাপ্ত হইতেন না । অতএব, বখর পূর্বদর্শিত শাস্ত্রসমূহ দ্বারা ইহা নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা অবৈধ ও পাতকজনক ; তখন, পূর্বকালীন কোনও কোনও মহৎ লোকের আচার দর্শনে, আশ্রমের অনবলম্বনে দোষস্পর্শ হয় না, একরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয়প্রদান মাত্র । বোধ হয়, কবিরত্ন মহাশয়, কথকদিগের মুখে পৌরাণিক কথা শুনিয়া, যে সংস্কার করিয়া রাখিয়াছেন ; সেই সংস্কারের বশবর্তী

হইয়াই, এই অন্তুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । যে ব্যক্তি মিজ্জে শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহার মুখ হইতে একপ অপর সিদ্ধান্তবাক্য নিগত হওয়া সম্ভব নহে । কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাগীতে মহাভারতের কথা হইয়াছিল । কথা সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই, বাগীর কর্তা জ্ঞানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী ও পুত্রবধু ব্যভিচারদোষে দূষিতা হইয়াছেন । তিনি, মাতিশয় কুপিত হইয়া, তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী উত্তর দিলেন, আমি কুন্তী ঠাকুরাণীর, পুত্রবধু উত্তর দিলেন, আমি দ্রৌপদী ঠাকুরাণীর, দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিয়াছি । যদি বহুপুরুষ-সম্ভোগে দোষ থাকিত, তাহা হইলে ঐ দুই পুণ্যশীলা প্রাতঃস্মরণীয়া রাজমহিষী তাহা করিতেন না । তাঁহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পুরুষে উপগতা হইয়াছিলেন ; আমরা তাহার অতিরিক্ত করি নাই । বাগীর কর্তা, গৃহিণী ও পুত্রবধুর উত্তরবাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া, যেমন আপ্যায়িত হইয়াছিলেন ; আমরাও, কবিরত্ন মহাশয়ের পুরোক্ত সিদ্ধান্তবাক্য দৃষ্টিগোচর করিয়া, তদনুরূপ আপ্যায়িত হইয়াছি । শাস্ত্র দেখিয়া, তাহার অর্থগ্রহ ও তাৎপর্যনির্ণয় করিয়া, মীমাংসা করা স্বতন্ত্র ; আর, শাস্ত্রে কোন বিষয়ে কি বিধি ও কি নিষেধ আছে, তাহা না জানিয়া, পুরাণের কাহিনী শুনিয়া, তদনুসারে মীমাংসা করা স্বতন্ত্র ।

“তাহাতেও যদি দোষজ্ঞতি বলেন তবে সে অনাশ্রমী ন ভিত্তিহীনতা দি বচন সায়িক দ্বিজের প্রকরণে নিরসি দ্বিজ বিবরণ নহে যদি এক্ষণে ঐ বচন নিরসি বিষয় কেহ লিখিয়া থাকেন তিনি ঐ কবির মূলসংহিতা না দেখিয়া লিখিয়াছেন” (২৩) ।

যদি কেহ উল্লিখিত দক্ষবচনকে নিরগ্রহিষ্টিবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তিনি ঋষির মূলসংহিতা দেখেন নাই ; কবিরত্ন মহাশয়, কি সাহসে, ঈদৃশ অসঙ্গত নির্দেশ করিলেন, বলিতে পারা যায় না । তিনি নিজে, মূলসংহিতা দেখিয়া, ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, তাহার কোমণ্ড লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না ; কারণ, মূলসংহিতায় এরূপ কিছুই উপলব্ধ হইতেছে না যে, ঐ বচনকে নিরগ্রহিষ্টিবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিলে, আয়ানুগত হইতে পারে না । কবিরত্ন মহাশয়, কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, এরূপ লিখিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করা উচিত ও আবশ্যক ছিল । ফলকথা এই; দক্ষসংহিতায় আশ্রম বিষয়ে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্বসাধারণ বিজ্ঞাতির পক্ষে; তাহাতে সাম্প্রিক বা নিরগ্রহ বলিয়া কোনও বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না । যখন আশ্রমের অনবলম্বনে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হইতেছে, তখন ঐ বচন উভয় পক্ষেই সম ভাবে ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক । যথা,

১ । স্বীকরোতি যদা বেদং চরেৎসেকত্রতানি চ ।

ব্রহ্মচারী তবেত্তাবদুর্দ্ধং স্নাতো তবেদগৃহী ॥

যত দিন বেদাধ্যয়ন ও আত্মবক্তিক ব্রতচরণ করে, তত দিন ব্রহ্মচারী ; তৎপরে সমাবর্তন করিয়া গৃহস্থ হয় ।

২ । দ্বিবিধো ব্রহ্মচারী তু স্মৃতঃ শাস্ত্রে মনীষিতঃ ।

উপকুর্ভাণকঙ্কাজ্জো দ্বিতীয়ো নৈমিত্তিকঃ স্মৃতঃ ॥

পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী নির্দেশ করিয়াছেন, প্রথম উপকুর্ভাণ, দ্বিতীয় নৈমিত্তিক ।

৩। যো গৃহাশ্রমায় ব্রহ্মচারী ভবেৎ পুনঃ ।

ন যতিন বনশ্চ সৰ্ব্বাশ্রমবিবৰ্জিতঃ ॥

যে ব্যক্তি, গৃহাশ্রম অবলম্বন করিয়া, পুনরায় ব্রহ্মচারী হয়,  
যতি অথবা বানপ্রস্থ না হয়, সে সকল আশ্রমে বর্জিত ।

৪। অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥

যিজ, আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না, বিনা  
আশ্রমে অবস্থিত হইকে, পাতকগ্রস্ত হয় ।

৫। জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চ রতস্ত যঃ ।

নাসৌ তৎকলমাপ্নোতি কুর্বাণোহপ্যাশ্রমচ্যুতঃ ॥

আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান, অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে,  
কলভাগী হয় না ।

৬। এতেয়ামানুলোম্যং স্তাৎ প্রাতিলোম্যং ন বিদ্রুতে ।

প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃতমঃ ॥

এই সকল আশ্রমের অবলম্বন অনুলোম ক্রমে বিহিত,  
প্রাতিলোম ক্রমে কুহে ; যে প্রাতিলোম ক্রমে চলে, তাহা  
অপেক্ষা অধিক পাপাত্মা আর নাই ।

৭। মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে ।

গৃহস্থে দেবযজ্ঞাভৈর্নখলোয়া বনাশ্রিতঃ ॥

ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ।

যস্মৈত্যতলক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী ন চাশ্রমী (২৭) ॥

মেখলা, অজিন, ও দণ্ড ব্রহ্মচারীর লক্ষণ ; দেবযজ্ঞ অর্হুতি  
গৃহস্থের লক্ষণ ; নখ, লোম প্রভৃতি বানপ্রস্থের লক্ষণ ; ত্রিদণ্ড

যতির লক্ষণ; এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক পৃথক লক্ষণ; যাহার এ লক্ষণ নাই, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত ও আশ্রমব্রত।

আশ্রম বিষয়ে, মহর্ষি দক্ষ যে সকল বিধি ও নিষেধের কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, সে সমুদয় প্রদর্শিত হইল। তিনি এ বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কয় বচনে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্বসাধারণ দ্বিজাতির পক্ষে সম ভাবে বৰ্ত্তিতে পারে না, মূলসংহিতায় এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে কি না : দক্ষোক্ত আশ্রমব্যবস্থা সাগ্নিক • দ্বিজাতির • পক্ষে, নিরগ্নি দ্বিজাতির পক্ষে নহে, এই ব্যবস্থা কবিরত্ন মহাশয়ের কপোল-কল্পিত কি না ; আর, “যদি এক্ষণে ঐ বচন নিরগ্নিবিশয় কেহ লিখিয়া থাকেন তিনি ঐ ঋষির মূলসংহিতা না দেখিয়া লিখিয়াছেন,” তদীয় এতাদৃশ উদ্ধৃত নির্দেশ নিতান্ত নির্মূল অথবা নিতান্ত অনভিজ্ঞতামূলক বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।

“সাগ্নিক ব্যক্তির জ্বর যদি পূর্বে মৃত্যু হয় তবে তাহার সেই জ্বীকে ঐ অগ্নিহোত্র সহিত সেই অগ্নিতে দাহন করিতে হয় তবে তিনি তখন অগ্নিহোত্র রহিত হইয়া ক্ষণমাত্র থাকিবেন না কারণ নিত্যক্রিয়া লোপ হয় অতএব দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া অগ্নিগ্রহণ করিবেন এক দিবসও অনাশ্রমী থাকিবেন না এই অভিপ্রায়ে ঐ বচন লিখিয়াছেন। যদি নিরগ্নিবিশয়েও বলেন তবে দিনমেকং ন তিষ্ঠেৎ ইহা সঙ্গত হয় না কারণ নিরগ্নি দ্বিজের দশাহ দ্বাদশাহ পক্ষাশৌচ। অশৌচ মৃত্যে দ্বিতীয় বিবাহ কি প্রকারে বিধি হইতে পারে কারণ দিনমেকং ন তিষ্ঠেৎ এই বচন নিরগ্নির পক্ষে সঙ্গত হয় না সাগ্নিক পক্ষে উত্তম সাগ্নিক অতি-

প্রায়ে এই বচন কারণ অগ্নিবেদ উভয়াঙ্কিত দ্বিজের সত্ত্বশৌচ, অতএব দিনমেকং ন তিষ্ঠেত্তু এই বচন সঙ্গত হয় কারণ সেই বেদাগ্নি যুক্ত ব্যক্তি সেই স্ত্রীকে দাহন করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হয় পরে বিবাহ করিতে পারে প্রমাণ পরাশর সংহিতার বচন ।

একাহাচ্ছূধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদসমস্থিতঃ ।

ত্ৰ্যাহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ” (২৮)

যে দ্বিজ, বৈবাহিক অগ্নি রক্ষা করিয়া, প্রতিদিন তাহাতে বথানিয়মে হোম করে, এবং মৃত্যু হইলে সেই অগ্নিতে যাহার দাহ হয়, তাহাকে সান্নিক বলে ; আর যে ব্যক্তির তাহা না ঘটে, তাহাকে নিরগ্নি বলে ; অর্থাৎ যাহার বৈবাহিক অগ্নি-অঙ্কিত থাকে, সে সান্নিক ; আর, যাহার বৈবাহিক অগ্নি রক্ষিত না থাকে, সে নিরগ্নি । বিবাহকালে যে অগ্নির স্থাপন করিয়া বিবাহের হোম অর্থাৎ কুশণ্ডিকা করে, তাহার নাম বৈবাহিক অগ্নি । সচরাচর, বিবাহের হোম করিবার নিমিত্ত, নূতন অগ্নির স্থাপন করে ; কিন্তু, কোনও কোনও পরিবারের রীতি এই, পুত্র জন্মিলে, অরগ্নি মন্থন পূর্বক অগ্নি উৎপন্ন করিয়া, সেই অগ্নিতে আয়ুষ্য হোম করে, এবং সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া তাহাতেই সেই পুত্রের চূড়াकरण, উপনয়ন, পাণিগ্রহণ নিমিত্তক হোমকার্য্য সম্পাদিত হয় । যাহার জন্ম-কালীন অগ্নিতেই জাতকর্ম্ম অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন হয়, সেই প্রকৃত সান্নিক বলিয়া পরিগণিত । ‘বেদ-বিহিত অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণগাস, প্রভৃতি হোম সান্নিকের পক্ষে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিত্যকর্ম্ম । সর্বসাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা আছে,

জন্মশৌচ ও মরণশৌচ ঘটিলে, ব্রাহ্মণ দশ দিন, ক্ষত্রিয়  
দ্বাদশ দিন, বৈশ্য পঞ্চদশ দিন শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে  
অনধিকারী হয় । কিন্তু, সাগ্নিকের পক্ষে মৃত্যুশৌচ, একাধা- ]  
শৌচ প্রভৃতি অশৌচসঙ্কোচের বিশেষ ব্যবস্থা আছে ; তদনু-  
সারে কোনও সাগ্নিক স্নান করিয়া সেই দিনেই, কোনও  
সাগ্নিক দ্বিতীয় দিনে, ইত্যাদি প্রকারে বেদবিহিত অগ্নি-  
হোত্রাদি কতিপয় কার্য্য করিতে পারে ; তদ্বিন্ন অন্য অন্য  
শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয় না ; অর্থাৎ অগ্নি-  
হোত্র প্রভৃতি কতিপয় বেদবিহিত কর্মের অনুরোধে, কেবল  
তত্ত্বৎ কর্মের অনুষ্ঠানকালে শুচি হয়, তত্ত্বৎ কর্ম সমাপ্ত  
হইলেই, পুনরায় সে ব্যক্তি অশুচি হয় ; সুতরাং, শাস্ত্রোক্ত  
অন্যান্য কর্ম করিতে পারে না । যথা,

১ । প্রত্যাশ্বেন্নায়িষু ক্রিয়াঃ । ৫ । ৮৪ । (২৯) .

অশৌচকালে অগ্নিক্রিয়ার অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি হোমকার্য্যের  
ব্যঘাত করিবেক না ।

২ । বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ প্রত্যাশ্বে-  
দনাৎ । ৩ । ১৭ । (৩০)

বেদবিধান বশতঃ, অশৌচকালে বৈতান অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি  
হোম এবং উপাসন অর্থাৎ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে কর্তব্য  
হোম করিবেক ।

৩ । অগ্নিহোত্রার্থং স্নানোপাস্পর্শনাৎ শুচিঃ (৩১) ।

( ২৯ ) মনুসংহিতা ।

( ৩০ ) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

( ৩১ ) মধ্ববৃত্তাবলীভূত শঙ্খাশিখিতবচন । ৫ । ৮৪ ।



অগ্নিহোত্রের অনুরোধে, স্বান ও আচমন করিয়া শুচি হয় । .

৪ । উত্তরত্ৰ দশাহানি সপিণ্ডানামশৌচকম্ ।

স্নানোপস্পর্শনাত্যাসাদগ্নিহোত্রার্থমর্হতি (৩২)

উত্তরত্ৰ, অর্থাৎ জননে ও মরণে, সপিণ্ডদিগের দশাহ অশৌচ ; কিন্তু, স্বান ও আচমন করিয়া, অগ্নিহোত্রে অধিকারী হয় ।

৫ । স্মার্তকর্ম্মপরিত্যাগো ব্রাহ্মরহস্যত্ৰ স্মৃতকে । ।

শ্রৌতে কর্ম্মনি তৎকালং স্নাতঃ শুদ্ধিমবাপুরাৎ(৩৩)॥

এহণ কৃত্তিরিক অশৌচ ঘটিলে, স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক ; কিন্তু, বেদবিহিত কর্ম্মের অনুরোধে, স্বান করিয়া তৎকালমাত্র শুচি হইবেক ।

৬ + অগ্নিহোত্রাদিহোমার্থং শুদ্ধিস্তাৎকালিকী স্মৃতা ।

পঞ্চযজ্ঞান্ ন কুর্কীত হশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ (৩৪) ॥

অগ্নিহোত্র প্রভৃতি হোমকার্য্যের অনুরোধে, তাৎকালিক শুদ্ধি হয় ; অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি করিতে যত সময় লাগে, তাৎকাল মাত্র শুচি হয় । কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞ করিবেক না ; কারণ, সে ব্যক্তি পুনরায় অশুচি হয় ।

৭ । স্মৃতকে কর্ম্মণীং ত্যাগঃ সন্ধ্যাদীনাং বিধীয়তে ।

হোমঃ শ্রৌতে তু কর্তব্যঃ শুক্লান্নেনাপি বা কলৈঃ(৩৫)॥

(৩২) শুদ্ধিতত্ত্বভূত জাবালবচন ।

(৩৩) মিঠাকুরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ভূত বৈয়্যাহপাদবচন ।

(৩৪) পরাশরভাষ্যভূত গোভিলবচন ।

(৩৫) কাত্যায়নীয় কর্ম্মপ্রদীপ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড । সন্ধ্যাবন্দন-স্থলে বিশেষ বিধি আছে । যথা,

স্মৃতকে স্মৃতকে চৈব সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাচরেৎ ।

মনসোচ্চারয়ন্ যজ্ঞান্ প্রাণায়ামস্মৃতে দ্বিজঃ (১) ॥

(১) পরাশরভাষ্য ভূতীয়াধ্যায়ভূত পুলহ্যবচন ।

অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি কর্ত্ত্ব পরিচ্যাপ করিবেক ;  
কিন্তু শুক অন্ন অথবা কল দ্বারা সৌভ অগ্নিতে হোম  
করিবেক ।

৮। হোমস্তত্র ত্বু কৰ্ত্তব্যঃ শুকান্নেন কলেন বা ।

পঞ্চযজ্ঞবিধানস্তু ন কার্য্যং বৃক্যজ্ঞানমোঃ ॥ ৪৪ ॥ (৩৬)

মরণাশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে, শুক অন্ন অথবা কল দ্বারা  
হোমকার্য্য করিবেক, কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেক না ।

৯। পঞ্চযজ্ঞবিধানস্তু ন কুৰ্য্যাদ্ তজ্ঞানমোঃ ।

হোমং তত্র প্রকুর্য্যিত শুকান্নেন কলেন বা (৩৭) ॥

মরণাশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেক  
না ; কিন্তু, শুক অন্ন অথবা কল দ্বারা হোমকার্য্য করিবেক ।

জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ঘটিলে, হিজ মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ  
পূর্ব্বক, প্রাণায়াম ব্যতিরেকে, সন্ধ্যাবন্দন করিবেক ।

এজন্য, তা' বাচাৰ্য্য, বাক্য দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দন  
করাই নিষিদ্ধ বলিয়া, ব্যবস্থা করিয়াছেন । যথা,

“যত্ জাবালেনোক্তম্ ।

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাবজ্ঞান্ নৈত্যকং স্মৃতিকৰ্ম্ম চ ।

তদ্ব্যয্যে হাপয়েন্মৈব অশৌচান্তে ত্বু তৎক্রিয়া ॥

উদ্বাচিকসন্ধ্যাভিপ্রায়ম্” (২)

“সন্ধ্যা, পঞ্চ মহাবজ্ঞ, স্মৃতিবিহিত নিত্য কৰ্ম্ম অশৌচকালে  
পরিচ্যাপ করিবেক ; অশৌচান্তের পর তত্তৎ কৰ্ম্ম করিবেক” ।

জাবালকৃত এই নিষেধ, বাক্য দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সন্ধ্যা-  
বন্দন করিবেক না, এই অভিপ্রায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

(৩৬) সংবর্ত্তনংহিতা ।

(৩৭) অগ্নিসংহিতা ।

## ১০। নিত্যানি নিবর্তেরনু বৈতানবজ্জম্ (৩৮) ।

অশৌচকালে, বৈতান অর্থাৎ বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি  
তিল্ল, যাবতীর নিত্য কর্ম রহিত হইবেক ।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, সান্নিক  
দ্বিজের পক্ষে, যে অশৌচসঙ্কোচের ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল  
বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কতিপয় কর্মের জন্য ; সেই  
সকল কর্ম করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল মাত্র শুচি  
হয় ; সে সকল সমাপ্ত হইলেই, পুনরায় অশুচি হয় ; দশাহ  
প্রভৃতি অশৌচের নিয়মিত কাল অতীত না হইলে, এককালে  
অশৌচ হইতে মুক্ত হয় না ; এজন্য, ঐ সময়ে, পঞ্চ যজ্ঞ, সঙ্ক্যা-  
বন্দন প্রভৃতি প্রত্যহকর্তব্য নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানও নিষিদ্ধ  
হইয়াছে ; এবং, এই জন্যই, স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন,  
অশৌচসঙ্কোচের বিচার করিয়া, ঐরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন  
করিয়াছেন । যথা,

“তন্মাং সপ্তণীমাং তত্তৎকর্মণ্যোবাসৌচ-  
সঙ্কোচঃ সর্বাসৌচনিবৃত্তিস্তু দশাহাদ্যুক্তমিতি  
হারলতামিতাকরারত্নাকরাহ্যুক্তং সাধীয়াঃ(৩৯) ।

অতএব, সপ্তণ দিগের (৪০) তত্তৎ কর্মেই অশৌচসঙ্কোচ,  
সর্ব প্রকারে অশৌচনিবৃত্তি দশাহাদির পর ; হারলতা,

(৩৮) মিতাকরা প্রারম্ভিকাদ্যায় ও মধ্বমুক্তাবলীভূত পৈঙ্গীরনিবচন ।

(৩৯) স্তুতিভব, সপ্তণীম্যশৌচপ্রকরণ ।

(৪০) বাঁহারা বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম স্বধানিয়মে  
করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সপ্তণ, আর বাঁহারা তাহা করেন না,  
তাঁহাদিগকে নিপ্তণ বলে । সপ্তণের পক্ষে, কর্মবিশেষে, অশৌচসঙ্কোচের  
ব্যবস্থা আছে, নিপ্তণের পক্ষে তাহা নাই ।

মিডাকরা, রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এই যে ব্যবস্থা অবধারিত  
হইয়াছে, তাহাই প্রসঙ্গ ।

এইরূপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, এবং এইরূপ চিরপ্রচলিত সৰ্ব-  
সম্মত ব্যবস্থা সত্ত্বেও, কবিরত্ন মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন,  
সগুণ দ্বিজের সৰ্ব বিবরে সত্য়াশৌচ, অশৌচ ঘটিলে, স্থান  
করিবা যাত্রা, তিনি, এককালে অশৌচ হইতে মুক্ত হইয়া,  
সৰ্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত কৰ্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হইলেন ; অস্ত  
অস্ত কৰ্মের কথা দূরে থাকুক, ব্যবস্থাপক কবিরাজ মহাশয়  
বিবাহ পর্য্যন্ত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন । কিন্তু, যে অবস্থায়,  
শাস্ত্রকারেরা, সগুণের পক্ষে, অবশ্যকর্তব্য সঙ্খ্যাবন্দন, পঞ্চ-  
যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য কৰ্মের নিবেদন করিয়া গিয়াছেন,  
সে অবস্থায়, বিবাহ করা কত দূর সম্ভব, তাহা সকলে বিবেচনা  
করিয়া দেখিবেন । কবিরত্ন মহাশয়, আবলম্বিত ব্যবস্থার  
প্রমাণস্বরূপ, নিম্নদর্শিত পরাশরবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,

একাহাং শুধ্যতে “বিপ্রো” যোইগ্নিবেদসমদ্বিতঃ ।

ত্ৰ্যাহাং কেবলবেদস্ত দ্বিহীনো দশ্যতির্দিনৈঃ (৪১) ॥

যে “বিপ্র” অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, সে এক দিনে শুদ্ধ হয় ; যে  
কেবল বেদযুক্ত, সে তিন দিনে শুদ্ধ হয় ; আর, যে দ্বিহীন,  
অর্থাৎ উভয়ে বর্জিত, সে দশ দিনে শুদ্ধ হয় ।

এই বচন অবলম্বন করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় সত্য়াশৌচের ব্যবস্থা  
করিয়াছেন । কিন্তু, এই বচনে, সগুণের পক্ষে, একাহাশৌচ  
ও ত্ৰ্যাহাশৌচের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সত্য়াশৌচবিধানের  
কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না । বোধ করি, তিনি, বচন-

হিত একাহ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া, সন্তঃশৌচ ও একাহাশৌচ, এ উভয়কে এক পদার্থ স্থির করিয়া, সন্তঃশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু, সন্তঃশৌচ ও একাহাশৌচ, এ উভয় সর্বতোভাবে বিভিন্ন পদার্থ। অশৌচ ঘটিলে, যে স্থানে স্নান ও আচমন করিলেই শুচি হয়, তথায় সন্তঃশৌচ শব্দ, আর, যে স্থানে এক দিন, অর্থাৎ অহোরাত্র, অশুচি থাকিয়া, পর দিন স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হয়, তথায় একাহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখনে একাহ শব্দ আছে, সন্তঃশৌচ শব্দ নাই। দ্রব্যলব্ধিতার দৃষ্টি থাকিলে, কবিরাজ মহাশয় ঈদৃশ অশুচির, অশুদ্ধপূর্ব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, এমন বোধ হয় না। বলা,

সন্তঃশৌচং তর্ধৈকাহত্র্যাহশ্চতুরহস্তথা ।

বভূবংশবাদশাহঞ্চ পঞ্চো মাসস্তর্ধৈব চ ॥

স্বর্ণশাস্ত্রং তথা চাত্ত্বং পঞ্চাস্ত দশ সূতকে ।

উপস্তাসক্রমৈর্ধৈব কক্যান্যাহমশেষতঃ ॥

গ্রন্থার্থতো বিজানাতি বেদমর্দৈঃ সমন্বিতম্ ।

সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চৈব সূতকম্ ॥

একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো বোহগ্নিবেদসমন্বিতঃ ।

হীনে হীনতরে চাপি ত্র্যাহশ্চতুরহস্তথা ।

তথা হীনতমে চাপি বভূবঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

জাতিবিপ্রো দশাহেন দাদশাহেন তুমিগঃ ।

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥

ব্যাধিতস্য কসর্বস্য ঋণশ্রান্তস্য সর্বদা ।

ক্রিয়াহীনস্য দুৰ্ব্বল জীভিতস্য বিশেষতঃ ।

ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ ।

স্বাধ্যায়ব্রতহীনস্য তন্মাস্তং শূতকং ভবেৎ ।

নানুতকং কদাচিৎ স্যাভাবজীবন্ত শূতকম্ ॥

এবং গুণবিশেষেণ শূতকং সমুদাহৃতম্ (৪২) ॥

১. সদ্যঃশৌচ, ২. একাহাশৌচ, ৩. ত্র্যহাশৌচ, ৪. চতুর্হাশৌচ, ৫. বহুহাশৌচ, ৬. দশাহাশৌচ, ৭. বাসনাহাশৌচ, ৮. পক্ষ-  
দশাহাশৌচ, ৯. মাসাশৌচ, ১০. ব্রহ্মজাশৌচ, অশৌচ বিধরে  
এই দশ পক্ষ ব্যবহাসিত আছে। উপন্যাস ক্রমে, অর্থাৎ  
বাহার পর বাহ্য নির্দিষ্ট হইরাছে, তদনুসারে, ১৩২. মনুর ঐম-  
র্শিত হইতেছে। ১—যে ব্যক্তি সকল, সন্ন্যাস, সাক্ষ বেদের  
অভ্যাস ও অর্থগ্রহ করিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি ক্রিয়াবাহু হয়,  
তাহার সদ্যঃশৌচ। ২—যে ব্রাহ্মণ অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত হয়,  
সে একাহা শুদ্ধ হয়। ৩—৪—৫—বাহার। অগ্নি ও বেদে  
হীন, হীনতর, হীনতম, তাহার। বধাক্রমে তিন দিনে, তারি  
দিনে, হয় দিনে শুদ্ধ হয়। ৬—যে ব্যক্তি জাতিবিশিষ্ট অর্থাৎ  
ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ মাত্র করিয়াছে, কিন্তু বধা নিয়মে কর্তব্য  
কর্মের অনুষ্ঠান করে না, সে দশাহা শুদ্ধ হয়। ৭—তাদৃশ  
কবির বাসনাহা শুদ্ধ হয়। ৮—তাদৃশ বৈশ্য পক্ষদশাহা শুদ্ধ  
হয়। ৯—শূত্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ১০—যে ব্যক্তি চিররোগী,  
কুপণ, সর্বদা অগ্ন্যস্ত, ক্রিয়াহীন, দুৰ্ব্বল, জীবাশীভূত, ব্যসনাসক্ত,  
সতত পরাধীন, বেদাধ্যয়নবিহীন, তাহার ব্রহ্মজা অশৌচ ;  
সে ব্যক্তি এক দিনের জন্যেও শুচি নয়, সে বাবজীবন  
অশুচি। গুণের সুনাদিক্য অনুসারে, অশৌচের ব্যবস্থা  
নির্দিষ্ট হইল।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সত্ত্বশৌচ ও একাহা-  
শৌচ, এই দুই এক পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি

না। মহর্ষি দক্ষ অশৌচের দশ পক্ষ গণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্তঃশৌচ প্রথম পক্ষ, একাহাশৌচ দ্বিতীয় পক্ষ; যে ব্যক্তি দক্ষ বেদে সম্পূর্ণ কৃতবিত্ত ও ক্রিয়াবান, তাহার পক্ষে সত্তঃশৌচ, আর যে ব্যক্তি অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, তাহার পক্ষে একাহাশৌচ, ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

অতঃপর, কবিরত্ন মহর্ষিয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, সত্তঃশৌচ ও একাহাশৌচ এক পদার্থ নহে; সুতরাং, দক্ষসংহিতার স্থায়, পরাশরবচনে অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে যে একাহাশৌচের বিধি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, “অগ্নিবেদ উত্তরাধিত দ্বিজের সত্তঃশৌচ,” এই ব্যবস্থা প্রচার করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কৰ্ম হইয়াছে। কবিরত্ন মহাশয়, ঐ বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি “দ্বিজঃ”।

“দ্বিজ” আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না।

এই দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিতে উত্তম হইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে, পরাশরবচনে, সায়িক দ্বিজের পক্ষে, সত্তঃশৌচ বিহিত হইয়াছে; আর, দক্ষবচনে, বিনা আশ্রমে এক দিনও থাকিতে নিষেধ আছে; সুতরাং, জীবিরোগ হইলে, তাহুশ দ্বিজ, জ্বর দাহান্তে জ্ঞান ও আচমন করিয়া, শুচি হইয়া, সেই দিনেই বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু উপরি-ভাগে, ধেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, তাঁহার অবলম্বিত পরাশরবচন একাহাশৌচবিধায়ক, সত্তঃশৌচবিধায়ক নহে; সত্তঃশৌচবিধায়ক না হইলে, ‘উত্তর বচনের একবাক্যতা,’ কোনও ক্রমে, সত্ত্বিতে পারে না। আর, কবিরত্ন মহাশয়ের

ইহাষ্ট্র অমুখাবন করিয়া দেখা আবশ্যক ছিল, দক্ষবচনে দ্বিজ শব্দ প্রযুক্ত আছে ; দ্বিজ শব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বাচক ; সুতরাং, দক্ষবচনে ত্রিবিধ দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু, পরাশরবচনে বিপ্র শব্দ প্রযুক্ত আছে ; বিপ্র শব্দ ব্রাহ্মণমাত্রবাচক ; সুতরাং, পরাশরবচনে কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, ত্রিবিধ দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় মাই ; এজন্যও, এই দুই বচনের এক-বাক্যতা ঘটিতে পারে না । আর, সান্নিক বিশেষের পক্ষে সত্ত্বঃশৌচের ব্যবস্থা আছে, বধার্ঘ বটে ; কিন্তু সেই সান্নিক দ্বিজ, স্ত্রীর দাহান্তে স্নান ও আচমন করিয়া শুঁচি হইয়া, সেই দিনেই বিবাহ করিতে পারে, কবিরত্ন মহাশয়ের এ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়কর ; কারণ, অশৌচসঙ্কোচব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রকারেরা, যে সকল কর্মের নাম নির্দেশ করিয়া, সত্ত্বঃশৌচের বিধি দিয়াছেন, কেবল তত্তৎ কর্মের জন্তই, সে ব্যক্তি, তত্তৎ কালে, শুঁচি হয়, তত্তৎ কর্ম সমাপ্ত হইলেই, পুনরায় অশুচি হয় ; সে সময়ে সঙ্ক্যাবন্দন, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য কর্মেরও বাধ হইয়া থাকে ; এ অবস্থার দূর-পরিগ্রহ বিধিসিদ্ধ, ইহা কোনও মতে সম্ভবিত্তে পারে না । কলকথা এই, কবিরত্ন মহাশয়, ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; অশৌচসঙ্কোচের উদ্দেশ্য কি, তাহা জানেন না, দক্ষবচন ও পরাশরবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা জানেন না ; এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অজ্ঞতপূর্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন । বাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার না থাকে, নিতান্ত অর্থাচীন না হইলে, সে ব্যক্তি, নাহল করিয়া, সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না । কবিরত্ন মহাশয়,



প্রাচীন ও বহুদর্শী হইয়া, কোন বিবেচনার, অনধীত, অনুন্ন-  
নীলিত ধর্মশাস্ত্রের সীমাসার হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে  
পারা যার না। বাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয়ের অদ্ভুত ব্যব-  
স্থার উপযুক্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ যে একটি সামান্য উপাখ্যান স্মৃতি-  
পথে আরুঢ় হইল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া, কান্ড  
হইতে পারিলাম না।

“যার যে শাস্ত্র কিকিণ্মাত্রণ্ড অধীত নয় সে শাস্ত্রেতে  
তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিবেক না ইহার কথা।

এক রাজার নিকটে বিপ্রভাস নামে এক বৈষ্ণু থাকে সে  
চিকিৎসাতে উত্তম তাহার পঞ্চপুত্রপুত্র হইলে পর ঐ রাজা রামকুমার  
নামে—১২পুত্রকে তাহার পিতৃপদে স্থাপিত করিলেন। ঐ ভিষকপুত্র  
রামকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিকিণ্ড পড়িয়া ব্যুৎপন্ন ছিল কিন্তু বৈষ্ণু-  
কাদি শাস্ত্র কিকিণ্মাত্রণ্ড পঠিত ছিল না রাজাহুগ্ৰহেতে অপিত-  
পদাভিবিক্ত হওয়ারো রোগিরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধিতে বাওয়া  
আসা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্ররোগী ঐ রামকুমার  
বৈষ্ণুপুত্রের নিকটে আসিয়া কহিল হে বৈষ্ণুপুত্র আমি অক্লিশীড়াতে  
অভিশয় শীড়িত আছি দেখ আমাকে এমন কোন ঔষধ দেও যাহাতে  
আমার নয়নব্যাধি শীঘ্র উপশয় পায়। ক্রয়নেত্রের এই বাক্য জ্ঞাপন  
করিয়া ঐ চিকিৎসকসম্মত অতি বড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিযামাত্র  
এক বচনার্দ্ধ দেখিতে পাইল সে বচনার্দ্ধ এই

“নেত্ররোগে সমুৎপন্নো কণৌ ছিন্ত্বা কটিং দহেৎ।”

ইহার অর্থ নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগির কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া নোহ তপ্ত  
করিয়া তাহার কটিতে দাগ দিবে এই বচনার্দ্ধ পাইয়া ঐ ভিষকনন্দন  
নেত্ররোগিকে কহিল হে কল্লক এই প্রাচীকারে তোমার ব্যাধির শীঘ্র  
শান্তি হইবে যেহেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রই এ ব্যাধির ঔষধের

প্রমাণ পাওয়া গেল এ বড় সুলক্ষণ । রোগী কহিল সে কি ঔষধ  
ভিষকসন্তান কহিল তুমি শীঘ্র বাটা গিয়া এই প্রয়োগ কর তীক্ষ্ণধার  
শাণিত এক ক্ষুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লৌহেতে দুই  
পাহাতে দুই দাগ দেও তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শান্ত হইবে ইহা  
শুনিয়া ঐ লোচনবোগী আর্ন্তভাপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎমাত্র বিবেচনা না করিয়া  
তাহাই করিল ।

অনন্তর রোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেষ্টান্তে অধিক পীড়াবশে অত্যন্ত  
ব্যাকুল হইয়া ঐ বৈজ্ঞের নিকটে পুনর্বার গেল ও তাহাকে কহিল হে  
বৈজ্ঞপুত্র নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পুষ্কার জ্বালায় মরি । বৈজ্ঞপুত্র  
কহিল তাই কি করিবে রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হয় আমি  
শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধ দিয়াছি আত্ম হইলেকি হবে “নহি স্মৃথঃ  
দুঃখৈর্হিনা লভ্যতে” । এইরূপে রোগী ও বৈজ্ঞেতে কথোপকথন হই-  
তেছে ইতিমধ্যে অত্যন্ত এক চিকিৎসক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ।  
ঐ যমসহোদর রামকুমার নামে স্বর্ধ বৈজ্ঞতন্ত্রের পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্য-  
প্রযুক্ত সাহসের বিশেষ অবগত হইয়া কহিল গুরে ব্যালীক সর্বনাশ  
করিয়াহিন্ এ রোগীটাকে খুন করিলি এ বচনার্থ অশ্ব চিকিৎসার  
মনুষ্যপদ নয় । দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎসার বিশেষ আছে  
তোর প্রকরণ জ্ঞান নাই এ শাস্ত্র তোর পড়া নয় কুব্যুৎপত্তিমাত্র বলে  
অপঠিত শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিহ্ বা যা উত্তম স্বকর স্থানে বৈজ্ঞক শাস্ত্রের  
অধ্যয়ন কর “সক্কেতবিজ্ঞা গুরুবক্তৃগম্যা” ইহা কি তুই কখন শুনিহ্  
নাই । এইরূপে ঐ চিকিৎসকবৎসকে পবিত্র ভৎসন করিয়া ঐ ক্রিমান্ব  
রোগিকে স্বধাশাস্ত্র ঔষধ প্রদান করিয়া নীরোগ করিল” ( ৪০ ) ।

শ্রীযুত রামকুমার কবিরাজের ব্যবস্থা, আর শ্রীযুত গঙ্গাধর  
কবিরাজের ব্যবস্থা, এ উভয়ের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে  
কি না, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন ।

কবিরত্ন মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই,

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহই নাই” (৪৪) ।

এ আপত্তির উদ্দেশ্য এই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বিবাহ না করিয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, কাল যাপন করেন । বিবাহ ও গৃহস্থাশ্রম নিত্য হইলে, নিত্য কর্ম্মের ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ জন্ম, তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন । অতএব, বিবাহ নিত্য নহে । এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী দার-পরিগ্রহ করেন না, এই হেতুতে বিবাহের বা গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, ইহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে আলোচিত হইয়াছে (৪৫) । কবিরত্ন মহাশয়ের সন্তোষার্থে প্রমাণান্তর উল্লিখিত হইতেছে ।

যশ্চেতানি স্মৃণুগুণানি জিহ্বোপশ্বোদয়ং করঃ ।

সন্ন্যাসসময়ং কৃত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যয়া ।

তস্মিন্লেব নয়েৎ কালমাচার্য্যে যাবদাম্বুষম্ ।

তদভাবে চ তৎপুল্লে তচ্ছিব্যে বাথ তৎকুলে ।

ন বিবাহো ন সন্ন্যাসো নৈষ্ঠিকস্তা বিধীয়তে ॥

ইমং যো বিধিমাস্থায় ত্যজেদেহমতন্দ্রিতঃ ।

নেহ ভূয়োহপি জায়েত ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ (৪৬) ॥

যে ব্যক্তির জিহ্বা, উপহ, উদর ও কর সুরক্ষিত অর্থাৎ বিষ-  
মানুরাগে বিচলিত না হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন  
পূর্ব্বক, সর্ব্বভ্যাগী হইয়া, সেই গুরুর নিকটেই যাবজ্জীবন  
কালযাপন করিবেক ; গুরুর অভাবে গুরুপুত্রের নিকট,  
তদভাবে তদীয় শিষ্য অথবা তৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তির নিকট ।

(৪৪) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১১ পৃষ্ঠা ।

(৪৫) এই পুস্তকের ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫ পৃষ্ঠা দেখ ।

(৪৬) হারীতসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায় ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহ ও সম্ব্যাস বিধিত নহে। যে দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী, অবহিত ও অনলস হইয়া, এই বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, দেহত্যাগ করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না।

এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। সামান্ত-শাস্ত্র অনুসারে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, গুরুর অনুমতি লইয়া, গৃহস্থাত্মনে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিতে হয়। বিশেষশাস্ত্র অনুসারে, ইচ্ছা ও ক্ষমতা হইলে, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে। যে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। যথা,

যন্তুপনয়নাদেতদা মৃত্যোর্ব্রতম্ভরং ।

স নৈষ্ঠিকে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসামুদ্যমাশ্রুয়াৎ (৪৭) ॥

যে ব্যক্তি, উপনয়ন অবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, এই ব্রতের অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; সে ব্রহ্মসামুদ্য প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হয় না, সুতরাং বিবাহে অধিকার জন্মে না। বিবাহ করিলে, ব্রতভঙ্গ হয়, এ জন্মই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে, বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। এমন স্থলে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিবাহ করেন না বলিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হইতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা অবিরত ব্যক্তির প্রক্ষেপেই গৃহস্থাত্মনের ও গৃহস্থাত্মন প্রবেশমূলক বিবাহের নিত্যত্ব ব্যবস্থা করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আত্মোপাস্ত, বিবাহের নিত্যত্ব, নৈমিত্তিকত্ব, ও কাম্যত্ব সংস্থাপনে নিযোজিত হইয়াছে। কবিরত্ন মহাশয়, আনন্দ ত্যাগ

করিয়া, ঐ পরিচ্ছেদে দৃষ্টিবিস্তার করিলে, বিবাহের নিত্যত্ব  
সিদ্ধ হয় কি না, তাহার সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ।

কবিরত্ন মহাশয়ের পঞ্চম আপত্তি এই,

“অসবর্ণবিবাহ যদি দ্বিজাতিদিগের পূর্বে বিধিই নাই এই  
ব্যাখ্যা করেন তবে বিস্ময়কর বচন সঙ্গত হয় না । বিস্ময়বচন কিঞ্চিৎ  
লিখিয়াছেন শেষ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ইহা কি উচিত ।  
শাস্ত্রের ষথার্থ ব্যাখ্যা করিতে হয় ।

বিস্ময়বচন যথা

সবর্ণানু বহুভার্য্যানু বিভ্রমানানু জ্যেষ্ঠয়া সহ  
ধর্ম্যং কুর্য্যাৎ ।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ লিখেন নাই । শেষটুক লিখিলেও  
ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না । উহার শেষ এই ।

মিশ্রানু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া । সবর্ণাভাবে  
হনন্তর্যৈবাপদি চ । নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া ।  
দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্যার্থে ন ভবেৎ কচিৎ ।  
রত্যাধেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্তিতা ইতি ॥

এই বিস্ময়বচনে । মিশ্রানু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া । এই লিখাতে  
ব্রাহ্মণের অগ্রে বিবাহ কল্পিয়া অথবা বৈশ্য হইতে পারে পরে  
সবর্ণা বিবাহ হইতে পারে । তাহা হইলে মিশ্রবর্ণ বহুভার্য্যা  
হয় কিন্তু কল্পিয়া জ্যেষ্ঠা তবে কি ব্রাহ্মণ কল্পিয়ার সহিত ধর্ম্যা-  
চরণ করিবে । এবং কল্পিয়ার অগ্রজী বৈশ্য পরে কল্পিয়া  
তাহার জ্যেষ্ঠা বৈশ্যার সহিত কি ধর্ম্যাচরণ করিবে । তাহাতেই  
কহিয়াছেন মিশ্রানু কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া— । সবর্ণা কনিষ্ঠা জ্ঞীর  
সহিতেই ধর্ম্যাচরণ করিবে” ( ৪৮ ) ।

কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত বিসুবচন যে অভিপ্রায়ে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তৎপ্রদর্শনার্থ প্রথম পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

“কোনও কোনও মুনিবচনে, এক ব্যক্তির বহু স্ত্রী বিত্তমান থাকার নির্দিষ্ট আছে, তদদর্শনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিত্তমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, তখন যত্নস্বাপন্ন বহুবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য নহে, ইহা কিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে । তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। সৰ্বণাস্থ বহুভার্য্যাস্থ বিত্তমানাস্থ জ্যেষ্ঠয়া সহ  
ধৰ্ম্মকার্য্যং কারয়েৎ ।

সঙ্গাতীয়া বহু ভার্য্যা বিত্তমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠার সহিত ধৰ্ম্ম-  
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক” ( ৪৯ ) ।

এইরূপে বহুভার্য্যাপরিগ্রহের প্রমাণভূত কতিপয় বচন প্রদর্শন  
করিয়া লিখিয়াছিলাম,

“এই সকল বচনে এতদপেক্ষ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে তদ্বারা,  
শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পুরুষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ  
প্রতিপন্ন হইতে পারে । প্রথম বচনে (কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লি-  
খিত বিসুবচনে) এক ব্যক্তির বহুভার্য্যা বিত্তমান থাকার উল্লেখ  
আছে ; কিন্তু ঐ বহুভার্য্যাবিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত-  
নিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না” (৫০) ।

বিসু প্রথম বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি কোনও ব্যক্তির  
সৰ্বণা বহু ভার্য্যা থাকে, সে, জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সহিত, ধৰ্ম্মকার্য্যের

(৪৯) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ১০ পৃষ্ঠা ।

(৫০) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ১১ পৃষ্ঠা ।

অনুষ্ঠান করিবেক ; অনন্তর, দ্বিতীয় বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি, সবর্ণা, অসবর্ণা, বহু ভাৰ্য্যা থাকে, তাহা হইলে, সবর্ণা অসবর্ণা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, তাহারই সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিবেক । যথা,

মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া ।

সবর্ণা, অসবর্ণা, বহু ভাৰ্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, সবর্ণা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, তাহারই সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিবেক ।

এ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে, সবর্ণা অপেক্ষা অসবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা ; তদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, সবর্ণার পূৰ্বে অসবর্ণার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে ; সুতরাং, প্রথম বিবাহে অসবর্ণা নিষিদ্ধ নহে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে । এই স্থির করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, আমি, বিধুবচনের শেষ অংশ গোপন পূৰ্ব্বক, পূৰ্ব্ব অংশের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, লোককে প্রতারণা করিয়াছি । এ স্থলে বক্তব্য এই যে, সবর্ণা, অসবর্ণা, বহু ভাৰ্য্যার সম্বন্ধে, সবর্ণা স্ত্রী বয়ঃকনিষ্ঠা হওয়া তিন প্রকারে ঘটিতে পারে ; প্রথম, অথো অসবর্ণা বিবাহ করিয়া, পরে সবর্ণাবিবাহ ; দ্বিতীয়, প্রথমে সবর্ণাবিবাহ, তৎপরে অসবর্ণা-বিবাহ, অনন্তর পূৰ্ব্বপরিণীতা সবর্ণার মৃত্যু হইলে, পুনরায় সবর্ণাবিবাহ ; তৃতীয়, প্রথমে অতি অল্পবয়স্কা সবর্ণাবিবাহ, তৎপরেই অধিকবয়স্কা অসবর্ণাবিবাহ (৫১) । ইতঃপূৰ্বে

(৫১) ঈদৃশ বিবাহের উদাহরণ নিম্নোক্ত দুস্তাপ্য নহে । ইমামীভন কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে এক্সপ বিবাহের প্রণালী প্রচলিত আছে । কখনও কখনও, কুলকৰ্ম্মানুরোধে, কুলীন কায়স্থ, প্রথমে অতি অল্পবয়স্কা কুলীনকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া, তৎপরে অধিকবয়স্কা মৌলিককন্যার সহিত বিবাহ দিয়া থাকেন । পূৰ্ব্বকালীন ব্রাহ্মণের পক্ষে, প্রথমে

নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রথমে অসবর্ণবিবাহ সৰ্ব্বতোভাবে শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্মবিগর্হিত কর্ম । অতএব, যখন প্রথমে অসবর্ণবিবাহ সৰ্ব্বতোভাবে বিধিবিরুদ্ধ কর্ম বলিয়া স্থিরীকৃত আছে, এবং যখন বিষ্ণুবচনে বয়ঃকনিষ্ঠা সবর্ণার উল্লেখ অন্য দুই প্রকারে সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন ঐ উল্লেখ মাত্র অবলম্বন করিয়া, প্রথমে অসবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত, তাহার সংশয় নাই ।

কবিরত্ন মহাশয় স্বীয় বিচারপুস্তকের শাস্ত্রীয় অংশের সমাপন করিয়া, উপসংহার করিতেছেন,

“এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে । তবে যদি বহুবিবাহ রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলম্বন ত্যাগ করুন । শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া, মুর্থদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসম্মত কর্ম বলিয়া প্রকাশ করার আবশ্যক কি (৫১)” ।

“এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে” ।—কবিরত্ন মহাশয়, ধর্মশাস্ত্রবিচারে প্ররম্ব হইয়া, বুদ্ধির যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে । অতএব, বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে, ইহা তাঁহার বুদ্ধিসিদ্ধ, তদীয় এই নির্দেশ কত দূর আদরণীয় হওয়া উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।—“তবে যদি বহুবিবাহ রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলম্বন ত্যাগ করুন” ।—যিনি,

---

অসবর্ণবিবাহ যেরূপ নিষিদ্ধ ছিল ; ইদানীন্তন কুনীন কার-  
স্বেয় পক্ষে, প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ সেইরূপ নিষিদ্ধ ।

(৫২) বহুবিবাহরূহিত্যারূহিত্যনির্ণয়, ৩৬ পৃষ্ঠা ।



কোনও কালে, ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই ; সুতরাং, ধর্মবাক্যের অর্থবোধে ও তাৎপর্যগ্রাহে সম্পূর্ণ অসমর্থ ; তাদৃশ ব্যক্তির মুখে ঈদৃশ উপদেশবাক্য প্রবণ করিলে, শরীর পুলকিত হয় । অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলনে অতি-বাহিত করিলেও, ভঁহর ঈদৃশ উপদেশ দিবার অধিকার জন্মিবেক কিনা, সন্দেহস্থল ; এমন স্থলে, অর্থগ্রহ ব্যতিরেকে, দুই চারিটি বচন আবলম্বন করিয়া, ধর্মশাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াছি এই ভাবিয়া, “শাস্ত্রাবলম্বন পরিত্যাগ করুন,” অগ্নান মুখে এতাদৃশ উপদেশ দিতে উত্তত হওয়া সাতিশয় আশ্চর্যের ও নিরতিশয় কৌতূকের বিষয় বলিতে হইবেক ।—“শাস্ত্রের অর্থার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া ব্যাখ্যান্তর করিয়া মুর্খদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসম্মত কর্ম বলিয়া প্রকাশ করার আবশ্যক কি” ।—যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, শ্রীযুত পঞ্চাধর রায় কবিরত্ন যে স্বতিবচনের যে অর্থ অর্থার্থ বা অর্থার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ; অজ্ঞা-বধি, দ্বিগুণিত না করিয়া, ঐ বচনের ঐ অর্থ অর্থার্থ বা অর্থার্থ বলিয়া, ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য্য করিতে হইবেক ; তাহা হইলে, আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত অর্থার্থ নহে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত । কিন্তু, নোভাগ্য ক্রমে, সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই ; সুতরাং, অকুতোভয়ে নির্দেশ করিতেছি, আমি, শাস্ত্রের অর্থার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই । পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি, এবং এক্ষণেও নির্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না ; কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই । এজন্যই, নিতান্ত নির্বিবেক হইয়া, একরূপ গর্কিত বাক্যে একরূপ উদ্ধত, একরূপ অসঙ্গত, নির্দেশ করিয়াছেন । আর,— “মূর্খদিগকে বুঝাইয়া”,—তদীয় এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, বিষয়ী লোক মাত্রই মূর্খ ; নেই মূর্খদিগের চক্ষে মূলপ্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত, আমি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত কৰ্ম বলিয়া, অলীক অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রচারিত করিয়াছি । কবিরত্ন মহাশয়ের মত কতকগুলি লোক আছেন ; তাঁহারা বিষয়ী লোকদিগকে মূর্খ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ; কারণ, বিষয়ী লোক সংস্কৃত ভাষা জানেন না । তাঁহাদের মতে, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ না পড়িলে, লোক পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না ; তাদৃশ লোক, অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিদ্যাবিশারদ বলিয়া সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাঁহাদের নিকট মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । পক্ষান্তরে, যে সকল মহাপুরুষ, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ পাঠ ও অন্যান্য শাস্ত্র স্পর্শ করিয়া, বিদ্যার অভিমানে, জগৎকে ভ্রণ জ্ঞান করেন, বিষয়ী লোকে, তাদৃশ পণ্ডিতাভিমानी দিগকে মূর্খের চুড়ামণি ও নিকোঁধের শিরোমণি বলিয়া, ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন । এ স্থলে, কোন পক্ষ ন্যায়বাদী, তাহার সীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই ।

## উপসংহার



শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি প্রতিবাদী মহাশয়েরা, যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সমুদয় সবিস্তর আলোচিত হইল। যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা, কোনও ক্রমে, শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে, ইহা বাহাতে দেশস্থ সর্বসাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়, এই আলোচনা কার্য্য সেই রূপে নির্বাহিত করিবার নিমিত্ত, প্রয়াস পাইয়াছি ; কিন্তু, কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। তবে, এক কথা, সাহস পূর্ব্বক, বলিতে পারা যায়, ঈদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, যদ্রূপ যদ্ব ও যদ্রূপ পরিশ্রম করা উচিত ও আবশ্যিক, সাধ্যানুসারে সে বিষয়ে ক্রটি করি নাই। যে সফল মহাশয়েরা, কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া, অথবা আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া, পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, এই পুস্তক আত্মোপাস্ত অবলোকন করিবেন, আমার যদ্ব ও পরিশ্রম, কিয়ৎ অংশেও, সফল হইয়াছে, অথবা সর্ব্বাংশেই বিফল হইয়াছে, তাঁহারা ত্বাহার বিচার ও মীমাংসা করিতে পারিবেন। আমি এই মাত্র বলিতে পারি, পূর্ব্বে, যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যবহার বলিয়া, আমার যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, সান্ত্বনয় অভিনিবেশ সহকারে, বিবাহ সংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহের

সবিশেষ অনুশীলন করাতে, সেই সংস্কার সর্বতোভাবে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে । ক্রমাগত, কিছু কাল, এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া, আমার এত দূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বদৃচ্ছা-প্ররূত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, এরূপ নির্দেশ করিতে ভয়, সংশয়, বা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না । ফলতঃ, আমার সামান্য বুদ্ধিতে, যত দূর, শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, বদৃচ্ছাপ্ররূত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার বলিয়া সমর্থিত হওয়া সম্ভব নহে ।

বদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমত ও অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইলে, যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে স্বীয় অনভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে, নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগকেও নিতান্ত নৃশংস ও নিতান্ত নির্বিবেক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয় । বদৃচ্ছাপ্ররূত বহুবিবাহকাণ্ড যে যার পর নাই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ও অনর্থকর ব্যবহার, তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই । আমার বোধে, যে সকল মহাত্মারা, জগতের হিতের নিমিত্ত, শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা, তাদৃশ ধর্ম্মবহির্ভূত লোকবিগর্হিত বিষয়ে, অনুমতি-প্রদান বা অনুমোদনপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা মনে করিলে মহাপাতক জন্মে । কস্ততঃ, মানবজাতির হিতাহিত ও কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, যে শাস্ত্রের সৃষ্টি হই-

যাচ্ছে, বহুজ্ঞাপ্রস্তুত বহুবিবাহরূপ পিশাচব্যবহার সেই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কার্য্য, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না । ফলতঃ, বাঁহারা একবারে স্ত্রায় অস্ত্রায় বোধশূন্য, সদসম্বিচারশক্তিবর্জিত, এবং সম্ভব অসম্ভব ও সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা বিষয়ে বহিস্মুখ নহেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার থাকিলে, এবং তত্ত্বনির্ণয়পক্ষ লক্ষ্য হইলে, তাদৃশ ব্যক্তির, বহুজ্ঞাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, ঈদৃশ ব্যবস্থা প্রচারে প্রস্তুত হইতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না ।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ মাত্র অধিবেদন অনুমত ও অনুমোদিত দৃষ্ট হইতেছে; প্রথম ধর্ম্মার্থ অধিবেদন, দ্বিতীয় কামার্থ অধিবেদন । পূর্বপরিণীতা পত্নী বক্ষ্যা, ব্যভিচারিণী, সুরাপায়িণী, চির-রোগিণী প্রভৃতি স্থির হইলে, শাস্ত্রকারেরা পুরুষের পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের অনুমতি দিয়াছেন । সেই অনুমতির অনুবর্ত্তী হইয়া, পুরুষ যে দারপরিগ্রহ করে, উহার নাম ধর্ম্মার্থ অধিবেদন । "পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য । স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, ঐ দুই প্রধান উদ্দেশ্যের সমাধান হয় না । ঐ দুই প্রধান উদ্দেশ্য সমাহিত না হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয় । এজন্য, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্থলে অধিবেদনের অনুমতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন । আর, পূর্বপরিণীতা পত্নীর সহযোগে, রতিকামনা পূর্ণ না হইলে, ধনবান কামুক পুরুষের পক্ষে, শাস্ত্রকারেরা অসবর্ণাপরিণয়ের অনুমোদন করিয়াছেন । সেই অনুমোদনের

অনুবর্তী হইয়া, কেবল কামোপশমনবাসনায়, কামুক পুরুষ, অনুলোম ক্রমে, বর্ণান্তরে যে দারপরিগ্রহ করে, উহার নাম কামার্ধ অধিবেদন । নিবিষ্ট চিত্তে, শাস্ত্রের তাৎপর্য পর্যা-  
লোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, শাস্ত্রোক্ত  
নিমিত্ত ঘটনা ব্যতিরেকে, পূৰ্বপরিণীতা পত্নীকে অপদৃশ বা  
অপমানিত করা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত বা অভিপ্রেত নহে ।  
কামোপশমনের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক হইলে, তাঁহারা,  
কামুক পুরুষের পক্ষে, অনবর্ণা পরিণয়ের অনুমোদন করিয়া-  
ছেন বটে ; কিন্তু, পূৰ্বপরিণীতা সৰ্বণ্য সহধর্মিণীর সন্তোষ-  
সম্পাদন ও সম্মতিলাভ ব্যতিরেকে, তাদৃশ অধিবেদনে  
অধিকার বিধান করেন নাই ; সুতরাং, কামার্ধ অধিবেদনের  
পথ এক প্রকার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক ;  
কারণ, পূৰ্বপরিণীতা সহধর্মিণী, সন্তুষ্ট চিত্তে, স্বামীর দারান্তর-  
পরিগ্রহে সম্মতি দিবেন, ইহা কোনও মতে সম্ভব নহে । আর,  
যদিই কোনও অর্থলোভিনী সহধর্মিণী, অর্থলাভে চরিতার্থ  
হইয়া, তাদৃশ সম্মতি প্রদান করেন, এবং তদনুসারে তাঁহার  
স্বামী অনবর্ণা বিবাহ করিলে, উত্তর কালে তন্নিবন্ধন তাঁহার  
ক্লেশ, অসুখ, বা অসুবিধা ঘটে, সে তাঁহার নিজের দোষ ।  
আর, যদি পূৰ্বপরিণীতা সৰ্বণ্য সহধর্মিণীর সম্মতিনিরপেক্ষ  
হইয়া, অথবা এক বারেই শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ উল্ল-  
ঙ্খন করিয়া, যথেষ্টচারী ধার্মিক মহাপুরুষেরা স্বেচ্ছাধীন বিবাহ  
করিতে আরম্ভ করেন, এবং ধর্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ সর্বজ্ঞ বিজ্ঞ

মহাপুরুষেরা তাদৃশ অবৈধ বিবাহকে বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্ররৃত্ত হয়েন, তজ্জন লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারেরা, কোনও অংশে, অপরাধী হইতে পারেন না । তাঁহারা পূৰ্ব-পরিণীতা সৰ্বণা সহধর্মিণীকে ধর্মপত্নী শব্দে, আর, কামোপশমনের, নিমিত্ত, অনন্তরপরিণীতা অসৰ্বণা ভার্য্যাকে কামপত্নী শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । শাস্ত্র অনুসারে, ধর্মপত্নী গৃহস্থকর্তব্য, স্বাভাবিক লৌকিক বা পারলৌকিক বিষয়ে সহাধিকারিণী ; কামপত্নী কেবল কামোপশমনের উপযোগিনী ; সুতরাং, শাস্ত্রকারেরা কামপত্নীকে উপপত্নী বিশেষ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন । ফলতঃ, অসৰ্বণা কামপত্নী, কোনও অংশে, সৰ্বণা ধর্মপত্নীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাঁহারা তাহার পথ রাখেন নাই । এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, কামুক পুরুষ, কেবল কামোপশমনের নিমিত্ত, দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে, এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তকদিগের ঐকমত্য নাই । মহর্ষি আপস্তম্ব, অনন্দিদ্ব্য বাক্যে, পুত্রবতী ও ধর্মকার্যোপযোগিনী পত্নী নহে, একবারে দারান্তর পরিগ্রহের নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন । কেবল কামোপশমনের নিমিত্ত, পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, তদীয় ধর্মস্বত্বে তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না ।

যাহা হউক, যে দ্বিবিধ অধিবেদন উল্লিখিত হইল, এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে, শাস্ত্র অনুসারে, পূর্বপরিণীতা সৰ্বণা সহধর্মিণীর জীবদ্দশায় পুনরায় দ্বিঃপরিগ্রহ করিবার অধিকার

মাই। যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন, যিনি যত ইচ্ছা পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করুন, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমত বা অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইবার নহে। শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া, অথবা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া, কিংবা, অভিপ্রেতনিদ্ধির নিমিত্ত, স্বেচ্ছানু-কম্প অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড বৈধ বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করিলে, নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগকে নরকে নিক্ষিপ্ত করা হয়।

এই স্থলে, সমাজস্থ সর্বসাধারণ লোককে সন্তোষণ করিয়া, কিছু আবেদন করিবার নিতান্ত বাসনা ছিল ; কিন্তু, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অসুস্থতার আতিশয্য বশতঃ, যথোপযুক্ত প্রকারে তৎসম্পাদন অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, আতিশয় ক্ষুদ্র হৃদয়ে, সে বাসনায় বিসর্জন দিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক, বিরত হইতে হইল।

ঐজ্বরচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা

১লা চৈত্র । সংবৎ ১৯২৯ ।



## পরিশিষ্ট

---

এই পুস্তকের ১৬১ পৃষ্ঠায়, নিম্ননির্দিষ্ট বচন,

সবর্ণা বস্যা যা ভার্য্যা ধর্মপত্নী হি সা স্মৃতা ।

অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা ॥

এবং, ২০৫ পৃষ্ঠায়, নিম্ননির্দিষ্ট বচন সকল,

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্বাস্তম্যাকালাঃ ক্রিয়াঃ ।

সূর্য্যর্জনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্যয়েৎ ॥

একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ ।

অভার্য্যোহপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্বকর্ম্মসু ॥

ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্ ।

ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাগ্রয়েৎ ॥

সর্বস্বেনাপি দেবেশি কর্তব্যো দারসংগ্রহঃ ॥

মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রের একত্রিংশ পটল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

কিন্তু, কলিকাতার কতিপয় স্থানে ও কৃষ্ণনগরের রাজবাগীতে

যে পুস্তক আছে, তাহাতে প্রথম ৩৪ পটল নাই। তদ্বশে

বোধ হইতেছে, এ প্রদেশে মৎস্যসূক্ত তন্ত্রের যে সকল পুস্তক

আছে, সমুদায়ই আদিষ্টগণিত । যদি কেহ, কৌতুহলপরতন্ত্র হইয়া, মূলপুস্তকে এই সকল বচনের অনুসন্ধান করেন, এতদ্দেশীয় পুস্তকে একত্রিংশ পটলের অসম্ভাব বশতঃ, তিনি তাহা দেখিতে পাইবেন না ; এবং, হয় ত, মনে করিবেন, এই সকল বচন অমূলক, আমি রচনা করিয়া, প্রমাণরূপে প্রদর্শিত করিয়াছি । ঝাঁহাদের মনে সেরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবেক, তাঁহারা, স্থানান্তর বা দেশান্তর হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, সন্দেহভঞ্জনর চেষ্টা করিবেন, তদ্রূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না । এজন্য, নির্দেশ করিতেছি, অধুনা লোকান্তরবাসী খড়দহনিবাসী প্রাণরূপ বিদ্বান মহোদয়ের আদেশে, প্রাণতোষণী নামে যে গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অনুসন্ধানকারী মহাশয়েরা, ঐ গ্রন্থের ৪৫ পত্রের ১ শ্রীষ্ঠায়, এই সকল বচন প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন । এ অঞ্চলে মূলপুস্তকের অসম্ভাব স্থলে, উল্লিখিত বচনসমূহের অমূলকত্বশঙ্কাপরিহারের ইহা অপেক্ষা বিশিষ্টতর উপায়ান্তর প্রদর্শিত হইতে পারে না । এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, প্রাণতোষণীতে যেরূপ পাঠ দ্রুত হইয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে, আমার পুস্তকে প্রথম বচনের পূর্বাঙ্কে পাঠের কিছু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক ; কিন্তু, ঐ বৈলক্ষণ্য অতি সামান্য ; তজ্জন্য, অর্থের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে না । বিশেষতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমার দ্রুত পাঠই অধিকতর সঙ্গত ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় । যথঃ

প্রাগজ্যোতীধ্বত পাঠ ।

সবর্ণা ব্রাহ্মণী যা তু ধর্মপত্নী চ সা স্মৃতা ।

অসবর্ণা চ যা ভার্য্যা কামপত্নী তু সা স্মৃতা ॥

আমার ধ্বত পাঠ ।

সবর্ণা বন্য যা ভার্য্যা ধর্মপত্নী হি সা স্মৃতা ।

অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা ॥

সম্পূর্ণ ।

PRINTED BY PĪTĀMBARA VANDYOPADHYĀYA,  
AT THE HANKERT PRESS, 62, AMHERST STREET, CALCUTTA.

1885.









